ওঁ

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

স-ভাষ্য

পাতঞ্জলদর্শন।

——:*:——

মহন্ত শ্রীস্বামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮৫৩।

[মূল্য ১।।০ টাকা মাত্র।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ

নিবেদন।

এইখণ্ডে ভাষ্যের সহিত পাতঞ্জলদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রণেতা; ইহা যোগসূত্র নামে পরিচিত; ইহাকে "সাংখ্যপরিশিষ্ট" নামেও সময় সময় আখ্যাত করা হয়। সাংখ্যদর্শনের উপদেশসকল ইহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; সাংখ্যমার্গীয় সাধনপ্রণালী ইহাতে অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু ভক্তিযোগের সহিত সাংখ্যযোগের প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন বিরোধ না থাকাতে, এইগ্রন্থে ভক্তি-মার্গেরও সাধনপ্রণালীর প্রতি স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিতে গ্রন্থকার ত্রুটি করেন নাই।

এই গ্রন্থের উপদিষ্ট বিষয় অতি গভীর; ইহা আয়ত্ত করিতে পারিলে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনবিষয়ে অনেক পরিমাণে দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। গ্রন্থের উল্লিখিত উপদেশসকল অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ উপক্রমণিকায় মুখ্য উপদেশসকলের সার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং সূত্র ও ভাষ্যের সার মর্ম্ম বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া, স্থানে স্থানে ব্যাখ্যাসহ, সূত্রের নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইযাছে। তদ্দ্বারা গ্রন্থের অধ্যয়নবিষয়ে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাহায্য হইলে, পরিশ্রম সফল হইযাছে মনে করিব।

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্. এস্-সি.
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম্. আই. প্রেস
২৯২।৮, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ

নিবেদন।

এইখণ্ডে ভাষ্যের সহিত পাতঞ্জলদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রণেতা; ইহা যোগসূত্র নামে পরিচিত; ইহাকে "সাংখ্যপরিশিষ্ট" নামেও সময় সময় আখ্যাত করা হয়। সাংখ্যদর্শনের উপদেশসকল ইহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; সাংখ্যমার্গীয় সাধনপ্রণালী ইহাতে অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু ভক্তিযোগের সহিত সাংখ্যযোগের প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন বিরোধ না থাকাতে, এইগ্রন্থে ভক্তি-মার্গেরও সাধনপ্রণালীর প্রতি স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিতে গ্রন্থকার ক্রটি করেন নাই।

এই গ্রন্থের উপদিষ্ট বিষয় অতি গভীর; ইহা আয়ত্ত করিতে পারিলে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনবিষয়ে অনেক পবিমাণে দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। গ্রন্থের উল্লিখিত উপদেশসকল অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ উপক্রমণিকায় মুখ্য উপদেশসকলের সাব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং সূত্র ও ভাষ্যের সার মর্ম্ম বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া, স্থানে স্থানে ব্যাখ্যাসহ, সূত্রের নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা গ্রন্থের অধ্যয়নবিষয়ে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাহায্য হইলে, পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব।

পূর্ব্বে প্রকাশিত "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থের তৃতীয়া-ধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদস্বরূপে এই গ্রন্থকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইগ্রন্থে যে স্থানে "মূলগ্রন্থ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, সেই স্থানে তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থ লক্ষিত হইযাছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

——ঃ*ঃ——

পাতঞ্জল দর্শন।

উপক্রমণিকা।

যোগসূত্র-নামক পাতঞ্জল দর্শন, সাংখ্যদর্শনের পরিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত; ইহাতে সাংখ্যদর্শন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সাংখ্য-দর্শন ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যোগসূত্রও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শ্রীভগবান্ কপিলদেবোক্ত সাংখ্যজ্ঞানের যথার্থ মর্ম্ম অবধারণ বিষয়ে যোগসূত্রোক্ত উপদেশসকলের পর্য্যালোচনা বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে। এই গ্রন্থ সাধকমাত্রেরই পক্ষে বিশেষ উপাদেয়। অতএব মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত ভাষ্যের সহিত সম্পূর্ণ যোগসূত্র এইস্থলে যথাসম্ভব ব্যাখ্যাত হইতেছে। মূলসূত্রসকল যেমন সাধক ও পণ্ডিত-সমাজে সর্ব্বত্র আদরণীয়, শ্রীবেদব্যাসকৃত ভাষ্যও তদ্রূপ আদরণীয়। বস্তুতঃ মহর্ষিবেদব্যাস-প্রণীত ভাষ্য কর্ত্তৃক মূলসূত্রসকলের আদর আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পাতঞ্জল দর্শন সম্যক আয়ত্ত হইলে, ভারতীয় সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের উপদিষ্ট সর্ব্ববিধ সাধনপ্রণালী-

বিষয়ে চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হয়। আত্মানাত্ম বিবেক সম্পাদনের নিমিত্ত, সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে পরম পুরুষ ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বলিয়াই এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে ; বেদান্ত-দর্শনের সহিত ইহাব এই মাত্র প্রভেদ যে, বেদান্ত দর্শনে প্রকৃতিকে ঐশী শক্তি, (ঈশ্বর হইতে অভিন্ন শক্তি) বলিয়া বর্ণনা কবা হইয়াছে ; বেদান্ত দর্শনানুসাবে ঈশ্বব অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিমান হওয়াতে, তিনি স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা জগৎ বচনা করিয়াও, তদতীত ও তাহাতে নির্লিপ্ত ভাবে বিরাজমান আছেন। পাতঞ্জল দর্শনানুসারেও "পৌরুষেয়" প্রত্যয়রূপে জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপভুক্ত (বিভূতি পাদ ৩৫ সূত্র দ্রষ্টব্য) প্রকাশিতরূপে তাঁহা হইতে পৃথক্। সুতরাং মূল বিষয়ে তারতম্য অতি সামান্য। ইহা উপেক্ষা করিলে, এই পাতঞ্জল দর্শন সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি সাধকের দৃষ্টি উদ্ঘাটিত করিবে। গ্রন্থ সহজে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যোগসূত্রে এবং ভাষ্যে উক্ত দার্শনিক-মীমাংসা-বিষয়ক উপদেশসকলের সার সংক্ষেপে প্রথমে বর্ণনা করা যাইতেছে।

১। গুণ ত্রিবিধ :—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ইহাদের বিনাশ নাই ; ইহারা নিত্য।

(ক) সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, জ্ঞানমাত্র। জ্ঞান শব্দের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থে অধিকাংশ স্থলে "খ্যাতি" অথবা "প্রখ্যা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। উভয় শব্দের অর্থই নির্ম্মল জ্ঞান। সত্ত্বগুণকে প্রকাশাত্মক বলিবার অভিপ্রায় এই যে, ইহা অপর সকল বস্তুর প্রকাশক ; জ্ঞান-দ্বারাই অপর সকল বস্তু আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, যাহা কাহারও জ্ঞানগম্য নহে, তাহা নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু জ্ঞান আপনাকে আপনি প্রকাশ করে না, তাহা চৈতন্যময় পুরুষ দ্বারা প্রকাশিত, এই জ্ঞানেরও অস্তিত্ব চৈতন্যরূপী পুরুষেই প্রকাশিত ; অতএব পুরুষ স্বপ্রকাশ, জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে—পরপ্রকাশক মাত্র। এইরূপ বিচার দ্বারা শুদ্ধ

সত্ত্বগুণের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। যে প্রাণীতে এই গুণের অংশ যত অধিক, সেই প্রাণী সেই পরিমাণে জ্ঞানসম্পন্ন।

(খ) রজোগুন ক্রিয়াত্মক, পরিচালনাই ইহার স্বরূপ; যে স্থানে কোন প্রকার কার্য্য, কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, সেই স্থানেই রজোগুণ আছে বুঝিতে হয়; জ্ঞানও কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে স্বয়ং সমর্থ নহে, তাহা রজোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া বিষয়ে ধাবিত হয়; এই পরিচালিত হওয়াকে "বৃত্তি" বলে। যেমন "জ্ঞানবৃত্তি" বলিলে জ্ঞান-শক্তি কোন বিষয়ের দিকে পরিচালিত হওয়া বুঝায়। অতএব এই গ্রন্থে রজোগুণকে "প্রবৃত্তিশীল" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গুণ যাঁহাতে যে পরিমাণে অধিক, তিনি সেই পরিমাণে কর্ম্মে উৎসাহসম্পন্ন।

(গ) তমোগুণ অবরোধক স্বভাব; রজোগুণ যেমন চলনশীল, তমোগুণ তেমনি "স্থিতিশীল", রজোগুণের এবং সত্ত্বগুণের কার্য্যের অবরোধ করাই ইহার স্বভাব। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তমোগুণের স্বরূপ প্রকাশ করা যাইতেছে। কোন একব্যক্তি ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল; তখন তাহার শরীরে বেগ জন্মান রজোগুণের কার্য্য, তাহার মনে যে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাও রজোগুণের কার্য্য। কিন্তু যেমন সে দৌড়িতে যায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগের অবরোধক ও নিয়ামক এক প্রকার বাধা সে অনুভব করিতে থাকে; সুতরাং কিছু কাল দৌড়িয়া, সে আর দৌড়িতে পারে না; সেই আভ্যন্তরিক বাধা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া তাহার প্রযত্ন শিথিল করিয়া দেয়। ইহা তমোগুণের কার্য্য। সকল কার্য্য সম্বন্ধেই এইরূপ; জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিকে সঙ্কুচিত করাই তমোগুণের কার্য্য। এইগুণ যে পুরুষে যে পরিমাণে অধিক, তিনি সেই পরিমাণে ক্ষুদ্রদর্শী, ক্ষুদ্রমতি, জড়বুদ্ধি ও অলস হয়েন।

(ঘ) গুণসকল এইরূপ বিভিন্নস্বভাব হইলেও পরস্পরের সহিত

নিত্য মিলিতাবস্থায় থাকে। কিন্তু মিলিতাবস্থায় থাকিলেও ইহারা সম-শক্তিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় না; কখনও বা একটি প্রধান, কখনও বা অপরটি প্রধান হইয়া প্রকাশিত হয়; যখন একটি প্রধান হয়, তখন অপর দুইটি তাহার সহচর হইয়া অধীনভাবে থাকে; যেটি প্রধান তাহার শক্তি ক্ষয় হইলে, অপর আর একটি প্রধান হয়, এবং প্রথমোক্তটি তাহার অধীন হইয়া পড়ে। যেটি প্রধান থাকে অপর দুইটি তাহার আনুকূল্য করিতে বাধ্য হয় সত্য, কিন্তু ঐ প্রধানটি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য করিতে প্রচ্ছন্নভাবে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া বাধাও জন্মায়। তাহাতেই কালক্রমে শক্তিক্ষয় বশতঃ প্রধানটি ক্রমশঃ অপ্রধান হইয়া পড়ে, ও অপর একটি প্রাধান্যলাভ করে। এই নিমিত্ত গুণসকলকে পরস্পরের "অনুগ্রাহক" এবং "নিরনুগ্রাহক" বলিয়া যোগসূত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(৬) যখন তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের কোন প্রকার প্রকাশভাব থাকে না, তখন ইহারা সম্যক্ অপ্রকাশভাবে বর্ত্তমান থাকে, কোন গুণেরই কোন প্রকার ব্যাপার (কার্য্য) তখন থাকে না, ইহাদিগের এই অপ্রকাশ অবস্থার নাম প্রকৃতি। কোন কার্য্য না করিয়াও যে গুণসকল থাকিতে পারে, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। আমি এইক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছি, এইক্ষণে আমার কোন ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছে না; কিন্তু তজ্জন্য যে আমার ক্রোধ নাই, তাহা নহে, উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে কারণ আমার ক্রোধের উদ্দীপনা করে, সেই কারণ অথবা তদপেক্ষা গুরুতর কারণও অপর এক ব্যক্তির ক্রোধ উদ্দীপন করে না; অতএব ক্রোধনামক বৃত্তি আমারই ধর্ম্ম, তাহা বাহিরের কারণের ধর্ম্ম নহে; এই ধর্ম্মটি অপ্রকাশভাবে আমাতে আছে; উদ্দীপক কোন বিশেষ কারণ পাইয়া

তাহা প্রকাশিত হয়, অপর সময় অপ্রকাশ ভাবে থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; অপ্রকাশ থাকা কালে যে তাহা নাই, এমন নহে। এই-রূপ গুণসকলও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অস্তিত্ববিহীন হয় না, "সংস্কার" মাত্ররূপে থাকে। অতএব গুণত্রয়ের সম্পূর্ণ অপ্রকাশ অবস্থাকে যোগসূত্রে "সংস্কারাবস্থা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, গুণত্রয়ের এই "সংস্কার" মাত্র অবস্থাই "প্রকৃতি" এবং "প্রধান" শব্দের বাচ্য। এই অবস্থায় কিছুই প্রকাশ থাকে না বলিয়া তাহার অনুমাপক কোন চিহ্ন (লিঙ্গ) নাই, অতএব প্রকৃতিকে "অলিঙ্গ" শব্দদ্বারাও এই গ্রন্থে নির্দ্দেশ কবা হইয়াছে।

(চ) মিলিতাবস্থায় নিত্য অবস্থান করিয়া গুণত্রয় পরস্পরের "অনু-গ্রাহক" ও "নিরনুগ্রাহক" হওয়াতে অনবরত পরিবর্ত্তনশীলতা তাহাদের ধর্ম্ম; ইহাদের এক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যাবস্থার প্রাপ্তিকে "পরিণাম" বলে। গুণত্রয় অনাদি ও নিত্য হইলেও তাহারা নিয়ত পরিণামশীল। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিঅবস্থার প্রথম পরিণাম "বুদ্ধি", ইহা সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞানমাত্র; এই জ্ঞানরূপ চিহ্ন (লিঙ্গ) দ্বারা গুণত্রয় প্রথম প্রকাশ-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত বুদ্ধিকে "লিঙ্গমাত্র" নামে এই গ্রন্থে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই লিঙ্গমাত্র-বুদ্ধি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া "অস্মিতা" (অহংজ্ঞান) রূপে প্রকাশিত হয়; এই অস্মিতা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্ররূপ পরিণাম প্রকাশিত হয়; এবং পঞ্চতন্মাত্র আবার বিকারপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চমহাভূতরূপে প্রকাশিত হয়। পঞ্চমহাভূতের অন্য কোন তাত্ত্বিক পরিণাম নাই; এবং একাদশ ইন্দ্রিয়েরও অপর কোন তাত্ত্বিক পরিণাম নাই। বিভিন্ন মাত্রায় মহদাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত প্রকাশিত তত্ত্বসকলের বিমিশ্রণে এই বিচিত্র জগৎ রচিত হইয়াছে। অতএব পঞ্চমহাভূতের তুলনায় পঞ্চতন্মাত্রকে "অবিশেষ" অথবা "সামান্য" বলা যায়, এবং পঞ্চ-

মহাভূতকে "বিশেষ" বলা যায়। এইরূপ একাদশ ইন্দ্রিয়কে বিশেষ, এবং তৎসহ ও পঞ্চতন্মাত্রসহ তুলনায় অহংতত্ত্বকে (অস্মিতাকে) "অবিশেষ" বলা যায়। সুতরাং পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতাকে, তাহাদের বিশেষ পরিণাম আছে বলিয়া, "অবিশেষ" নামে এই গ্রন্থে আখ্যাত করা হইয়াছে। অতএব পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা এই "ষড়্ অবিশেষ", পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই "ষোড়শবিশেষ", এবং "লিঙ্গমাত্র" (বুদ্ধিতত্ত্ব) ও "অলিঙ্গ" (প্রকৃতি) এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গুণবর্গ।

(ছ) সমস্ত জাগতিক বস্তু এইরূপে ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় বিভিন্ন ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া এই বিচিত্র জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনই যখন গুণত্রয়ের ধর্ম্ম, তখন তাহার প্রত্যেক অবস্থাই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য। প্রত্যেক অবস্থার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনাশের বীজ রহিয়াছে, প্রকাশ করা (সৃষ্টিকরা) সত্ত্বাশ্রিত রজোগুণের ধর্ম্ম ; বিনাশ করা—অপ্রকাশ করা রজোগুণাশ্রিত তমোগুণের ধর্ম্ম। যখন সমস্ত অপ্রকাশ হয় এবং জগৎ প্রকৃতি-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন অবরোধযোগ্য প্রকাশিত কোন বস্তু না থাকায় অবরোধকারী তমোগুণও সুতরাং নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থাই জগতেব "প্রকৃতি-লীনাবস্থা" বলিয়া এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় থাকিয়া রজোগুণ কিঞ্চিৎ উদ্বুদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা প্রথমে জ্ঞানাত্মক সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়। ইহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হইলেই উক্ত রজোগুণ দ্বারা তমোগুণও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে তৎসহিত যুক্ত থাকে।

২। পুরুষ (আত্মা) স্বভাবতঃ গুণাতীত, মুক্তস্বভাব ; কিন্তু গুণবর্গ তাঁহার সহিত দৃশ্যরূপসম্বন্ধে নিয়ত অবস্থিত, তিনি চৈতন্য মাত্র। কিন্তু যিনি গুণাতীত গুণসম্বন্ধরহিত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিরূপে গুণসকল

দৃশ্যরূপসম্বন্ধেই বা অবস্থিত হইতে পারে? অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পুরুষ অয়স্কান্তমণি সদৃশ; অয়স্কান্তমণি লৌহখণ্ড হইতে পৃথক্ থাকিয়াও যেমন লৌহখণ্ডে আপনার ধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট করায়, তাহাকেও আত্মসদৃশ করে, তদ্রূপ পুরুষ গুণবর্গ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও, গুণবর্গে স্বীয় চৈতন্যশক্তি অনুপ্রবিষ্ট করেন। এইরূপে গুণে-অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যশক্তিকে গুণস্থ পুরুষপ্রতিবিম্ব বলিয়া যোগসূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই পুরুষ-প্রতিবিম্বও গুণাত্মক নহেন, ইনি পুরুষই; সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্পণে পতিত হইলে, দর্পণস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব তূলারাশির দিকে চালিত হইয়া তাহাকেও উত্তপ্ত ও প্রজ্বলিত করিতে পারে, চক্ষুর দিকে চালিত হইয়া আকাশস্থ সূর্য্যের ন্যায় চক্ষুর তেজোহানি করিতে পারে; কিন্তু দর্পণ নিজে তাহা করিতে পারে না; অতএব সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দর্পণসংযুক্ত হইলেও তাহা সূর্য্যেরই স্বভাবযুক্ত থাকে, তাহা সূর্য্যেরই অংশস্বরূপ, তাহা দর্পণস্বভাব প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ নিত্যশুদ্ধ পুরুষ গুণে প্রতিবিম্বিত হইলেও, গুণস্থ পুরুষপ্রতিবিম্ব পুরুষ-স্বভাবেই অবস্থিতি করে, গুণস্বভাব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু দর্পণ যে দিকে পরিচালিত হয়, দর্পণস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্বও সেই দিকেই পরিচালিত হয়; দর্পণ মলিন হইলে তৎস্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বও মলিনতা প্রাপ্ত হয়; অতএব দর্পণস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব এবং দর্পণ বিভিন্নস্বভাবাক্রান্ত হইলেও পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিরূপ নহে, কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম-সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে আছে। তদ্রূপ গুণস্থিত পুরুষপ্রতিবিম্ব ও গুণ, ইহারা বিভিন্ন স্বভাবাপন্ন হইলেও, পরস্পর পরস্পর হইতে অত্যন্ত বিরূপ নহে; গুণের যে সমস্ত পরিণাম হয়, তৎসমস্তেরই প্রতিজ্ঞান ঐ প্রতিবিম্ব পুরুষের হয়, এই অর্থে যোগসূত্রে পুরুষকে "বুদ্ধির প্রতিসংবেদী" বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। (সাধনপাদ ২০ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এই প্রতিবিম্ব-পুরুষ সুতরাং স্বরূপতঃ নির্গুণ হইয়াও গুণসঙ্গে গুণীর ন্যায়ই প্রতিভাত

হয়েন, গুণসকল তাঁহার আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হয়। পরন্তু গুণসকলের প্রত্যেক অবয়বই পুরুষপ্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হওয়াতে প্রত্যেক অবয়বই পৃথক্ পৃথক্ জীব, প্রত্যেকটিই চৈতন্য সমন্বিত, এবং পরস্পর হইতে বিভিন্ন; কারণ প্রত্যেকেই পুরুষপ্রতিবিম্ব আছে। এই জীবচৈতন্যকে অর্থাৎ প্রতিবিম্বপুরুষকে যোগসূত্রে "চিতিশক্তি", "দৃক্‌শক্তি" এবং "ভোক্তৃশক্তি" নামে, এবং গুণবর্গকে "দর্শনশক্তি" ও "দৃশ্যশক্তি" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

৩। গুণবর্গ পুরুষের সহিত সমন্বিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হওয়াতে, পুরুষের যে গুণপরিণামবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাকেই "ভোগ" বলে। পুরুষের এই ভোগ-সাধন গুণপরিণাম দ্বারা নিয়তই সংঘটিত হইতেছে, গুণসকল নানাবিধরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষের এই ভোগরূপ "অর্থ" নিয়তই সাধন করিতেছে। আবার গুণপরিণাম সকল পুরুষকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তৎপ্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া পুরুষস্বরূপের ধ্যান দ্বারা অবশেষে পুরুষের "মোক্ষ"রূপ "অর্থ"ও সম্পাদন করিতেছে। এই নিমিত্ত গুণসকলকে "পুরুষার্থসাধক" অথবা "পরার্থসাধক" বলিয়া যোগসূত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুরুষার্থ সাধনই গুণসকলের কার্য্য ও স্বভাব, পুরুষার্থসাধন না করিয়া (পুরুষের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া) পৃথক্ ভাবে ইহারা ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না, অতএব পুরুষার্থসাধনের নিমিত্তই গুণসকলের অস্তিত্ব; সুতরাং ইহারা "পরার্থাত্মা" ও "পুরুষার্থাত্মা" বলিয়া যোগসূত্রে উক্ত হইয়াছে। (সাধনপাদ ১৭, ১৮ ও ২১ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)।

৪। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অলিঙ্গ প্রকৃতি-অবস্থায় অস্ফুটসংস্কারমাত্ররূপে গুণসকল পুরুষের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে; সুতরাং তদবস্থায় তাহারা পুরুষের ভোগসাধন-যোগ্য নহে। গুণ সকল বুদ্ধিতত্ত্ব

হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত পরিণামসকল প্রাপ্ত হইয়া, এবং এই সকল পবিণাম অসংখ্য প্রকারে মিশ্রিত বিমিশ্রিত হইয়া, পুরুষের ভোগসাধন করে। পুরুষও নিত্য, গুণসকলও নিত্য, কিন্তু পুরুষের কোন পরিণাম হয় না, তিনি সর্ব্বদাই "দ্রষ্টা" স্বরূপে অবস্থিত আছেন, তাঁহার যে এই অপরিবর্ত্তনশীল নিত্যত্ব তাহাকে "কূটস্থ নিত্যত্ব" বলে। গুণসকলের যে নিত্যত্ব, তাহাকে "পরিণামি-নিত্যত্ব" বলে; কারণ গুণসকল নিত্য অবিনাশী হইলেও, তাহারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্যত্ব এই দ্বিবিধ প্রকাব বলিযা যোগসূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (কৈবল্যপাদ ৩৩ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

৫। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ এই তিনটিকে একত্র অন্তঃকরণবৃত্তি অথবা চিত্ত বলে। বুদ্ধি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়, এবং অহঙ্কার সত্ত্ব প্রধান অংশে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মনরূপে পরিণত হয়; স্থতরাং মনে অহঙ্কার ও বুদ্ধি নিবিষ্ট আছে, অতএব চিত্ত মনরূপেই সচরাচর জীবের নিকট প্রকাশিত; তন্নিমিত্ত মনঃ শব্দে চিত্তও বুঝায়। অহং তত্ত্বের তমঃ প্রধান অংশে পঞ্চতন্মাত্র, ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত-পরমাণুসকল স্থষ্ট হয়। পরমাণুসকল অবয়ব বিশিষ্ট, নিববয়ব নহে, তন্মাত্র সকলই পরমাণুসকলের সূক্ষ্ম অবয়ব (বিভূতি পাদ ৪৪ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এবং পঞ্চমহাভৌতিক পরমাণুসকল নানাপ্রকারে বিমিশ্রিত হইয়া বিচিত্র জগৎরূপে প্রকাশ পায়; সমস্ত দৃশ্য জগৎ গুণাত্মক হইলেও বস্তুসকল যে পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি হয় ও প্রকাশ পায়, তাহা এই নিমিত্তই হইয়া থাকে (কৈবল্যপাদ ১৪ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এই অহংতত্ত্বের তামসাংশপ্রধান-পরিণামরূপ জড়জগৎ সম্বন্ধীয় বস্তু সকলকে চিত্ত স্বীয় জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার নিমিত্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশিত করে। ইন্দ্রিয়-

সকলই বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভের উপায়; সুতরাং ইন্দ্রিয়সকলকে চিত্তের "করণবৃত্তি" বলিয়া যোগসূত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে; এই ইন্দ্রিয়রূপ "করণ"দ্বারাই চিত্ত বাহ্যবস্তু গ্রহণ করে, অতএব ইন্দ্রিয়সকলকে "গ্রহণাত্মক" ও বাহ্য বিষয়, যাহা ইন্দ্রিয় দ্বাবা গৃহীত হয়, তাহাকে "গ্রাহ্যাত্মক" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তামসসৃষ্টি জড়জগৎ গ্রাহ্যপদবাচ্য, এবং ইন্দ্রিয়সকল গ্রহণপদবাচ্য। (সৃষ্টিপ্রক্রিয়া পূর্ব্বে মূলগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্রহ্মবিদ্যা নামক তৃতীয় পাদে বিশেষরূপে বিবৃত করা হইয়াছে)।

৬। মৃত্তিকা যেমন ঘট সরাবাদি "বিশেষ" "বিশেষ" মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যের সামান্য, স্বর্ণ যেমন স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি "বিশেষ" "বিশেষ" দ্রব্যের সামান্য,তদ্রূপ ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত পরমাণু জড়জগতের সমস্ত বিশেষ দ্রব্যের সামান্য; এবং পঞ্চমহাভূত-পরমাণুসকলের সামান্য পঞ্চতন্মাত্র। ঘটের সহিত তুলনায় মৃত্তিকাকে "ধর্ম্মী" বলা যায়, এবং ঘটকে মৃত্তিকার "ধর্ম্ম" বলা যায়, "ধর্ম্মী" (মৃত্তিকা) ঘটরূপ ধারণ করিতে পারে, ঘটরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া মৃত্তিকার একটি ধর্ম্ম; কিন্তু এই ঘটরূপ ধর্ম্ম মৃত্তিকাতে কখনও বর্ত্তমান থাকা দেখা যায়, কখনও ইহা ভাবী-রূপে মৃত্তিকায় অবস্থিতি করে (যে পর্য্যন্ত ঘটাকারে মৃত্তিকা পরিণত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মৃত্তিকার ঘটরূপ ধর্ম্ম ভাবী-অনাগতরূপে থাকে)। আবার ঘটরূপ ধর্ম্ম প্রকাশ হইলে যখন সেই ঘট চূর্ণীকৃত হইয়া মৃত্তিকাচূর্ণরূপে পরিণত হয়, তখন ঐ মৃত্তিকার ঘটধর্ম্ম অতীত বলিয়া বলা যায়। অতএব মৃত্তিকার ঘটত্বরূপ ধর্ম্মের ত্রিবিধ "লক্ষণ" আছে; অনাগত ভাব প্রথম "লক্ষণ", বর্ত্তমান ভাব দ্বিতীয় "লক্ষণ", এবং অতীত ভাব তৃতীয় "লক্ষণ"। মৃত্তিকার ঘটধর্ম্ম বর্ত্তমান লক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহা পুনরায় নূতন পুরাতন ইত্যাদি "অবস্থা"যুক্ত হয়। অতএব "ধর্ম্মী"র পরিণাম, "ধর্ম্ম" দ্বারা হয়, ধর্ম্মসকলের পরিণাম অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীত "লক্ষণ"

প্রকাশ দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং "লক্ষণ" সকলের পরিণাম "অবস্থা" ভেদের দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মী (মৃত্তিকা) হইতে এই সকল ধর্ম্মাদি স্বরূপতঃ পৃথক্ নহে। বিশেষরূপে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম লক্ষণ ও অবস্থাভেদের বিবক্ষা হইয়া থাকে। বাস্তবিক ধর্ম্মী বস্তুরই অবস্থান্তর মাত্র এতদ্দ্বারা প্রকাশ পায়। মৃত্তিকাকে এই স্থলে ধর্ম্মী বলা হইয়াছে, কিন্তু মৃত্তিকা আবার পঞ্চমহাভূতের একটি বিশেষ ধর্ম্ম। এইরূপে চিত্তই ইন্দ্রিয়াদি সকল দ্রব্যের সামান্য; সুতরাং চিত্তই মূল ধর্ম্মী। চিত্তের ব্যুত্থান ও নিরোধ এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম আছে; নিরুদ্ধাবস্থায় ইহা প্রকৃতিভাব ধারণ করে; এই নিরোধ ধর্ম্ম অতীত লক্ষণ প্রাপ্ত হইলে, ব্যুত্থান ধর্ম্ম যাহা নিরোধকালে অনাগত লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়; নিরোধকালে ব্যুত্থান "ধর্ম্ম" অতীত "লক্ষণ" প্রাপ্ত হয়। নিরোধ ধর্ম্মের উদয়কালে নিরোধ সংস্কারসকল বলবান্ "অবস্থা" প্রাপ্ত হয়, ব্যুত্থান সংস্কারসকল দুর্ব্বল "অবস্থা" প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিরোধকালেও চিত্ত "ব্যুত্থান ধর্ম্ম" হইতে একদা বিরহিত হয় না, "ব্যুত্থান ধর্ম্ম" তৎকালে কেবল অপ্রকাশ মাত্র থাকে। জাগতিক সমস্ত দ্রব্যই এই অর্থে নিত্য, কখনও ইহারা অতীত অথবা অনাগত লক্ষণযুক্ত হইয়া অপ্রকাশ থাকে, কখনও বর্ত্তমান লক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। (কৈবল্যপাদ ১২ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য) অনাগত ও অতীত লক্ষণের মধ্যে প্রভেদ এই যে, অনাগতটি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান হয়; কিন্তু অতীতটি কখনও আর বর্ত্তমান ভাব প্রাপ্ত হয় না। যে কুণ্ডলটি একবার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ঠিক সেইটি আর পুনরায় বর্ত্তমান হইবে না, যে ঘটটি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ঘটটি পুনরায় মৃত্তিকাচূর্ণ দ্বারা গঠিত হইবে না, তদ্রূপ আর একটি ঘট অথবা কুণ্ডল প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা পূর্ব্ব ঘট অথবা পূর্ব্ব কুণ্ডল নহে, নূতন আর একটি; নূতনটি ঠিক পূর্ব্বটির

অনুরূপ হইতে প্রারে, কিন্তু তথাপি নূতনটি পূর্ব্বটি হইতে বিভিন্ন। (বিভূতি পাদ ১৩ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। দেখিতে ঠিক একপ্রকার একটি নূতন ঘট ও একটি পুরাতন ঘটের প্রভেদ সমাধিবলে সংযমী যোগিগণ অবগত হইতে পারেন, অপরে তদ্রূপ পাবেন না। যোগিগণ কিরূপে তাহা অবধারণ করেন, তৎসম্বন্ধে বিভূতিপাদ ৫২।৫৩ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৭। বাহ্যবস্তুসকল ইন্দ্রিয়দ্বারা চিত্তে প্রতিভাত হয়, পুরুষ চিত্তেব দ্রষ্টা, চিত্তরূপ উপকরণ-সংযোগে তিনি বাহ্যবস্তুর জ্ঞাতা হযেন। বাহ্যবস্তু সকল চিত্তের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত, এবং চিত্ত পুরুষেব সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এইরূপে প্রকৃতিপুরুষাত্মক সমস্ত জগৎ পবস্পরেব সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কোন বাহ্যবস্তু চিত্তের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, তাহাব অবয়ব ইন্দ্রিয়-প্রণালীদ্বারা চিত্ত গ্রহণ করিয়া তাহা ধারণ করে; এইরূপ কোন বিশেষ আকার ধারণ করার প্রযত্নকে চিত্তের "বৃত্তি" বলে। এইরূপে চিত্ত বৃত্তিযুক্ত হইলে তৎসম্বন্ধীয় চিত্তস্থ জ্ঞানাংশকে "প্রত্যয়" বলে। এই প্রত্যয়ের অনুরূপ প্রত্যয় পুরুষেরও হইয়া থাকে; কারণ পুরুষ বুদ্ধির "প্রতিসংবেদী", তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই চিত্তস্থ প্রত্যয় ও পৌরুষেয় প্রত্যয়ের একতানতাই "ভোগ" শব্দবাচ্য। কিন্তু চিত্তস্থিত প্রত্যয় চিত্তেরই অংশ, পৌরুষেয় প্রত্যয়ও তদ্রূপ পুরুষের স্বরূপস্থ, তাঁহা হইতে অভিন্ন—তদাত্মক, কিন্তু চিত্তস্থ প্রত্যয় "পরার্থ", কারণ চিত্ত পরার্থ; পুরুষস্থ প্রত্যয় পুরুষ হইতে অভিন্ন হওয়াতে তাহা "স্বার্থ"। পৌরুষেয় প্রত্যয় পুরুষ হইতে অভিন্ন হওয়াতে তাহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। (বিভূতিপাদ ৩৫ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। গুণসকল পুরুষ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও পুরুষের এইরূপে ভোগসাধন করে, এই নিমিত্ত চিত্তকে এবং সাধারণতঃ গুণসকলকেও অয়স্কান্তমণি সদৃশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (সাধনপাদ ১৭ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

৮। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহং এবং মনঃ, একত্রীভূত এই ত্রিতয়কে "চিত্ত" বলা যায়। চিত্তের বুদ্ধ্যংশ সত্ত্বগুণাত্মক, তাহাই রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি সহকারে অহঙ্কারাখ্য অভিমান ও বহিঃস্থ বিষয়-গ্রহণোন্মুখ মনরূপে পরিণত হয়। রাজস ও তামসাংশের বিশেষ কার্য্য বৃদ্ধি হইতে অপগত হইলে, চিত্ত নির্ম্মল বুদ্ধিমাত্ররূপে পরিণত হয়; ইহা সত্ত্বস্বরূপ, স্থতরাং নির্ম্মল চিত্তকে সত্ত্বস্বরূপ বলা যায়, এবং রাজস ও তামসাংশকে চিত্তের মলা বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হয়। এই নিমিত্ত যোগ-সূত্রে চিত্তকে স্বরূপতঃ "সত্ত্ব" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চিত্তের "স্বরূপে অবস্থিতি" শব্দ যোগসূত্রে যেস্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, সেই স্থানে রজঃ ও তমোগুণ অপগত হওয়া বশতঃ নির্ম্মল সত্ত্বরূপে চিত্তের অবস্থিতি বুঝিতে হইবে; অস্মিতাবুদ্ধি তদবস্থায় যুক্ত না থাকাতে, তৎকালে জ্ঞানের স্বরূপ এই মাত্রই থাকে যে, জ্ঞান হইতে পুরুষ পৃথক্; অতএব ইহাকে যোগসূত্রে "সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং" অথবা "সত্ত্বান্যতাখ্যাতিমাত্রং" বলিয়া বর্ণনা করা হইযাছে। অলিঙ্গ প্রকৃতি-অবস্থায় এই "সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি"ও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সাধক প্রযত্ন দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়েব সহিত মনঃ ও অহংবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া, ঐ সত্ত্বান্যতাখ্যাতিমাত্রে অবস্থিত হইলে, তাঁহার সেই অবস্থাকে "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলে, এবং এই সত্ত্বান্যতাখ্যাতিকেও নিরুদ্ধ করিয়া কেবল সংস্কারাত্মক প্রকৃতিরূপতা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার তদবস্থাকে "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলে। এবং তীব্র বৈরাগ্যের ফলে যখন এই সংস্কারও তাঁহার বিদূরিত হয়, এই সংস্কারাত্মক প্রকৃতিকেও বর্জ্জন করিয়া যখন তিনি নির্গুণ পুরুষস্বরূপে প্রতিষ্ঠ হয়েন, তখন তাঁহার কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্তি হওয়া বলা যায়। এই অবস্থাকে চিত্তের "বিনাশাবস্থা" বলা যায়; কিন্তু বস্তুতঃ চিত্তের সম্যক্ বিনাশ নাই; চিত্তরূপে অর্থাৎ পুরু-ষের দৃশ্যরূপে যে অবস্থিতি, তাহারই অভাব কৈবল্যাবস্থায় হয়; কিন্তু

ইহাও কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে নহে। (সাধন-পাদ ২১ ও ২২ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

৯। (ক) নির্ম্মলচিত্ত বিভুস্বরূপ, সর্ব্ববিষয় ও সর্ব্বাকার ধারণ করিতে সমর্থ। কিন্তু সাধারণ জীবের চিত্ত রাজস ও তামসবৃত্তিযুক্ত হওয়াতে তাহা নির্ম্মল নহে ; সুতরাং স্বরূপতঃ বিভুস্বরূপ হইলেও সাধারণ জীবের চিত্ত সংস্কারদ্বারা সীমাবদ্ধ। কোন বাহ্যবস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহার আকার ইন্দ্রিয়প্রণালীদ্বারা গৃহীত হইয়া চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় ও চিত্ত তদাকারে বৃত্তিযুক্ত হয়, এবং তখন তৎসম্বন্ধে প্রত্যয় জন্মে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমল চিত্তের এই সকল বৃত্তি পঞ্চপ্রকাব, যথা :—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ; এতৎ সমস্ত বিশেষ রূপে যোগসূত্রের সমাধিপাদের প্রথমভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রমাণ ত্রিবিধ ; যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। সাধারণতঃ বস্তু-স্বরূপের যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা, এবং যদ্দ্বারা প্রমার উদয় হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। বস্তুসকলের অযথা জ্ঞানকে বিপর্য্যয বলে ; এই বিপর্য্যয়জ্ঞানের নামই অবিদ্যা। অবিদ্যা পঞ্চপ্রকারে প্রকাশিত হয়, যথা :—অবিদ্যা, অস্মিতা, অনুরাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়)। সাধারণতঃ মিথ্যাজ্ঞানবৃত্তিকে অবিদ্যা বলে, তমোগুণের দ্বারা জ্ঞানাত্মক সত্ত্বগুণ আবরিত হইলে, তাহাতে বিষয়সকলের যথার্থস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া বিকৃত অথবা আংশিকরূপে মাত্র প্রকাশিত হয় ; ইহাই অবিদ্যা ; সুতরাং অবিদ্যা তমোমূলক। দ্রষ্টাপুরুষ এবং দৃশ্যগুণবর্গ বিভিন্ন হইলেও উভয়ের একাত্মতা-বোধস্বরূপ যে জ্ঞান, তাহাই অস্মিতা (অহং-বুদ্ধি) ; ইহাই অবিদ্যার প্রথম প্রকাশিত রূপ, এই নিমিত্ত অহংতত্ত্ব ও তাহাহইতে সৃষ্ট অপর তত্ত্বসকলকে অবিদ্যাসৃষ্টি বলে। রাগ (অনুরাগ), দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই তিনটি অহংবুদ্ধিরই অনুগত ; বুদ্ধিতে অবিদ্যা

প্রথমতঃ বীজরূপে অপ্রকাশভাবে থাকে, অহংবুদ্ধিরূপেই ইহা প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া প্রকাশ পায়। এই অবিদ্যাই মূলতঃ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ ক্লেশের মূল। সুতরাং অবিদ্যাদি পঞ্চকে "পঞ্চক্লেশ" নামে যোগসূত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই অবিদ্যারূপ ক্লেশ কিরূপে সম্যক্ পরিহার করা যায়, তাহারই উপায়সকল বিশদরূপে বর্ণনা করা যোগসূত্রের উদ্দেশ্য। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত এই ক্লেশসকল সর্ব্বথা পরিহার্য্য; অতএব ইহাদিগকে "হেয়" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কৈবল্যই ক্লেশ পরিহারের অব্যর্থ উপায়; অতএব তাহাকে "হান" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে, এবং এই হানের উপায়সকলও যোগসূত্রে বিস্তৃতরূপে অধিকারীভেদে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(খ) বস্তুসকলের যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বলা যায়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রমাজ্ঞানে প্রত্যয়াংশ প্রধান; প্রমাণেব বিষয়ীভূত বস্তুর আকারও সেই প্রমাজ্ঞানেব অঙ্গীভূত, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যয়াংশই প্রধানভাবে তদবস্থায় চিত্তে অবস্থান করে। উপস্থিত বস্তুর সম্বন্ধে চিত্তে প্রত্যয় জন্মিলে, তদাকার ধারণ করা বশতঃ, চিত্তে তদ্বিষযক সংস্কার প্রাদুর্ভূত হয়; যত অধিকবার ঐ বস্তুবিযয়ক প্রত্যয় জন্মে, তদ্বিষয়ক চিত্তের সংস্কার ততই গাঢ় হইতে থাকে (অর্থাৎ তদাকার ধারণ করিবার নিমিত্ত চিত্তের সামর্থ্য ও উন্মুখতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই উন্মুখতাই বীজরূপে চিত্তে অবস্থান করে, ইহারই নাম সংস্কার)। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুরূপ কোন বিষয় কালান্তরে উপস্থিত হইলে, উক্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্বরূপ চিত্তে পুনরায় উদয় করিয়া দেয়, ইহাকেই "স্মৃতি" বলে। স্মৃতিকালেও চিত্ত পূর্ব্বানুভূত বিষয়াকাব ধারণ করে, প্রমাকালেও ঐ বিষয়াকারই ধারণ করে, এবং উভয় অবস্থায়ই তদ্বিষয়ক জ্ঞানও হয়; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে "প্রমা" কালে জ্ঞানটি প্রত্যয়-প্রধান,

"স্মৃতি" কালে জ্ঞান বিষয়াকার-প্রধান, এবং প্রত্যক্ষ অবস্থায় বস্তু বর্ত্তমানক্ষণারূঢ় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, স্মৃতির অবস্থায় বস্তু অতীতক্ষণারূঢ় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে বস্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পুনরায় বর্ত্তমানে দৃষ্ট হইলে তৎ সম্বন্ধীয় স্মৃতির উদয় হয়, এবং বর্ত্তমানদৃষ্ট বস্তুর সহিত পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর একত্ববোধ জন্মে; ইহাকেই "প্রত্যভিজ্ঞা" বলে।

(গ) নিদ্রাকালে চিত্তের বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব হয় না; কিন্তু তৎকালে প্রমাজ্ঞান বর্ত্তমান হইতে পারে না; কারণ প্রমাজ্ঞানের অবরোধক তমোবৃত্তি তৎকালে অধিক পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হয়। প্রমাজ্ঞানের অবরোধক এই তমোবৃত্তিযুক্ত চিত্তের অবস্থাকেই নিদ্রা বলে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে নিদ্রা ত্রিবিধ, তাহা মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। বস্তুশূন্য শব্দানুপাতী জ্ঞানকে "বিকল্প" বলে, যেমন নরশৃঙ্গ ইত্যাদি।

১০। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাহ্যবস্তুর স্বরূপ ইন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা চিত্তে গৃহীত হয়। কিন্তু শব্দসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিচার আছে; অর্থ-বোধক শব্দ যাহাকে পদ বলে, তাহা সম্পূর্ণ বাহ্যবস্তু নহে; একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষরূপে ইহা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে ঃ—যেমন "কলস" একটি পদ; ইহা ক্—অ—ল্—অ—স্—অ, এই কয়টি বর্ণমালার দ্বারা গঠিত; ঐ বর্ণসকল একটি একটি করিয়া বক্তাকর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়াছে; বক্তা এক একটি করিয়া বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা দ্বারা উচ্চারণ করিয়াছেন; এই সকল উচ্চারণ-চেষ্টা পৃথক্ পৃথক্ হওয়াতে তজ্জনিত ধ্বনিসকলও পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আসিয়া শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; কলস বলিয়া একটি মিশ্রিত ধ্বনি এককালে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। "কলস" বলিতে যেমন ক ও ল আছে, "কলম" বলিতেও তদ্রূপ ক ও ল আছে; সুতরাং ক ও লএর ধ্বনি যে কলসজ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহা নহে;

"কলস", "কলত্র" ইত্যাদি বহুবিধ আভিধানিক অর্থযুক্ত পদে ক ও ল ব্যবহৃত হয়, এবং ক ও ল পৃথক্ পৃথক্ রূপে আরও অসংখ্য আভিধানিক পদে সন্নিবিষ্ট আছে; সুতরাং ক ও ল যে প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে কলস-জ্ঞানের অনুমাপক, তাহা বলা যাইতে পারে না, কেবল ক অথবা ক ও ল শুনিবামাত্র শ্রোতার কলসজ্ঞান আংশিকরূপেও উদিত হয় না। আবাব বক্তাকর্ত্তৃক কলস পদ উচ্চারণ কালে, বর্ণসকল পরস্পর হইতে পৃথক্ ধ্বনি-রূপে প্রকাশিত হয়; সুতরাং ইহারা পবস্পরের সহিত মিলিতভাব প্রাপ্ত হইতে পাবে না; কারণ একটি উচ্চাবিত হইবাব পবে বক্তার পৃথক্ চেষ্টা দ্বাবা অপরটি উচ্চারিত হয়. অতএব সিদ্ধান্ত এই যে শেষবর্ণ 'স' বক্তা-কর্ত্তৃক উচ্চাবিত হইলে, তাহা ধ্বনিরূপে বায়ু, আকাশ ইত্যাদি সংযোগে শ্রোতাব কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, বুদ্ধি তাহা ধারণ করিয়া, স্মৃতিবলে পূর্ব্বানুভূত ক ও লএর ধ্বনির সহিত তাহা সংযোজিত কবিয়া, "কলস" স্বরূপ স্ফোটশব্দকে একত্র ধারণাব বিষয় কবে, অতএব "কলস" এই অর্থ-বোধক স্ফোটশব্দ (পদ) প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধিস্থিত, "কলস" বলিয়া মিশ্রিত একটি শব্দ বুদ্ধির বাহিরে "গ্রাহ্য" বিষয়রূপে স্থিত নহে, বুদ্ধি শেষ বর্ণেব ধ্বনিটি প্রাপ্ত হইয়া এই স্ফোটশব্দ বচনা কবে; ইহা পূর্ব্বাপব শিক্ষানুসাবে অর্থবোধক সঙ্কেত স্বরূপে বুদ্ধিতে স্থিত হইযা, বুদ্ধিতে অর্থস্মৃতি জন্মাইয়া অর্থবোধক হয়। বুদ্ধির অবিশুদ্ধ অবস্থায় শব্দ, অর্থ ও তদ্বিষয়ক প্রত্যয়কে বুদ্ধি অভিন্নভাবে ("সঙ্কীর্ণ"ভাবে) গ্রহণ কবে, ইহাকে "সবিতর্ক" জ্ঞান বলে। যখন বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়া, শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়কে পৃথক্ পৃথক্ রূপে জ্ঞান করে, তখন সেই জ্ঞানকে "নির্ব্বিতর্ক" জ্ঞান বলে।

১১। পূর্ব্বোক্ত চিত্তের পঞ্চবিধ ভূমি (স্থির অবস্থা) দৃষ্ট হয়, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্ত অতি চঞ্চল, কোন বিষয়ে মনঃ স্থির হয় না; রজোগুণের দ্বারা বুদ্ধি অতিশয় চালিত

হওয়াতে সত্ত্ববৃত্তি জ্ঞান কোন বিষয়কে সম্যক্ ধারণা করিতে পারে না, চিত্ত অবিরত ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় তামসিক বৃত্তি ধারাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন সত্ত্ব ও রজোবৃত্তি অতিশয় মৃদু হয়, এবং নিদ্রা মোহ প্রভৃতি তমোবৃত্তি চিত্তকে গাঢ়রূপে অধিকার করে, তখন চিত্তের যে অবস্থা হয়, তাহাকে "মূঢ়" অবস্থা বলা যায়। সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত "বিক্ষিপ্তা"-বস্থাপন্ন, অল্পাধিক পরিমাণে তাহাতে চিত্তের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্য উপস্থিত হয়, এই অবস্থায়ই মনুষ্য চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত সাধন অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়। চিত্তের "একাগ্র" ভূমিতে মনুষ্য কোন এক বিষয় ধারণা করিয়া, বহুক্ষণব্যাপী ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে সমাধিযুক্ত হয়, এবং চিত্ত ক্রমশঃ ধ্যেয় বস্তুর আকারে সম্যক্ পরিণত হয়; এবং চিত্তের নিজের অস্তিত্ববিষয়ক বোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। "নিরুদ্ধ" ভূমিতে চিত্তের কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না। সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির অভাব হওয়াতে চিত্ত তৎকালে সম্যক্ অপ্রকাশিত হয়, পূর্ব্বে যাহা গুণসকলের "সংস্কার-মাত্র" "অলিঙ্গ" "প্রকৃতি" অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই চিত্তের সম্যক্ নিরুদ্ধভূমি।

১২। (ক) অবিদ্যাদি পঞ্চ যাহা ক্লেশ ও ক্লেশহেতু বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বিশেষ সাধন অবলম্বন করা প্রয়োজন। রজঃ ও তমোবৃত্তি, যাহা বীজভাবে বুদ্ধিতত্ত্বে নিবিষ্ট আছে, তাহাই ক্লেশের মূল, অতএব রজঃ ও তমোবৃত্তি সম্যক্ নিরুদ্ধ করা আবশ্যক; চিত্ত একাগ্র না হইলে তাহা সম্ভব হয় না; অতএব চিত্তের বিক্ষেপক কারণসকল দূর করিবার নিমিত্ত উপযোগী সাধন প্রথমে গ্রহণ করা আবশ্যক। এই সকল বিক্ষেপক কারণ নয়প্রকার, যথা—১। "ব্যাধি", ২। "স্ত্যান", ৩। "সংশয়", ৪। "প্রমাদ", ৫। "আলস্য", ৬। "অবিরতি", ৭। "ভ্রান্তিদর্শন", ৮। "অলব্ধভূমিকত্ব" ও ৯। "অনব-

স্থিতত্ব।” শরীরের বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই ত্রিবিধ ধাতু, এবং আহার্য্য বস্তুর রস ও ইন্দ্রিয়সকল, যে ভাবে যে অবস্থায় থাকিলে অবাধে সাধন অবলম্বিত হইতে পারে, তদবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিলেই তাহাকে “ব্যাধি” বলে। তন্নিমিত্ত আহার, নিদ্রা, কর্ম্মচেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্র ও গুরূপদেশ অনুসারে সুকৌশলে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। উৎকট ব্যাধি-ভোগ, অথবা অন্য যে কোন নৈমিত্তিক ব্যাপার বশতঃই হউক, চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা জন্মিলে তাহাকে “স্ত্যান” বলে। গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ বিষয়ে বিশ্বাসাভাবই “সংশয়”। ইহা সাধনপথের প্রধান বিঘ্ন। সমাধি-সাধনের যথার্থ প্রণালী পরিহারপূর্ব্বক বুদ্ধিভ্রংশহেতু বিপথগামী হওয়াকে “প্রমাদ” বলে। দেহ এবং মনের গুরুত্ববোধহেতু সাধনে অপ্রবৃত্তিকে “আলস্য” বলে। ভোগ্যবিষয় উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি লোভকে “অবিরতি” বলে। শাস্ত্র ও গুরূপদেশের অপ্রকৃতজ্ঞান, এবং সাধারণতঃ বিপর্য্যয়-জ্ঞানকে “ভ্রান্তিদর্শন” বলে। সমাধিভূমির অপ্রাপ্তিকে “অলব্ধভূমিকত্ব” বলে। এবং ভূমিলাভ করিয়াও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারাকে “অনবস্থিতত্ব” বলে।

(খ) বিক্ষিপ্তচিত্তে স্বভাবতঃ দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য (ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মিলে চিত্তের যে ক্ষোভ জন্মে তাহাকে দৌর্ম্মনস্য বলে) অঙ্গমেজয়ত্ব (শরীরের কম্পনাদি চাঞ্চল্য) এবং শ্বাস ও প্রশ্বাসরূপ বিক্ষেপক ব্যাপার বর্ত্তমান থাকে।

এতৎ সমস্ত পরিহার করিবার নিমিত্ত সাধন অবলম্বন করিতে হয়। সাধনের অন্তরায়সকলের প্রতি নিয়ত লক্ষ্য না রাখিলে, তাহারা অলক্ষিতভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া বিক্ষেপ উৎপাদন করে।

১৩। (ক) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টবিধ সাধন দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপবৃত্তি দূরীভূত এবং চিত্ত

একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে যম, নিযম, আসন, প্রাণাযাম ও প্রত্যাহাব এই কযটি অপেক্ষাকৃত বহিবঙ্গ সাধন, তৎসহ তুলনায ধাবণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তবঙ্গ সাধন। ধাবণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে একত্র "সংযম' বলে। যোগসূত্রেব সাধনপাদেব ৩০ সূত্র হইতে ঐ পাদেব শেষ পয্যন্ত প্রথম পাঁচটি সাধন বর্ণিত হইয়াছে, বিভূতি পাদেব প্রথমভাগে ধাবণা, ধ্যান ও সমাধি ব্যাখ্যাত হইযাছে। এই স্থলে সাধাবণ ভাবে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, হৃৎপদ্ম, নাভিচক্র প্রভৃতি দেহাভ্যন্তবস্থ সূক্ষ্ম বিন্দুতে অথবা ঈশ্বববিগ্রহমূর্ত্তিতে অথবা অন্য যে কোন ইষ্টমূর্ত্তিতে চিত্তেব দৃষ্টি স্থিব কবাকে "ধাবণা' বলে অপব সকল বিষয়ে চিত্তেব বৃত্তি রুদ্ধ কবিয়া, এইরূপ কোন এক বিশেষ বিষযে চিত্তেব দৃষ্টি স্থাপিত কবিলে, কেবল তৎসম্বন্ধীয প্রত্যয-প্রবাহ চিত্তে ধাবাবাহিকরূপে বর্ত্তমান হইলে, তাহাকে "ধ্যান" বলে। ধ্যেয বস্তুকে গাঢরূপে ধাবণ কবিতে কবিতে অবশেষে চিত্ত এইরূপ অবস্থায উপনীত হয় যে, ধ্যেয ও ধ্যাতাব পার্থক্যবুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হইযা ধ্যেয়াকাবমাত্ররূপে চিত্ত অবস্থিতি কবে। ধ্যেয় বস্তু হইতে চিত্তেব পার্থক্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায, এই অবস্থাকেই "সমাধি" বলে। ইহাই চিত্তেব একাগ্রভূমি।

(খ) ভগবৎ বিগ্রহাদিব স্থূল বাহ্যরূপে এই সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎপ্রসাদে কেহ কেহ একেবাবে নির্ম্মল বুদ্ধিতত্ত্বে উপনীত হইয়া, পব ভক্তি লাভ কবিতে পাবেন। অপব কেহ কেহ, পবমাণু, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, মনঃ অথবা অহঙ্কারতত্ত্বে সমাধি কবিযা থাকেন। যে কোন বিষয়েই সমাধি হয, চিত্ত তৎস্বরূপতা লাভ কবে। এই ধ্যেযস্বরূপ লাভকে "সমাপত্তি" বলে। স্থূল বাহ্য বিষয়ে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়েব সঙ্কীর্ণ (মিশ্রিত) অবস্থায় যে সমাপত্তি, তাহাকে "সবিতর্কা-সমাপত্তি" বলে। "সবিতর্কা-সমাপত্তি" অবস্থা সমাধিব প্রাবম্ভাবস্থা মাত্র। ইহাকে ধ্যানেব

গাঢ় অবস্থাও বলা যাইতে পারে। ধ্যান ও সমাধিতে প্রভেদ এই যে, ধ্যানাবস্থায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়াকারে চিত্তের বৃত্তি হয়; কিন্তু সমাধি অবস্থায় এক ধ্যেয়াকারে চিত্তের বৃত্তি হয়, চিত্ত তৎকালে জ্ঞান বিষয়ক প্রত্যয় রহিত হইয়া যেন স্বরূপশূন্যভাবে অবস্থিতি করে। সবিতর্কা-সমাপত্তির অবস্থায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়ের মিশ্রাকারে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন ধ্যানের অতিশয় গাঢ়তা হেতু ধ্যেয়স্থূল বাহ্য বিষয়ে সমাধি হয়, এবং সেই স্থূল অমিশ্র বিষয়াকারে মাত্র চিত্ত প্রতিভাত হয়, অথচ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য বোধ মাত্র থাকে না, তখন ইহাকে "নির্ব্বিতর্কা-সমাপত্তি" বলে। এইরূপ সূক্ষ্ম পরমাণু বিষয়ে সমাধিযোগে যখন চিত্ত তৎসহ মিশ্রিতাকারে মাত্র প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে "সবিচারসমাপত্তি" বলে। তন্মাত্রে সমাধি দ্বারা চিত্ত স্বরূপশূন্যবৎ হইয়া কেবল তন্মাত্রতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে "নির্ব্বিচারসমাপত্তি" বলে। এইরূপে স্থূল ও সূক্ষ্মবিষয়-সকল সমাধির আয়ত্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্ববিধ বাহ্য বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; তখন তাহাদের যে অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা জন্মে, তাহাতে সমাধি দ্বারা তদাকারে মাত্র চিত্ত ভাসমান হইলে, তাহাকে "আনন্দ-সমাপত্তি" বলে। অস্মিতামাত্রে সমাধি দ্বারা তদাকারে মাত্র চিত্ত ভাসমান হইলে, তাহাকে "অস্মিতাসমাপত্তি" বলে। এই সকল সমাধিকে "সবীজ-সমাধি" বলা যায়, কারণ বীজভাবাপন্ন অবিদ্যা এই সকল সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়রূপে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে অস্মিতা হইতে আরম্ভ করিয়া জাগতিক সমস্তবিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলে, তদ্ধেতু চিত্তের এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতা উপস্থিত হয়; এইরূপ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান লাভ করাতে দেহতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব তখন সম্যক্ প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় যে নির্ম্মল জ্ঞানবৃত্তি হয়, তাহাকে "ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞা" অথবা "মধুমতীপ্রজ্ঞা" বলে। এই অবস্থায় ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গাদি সুখ উপহার প্রদান করিয়া সাধককে সম্মানিত

করেন। পরন্তু ভোগের অনিত্যতা বিষয়ক বিচার দ্বারা সাধক তৎসমস্ত উপেক্ষা করিয়া, যখন ঐ প্রজ্ঞা-ভূমিতে সম্যক্ স্থিত হয়েন, তখন তাঁহাকে "প্রজ্ঞাজ্যোতি" নামে আখ্যাত করা যায়. তিনি তখন ভূত ও ইন্দ্রিয়-জয়ী হয়েন, এবং তাঁহার সম্যক্ "বিবেকখ্যাতি"ব (যাহাকে "সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি" মাত্র বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইযাছে, তাহাব) উদয় হয়। এই বিবেকখ্যাতিব উদয হইলে, তদবস্থায স্থিতিকেই "সম্প্রজ্ঞাতসমাধি" বলে, এবং তদবস্থাপন্ন যোগীকে "অতিক্রান্তভাবনীয" নামে আখ্যাত করা যায়। (বিভূতিপাদ ৫১ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগেব আবন্ত। পূর্ব্বোল্লিখিত বিতর্ক. বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা সমাধি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন হইলে, এই "সম্প্রজ্ঞাতসমাধি" উপজাত হয। মহত্তত্ত্ব হইতে আবন্ত করিয়া প্রকাশিত সমস্ত জগত্তত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ প্রজ্ঞা তৎকালে উপস্থিত হয, প্রকাশিত জগতেব কিছুই তখন অজ্ঞাত থাকে না, এবং নির্ব্বাণ জ্ঞানেব স্বরূপও তখন প্রকাশিত হয়. এই নিমিত্ত ইহাকে "সম্প্রজ্ঞাতসমাধি" বলে। পুরুষ গুণবর্গ হইতে পৃথক্, এইমাত্র জ্ঞানরূপে চিত্ত তদবস্থায প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাধির অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্য হইতে ক্রমশঃ এক ভূমিব পর অন্যভূমি জিত হইযা সাধক এই সম্প্রজ্ঞাতভূমি লাভ করেন। এই "বিবেকখ্যাতি" অবাধে প্রবর্ত্তিত হওয়াই "হানোপায়" বলিয়া যোগশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিবেকখ্যাতি প্রবর্ত্তিত হইলে অবিদ্যা "দগ্ধবীজভাব" প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তমোগুণের দ্বারা নির্ম্মল সত্ত্ব আবৃত হইলে, সত্ত্ব ও পুরুষের একত্বজ্ঞানসূচক অহংজ্ঞান আবির্ভূত হয়, ইহাই অবিদ্যার "অস্মিতা" রূপ প্রথম প্রকাশ। কিন্তু সাধনবলে এই মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হওয়াতে, অবিদ্যা তখন আর উক্ত প্রকার ভ্রম জন্মাইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু তমোগুণের একদা বিনাশ নাই,

বুদ্ধিতত্ত্বেও তাহা পুরুষের স্বরূপ জ্ঞানকে আবরিত করিয়া অবস্থান করে, অতএব তদবস্থায় অবিদ্যার "দগ্ধবীজ" ভাব প্রাপ্তি হয় বলিয়া যোগসূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধান্য ভর্জিত হইলে তাহা স্বরূপতঃ নষ্ট হয় না; কিন্তু তাহার বীজোৎপাদিকাশক্তি তিরোহিত হয়; তদ্রূপ পুরুষ ও গুণবর্গ বিভিন্নস্বভাব হইলেও, উভয়েব একাত্মতা বোধ জন্মান যে অবিদ্যার প্রথম ও মুখ্য কার্য্য, তাহা আব তদবস্থায় জন্মিতে পারে না। অতএব অবিদ্যার বীজভাব তখন দগ্ধ হয বলিযা যোগসূত্রে বর্ণনা করা হইযাছে।

(গ) সম্প্রজ্ঞাতসমাধি অবস্থা প্রাপ্ত যোগীর সম্যক্ "সত্ত্বপুরুষান্যতা-খ্যাতি" রূপ জ্ঞানকে "প্রসংখ্যান" বলে। এই "প্রসংখ্যান" অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইবাব পূর্ব্বে আর তিনটি অবস্থা পরপর অতিক্রম করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থায় এইরূপ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা হয় যে, সংসার সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছে, আর জ্ঞাতব্য কিছু অবশিষ্ট নাই। এই জ্ঞান হইলে এই সর্ব্বজ্ঞত্বের প্রতিও বৈরাগ্যেব উদয় হয। কারণ তৎসমস্তই অনাত্ম বলিয়া বোধ জন্মে। দ্বিতীয অবস্থায় এইরূপ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা হয় যে, অবিদ্যাদি ক্লেশ সম্যক্ অপগত হইয়াছে, ইহারা আর চিত্তকে অধিকার করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতেও পুরুষ সাক্ষাৎকারের উপায় হইল না দেখিয়া, তদ-বস্থার প্রতিও বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্ন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তৃতীয অবস্থায় উক্ত প্রকার জ্ঞানও নিরুদ্ধ হয়, তখন এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় যে, বৃত্তির সম্যক্ নিরোধই একমাত্র পুরুষসাক্ষাৎকারের উপায়, সুতরাং তদবস্থায় তৎপ্রতি প্রযত্ন অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। এই তিনটি অবস্থা অতীত হইলে, অবাধিত বিবেকধারারূপ প্রসংখ্যান প্রবর্ত্তিত হয়। এই চতুর্থ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রযত্নবিমুক্তি ঘটে। চিত্ত তখন আপনা হইতেই অধিকতর বেগে পুরুষাভিমুখে ধাবিত হয়, ইহাকে "ধর্ম্মমেঘ"

নামক সমাধি বলে। । কৈবল্যপাদ ২৯ ও ৩২ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য ।। কারণ ইহার প্রথম অবস্থায়ই সিদ্ধি চরিতাধিকার হইয়া পুরুষভোগোৎপাদনরূপ সংস্কার হইতে বিরহিত হয়। এই অবস্থা লব্ধ হইবার পরেই আপনা হইতে গুণ সকল সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিধ প্রকাশভাব বিরহিত হয়, এবং স্বীয় প্রকৃতিস্বরূপে বিলীন হইয়া একেবারে অপ্রকট হইয়া পড়ে। ইহাকে "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলে, কারণ তৎকালে কোন প্রকার জ্ঞানের স্ফুরণ থাকে না, এবং তৎপরই পুরুষ গুণ সম্বন্ধাতীত স্বীয় অমল জ্যোতীরূপে প্রকাশিত হয়েন ইহাই কৈবল্য। পুরুষ গুণাতীত কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নিরোধাদি সাধনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন সেই পুরুষের চিত্ত নিরোধ হইতে অব্যাহতি পায়, এবং ইহার এমন এক অবস্থা হয় যে, তখন সর্ব্ববিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, আর তাহাতে পুরুষের ভোগোৎপাদনরূপবুদ্ধি উপজাত হয় না, ইহাকেই চিত্তের মুক্তাবস্থা বলে। যেমন "প্রসংখ্যান" ভূমিতে অবিদ্যার বীজভাব নষ্ট হওয়ায়, তাহা স্বরূপে (তমোগুণরূপে) বিনষ্ট না হইলেও, আর বিপর্য্যয়জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ মুক্তাবস্থায় চিত্ত সর্ব্ববিষয়ে বৃত্তিযুক্ত হইলেও তাহার পুরুষার্থরূপতা আর প্রকাশিত হয় না ; কারণ ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ তখন সম্পাদিত হইয়াছে। (সাধনপাদ ২৭ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। নর্ত্তকী যেমন তাহার সর্ব্বপ্রকার নৃত্য প্রদর্শিত হইবার পর দর্শকবৃন্দকে অসন্তুষ্ট দেখিলে, আর নৃত্য দেখাইতে প্রযাস করে না, তদ্রূপ গুণবর্গও আর মুক্তপুরুষের পুরুষার্থ সম্পাদন করিতে অভিপ্রায় করে না। সাংখ্যদর্শনে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা চিত্তের মুক্তাবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাকেই চিত্তের "বিনাশ" বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতির প্রকৃত প্রস্তাবে সম্যক অথবা আংশিক বিনাশ নাই ; ইহা সাংখ্য কিংবা যোগসূত্রের স্বীকার্য্য নহে। মুক্ত হইয়াও পুরুষ দেহধারী হইয়া জীবিত থাকেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের স্বীকার্য্য। কিন্তু

মুক্তাবস্থায় জীবিত পুরুষ যে কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা তাঁহার কোন প্রকার প্রয়োজনসাধনার্থ নহে অতএব তিনি তাহাতে কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না। স্থূল দেহান্তে তাহার কি অবস্থা হয়, তাহা বিশেষরূপে সাংখ্য-দর্শন কিংবা যোগসূত্রে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু মুক্তাবস্থায়ও পরমাত্মা ঈশ্বর হইতে তাহাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য যে থাকে, তাহা এই উভয় দর্শনের স্বীকৃত (সমাধিপাদ ২৪ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) প্রকৃতি অবস্থা প্রাপ্তিকেই 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি' বলে। কারণ তৎকালে কোন প্রকার জ্ঞান প্রকাশিত থাকে না, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যে বিষয় চিত্ত ধ্যান করে, সমাধিবলে সেই বিষয়াকারই প্রাপ্ত হয়, ধ্যেয় বস্তু হইতে চিত্তের পার্থক্য কিছু থাকে না, ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অজ্ঞাত স্বরূপ পুরুষই ধ্যেয় বস্তু হওয়াতে, তদ্বিষয়ক সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত ঐ পুরুষাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, (সমাধিপাদ ৪১ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইনি "প্রতিবিম্ব" পুরুষ —গুণস্থ পুরুষ, এই গুণস্থ পুরুষাকার প্রাপ্তিই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা ও প্রকৃতিলীনাবস্থা। ইহার পরই যথার্থ পরমাত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়, যাহাকে কৈবল্য বলিয়া পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। তীব্র বৈরাগ্য ও বিবেক হইতে এই "অসম্প্রজ্ঞাত" "সংস্কার মাত্র নিরুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হওয়াতে, পরে তাহাও অবস্থা হইতে বিদরিত হইয়া কৈবল্যাবস্থা প্রকাশিত হয় কিন্তু সাধন সম্পন্ন যোগীদিগেরই এই কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়। যাঁহাদের প্রকৃতিলীনাবস্থা, উক্ত বৈরাগ্য ও বিবেকোৎপন্ন সাধন হইতে সংঘটিত হয় না, স্বভাবতঃ আপনা হইতেই সংঘটিত হয়, (যেমন মহাপ্রলয়াদিতে) তাহারা কৈবল্য প্রাপ্তির অধিকারী নহে, তাহারা প্রকৃতিলীনাবস্থায় কিয়ৎকাল অবস্থিত থাকিয়া, পুনরায় ব্যথিত হয়, এবং প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ সংস্কার-বিশিষ্ট ছিল, তদনুরূপ কর্ম্মসকল করিতে

প্রবৃত্ত হয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জীব দ্বিবিধ "বিদেহ" ও "প্রকৃতিলয়"।
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহত্তত্ত্ব যাহাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলা যায়, তাহাই স্পষ্টজগতের প্রথম প্রকাশিত স্তর, তৎপর অহংতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিভিন্নস্তরে সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়, এবং এই সকল তত্ত্বের বিমিশ্রণে বিচিত্র অসংখ্য প্রকার জীব-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ড সপ্তবিধ স্তরে বিভক্ত; এই সপ্ত স্তরকে সপ্তলোক বলে, যথা :—(১) ভূর্লোক, (২) ভুবর্লোক, (৩) স্বর্লোক, (৪) মহর্লোক, (৫) জনলোক, (৬) তপলোক, (৭) সত্যলোক। এই সপ্তদ্বীপা বসুমতীর নিম্নে সপ্ত পাতাল আছে, যথা,—মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল। এই সকল পাতাল নানাবিধ দৈত্য দানব ও নাগেন্দ্র প্রভৃতির আবাসভূমি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই পাতালসকলের নিম্নে সপ্তবিধ নরক স্থান, ইহাদিগের নাম যথাক্রমে, অবীচি, মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র। ইহারা অধস্তন অবীচি হইতে ক্রমশঃ উপয্যুপরি স্থিত। অতিশয় পাপ-কর্ম্মা পুরুষগণ এই সকল নরকে পতিত হইয়া যাতনা ভোগ দ্বারা কথঞ্চিৎ পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করে। এই সপ্তনরক, সপ্ত পাতাল ও বসুমতী একত্র ভূর্লোক নামে আখ্যাত হয়। ভূর্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুবপর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্র-সমন্বিত স্থানকে ভুবর্লোক অথবা অন্তরীক্ষ লোক বলে। ভূর্লোক ও ভুবর্লোক নানাবিধ ঋষি, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, দানব, দৈত্য ইত্যাদি জীবগণের আবাসভূমি। ভুবর্লোকের উর্দ্ধে মাহেন্দ্র নামক স্বর্লোক (স্বর্গলোক), তাহাতে ত্রিদশাদি নানাবিধ উচ্চ শ্রেণীর দেবতা বাস করেন। তদূর্দ্ধে মহর্লোক; ইহাকে প্রজাপতিলোকও বলে; কুমুদাদি নানাবিধ আরও উচ্চ শ্রেণীর দেবতা তাহাতে বাস করেন। তদূর্দ্ধে জন, তপ ও সত্যলোক

নামক উপর্য্যুপরি স্থিত তিনটি ব্রহ্মলোক আছে ; এই সকল ব্রহ্মলোকে আরও উচ্চ শ্রেণীর দেবতা সকল বাস করেন। তন্মধ্যে সত্যলোকে সর্ব্বোপরিস্থিত দেবতাসকলের নাম সংজ্ঞাসংজ্ঞী, ইহারা অস্মিতামাত্র ধ্যানে অবস্থিত, অস্মিতার স্বরূপ ইঁহাদিগের নিকট প্রকাশিত থাকাতে ইহারা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট। প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডবাসী এই সমস্ত দেবতা ও মনুষ্যাদি জীব আপনা হইতে লয়প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এতৎসমস্তকে "প্রকৃতিলয়" নামে আখ্যাত করা যায়। এই প্রকৃতিলীনাবস্থায় সংসার-জ্ঞান কিছু মাত্র না থাকাতে, তাহা অতি আনন্দময় অবস্থা, এবং তাহাকে একপ্রকার মোক্ষও বলা যাইতে পারে ও বলা যায় ; পরন্তু তাহা প্রকৃত মোক্ষ নহে। (বিভূতিপাদের ২৬ সূত্রের ভাষ্যে এতৎ সমস্ত বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই স্থলে ঐ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ যে, মহত্তত্ত্ব তাহাই চিত্তের মূল স্বরূপ বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাতে পুরুষ অনুপ্রবিষ্ট থাকাতে ইহা চৈতন্যময় জীব, মহত্তত্ত্বে এই জীবের বসতি। মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ জীব দ্বিবিধ ; কারণ চিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বিবিধ গতিসম্পন্ন ; ভোগ সম্পাদনার্থ সৃষ্টিব্যাপারাভিমুখী ইহার এক প্রকার গতি, আবার কৈবল্য সম্পাদনার্থ তদ্বিপরীত দিকে ইহার আর এক প্রকার গতি। এই নিমিত্ত চিত্তকে উভয়বাহিনী নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কখনও নদীতে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, উপরিভাগস্থিত জলস্রোত যে দিকে প্রবাহিত হয়, নিম্নভাগস্থিত জলস্রোত ঠিক তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, চিত্ত এইরূপ দ্বিবিধ স্রোতবিশিষ্ট, একদিকে ইহা সংসারাভিমুখে ধাবিত হয়, অপরদিকে কৈবল্যাভিমুখে ধাবিত হয়। যে স্রোত সংসারাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহা পুনরায় আবর্ত্ত সদৃশ ; পুরুষ তৃপ্ত হইবেন কিনা, তদ্বিষয় যেন পরীক্ষা করিতে গিয়া,

মহৎ হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া, তাহাতে যেন অতৃপ্ত হইয়া, পুনরায় আবর্ত্তিত হইয়া, সেই স্রোত সমস্ত সৃষ্টি বিনাশ পূর্ব্বক, স্বীয় প্রকৃতি স্বরূপে অবস্থিত হয়, তদবস্থায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, পুনরায় অন্য নূতন প্রকার সৃষ্টি আবির্ভূত করে। অতএব সৃষ্টিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ-চেষ্টাও ধাবিত হইয়া, অবশেষে সেই বিনাশ-চেষ্টা প্রবল হইয়া, সমুদয় সংহার করে, এবং সেই বিনাশ-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি-চেষ্টা ধাবিত হইয়া বিনাশের পর পুনরায় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত করে। যখন সমস্ত সৃষ্টি সংহার করিয়া প্রকৃতিরূপে অবস্থিত হয়, তখনই দেব, মনুষ্যাদি সমস্ত জীব প্রকৃতিলয়াবস্থা প্রাপ্ত হয, তখন ইহাদিগকে "প্রকৃতিলয" নামে আখ্যাত করা যায়, ইহ পূর্ব্বে উক্ত হইযাছে। এই সংসার-স্রোতের বিপরীত দিকে কৈবল্যা-ভিমুখে যে আর এক গতি থাকা উল্লিখিত হইযাছে, তন্নিমিত্ত সর্ব্বাবস্থায় স্থিত জীব ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে কৈবল্যের নিমিত্ত প্রযত্ন করে। নির্ম্মল মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ চিত্তও সুতরাং দ্বিবিধ অবস্থাসম্পন্ন: এক অবস্থায় ইহা সৃষ্ট্যভিমুখি-উন্মুখতাসম্পন্ন, অপরাবস্থায় কৈবল্যাভিমুখি উন্মুখতাসম্পন্ন। সৃষ্টির অভিমুখি-উন্মুখতাসম্পন্ন যে অবস্থা, ইহাই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার নিজলোক বলিয়া আখ্যাত। এই লোক এবং সত্য, তপ, জন প্রভৃতি ভূর্লোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোক এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার লিঙ্গদেহরূপে কল্পিত হয। উক্ত মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ চিত্ত স্বভাবতঃ প্রজ্ঞালোক সম্পন্ন বিষয়বিতৃষ্ণ "বিদেহ" নামক দেবগণের আবাসভূমি। তাঁহারা অহংবুদ্ধিবিরহিত অবিদ্যাশূন্য, সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধিবর্জ্জিত এবং নিত্য প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অতএব "বিদেহ" নামে আখ্যাত। *

---

* চিত্তের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অপর শাস্ত্রে কোন স্থানে "হিরণ্যগর্ভ" অথবা ব্রহ্মা বলা হইয়াছে; ইনি সৃষ্টিকারক। বুদ্ধিতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ পুনরায় সৃষ্টি বিনাশ করিয়া সকলের সহিত প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হযেন, এই সংহারকরণশক্তিসম্পন্নরূপে মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ

যখন প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে মহদাদি সমস্ত তত্ত্ব প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত বিদেহ নামক দেবগণও প্রকৃতিতে লীন হয়েন। এই প্রকৃতিলীনাবস্থা তাঁহাদের কোন প্রযত্ন ব্যতিরেকে স্বাভাবিক নিয়মে আপনা হইতে সংঘটিত হয়, পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইলে তাঁহারা স্বীয় বিদেহাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল মহত্তত্ত্বে অবস্থিতি করেন। তাঁহাদের আর তদপেক্ষা অধোগতি প্রাপ্তি হয় না। পরন্তু প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্তিকে অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি বলা যায়। অতএব অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি দ্বিবিধ। পূর্ব্বোক্ত "বিদেহগণের" এবং "প্রকৃতিলয়গণের" যে অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি তাহা কোন সাধন বিনা আপনা হইতে সংঘটিত হয়, এবং কালান্তরে সমাধি ভঙ্গ হইলে তাঁহাদের পুনরায় ব্যুত্থান সংস্কার উদিত হয়, এবং তদনুরূপ প্রত্যয় সকল জন্মে অতএব তাঁহাদের অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিকে ভবপ্রত্যয়" নামে যোগসূত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে (সমাধিপাদ ১৯ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। যোগীদিগের সাধনজন্য যে অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি তাহা কৈবল্যপ্রদ, তাঁহাদিগের অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি হইলে কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী (সমাধিপাদ ২০ সূত্র ও ভাষ্য ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এই নিমিত্ত বৈরাগ্য, বিবেক ও শ্রদ্ধাসমন্বিত সাধনপূর্ব্বক যোগীদিগের লভ্য অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিকে "উপায়প্রত্যয়" নামে যোগসূত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে (সমাধিপাদ ১৯ ও ২০ সংখ্যক সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১৪। কাল বলিয়া স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই, বস্তু সকল এক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়. এই সকল অবস্থান্তর বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের

পুরুষকে "রুদ্র" অথবা "মহাদেব" নামে অপর শাস্ত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে। আবার, কৈবল্যাভিমুখী চিত্তের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে "বাসুদেব" অথবা 'মহাবিষ্ণু" ইত্যাদি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

এইরূপ পারম্পর্য্যই একত্র বুদ্ধি কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়া কাল নামে আখ্যাত হয়। এই কালের সূক্ষ্মতম অংশকে ক্ষণ বলে। এই ক্ষণের যে একটির পর একটি এইরূপ আনন্তর্য্য-ক্রম, তাহা বস্তুপরিণামক্রমের জ্ঞান স্বরূপ মাত্র। একটি ক্ষণরূপ বস্তু অবস্থিত থাকিয়া যে তৎপরবর্ত্তী ক্ষণের সহিত মিলিত হইয়া কাল নামে আখ্যাত হয় তাহা নহে। যে ক্ষণ অতীত হয়, তাহা আর থাকে না স্মতরাং পরবর্ত্তী ক্ষণের সহিত তাহা মিলিত হইতে পারে না, স্মতরাং পূর্ব্ব ও পর ক্ষণব্যাপী কাল নামক কোন বস্তু হইতে পারে না দুইটি ক্ষণও একসঙ্গে উদয় হয় না যে, উভয় ক্ষণব্যাপী কাল নামক কোন বস্তু হইবে। বর্ত্তমান ক্ষণেরই বোধ আমাদিগের আছে, ইহা বুদ্ধির জ্ঞেয় বিষয়ের এক বিশেষ অবস্থার জ্ঞান মাত্র। বুদ্ধিই এই বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল সমাহার করিয়া একত্র অনুভব করে তাহাকেই কাল বলা যায়। অতএব ক্ষণক্রমেরও এইমাত্র অর্থই বুঝিতে হইবে (বিভূতিপাদ ৫২ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষে কেবল অস্তি, অস্তি, অস্তি, ইত্যাকার অস্তিত্ব ক্রিয়াসূচক ক্রমজ্ঞান পরিকল্পিত হয়, অতএব কূটস্থনিত্যস্বরূপেমাত্র প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরও এইরূপ ক্রমজ্ঞান যোগসূত্রের স্বীকার্য্য। (কৈবল্যপাদ ৩৩ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১৫। ভগবৎ স্থূলবিগ্রহে ভক্তিপূর্ব্বক সমাধি আচরিত হইলে এবং তাহাতে সাধক সর্ব্ববিধ কর্ম্মার্পণ করিলে, ভগবৎপ্রসাদে সাধক একেবারে প্রজ্ঞাভূমি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে সবিচার, নির্ব্বিচার, সানন্দ, ও সাস্মিতা প্রভৃতি সমাধি অবলম্বন করিতে হয় না (বিভূতিপাদ ৬ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ভগবদ্বিগ্রহ মূর্ত্তিতে সমাধি ও ভগবৎ চরণারবিন্দে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, সাধক একেবারে চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং সর্ব্বপ্রকার অস্মিতাবৃত্তি বিবর্জ্জিত হয়েন। (সাধনপাদ ৩২ সূত্র ও ভাষ্য এবং সমাধিপাদ ২৩ ও ২৮ এবং ২৯ সূত্র ও তদ্ভাষ্য দ্রষ্টব্য), সমস্ত জগৎ

ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তখন তাঁহার অবিচলিতপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বীয় চিত্তের যাবতীয় প্রত্যয় জন্মে তৎসমস্তও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তাঁহার স্থির ধারণা হওয়াতে তাঁহার প্রজ্ঞা সর্ব্বব্যাপী হয়, এবং পরাভক্তি যাহা প্রেম নামে ভক্তিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা আপনা হইতে উদ্বোধিত হইয়া উক্ত সাধককে গুণাতীত পরব্রহ্ম স্বরূপে উপনীত করে। (বিভূতিপাদ ৩৫ সূত্র, ভাষ্য ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই রূপে মুক্তি প্রেমিক ভক্তের নিকট আপনা হইতে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে একটি বিশেষ এই যে, জ্ঞানযোগীর নানাবিধ বিভূতি (সিদ্ধি) সাধনাবস্থায় সমাধিবলে লব্ধ হয়, তাহাতে লুব্ধ হইয়া জ্ঞানযোগিগণ অনেক সময় চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়েন, এবং তাঁহাদিগের উন্নতি বহুপ্রযত্ন ও আয়াসসাধ্য, এবং অপেক্ষাকৃত কষ্টকর; কিন্তু ভগবদ্ভক্তদিগের স্বাতন্ত্র্যরহিত দাস্যভাব হেতু সেই সকল সিদ্ধি প্রকাশ পায় না; সুতরাং তাঁহাদিগের পতন-সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং তাঁহাদের চরম ফল অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসিদ্ধ, সুখকর, এবং শীঘ্রলব্ধ হয়। পরন্তু অকিঞ্চন ভক্তগণের নিজের বলিয়া কোনপ্রকার সিদ্ধি প্রকাশ না হইলেও, ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অভাব আপনা হইতেই পূরণ হয়, এবং তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই ভগবৎকৃপায় বিভূতিসকল তাঁহাদের কার্য্যে প্রকাশিত হয়, পরন্তু তাঁহারা সেই সকল বিভূতিকে ভগবৎ বিভূতি বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী জ্ঞানযোগী, এবং ঐশ্বর্য্যবিহীন ভক্ত উভয়েরই কৈবল্যে সমান অধিকার (বিভূতিপাদ ৫৫ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১৬। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যোগসূত্রে স্বীকার্য্য। (সমাধিপাদের ২৩ হইতে ২৭ সূত্র ও তদ্ভাষ্য, সাধনপাদের ১ম ও ৩২ সূত্র ও ভাষ্য, বিভূতি-পাদের ৬ সূত্রের ভাষ্য ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য)। সাংখ্যমার্গাবলম্বনে যোগসূত্র রচিত হওয়াতে, গুণাত্মিকা প্রকৃতির পুরুষ হইতে পার্থক্য এবং স্বাভাবিক

পুরুষার্থসাধকতা এবং তন্নিমিত্ত ইহার পরিণামিত্ব প্রভৃতি যোগসূত্রের স্বীকৃত। যোগশিক্ষাই পাতঞ্জল দর্শনের বিষয়; সুতরাং ইহাতে ঈশ্বরকে নিত্য মুক্তস্বভাব ও নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ-বিশেষ বলিয়া যোগসূত্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্যমার্গাবলম্বী যোগিপুরুষ ঈশ্বরকে এই রূপেই ধ্যান করিবেন। প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষের বহুত্ব যোগসূত্রের স্বীকার্য্য, কিন্তু এই সকল পুরুষ মুক্তিলাভ করিলেও পূর্ণ ঈশ্বর হয়েন না, কারণ ঈশ্বর সদাই মুক্ত, মুক্ত জীবসকল তাঁহাদের পূর্ব্ববদ্ধাবস্থাদ্বার সর্ব্বদাই ঈশ্বর হইতে কিঞ্চিৎ ভেদযুক্ত থাকেন। অতএব ঈশ্বরকে "পুরুষ বিশেষ" বলিয়াই যোগসূত্রে আখ্যাত করা হইযাছে। তিনি নিত্যসর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞতার বীজ তাঁহাতে নিতাই পূর্ণতাপ্রাপ্ত। (সমাধিপাদ ২৪ ও ২৫ সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য)। পরন্তু এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে যোগসূত্রে ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, ঈশ্বর উপাসকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তিনিই সর্ব্বজীবের জ্ঞানদাতা ও আদিগুরু (সমাধিপাদ, ২৩ সূত্র ও ভাষ্য, এবং ২৬ সূত্র ও ভাষ্য ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

ইতি উপক্রমণিকা সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

——(০*::*::*০)——

পাতঞ্জল দর্শন।

সমাধিপাদ।

১ম সূত্র। অথ যোগানুশাসনম্।

"অথ" শব্দ অধিকারার্থক এবং মঙ্গলবাচী। মঙ্গল হউক। যোগশাস্ত্র উপদিষ্ট হইবে, যোগই এই গ্রন্থের বিষয়।

ভাষ্য।—অথেত্যয়মধিকারার্থঃ, যোগানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তম্, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ, অস্মিতানুগতঃ ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ॥ ১॥

অস্যার্থ:—অথ শব্দে অধিকার বুঝায়, যোগানুশাসন-নামক শাস্ত্রই এই গ্রন্থের উপদেশের বিষয় বুঝিতে হইবে। যোগ শব্দে সমাধি বুঝায়। ইহা

চিত্তের সর্ব্ববিধ ভূমিগত ধর্ম্ম। চিত্তের ভূমি পঞ্চবিধ, যথা,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভূমিতে যে সমাধি হয়, তাহা বিক্ষেপরূপ উপসর্গযুক্ত (বাধাযুক্ত) হওয়াতে, ঐ ভূমির সমাধিকে যোগ বলা যায় না (বিক্ষিপ্ত ভূমি, ক্ষিপ্ত ও মূঢ়ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই বিক্ষিপ্ত ভূমিতেই যোগ অসম্ভব বলাতে, ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিতে যে যোগ হয় না, তাহা ভাবতঃ বলা হইল বুঝিতে হইবে)। একাগ্রভূমিতে যে সমাধি সমস্ত বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে, ক্লেশ সকলকে ক্ষীণ করে, কর্ম্মবন্ধন শিথিল করে, চিত্তকে নিরোধের দিকে অগ্রসর করে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত নামক যোগ বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারি প্রকার সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়। যথা, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত; ইহা পরে ব্যাখ্যা করা যাইবে। চিত্তের সর্ব্ববিধ বৃত্তিনিরোধ হইলে তাহাকে (অর্থাৎ চিত্তের নিরুদ্ধভূমিতে স্থিতিকে) অসম্প্রজ্ঞাতনামক সমাধি বলে

২য় সূত্র। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

চিত্তের বৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে।

ভাষ্য।—সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টম্ ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধং অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানম্, অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া, ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব রজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি; তৎ পরং প্রসংখ্যান-

মিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধা চানন্তা চ। সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ম্; অতো বিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিত্যতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ; ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি।

অস্যার্থ ঃ—(সূত্রে বৃত্তিনিরোধকেই যোগ বলা হইয়াছে। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ বলা হয় নাই অতএব) "সর্ব্ব" শব্দের উল্লেখ সূত্রে না থাকাতে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও (যাহাতে সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির সম্যক্ নিরোধ হয় না, তাহাও) যোগ নামে আখ্যাত হয়। চিত্ত প্রখ্যা (জ্ঞান), প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) ও স্থিতি (আলস্য) এই ত্রিবিধস্বভাবাপন্ন ; সুতরাং তাহা ত্রিগুণাত্মক। (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ; তন্মধ্যে সত্ত্ব জ্ঞানাত্মক, রজঃ ক্রিয়াত্মক, এবং তমঃ ক্রিয়াবরোধক ও আলস্যজড়তাত্মক)। চিত্তের জ্ঞানাত্মক সত্ত্বাংশ যখন রজঃ ও তমঃ এই উভয়ের সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন চিত্ত ঐশ্বর্য্য ও বিষয়ভোগপ্রিয় হয়। যখন চিত্তের সত্ত্বাংশ তমোগুণ দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, তখন তাহা অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যপ্রিয় হয়। যখন রজোমাত্র দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, (তমোগুণ নিস্তেজ ও অপ্রকাশ থাকে) তখন চিত্তের মোহরূপ আবরণ ক্ষীণ হইয়া যায়, সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে, এবং চিত্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরভাব—স্বশক্তিপ্রতিষ্ঠা)-প্রিয় হয়। যখন অল্পমাত্রও মলাস্বরূপ রজোগুণ তাহাতে না থাকে, তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়, এবং সত্ত্ব হইতে পুরুষ ভিন্ন এই মাত্র জ্ঞানে অবস্থিত থাকে, এবং তৎকালে চিত্ত "ধর্ম্মমেঘ" নামক ধ্যান-পরায়ণতা লাভ করে। যোগিগণ ইহাকে অতিশ্রেষ্ঠ "প্রসংখ্যান" (অর্থাৎ

সম্যক্ বিবেকজ্ঞান) নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। পরন্তু পুরুষ (চিতিশক্তি) অপরিণামী (সর্ব্ববিধ বিকাররহিত), প্রতিসংক্রমবিহীন (গতিহীন, বিষয়ে সদা অপ্রবিষ্ট), তিনি বিষয়ের কেবল দ্রষ্টামাত্র, শুদ্ধ (গুণসঙ্গরহিত) এবং অনন্ত (সর্ব্বব্যাপী)। কিন্তু উক্ত রজঃ ও তমোগুণ-রহিত চিত্তে যে "বিবেকখ্যাতি" (পুরুষ চিত্ত হইতে পৃথক্ এই মাত্র জ্ঞান) থাকে (যাহাকে সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি বলিয়া পূর্ব্বে আখ্যাত করা হইয়াছে) তাহা সত্ত্বগুণাত্মক। সুতরাং এই "বিবেকখ্যাতি" চিতিশক্তি হইতে বিপরীত। অতএব চিত্ত এই "বিবেকখ্যাতি"তেও বিরক্ত হইযা সেই বিবেকজ্ঞানকেও নিরুদ্ধ করে; তদবস্থায মাত্র সংস্কাররূপে (অপ্রকাশিত-শক্তিমাত্ররূপে) পরিণত হয়। ইহাকেই নির্ব্বীজ সমাধি বলে; ইহাতে কিছুমাত্র জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না, অতএব ইহাব নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অতএব চিত্তেব বৃত্তি নিবোধরূপ যোগ দুই প্রকাব, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত।

ভাষ্য।—তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাৎ বুদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ কিংস্বভাব ইতি?

অস্যার্থঃ—চিত্ত বৃত্তিনিরুদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হইলে, পুরুষের দ্রষ্টব্য বিষয অপর কিছু না থাকাতে, বুদ্ধিদর্শনই যাঁহার স্বভাব, সেই পুরুষ তখন কিরূপে অবস্থান কবেন? তদুত্তবে সূত্রকাব বলিতেছেন :—

৩য় সূত্র। **তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।**

চিত্তেব বৃত্তিসকল সম্যক্ নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টাপুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন।

ভাষ্য।—স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তিঃ যথা কৈবল্যে; ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা। কথং তর্হি? দর্শিতবিষয়ত্বাৎ।

অস্যার্থ ঃ—কৈবল্যাবস্থার ন্যায় তৎকালে (অর্থাৎ বৃত্তিসকল সম্যক্ নিরুদ্ধ হইলে) চিতিশক্তি (দ্রষ্টাপুরুষ) স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়েন। চিত্তের ব্যুত্থান অবস্থায়ও দ্রষ্টাপুরুষ তদ্রূপই (স্বরূপপ্রতিষ্ঠই) থাকেন সত্য; কিন্তু তদ্রূপ থাকিলেও তিনি তদ্বিপরীত বলিয়া অনুভূত হয়েন। কি নিমিত্ত তদ্রূপ অনুভূত হয়েন? উত্তর ঃ—তিনি তদবস্থায় বিষয়ের নিত্য দ্রষ্টা অতএব তখন তিনি বিষয়দর্শী হওয়াতে বিষয়ী বলিয়া কল্পিত হয়েন।

মন্তব্য। বহিঃস্থিত বিষয়সকলের রূপ ইন্দ্রিয়সকল গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে; বুদ্ধি সেই সকল রূপ ধারণ করিয়া তদাকারে পরিণত হয়। পুরুষের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদির যোগ নাই, পুরুষ বুদ্ধিরই দ্রষ্টা। স্থতরাং বুদ্ধি উক্তপ্রকারে বিষয়াকার ধারণ কবিলে, পুরুষ তাহা দর্শন করেন। যখন বুদ্ধির বহির্ম্মুখী বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য বন্ধ হয়; অতএব বুদ্ধিতে দ্রষ্টব্য কোন বিষয়াকার থাকে না; স্থতরাং দ্রষ্টব্য বিষয়াভাবে পুরুষ তখন স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েন। বুদ্ধিতে বিষয়াকার যে কালে উপস্থিত হয়, তৎকালে তিনি তাহা দর্শন করেন, সত্য; কিন্তু তৎকালেও তাঁহার স্বরূপের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে না; বুদ্ধিরই অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে মাত্র। বুদ্ধির বৃত্তিনিরুদ্ধ হওয়াবস্থায়, পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইলেও, ইহাকে তাঁহার কৈবল্য বলা যায় না; কারণ বুদ্ধির নিরোধভঙ্গ হইলেই পুরুষ পুনরায় বিষয়দর্শী হয়েন। যখন বুদ্ধি আর পুরুষের দৃশ্যরূপে অবস্থান করেন না, তখনই পুরুষকে "কেবল" বলা যায়।

৪র্থ সূত্র। **বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।**

তদ্ভিন্ন স্থলে (অর্থাৎ চিত্তের ব্যুত্থিত বৃত্তিযুক্ত অবস্থায়) পুরুষ বৃত্তি-সকলের সমানরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।

ভাষ্য।—ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তদ্বিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ;

তথাচ সূত্রম্ "একমেব দর্শনং, খ্যাতিরেব দর্শনম্" ইতি। চিত্ত-ময়স্কান্তমণিকল্পং, সন্নিধিমাত্রোপকারি, দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ। তস্মাৎ চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ। তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্থ।

অস্যার্থ ঃ—ব্যুত্থানকালে চিত্তের যেরূপ বৃত্তি হয়, পুরুষও তদ্রূপ বৃত্তি-বিশিষ্ট হয়েন (বুদ্ধি যে যে রূপ বৃত্তিবিশিষ্ট হয, পুরুষেও ঠিক তাহা প্রতি-ভাত হয, সুতরাং তদ্বিশিষ্টরূপেই পুরুষও পরিলক্ষিত হযেন)। তৎসম্বন্ধে পঞ্চশিখাচার্য্য এইরূপ সূত্র করিয়াছেন, যথা—"পুরুষ ও চিত্তের তৎকালে একই প্রকাব দর্শন, অর্থাৎ জ্ঞান হয়।" চিত্ত চুম্বক প্রস্তবের ন্যায়, পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রে অবস্থান করিয়াই (পুরুষের সঙ্গে মিলিত না হইযা কেবল সন্নিধানে মাত্র থাকিয়াই) পুরুষের উপকার সাধন করে. প্রভু পুরুষেব দৃশ্যরূপে অবস্থিত হওয়াতেই, পুরুষের সহিত ইহার একাত্মতা হয়। অতএব চিত্তেব বৃত্তির বোধবিষয়ে চিত্তের সহিত পুরুষের দ্রষ্টাদৃশ্য-রূপে এই অনাদি সম্বন্ধই কারণ। এই সকল বৃত্তি বহুসংখ্যক, অতএব তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করিতে হয। (অর্থাৎ চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিধানে মাত্র থাকিলেই লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুরুষ স্বরূপতঃ গুণরহিত হইলেও, গুণাত্মক চিত্ত অনাদিকাল হইতে তাঁহাব সহিত দৃশ্যরূপ সম্বন্ধে স্থিত হওয়ায়, তিনি যেন গুণিরূপে প্রতিভাত হযেন ; ইহা দ্বারা পুরুষের নিত্যনির্গুণত্ব ও সগুণত্ব ব্যাখ্যাত হইল ; স্বরূপতঃ পুরুষ (আত্মা) নির্গুণ হইয়াও তিনি অনাদিকাল হইতে গুণসম্বন্ধবিশিষ্ট)।

৫ম সূত্র। **বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ।**

চিত্তের বৃত্তিসকল পঞ্চপ্রকার ; ইহারা ক্লেশোৎপাদক এবং ক্লেশ-নিবারক।

ভাষ্য।—ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যঃ অক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ, ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু অপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি; তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ত্ততে। তদেবম্ভূতং চিত্তম্ অবসিতাধিকারম্ আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ।

অস্যার্থ ঃ—যাহারা ক্লেশোৎপাদিকা কর্ম্মাশয়ের (ধর্ম্মাধর্ম্মের) উৎপত্তির ক্ষেত্রস্বরূপ, তাহাদিগকে ক্লিষ্টা বলে (রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিসকলই ক্লেশদায়ক, অতএব ক্লিষ্টা); যাহাদিগের বিবেকজ্ঞানই বিষয়, অতএব যাহারা গুণাধিকারের বিরোধী (অর্থাৎ গুণসকলের স্বাভাবিক বহির্ম্মুখ ভাবের অবরোধক), তাহারাই অক্লিষ্টা। ক্লিষ্টবৃত্তিপ্রবাহে পতিত হইয়াও অক্লিষ্টা বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে (ক্লেশদায়ক রজঃ ও তমোগুণের সহিত জ্ঞানাত্মক সত্ত্বগুণও অবস্থিতি করে; ঐ জ্ঞানাত্মক সত্ত্বগুণের বৃত্তিই অক্লিষ্টা বৃত্তি; সকল জীবেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে সময় সময় সত্ত্বগুণের বৃত্তিও হইয়া থাকে, অতএব রজঃ ও তমোগুণের ক্লিষ্টা বৃত্তির মধ্যে থাকিয়াও অক্লিষ্টা বৃত্তি অবস্থান করে); ক্লিষ্টা বৃত্তির ছিদ্র পাইয়া (অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যের যখন যখন বিরাম হয়, সেই অবসরে) অক্লিষ্টা বৃত্তির উদয় হয়; এইরূপ পুনরায় অক্লিষ্টা বৃত্তির ছিদ্র পাইয়া ক্লিষ্টা বৃত্তির উদয় হয়। বৃত্তিসকল স্বজাতীয় সংস্কারসকল উৎপাদন করে, এবং সংস্কারসকল পুনরায় স্বীয় অনুরূপ বৃত্তিসকলকে উদ্দীপিত করে। এইরূপে বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র নিরন্তর আবর্ত্তিত হয়। এইরূপ চিত্ত ক্রমশঃ অবসিতাধিকার হইলে (অর্থাৎ চিত্তের স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী বৃত্তি

নিরস্ত ও চিত্ত নানারূপধারণকরারূপ স্বাভাবিক কার্য্য হইতে বিচ্যুত হইলে) তাহা আত্মার সহিত অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা একেবারে তিরোহিত হয়। এইরূপে ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা বৃত্তিসকল পঞ্চপ্রকার। (চিত্তের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে (অলিঙ্গ) প্রকৃতি অবস্থা বলে, চিত্ত একেবারে তিরোভূত হইলে, এই অবস্থাকে পুরুষের কৈবল্য বলে)।

পঞ্চবিধ বৃত্তি এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে—

৬ষ্ঠ সূত্র। **প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ।**

(১) প্রমাণ, (২) বিপর্য্যয়, (৩) বিকল্প, (৪) নিদ্রা, (৫) স্মৃতি, চিত্তের এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি।

৭ম সূত্র। **প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।**

তন্মধ্যে প্রমাণ ত্রিবিধ ঃ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

ভাষ্য।—ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ,তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ; বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ।

অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানম্। যথা, দেশান্তরপ্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্রতারকং, চৈত্রবৎ; বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তেরগতিঃ।

আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে, শব্দাৎ তদর্থবিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা, ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ, স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ।

অস্যার্থ:—ইন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা প্রাপ্ত কোন বাহ্যবস্তুর রূপে চিত্ত উপরঞ্জিত হইলে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা বাহ্য বস্তুর আকার চিত্তে প্রতিভাত হইলে), সামান্য ও বিশেষ উভয়াত্মক ঐ বাহ্যবস্তুর স্বরূপের প্রধানতঃ বিশেষরূপেই অবধারণা যে বৃত্তি দ্বারা হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। (যথা চতুষ্পদবিশিষ্ট এক বিশেষ আকৃতি-যুক্ত পদার্থ (গো) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইলে, তাহার আকার, যাহার কিয়দংশ অপর গোর সহিত সমান, এবং অপরাংশ ঐ গোটির নিজস্ব-বিশেষ তাহা চিত্তে প্রতিভাত হয। তৎপরে ঐ দৃষ্ট পদার্থকে গোজাতীয় "বিশেষ" পদার্থ বলিযা অবধাবণা হয়, ইহাকে প্রত্যক্ষ বলে। অতএব প্রত্যক্ষ স্থলে, সামান্য ও বিশেষ, এই উভয়েরই জ্ঞান হয়; কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ বলিয়া যে জ্ঞান সেইটিই প্রধান, সামান্য (অর্থাৎ জাতি-বিষয়ক) জ্ঞান তৎসহ মিশ্রিত থাকিলেও তাহা অপ্রধান ভাবে থাকে)। তাহার ফলে অর্থাৎ এইরূপ চিত্তবৃত্তি হইলে, পুরুষে সেই চিত্তবৃত্তির ঠিক অনুরূপ বোধ জন্মে; কারণ পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী (অর্থাৎ চিত্তের যে যে রূপ বৃত্তি হয়, ঠিক সেই সেই রূপই পুরুষের বোধ হয়)। ইহা পরে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করা হইবে।

যাহা অনুমেয়, তাহার তুল্যজাতীযের সহিত অনুবৃত্তি (অর্থাৎ তুল্য-জাতীয়ের সহিত বর্ত্তমান থাকা) ও ভিন্ন জাতীয় হইতে ব্যাবৃত্তি (তৎসহ বর্ত্তমান না থাকা)-রূপ যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক সামান্যাবধারণপ্রধান বৃত্তিকে অনুমান বলে। যথা, চন্দ্রতারকার দেশান্তরপ্রাপ্তি দেখিয়া, তাহা গতি-বিশিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ চৈত্র নামক ব্যক্তি গতিশীল হওয়াতেই, তাহার দেশ হইতে (একস্থান হইতে) দেশান্তরপ্রাপ্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা গিয়াছে। বিন্ধ্যাচলের দেশ হইতে দেশান্তরপ্রাপ্তি নাই; অতএব তাহা গতিশীল নহে বলিয়া অনুমিত হয়। (এই অনুমানের

স্বরূপ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যানে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইল না)।

আপ্ত (অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য ব্যক্তি)-কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত, অথবা অনুমিত বিষয় অপরের বোধের নিমিত্ত শব্দের দ্বারা উপদিষ্ট হয়; সেই শব্দের দ্বারা তদর্থবিষয়ে শ্রোতার চিত্তের বৃত্তি উপজাত হয়; তাহাকেই আগম (শাস্ত্র) প্রমাণ বলে। যে আগমের বক্তা অবিশ্বাসযোগ্য, এবং যাহার বক্তা বক্তব্যবিষয় স্বয়ং নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ বা অনুমান করেন নাই, সেই আগম ভ্রান্ত; সুতরাং প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। যিনি আমূল বিষয় অবগত আছেন, এমন বক্তার (সর্ব্বজ্ঞের) দৃষ্ট অথবা অনুমিত বিষয়ে ভ্রম নাই; তাঁহার বাক্যের ব্যতিক্রম কখনও হয় না।

মন্তব্য। শ্রুতি এবং তদনুগামিস্মৃতিসকল আপ্তপ্রমাণ বলিয়া গণ্য।

৮ম সূত্র। **বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।**

যাহা মিথ্যাজ্ঞান, সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে না (অপর প্রমাণ দ্বার বাধিত হয়), তাহাকে বিপর্য্যয় বলে।

ভাষ্য।—স কস্মাৎ ন প্রমাণম্? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য; তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টং, তৎ যথা, দ্বিচন্দ্রদর্শনং সদ্বিষয়েনৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্ব্বা ভবতি অবিদ্যা, অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি। এতে এব স্বসংজ্ঞাভিঃ তমোমোহোমহামোহস্তামিস্রঃ অন্ধতামিস্র ইতি। এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভিধাস্যন্তে।

অস্যার্থ:—বিপর্য্যয় কি নিমিত্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে? উত্তর; ইহা প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয়; কিন্তু প্রমাণের যাহা বিষয় তাহা কখন এইরূপে বাধিত হয় না; কারণ তাহা যথার্থ বিষয়। কিন্তু যাহা অপ্রমাণ

তাহা প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইতে দেখা যায়। যথা, চন্দ্রের যথার্থ একত্ব-দর্শন দ্বারা চন্দ্রকে দুই বলিয়া যে দর্শন, তাহা বাধিত হয়। এই মিথ্যা-জ্ঞানরূপ অবিদ্যা পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট; তাহা সূত্রকার 'অবিদ্যাঽস্মিতা·· ইত্যাদি' সূত্রে পরে বর্ণনা করিয়াছেন; (সাধনপাদের ৩য় সূত্র দ্রষ্টব্য)। (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ ক্লেশ আছে)। ইহারাই ক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে খ্যাত। চিত্তের মলবর্ণনা উপলক্ষে ইহা বিশেষরূপে পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

৯ম সূত্র। **শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।**

কেবল শব্দজন্য যে জ্ঞান হয়, যাহার অনুগামী বস্তু কিছু নাই, তাহাকে বিকল্প বলে। (যেমন আকাশকুসুম, নরশৃঙ্গ ইত্যাদি)।

ভাষ্য।—স ন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্য্যয়োপারোহী চ; বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যতে। তদ্‌যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্ ইতি; যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে? ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। তথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিত ইতি; গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথাঽনুৎ-পত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইতি উৎপত্তিধর্ম্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষা-ন্বয়ী ধর্ম্মঃ; তস্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্ম্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি।

অস্যার্থঃ—বিকল্পকে প্রমাণ বলিয়াও বলা যায় না, বিপর্য্যয়ও বলা যায় না; তাহাতে বস্তুজ্ঞান না হইলেও কেবল শব্দজ্ঞানের মাহাত্ম্যেই ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা, চৈতন্যই পুরুষের স্বরূপ, এরূপ বাক্যের ব্যবহার আছে; কিন্তু চৈতন্যই যখন পুরুষ, তখন চৈতন্যশব্দ দ্বারা পুরুষবিষয়ে বিশেষ কি উপদেশ দেওয়া হইল? পরন্তু "চৈত্রের গো" ইত্যাদি বাক্য

যেরূপে ব্যবহৃত হয়, "পুরুষের চৈতন্য" এইরূপ বাক্যও তদ্রূপই ব্যবহৃত হয়। এইরূপ আরও বলা হয় "পুরুষ বস্তুধর্ম্মবর্জ্জিত নিষ্ক্রিয়", "বাণ অবস্থিত আছে, থাকিবে ও স্থিত ছিল", এই সকল স্থলে গতিনিবৃত্তিরূপ ধাত্বর্থ মাত্রই ঐ সকল বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়; (কিন্তু এই নিবৃত্তি (না থাকা কোন বিশেষ ধর্ম্ম নহে; সুতরাং তদ্দ্বারা পুরুষ কিংবা বাণের বিশেষ কিছু স্বরূপ প্রকাশিত হয় না)। এইরূপ পুরুষের স্বরূপ বুঝাইতে বলা হয় "পুরুষ অনুৎপত্তিধর্ম্মা"; কিন্তু ইহাতে কেবল উৎপত্তিধর্ম্মের অভাব-মাত্র প্রকাশ করা হয়; পরন্তু এই অভাব পুরুষের কোন ধর্ম্ম নহে, অতএব এরূপ বলাতে প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের স্বভাবের কিছুই প্রকাশ করা হইল না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলসকলে "বস্তুধর্ম্মবর্জ্জিত", "নিষ্ক্রিয়", "অনুৎপত্তিধর্ম্মা", ইত্যাদি পুরুষের "বিকল্পিত" ধর্ম্ম মাত্র এবং এই বিকল্পরূপেই ইহাদের ব্যবহারও হইয়া থাকে।

১০ম সূত্র। **অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।**

বাহ্যবস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানের এবং মানসিক চিন্তার অভাববোধ মাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে বৃত্তি হয়, তাহারই নাম নিদ্রা।

ভাষ্য।—সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ। কথম্? সুখমহম্ অস্বাপ্সং, প্রসন্নং মে মনঃ, প্রজ্ঞাং মে বিশারদী-করোতি; দুঃখমহমস্বাপ্সং স্ত্যানং মে মনঃ ভ্রমত্যনবস্থিতং: গাঢ়ং মূঢ়ঃ অহমস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি, ক্লান্তং মে চিত্তমলসং মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্য-বমর্শো ন স্যাৎ; অসতি প্রত্যয়ানুভবে, তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়া ন স্যুঃ; তস্মাৎ প্রত্যয়বিশেষো নিদ্রা; সা চ সমাধৌ ইতরপ্রত্যয়বন্নিরোদ্ধব্যেতি।

অস্যার্থ ঃ—জাগ্রত হইলে স্মৃতিপূর্ব্বক পর্য্যালোচিত হইতে পারে, অতএব তাহা (নিদ্রা) একপ্রকার প্রত্যয়বিশেষ (অর্থাৎ একপ্রকার জ্ঞানবৃত্তি)। ইহাকে কেবল অভাব না বলিয়া, প্রত্যয় (জ্ঞান) বিশেষ কেন বলা হইল ? উত্তর ঃ—আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, তদ্ধেতু আমার মন প্রসন্ন, এবং প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত হইয়াছে (এইটি সাত্ত্বিক নিদ্রা) ; আমি কষ্টের সহিত নিদ্রিত ছিলাম, তজ্জন্য আমার মনঃ অকর্ম্মঠ হইয়া, চঞ্চলভাবে ভ্রমণ করিতেছে (ইহা রাজসিক নিদ্রা) ; আমি অতি মূঢ়ভাবে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, আমার গাত্র ভার বোধ হইতেছে, চিত্ত ক্লান্ত ও অলস এবং শক্তিহীনভাবে অবস্থান করিতেছে (ইহা তামসিক নিদ্রার লক্ষণ)। জাগ্রত ব্যক্তির এইরূপ স্মৃতি ও পর্য্যালোচনা হয় ; কিন্তু তাহা হইতে পারিত না, যদি নিদ্রাকালে কোনপ্রকার জ্ঞানানুভূতি না থাকিত ; তৎকালে, কোন জ্ঞানবৃত্তি না থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া তদ্বিষয়ক স্মৃতিও হইতে পারিত না। অতএব নিদ্রা একটি জ্ঞানবৃত্তিবিশেষ, সমাধি অবস্থায় অপরাপর বৃত্তির ন্যায় এইটিও নিরুদ্ধ হয়।

১১শ সূত্র। **অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।**

পূর্ব্বানুভূত বিষয়কে অতিক্রম না করিয়া (তদ্ব্যতীত অপর কোন পদার্থকে বিষয় না করিয়া, কেবল পূর্ব্বানুভূতরূপে) চিত্তের যে বৃত্তি তাহাকে স্মৃতি বলে।

ভাষ্য।—কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি, আহোস্বিৎ বিষয়স্যেতি ? গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসঃ তথাজাতীয়কং সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণা-

কারপূর্ব্বা বুদ্ধিঃ, গ্রাহ্যাকারপূর্ব্বা স্মৃতিঃ; সা চ দ্বয়ী ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা চ অভাবিতস্মর্ত্তব্যা চ; স্বপ্নে ভাবিতস্মর্ত্তব্যা, জাগ্রৎসময়ে তু অভাবিতস্মর্ত্তব্যেতি। সর্ব্বাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্প-নিদ্রাস্মৃতীনামনুভবাৎ প্রভবন্তি। সর্ব্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখ-মোহাত্মিকাঃ; সুখদুঃখমোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ; সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, মোহঃ পুনরবিদ্যেতি। এতাঃ সর্ব্বা বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি।

অস্যার্থঃ—চিত্তের যে এই স্মরণ ইহা কি কেবল পূর্ব্বপ্রত্যযের (জ্ঞানমাত্রের) অথবা বিষয়ের (বাহ্যবস্তুর) স্মরণ? উত্তরঃ—চিত্ত গ্রাহ্যের (অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের) আকার ধারণ করিলে (তদাকারে রঞ্জিত হইলে) তৎসম্বন্ধে প্রত্যয় (প্রত্যক্ষজ্ঞান) জন্মে; অতএব প্রত্যয়জ্ঞান বাহ্যবিষয় দ্বারা রঞ্জিত; সুতরাং গ্রাহ্য (বিষয়) ও গ্রহণ (অনুভব) এই উভয়াত্মকরূপেই প্রত্যয় ভাসমান হয়, এবং তজ্জাতীয় সংস্কার (গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই উভয়াত্মক সংস্কার) উৎপন্ন করে; সেই সংস্কার আপনার উদ্বোধকবস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বুদ্ধ হয়, এবং তদনুরূপ গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই উভয়াত্মক স্মৃতি উৎপাদন করে। তন্মধ্যে গ্রহণাকার-পূর্ব্বাকে (অর্থাৎ অনুভূতি অংশ যাহাতে বর্ত্তমানক্ষণারূঢ়ও প্রধানভাবে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে) বুদ্ধি, ও গ্রাহ্যাকার-পূর্ব্বাকে (বাহ্যবিষয়াকার যাহাতে প্রধানও অতীতক্ষণারূঢ়-ভাবে থাকে তাহাকে) স্মৃতি বলে। এই স্মৃতি দুই প্রকার, "ভাবিতস্মর্ত্তব্যা" (অর্থাৎ যাহার বিষয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষানুসারে কল্পিত) ও "অভাবিতস্মর্ত্তব্যা" (যাহার বিষয় তদ্রূপ কল্পিত নহে)। স্বপ্নকালে যে স্মৃতি হয়, তাহাকে "ভাবিতস্মর্ত্তব্যা" বলে। জাগ্রৎকালে যে স্মৃতি হয়, তাহাকে "অভাবিত-

স্মর্ত্তব্যা” বলে। সকলপ্রকার স্মৃতিই প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, ও স্মৃতির অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়।

এই সকল বৃত্তি সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মিকা; আবার সুখ, দুঃখ ও মোহ সমস্তই ক্লেশ বলিয়া বর্ণিত হওয়ার যোগ্য; সুখের অনুগামী রাগ, দুঃখের অনুগামী দ্বেষ, এবং অবিদ্যাই মোহ। (অতএব) এই সমস্ত বৃত্তিকেই নিরোধ করিতে হয়; ইহাদিগের নিরোধে প্রথমতঃ সম্প্রজ্ঞাত, তৎপরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

১২শ সূত্র। **অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।**

অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ যত্ন) ও বৈরাগ্য (বিষয়ে আসক্তিহীনতা) দ্বারা বৃত্তিসকলের নিরোধ সাধিত হয়।

ভাষ্য।—চিত্তনদী নাম উভয়তোবাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা; সংসারপ্রাক্‌ভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোতঃ উদ্‌ঘাট্যতে; ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

অস্যার্থ ঃ—চিত্ত নদী-সদৃশ, দুই দিকেই ইহার স্রোত প্রবাহিত হয়, একটি কল্যাণের দিকে, অপরটি পাপের দিকে প্রবাহিত। যে প্রবাহটি কৈবল্যের অভিমুখে, বিবেকরূপ ক্রমশঃ নিম্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া, প্রবর্ত্তিত হয়, সেইটি কল্যাণদায়ক। যেটি সংসারাভিমুখে অবিবেকরূপ নিম্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া গমন করে, সেইটি পাপে নিমগ্ন করে। বৈরাগ্যদ্বারা সংসারাভিমুখী স্রোতটি অবরুদ্ধ হয়; বিবেকদর্শনাভ্যাসদ্বারা বিবেকপথের স্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। অতএব চিত্তের বৃত্তিনিরোধ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই উভয়ের অধীন।

১৩শ সূত্র। তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।

তন্মধ্যে চিত্তের স্থিতিবিষয়ে (অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বিকৃত না হইয়া শুদ্ধ নির্ম্মলজ্ঞানরূপে স্থিরভাবে অবস্থিতিবিষয়ে) যত্নকে অভ্যাস বলে।

ভাষ্য।—চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীর্য্যম্ উৎসাহঃ, তৎসম্পিপাদয়িষয়া তৎসাধনানুষ্ঠান-মভ্যাসঃ।

অস্যার্থ ঃ—বহির্ম্মুখবৃত্তিবিহীন হইয়া চিত্তের প্রশান্তরূপে প্রবাহকে স্থিতি বলে ; তন্নিমিত্ত প্রযত্ন, বীর্য্য ও উৎসাহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাহা (ঐ স্থিতি) সম্পাদনেব ইচ্ছায তৎসাধক উপায়সকলেব অনুশীলনকে অভ্যাস বলে।

১৪শ সূত্র। স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।

দীর্ঘকাল ধরিয়া নিবন্তর সৎকারসহ অনুষ্ঠিত হইলে, অভ্যাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয।

ভাষ্য।—দীর্ঘকালাসেবিতঃ নিরন্তরাসেবিতঃ, সৎকারাসেবিতঃ, তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ, সৎকারবান্ দৃঢ়ভূমির্ভবতি, ব্যুত্থানসংস্কারেণ দ্রাক্ ইত্যেব অনভিভূতবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ।

অস্যাথ ঃ—দীর্ঘকাল ধরিযা অবিচ্ছেদে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধ সহকারে আচরিত হইলে, আদৃত হইয়া ঐ অভ্যাস দৃঢ়ভূমি প্রাপ্ত হয়, ব্যুত্থান-সংস্কার (বিষয়াভিমুখ সংস্কার) আর তাহাকে ঝটিতি অভিভূত করিতে পারে না, ইহাই সূত্রার্থ।

১৫শ সূত্র। **দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।**

দৃষ্ট (ঐহিক ভোগসাধন) বিষয়ে এবং আনুশ্রবিক (বেদোক্ত কর্ম্ম-প্রতিপাদ্য পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ) বিষয়ে বিতৃষ্ণ ব্যক্তির যে আত্মনিষ্ঠ বশীকার ভাব তাহাকে বৈরাগ্য বলে।

ভাষ্য।—**স্ত্রিয়ঃ অন্নং পানম্ ঐশ্বর্য্যম্, ইতি দৃষ্টবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য, স্বর্গবৈদেহ্যপ্রকৃতিলয়ত্বপ্রাপ্তৌ আনুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য, দিব্যাদিব্যবিষয়সংযোগেঽপি চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ,প্রসংখ্যান-বলাৎ অনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শূন্যা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।**

অস্যার্থ:—স্ত্রীসকল অন্ন পান ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি দৃষ্টবিষয়ে যে ব্যক্তি বিতৃষ্ণ, এবং স্বর্গ বিদেহত্ব প্রকৃতিলয়ত্বপ্রাপ্তিরূপ বৈদিককর্ম্মসম্পাদ্য-বিষয়ে যে ব্যক্তি বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, দিব্যাদিব্যবিষয় প্রাপ্ত হইয়াও বিষয়ের প্রতি দোষদর্শিতাপ্রযুক্ত যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মে না, অতএব প্রসংখ্যানবলে (সম্যক্ আত্মানাত্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠাহেতু) যিনি ভোগের প্রতি বর্জ্জনীয় অথবা গ্রহণীয়ভাবশূন্য নিরপেক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার এই বশীকারভাবকে বৈরাগ্য বলে।

১৬শ সূত্র। **তৎ পরং, পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্।**

অনাত্মবস্তু (গুণকার্য্য) হইতে পুরুষ বিভিন্ন, ইত্যাকার প্রসংখ্যান নামক পুরুষবিষয়ক জ্ঞান হইতে যে প্রগাঢ় বিষয়বিতৃষ্ণা জন্মে তাহাকে পর-বৈরাগ্য বলে।

ভাষ্য।—**দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ, পুরুষদর্শনা-ভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ, গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্ম-কেভ্যঃ বিরক্তঃ ইতি ; তৎ দ্বয়ং বৈরাগ্যম্ ; তত্র যৎ উত্তরং তৎ**

জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্। যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ এবং মন্যতে "প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ, যস্য অবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা চ জায়তে ইতি।" জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্, এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি।

অস্যার্থঃ—ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শী পুরুষ তাহাতে বিরক্ত হয়েন; তখন (গুরূপদেশ অনুসারে) পুরুষ-স্বরূপবিষয়ক ধ্যানের অভ্যাসদ্বারা পুরুষজ্ঞান নির্ম্মল হয়, এবং উৎকৃষ্ট বিবেক-বুদ্ধি পরিপুষ্ট হয়, বিবেকজ্ঞান পরিপুষ্ট হইলে, ব্যক্ত এবং অব্যক্তধর্ম্মবিশিষ্ট স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণকার্য্য এবং গুণবিষয়ে সাধক পরম বৈরাগ্যযুক্ত হয়েন। অতএব বৈরাগ্য দুই প্রকার; তন্মধ্যে শেষোক্তটি কেবল জ্ঞাম-প্রসাদ মাত্র (অর্থাৎ বাধাবিরহিত নির্ম্মল জ্ঞানধারা—প্রসংখ্যান, যাহাতে চিত্ত নির্ব্বিষয় হইয়া সম্পূর্ণ প্রসন্নভাব ধারণ করে; ইহাকেই প্রজ্ঞাভূমি, মহৎ, অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব বলে), এই বৈরাগ্যের উদয় হইলে, সম্যক্ বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের এইরূপ ধারণা হয়, যথা—যাহা প্রাপণীয় তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে সকল ক্লেশকে ক্ষয় করিতে হইবে, তৎসমস্ত ক্ষীণ হইয়াছে, ভববন্ধন শিথিল হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ সংক্রমণ ছিন্ন হইয়াছে, যে সংসারসংক্রমণের বিচ্ছেদ না থাকায় জীবগণ পুনঃ পুনঃ জাত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, এবং মৃত হইয়া জন্মপ্রাপ্ত হয়, (তাহার মূল ছিন্ন হইয়াছে)। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই পরবৈরাগ্য, এই পরবৈরাগ্য উপজাত হইলে কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী। (এই পরবৈরাগ্যই কৈবল্যে উপনীত করে, ইহা হইতে কৈবল্য দূর নহে। এতদ্দ্বারা পরবৈরাগ্যের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; প্রাথমিক বৈরাগ্য, যাহাকে অপরবৈরাগ্য বলে, তাহা

দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়ে দোষদর্শন হইতে উপজাত হয়। প্রজ্ঞাভূমিতে সম্যক্ প্রতিষ্টিত করাই এই অপরবৈরাগ্যের কার্য্য। নিরন্তর আত্মস্বরূপ ধ্যানের অভ্যাসদ্বারা পূর্ব্বোক্ত পরবৈরাগ্য উপজাত হয়। পরবৈরাগ্যাবস্থায় প্রজ্ঞা-ভূমিতে স্থিতিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে, এই বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হইযা গুণসঙ্গ মাত্রেই বিতৃষ্ণা জন্মে; তৎপরেই কৈবল্যের উদয় হয়)।

ভাষ্য।—অথ উপায়দ্বয়েন নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি?

অস্যার্থ ঃ—এই দুই উপায (অভ্যাস ও বৈরাগ্য) দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি নিমিত্ত বলা হয়? তাহাতে সূত্রকাব বলিতেছেন—

১৭শ সূত্র। বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।

বিতর্ক, বিচাব, আনন্দ ও অস্মিতা সমাধির অনুগামী হওয়াতে (সমস্ত প্রকাশিত জগৎ তদ্দ্বাবা পরিজ্ঞাত হওযাতে) ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

ভাষ্য।—বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ, সূক্ষ্মঃ বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সম্বিদ্ অস্মিতা। তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ঃ বিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থঃ তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্রঃ ইতি। সর্ব্বে এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।

অস্যার্থ ঃ—স্থূল পঞ্চভূতাত্মক বিষয়ে (যেমন চতুর্ভুজাদি ভগবৎ স্থূলরূপে) চিত্তের যে বৃত্তিধারা তাহাকে বিতর্ক বলে; এইরূপ সূক্ষ্মবিষয়কে (পরমাণু প্রভৃতিকে) আশ্রয করিয়া যে বৃত্তিধারা তাহাকে বিচার বলে,

হ্লাদমাত্রকে (অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মবিষয়ে সমাধি হইতে থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের যে একপ্রকার প্রফুল্লতা জন্মে, সেই প্রফুল্লতা ধারাবাহিকরূপে অবস্থিত হইলে ইহাকে মাত্র) অবলম্বন করিয়া যে বৃত্তিধারা হয়, তাহাকে আনন্দ বলে ; এক অহংস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া যে বৃত্তিধারা হয়, তাহাকে অস্মিতা বলে। প্রথমতঃ মিশ্রিত ভাবে এই চারিটিকে অবলম্বনে যে সমাধি হয়, তাহাকে সবিতর্ক সমাধি বলে। দ্বিতীয়তঃ বিতর্কবিহীন অর্থাৎ স্থূলাবয়ব-বর্জ্জিত কেবল সূক্ষ্মবিষয় এবং হ্লাদ ও অস্মিতামাত্রে মিশ্রিতভাবে যে সমাধি তাহাকে সবিচার সমাধি বলে। তৃতীয়তঃ বিচারবিহীন অর্থাৎ কেবল আনন্দ ও অস্মিতামাত্রে যে সমাধি তাহাকে সানন্দসমাধি বলে। চতুর্থতঃ আনন্দবিহীন, অর্থাৎ কেবল অস্মিতামাত্রে যে সমাধি তাহাকে সাস্মিতা সমাধি বলে। এই চতুর্বিধ সমাধিই সালম্বন সমাধি, অর্থাৎ স্থূল হইতে অহং পর্য্যন্ত পদার্থকে অবলম্বন (আশ্রয়) করিয়া হয়। (ধারণা, ধ্যান ও সমাধির প্রভেদ বিভূতিপাদের ১ হইতে ৩ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ভাষ্য ।—অথাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিংস্বভাবো বেতি ?

অস্যার্থ :—এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি উপায়ে হয় এবং ইহার স্বভাব কিরূপ ? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১৮শ সূত্র। **বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।**

যাহা চিত্তের সমস্ত প্রত্যয়ের বিরামের (অর্থাৎ কোন প্রকার জ্ঞান হইতে না দেওয়ার) অভ্যাস পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়, যাহাতে চিত্ত কেবল এক প্রকার সংস্কার মাত্রে পরিণত হয়, তাহাই অন্য প্রকার (অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধি। (এই সংস্কার কি প্রকার, তৎসম্বন্ধে এই সমাধিপাদের ৫০ ও ৫১ সূত্র ও তাহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য ।—সর্ব্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্য

সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ। তস্য পরং বৈরাগ্যম্ উপায়ঃ; সালম্বনো হি অভ্যাসঃ তৎসাধনায় ন কল্পতে, ইতি বিরামপ্রত্যয়ঃ নির্ব্বস্তুক আলম্বনীক্রিয়তে; স চ অর্থশূন্যঃ; তদভ্যাসপূর্ব্বং চিত্তং নিরালম্বনম্ অভাবপ্রাপ্তম্ ইব ভবতীতি। এষ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ।

অস্যার্থ ঃ—সর্ব্ববিধ বৃত্তি তিরোহিত হইলে চিত্তের যে নিরোধ হয়, যাহাতে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে; পরবৈরাগ্যই ইহার উপায়। সালম্বন অভ্যাস দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় না, এই নিমিত্ত "বিরামপ্রত্যয়" অর্থাৎ চিত্তের সর্ব্ববিধ ধ্যেয় বিষয়াকার-শূন্য বিরামাবস্থার জ্ঞানধারামাত্রকে আশ্রয় করিয়া ইহা প্রবৃত্ত হয়; ইহাতে ধ্যেয় আর কোন বিষয় থাকে না। ইহা অভ্যাস করিয়া চিত্ত সর্ব্ববিধ আশ্রয়শূন্য, এবং একেবারে অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থাকে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

মন্তব্য ঃ—ভগবানের স্থূল বিগ্রহরূপে, অথবা তাঁহার বিশ্বরূপ বাহ্যদেহে, অথবা অপর স্থূলপদার্থে ধ্যান স্থাপন করিয়া, তাহাতে বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্তসংযম করিতে প্রথম অভ্যাস করিতে হয়, (ইহাকেই সবিতর্ক ধ্যান বলে)। এইরূপ ধ্যানের অভ্যাস স্থির হইলে, সূক্ষ্ম পরমাণু অথবা শব্দাদি তন্মাত্রে, অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়মাত্রে উক্ত প্রকার ধারণা করিয়া তাহাতেই ধ্যান করিতে অভ্যাস করিতে হয়, (ইহাকেই সবিচারধ্যান বলে)। এই অভ্যাস স্থির হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয় চিত্তের কোন প্রকার উদ্বেগ জন্মাইতে পারে না; তৎকালে চিত্তের এক আনন্দদায়ক প্রশান্ত-বাহিনী বৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়; ইহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের যে অবস্থিতি, তাহাকে সানন্দধ্যান বলে। কিন্তু ইহাকেও অনাত্মবুদ্ধিতে পরিহার করিয়া, কেবল অহং (অস্মিতা) মাত্রকে ধারণা করিয়া, তাহাই ধ্যান করিতে অভ্যাস করিতে হয়, ইহাকে সাস্মিতা ধ্যান বলে। এই সকল

ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত ধ্যাতা, ধ্যেয় ইত্যাকাব বুদ্ধি-বহিত হইয়া ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হয়, ইহাকে সমাধি বলে। এই চতুর্ব্বিধ সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইলে, তখন অস্মিতাদি বিষয় পবিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল জ্ঞান-মাত্র স্বরূপে চিত্ত অবস্থিত হয়, আত্মা যে চিত্ত হইতে বিভিন্ন এই মাত্রই তদবস্থায় জ্ঞানের স্বরূপ, এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। ইহাই এই গ্রন্থোক্ত যোগের আবম্ভ, এবং ইহাকেই বিবেকখ্যাতি বলে, এবং এই অবস্থার নামই প্রজ্ঞাভূমি, বুদ্ধিতত্ত্ব অথবা মহত্তত্ত্ব। এই অবস্থায় কেবল নির্ম্মল (অর্থাৎ বিষয়বহিত) জ্ঞানপ্রবাহরূপ বৃত্তিদ্বারা চিত্ত প্রকাশ পায়। আত্মস্বরূপ অবগতির নিমিত্ত এই জ্ঞানকেও জ্ঞানাত্মবোধে পরিহার কবিয়া, চিত্তকে সম্যক্ নিরুদ্ধ কবিতে হয়, এইরূপে চিত্তের পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানবৃত্তিও নিরুদ্ধ হইলে, তখন সমাধির আব কোন আশ্রয় থাকে না। কেবল অতি সূক্ষ্মভাবে এই নিরোধ-বিষয়ক এক প্রকার সংস্কার মাত্র বর্ত্তমান থাকে, তখন কোনপ্রকার জ্ঞানের স্ফুরণ থাকে না; এই অবস্থায় স্থিতিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। ইহাই যোগের চরমাবস্থা; ইহাই প্রকৃতিলীনাবস্থা। এই সংস্কার মাত্রতারই নাম প্রকৃতি। যাঁহাদের অতি তীব্র বৈরাগ্য হইতে যোগসাধন উপস্থিত হয়, তাঁহাদের এই সংস্কাররূপ প্রকৃতিসঙ্গও আপনা হইতে পরিত্যাগ হইয়া যায়, এবং পুরুষের স্বরূপ সাক্ষাৎকাব হয়, তখনই তাঁহারা "কেবল" অর্থাৎ নির্গুণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

ভাষ্য।—স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ; উপায়প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ; তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি।

অস্যার্থ:—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকার; উপায়প্রত্যয়, এবং ভব-প্রত্যয়; তন্মধ্যে উপায়প্রত্যয় সমাধি যোগীদিগের হইয়া থাকে, অর্থাৎ তীব্র যোগরূপ উপায় দ্বারা তাঁহাদের এই সমাধি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

বিদেহ নামক দেবগণ এবং প্রকৃতিলীন ব্যক্তিগণের "ভবপ্রত্যয়" সমাধি হয়; অর্থাৎ তাঁহাদের প্রযত্ন ব্যতিরেকে ইহা আপনা হইতে (প্রাকৃতিক মহাপ্রলযকালে) সাধিত হয়, কিন্তু কালক্রমে সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে, পুনরায় তাঁহারা পূর্ব্বসংস্কারানুরূপ জ্ঞানবৃত্তিযুক্ত হয়েন।

১৯শ সূত্র। **ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্।**

ভাষ্য।—**বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ; তে হি স্বসংস্কার-মাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি। তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততে অধিকারবশাৎ চিত্তমিতি।**

অন্বয়ার্থ:—বিদেহ নামক দেবতাদিগের আপনা হইতে সমাধি প্রত্যয়-প্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহারা উক্ত প্রকার সংস্কারমাত্রে পবিণত স্বীয় চিত্তেব দ্বাবা কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব করিতে করিতে ব্যুত্থিত হইয়া পুনবায কৈবল্যজাতীয় স্বীয় পূর্ব্বসংস্কারানুরূপ অবস্থা অতিবাহিত কবিতে থাকেন। তদ্রূপ প্রকৃতিলীন অপর ব্যক্তিগণ চিত্তের অবিনষ্টাধিকার অবস্থায়, প্রাকৃতিক প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন হইলে, যে পর্য্যন্ত চিত্ত স্বীয কর্ম্মপ্রবৃত্তিবশে পুনরায় উত্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব কবেন। কিন্তু তাঁহাদের চিত্তের কর্ম্মাধিকার শেষ না হওয়াতে, তাঁহারা পুনরায় ব্যুত্থিত হইয়া স্বীয পূর্ব্বসংস্কারের অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। ভূমিকার ১৩ (খ) প্রকবণ দ্রষ্টব্য।

২০শ সূত্র। **শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্।**

অপরের (উক্ত বিদেহদেবগণ ও প্রকৃতিলীনব্যক্তি ভিন্ন অপরের, অর্থাৎ সম্পূর্ণ গুণবিতৃষ্ণ যোগিগণের) শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি-প্রজ্ঞা-

পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাঁহারাই কৈবল্য লাভ করেন, তাঁহাদিগের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না)।

ভাষ্য।—উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি; তস্য শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনঃ বীর্য্যম্ উপজায়তে; সমুপজাতবীর্য্যস্য স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে, স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তম্ অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞাবিবেকঃ উপাবর্ত্ততে, যেন যথাবৎ বস্তু জানাতি; তদভ্যাসাৎ তদ্‌বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি।

অস্যার্থ:—যোগিগণ শ্রদ্ধাদি উপায়-জ্ঞানকুশল। শ্রদ্ধা শব্দে চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতা বুঝায়; এই শ্রদ্ধাই জননীর ন্যায় কল্যাণদায়িনী হইয়া যোগীদিগকে রক্ষা করে। শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিবেকার্থী পুরুষের বীর্য্য (ধারণা বিষয়ে ক্ষমতা) উপজাত হয়; এইরূপ উপজাতবীর্য্য ব্যক্তিতে স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় (অর্থাৎ কৈবল্য পদই যে গন্তব্য, অনাত্মগুণসঙ্গ যে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, তাহা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হয়েন না); এইরূপ স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত ব্যুত্থানের নিমিত্ত কোন প্রকার বহির্ম্মুখীবৃত্তির আকর্ষণে আকুলিত হয় না এবং সম্যক্ সমাধিযুক্ত হয়; চিত্ত সমাহিত হইলে, প্রজ্ঞাবিবেক উপজাত হয়; তদ্দ্বারা সমস্ত বস্তুতত্ত্বের পরিজ্ঞান জন্মে, ইহা অভ্যাস করিতে করিতে তদ্বিষয়েও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাদুর্ভূত হয়।

ভাষ্য।—তে খলু নব যোগিনঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি; তদ্‌যথা, মৃদূপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ, অধিমাত্রোপায়ঃ ইতি। তত্র মৃদূপায়োঽপি ত্রিবিধঃ; মৃদুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীব্রসংবেগঃ, ইতি। তথা মধ্যোপায়ঃ, তথাধিমাত্রোপায়ঃ ইতি।

অস্যার্থ ঃ—মৃদুমধ্যাদিভেদে উক্ত যোগিগণ নয় প্রকার; যথা—মৃদূপায়, মধ্যোপায় এবং অধিমাত্রোপায়। তন্মধ্যে মৃদূপায় আবার ত্রিবিধ; যথা, মৃদুসংবেগী, মধ্যসংবেগী ও তীব্রসংবেগী। এইরূপ মৃদু, মধ্য, তীব্র সংবেগভেদে মধ্যোপায় যোগীও ত্রিবিধ, এবং অধিমাত্রোপায় যোগীও ত্রিবিধ। এইরূপে যোগী নয় প্রকার। (শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি, এই সকলই উপায়, এই সকল বিষয়ে নিষ্ঠা যাঁহাদের মৃদু, তাঁহারা মৃদূপায়, যাঁহাদের মধ্যমপ্রকার নিষ্ঠা, তাঁহারা মধ্যোপায়, যাঁহাদের অতিমাত্র নিষ্ঠা, তাঁহারা অধিমাত্রোপায়। এইরূপ মৃদূপায়ের মধ্যেও পুনরায় মৃদুবেগ, মধ্যবেগ ও তীব্রবেগভেদে মৃদূপায় ত্রিবিধ; মধ্যোপায় এবং অধিমাত্রোপায় ও উক্তপ্রকার ত্রিবিধ বেগভেদে প্রত্যেকে ত্রিবিধ)।

ভাষ্য।—তত্র অধিমাত্রোপায়ানাম্।

২১শ সূত্র। **তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।**

ভাষ্য।—**সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি।**

অস্যার্থ ঃ—অধিমাত্রোপায় তীব্রসংবেগী যোগীদিগের সমাধিলাভ ও সমাধির ফল অতি শীঘ্র উপস্থিত হয়। (ভাষ্যাংশ সূত্রের সহিত একত্র করিয়া এই স্থলে সূত্রার্থ করিতে হইবে)।

২২শ সূত্র। **মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ।**

ভাষ্য।—**মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি ততোঽপি বিশেষঃ, তদ্বিশেষাৎ মৃদুতীব্রসংবেগস্যাসন্নঃ, ততো মধ্যতীব্রসংবেগস্যাসন্নতরঃ, তস্মাদধিমাত্রতীব্রসংবেগস্যাধিমাত্রোপায়স্য আসন্নতমঃ, সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি।**

অস্যার্থ ঃ—তীব্রের মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র, অধিমাত্র তীব্র এই ত্রিবিধ ভেদ থাকায়, তন্মধ্যেও বিশেষ আছে। এই ত্রিবিধ ভেদ থাকাতে

তাহাকেই বিপাক বলে, (জন্ম, আয়ুঃ ও সুখদুঃখরূপ ভোগ এই তিনটি কর্ম্মবিপাক বলিয়া গণ্য)। তদনুরূপ যে বাসনা (অনুকূল অথবা প্রতিকূল সংস্কার) তাহাকে আশয় বলে। এই সমস্তই চিত্তধর্ম্ম হইলেও পুরুষের ধর্ম্ম বলিযাই অভিহিত হয়, কারণ তিনিই ইহাদেব ফলভোক্তা . যেমন যাহারা যুদ্ধ করে, তাহাদিগেবই প্রকৃতপ্রস্তাবে জয ও পরাজয হইলেও, তাহাদিগেব প্রভু রাজারই জয় অথবা পরাজয় বলিযা ব্যাখ্যাত হয, তদ্রূপ। যিনি এই সকল ভোগে অলিপ্ত এমন পুরুষবিশেষই ঈশ্বর। ("পুরুষবিশেষ" বলিবাব তাৎপর্য্য এই যে) কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্ত অনেক পুরুষ আছেন, যাঁহাবা ত্রিবিধ বন্ধন (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহ-রূপ বন্ধন যাহাতে অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি আছে তাহা) ছিন্ন কবিযা কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; কিন্তু ঈশ্বব তদ্রূপ নহেন। তাঁহার বন্ধনসম্বন্ধ কখনও হয় নাই ও হইবে না ; মুক্ত বলিলেই যেমন মুক্তিব পূর্ব্বে অসংখ্য বন্ধন ছিল—এইরূপ জ্ঞান জন্মে, ঈশ্বরেব সম্বন্ধে তদ্রূপ নহে, তাঁহাব কখনও বন্ধন ছিল না। প্রকৃতিলীন পুরুষেরও এক প্রকাব দুঃখ নির্ম্মুক্তা-বস্থা হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের পুনবায বন্ধ ঘটিয়া থাকে, ঈশ্বরেব তদ্রূপ হয না ; তিনি নিত্যই মুক্ত, নিত্যই স্বপ্রতিষ্ঠ ঈশ্বরস্বরূপ। (অতএব তাঁহাকে ক্লেশাদি হইতে মুক্ত পুরুষ এইমাত্র না বলিয়া, সূত্রে "পুরুষবিশেষ" বলা হইয়াছে)। এই শ্রেষ্ঠ নির্ম্মলসত্ত্ববিশিষ্ট হওয়াতে ঈশ্বরেব যে স্বাভাবিক শাশ্বতিক (নিত্য) উৎকর্ষ (শ্রেষ্ঠতা) তাহার কি কোন প্রমাণ আছে ? উত্তর—শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। কিন্তু শাস্ত্রের যথার্থতা বিষয়ে প্রমাণ কি ? ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট সত্ত্বাই তাহার প্রমাণ ; শাস্ত্র এবং উৎকর্ষ নিত্যসম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া ঈশ্বর সত্ত্বাতে বর্ত্তমান আছে। অতএবই এইরূপ হয় যে, তিনি সদাই ঈশ্বর, সদাই মুক্ত। তাঁহার এই ঐশ্বর্য্যের সম অথবা অধিক ঐশ্বয্য অপর কাহারও নাই। অপর কাহারও ঐশ্বর্য্য তাঁহার ঐশ্বর্য্যকে কখনই

অতিক্রম করিতে পারে না; অপরকে অতিক্রম করে যে ঐশ্বর্য্য, তাহাই ঈশ্বরৈশ্বর্য্য; অতএব ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা যাঁহাতে, তিনিই ঈশ্বর। তাঁহার সমান ঐশ্বর্য্যও অপর কাহারও নাই; কারণ দুইয়ের তুল্য ঐশ্বর্য্য হইলে, একই কালে এক জনের ইচ্ছা হইতে পারে যে "নূতনকল্পে এইটি বস্তু হউক", অপরের ইচ্ছা হইতে পারে "পুরাতনটিই থাকুক",- এইরূপ বিরুদ্ধ ইচ্ছা উভয়ের হইলে, একের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে, অপরের ইচ্ছা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হওয়ায়, শেষোক্ত পুরুষ উন (অর্থাৎ অনীশ্বর) হইয়া পড়িলেন; তুল্য দুইজনের এককালে ইচ্ছাসিদ্ধি হইতে পারে না; কারণ ইচ্ছা পরস্পর বিরুদ্ধ। অতএব যাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্য (তুল্যতা) ও অতিশয় (আধিক্য)-বিরহিত, তিনিই ঈশ্বর; তাঁহাকেই "পুরুষবিশেষ" বলিয়া সূত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে।

মন্তব্য ঃ—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বেদে যে সকল অলৌকিক সাধন উক্ত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য; সুতরাং বেদ মনুষ্যরচিত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ প্রত্যক্ষগম্য নহেন; সুতরাং কোন্ দেবতাকে কোন্ মন্ত্র দ্বারা কি প্রণালীতে আহ্বান করিলে, তিনি প্রত্যক্ষগোচর হইবেন, তাহা কেহ পরীক্ষা করিয়া মন্ত্র রচনা করিতে পারে না; সুতরাং বেদোক্ত মন্ত্রসকল মনুষ্যরচিত নহে। এইরূপ বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার করিলে দেখা যায় যে, কোন অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাহা রচনা করিতে পারে না; অসর্ব্বজ্ঞ কেহ অনুমান অথবা কল্পনা দ্বারা তাহা রচনা করিলে, তাহা অভ্রান্ত ও সর্ব্বদা ফলপ্রদ হইত না। ইহার দ্বারাই বেদের অপৌরুষেয়ত্বের অনুমান সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরকে বেদ উক্তপ্রকার প্রকৃষ্ট সত্ত্ববিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং প্রথমে বেদ তদ্বিষয়ে প্রমাণ। অপরদিকে বেদোক্ত উপদেশ অবলম্বন করিয়া,যাঁহারা সাধন করিয়াছেন,তাঁহারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও উক্তপ্রকার সর্ব্বোৎকর্ষের

উপলব্ধি করিয়াছেন। ঐ উৎকর্ষ তাঁহাদের জ্ঞাত হওয়াতে, ঈশ্বরসত্ত্বের উৎকর্ষই তৎপ্রকাশিত বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া অবশেষে তাঁহারা গ্রহণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরসত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষ যেমন অনাদি ও নিত্য, তদ্রূপ বেদ এবং জগতের অপর সমুদায় বস্তুই সাংখ্যমতে পারমার্থিক অর্থে নিত্য; অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান, এই ত্রিবিধত্ব সকল বস্তুর ধর্ম্ম, ঋষিগণের তপস্যা প্রভৃতি উদ্বোধক কারণ প্রাপ্ত হইয়া, বেদসকল বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া অভিব্যক্ত হয়। এই নিমিত্ত ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট সত্ত্ব (সর্ব্বজ্ঞত্ব) ও বেদ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হইয়া তৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। (সাধারণভাবে এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা করা হইল, পরন্তু ঈশ্বরের প্রকৃষ্টস্বরূপ যাহা এইস্থলে ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য করা কঠিন। বিভূতিপাদের ৩৫ সূত্র ও ব্যাখ্যা পাঠ করিলে তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ; সুতরাং পৌরুষেয় প্রত্যয়রূপে বেদ নিত্য তাঁহার স্বরূপান্তর্গত, অতএব নিত্য। অতএব ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাই বেদের নিত্যত্বের প্রমাণ। পক্ষান্তরে বেদ আবার তাঁহার সর্ব্বজ্ঞস্বরূপত্বের প্রকাশক। এইরূপে বেদ ও সর্ব্বজ্ঞত্ব পরস্পর নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট।

ভাষ্য।—কিঞ্চ।

আরও।

২৫শ সূত্র। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্।

তাঁহাতে (ঈশ্বরে) সর্ব্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (এমন কি তাঁহাকে লাভ করিলে জীবও সর্ব্বজ্ঞ হয়)।

ভাষ্য।—যদিদং অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়গ্রহণমল্পং বহু ইতি সর্ব্বজ্ঞ-বীজম্; এতদ্বিবর্দ্ধমানং যত্র

নিরতিশয়ং স সর্ব্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য সাতিশয়ত্বাৎ, পরিমাণবদিতি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি। সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মনুমানং ন বিশেষপ্রতিপত্তৌ সমর্থম্ ইতি তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা। তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্, জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি। তথাচোক্তম্ "আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ" ইতি।

অস্যার্থ :—অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয়ের সমষ্টি ও ব্যষ্টি, অল্প ও বহুরূপে যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, ইহাই সর্ব্বজ্ঞতার বীজ ; ইহা পরিবর্দ্ধমান হইয়া, যাঁহাতে নিরতিশয়রূপে বর্ত্তমান আছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। পরিমাণবিশিষ্ট বস্তুর ন্যায় এই সর্ব্বজ্ঞতার অল্পাধিক্য থাকাতে, ইহা একস্থানে পরিসীমা প্রাপ্ত হয়, যাঁহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে, তিনিই প্রকৃত সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই সেই পুরুষবিশেষ ঈশ্বর। অনুমান সামান্যমাত্র অবধারণ করিয়াই পর্য্যবসিত হয় ; তাহা বিশেষ অবধারণ করিতে অসমর্থ, অতএব ঈশ্বর সামান্য না হইয়া বিশেষ হওয়ায়, তিনি অনুমান দ্বারা সিদ্ধ নহেন ; কেবল শাস্ত্র হইতেই ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞান লাভ করিতে হয়। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজন না থাকিলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা-রূপ প্রয়োজন আছে। কল্পপ্রলয় ও মহাপ্রলয় হইতে সংসারী পুরুষসকলকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করিব, প্রাণিগণের প্রতি এইমাত্র অনুগ্রহই সেই প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে—"আদিবিদ্বান্ ভগবান্, করুণাবশতঃ নির্ম্মিতচিত্তে অধিষ্ঠান করিয়া

মহর্ষি কপিলরূপে জিজ্ঞাসু শিষ্য আসুরিকে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন"।

ভাষ্য।—স এষঃ।

২৬শ সূত্র। পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।

ঈশ্বর সর্ব্বাদিতে উৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও উপদেষ্টা, কারণ তিনিই সকলের আদি, কালশক্তি তাঁহাতে অস্তমিত।

ভাষ্য।—পূর্ব্বে হি গুরবঃ কালেন অবচ্ছিদ্যন্তে, যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ত্ততে স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ। যথা অস্য সর্গস্যাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গাদিষ্বপি প্রত্যেতব্যঃ।

অস্যার্থ ঃ—ব্রহ্মাদি পূর্ব্বপূর্ব্ব গুরুগণ সকলই কালাধীন (অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশশীল, পরিমিতায়ুঃ), যাঁহার সম্বন্ধে কাল অনুমাপক হয় না, সেই ঈশ্বর ব্রহ্মাদি গুরুসকলেরও গুরু। যেমন বর্ত্তমান সৃষ্টির আদিতে স্বীয় নিত্যমুক্ত স্বভাব দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়, অপরাপর সর্গেও তদ্রূপই জানা যায়।

২৭শ সূত্র। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।

প্রণব ঈশ্বরের বাচক।

ভাষ্য।—বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সঙ্কেতকৃতং বাচ্য-বাচকত্বম্, অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি। স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ; সঙ্কেতস্তু ঈশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি। যথা অবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতেনাবদ্যোত্যতে অয়মস্য পিতা অয়মস্য পুত্রঃ ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচক-

শক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে ; সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে।

অস্যার্থঃ—প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। এই বাচ্যবাচকতারূপ সম্বন্ধ কি কোন সঙ্কেত দ্বারা কৃত, অথবা প্রদীপপ্রকাশের ন্যায় (প্রকাশ করা ধর্ম্ম যেমন স্বভাবতঃই প্রদীপের আছে তদ্রূপ) ইহা স্বতঃই অবস্থিত? (উত্তর) বাচকের সহিত বাচ্যের সম্বন্ধ (পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ) স্বতঃসিদ্ধ ; পূর্ব্বোক্ত সঙ্কেত (ওঁকার) দ্বারা ঈশ্বরের সহিত অবস্থিত সম্বন্ধেরই অভিব্যক্তি হয় মাত্র। যেমন পিতা ও পুত্রের মধ্যে অবস্থিত সম্বন্ধ, এই ব্যক্তি ইহার পিতা, এই ব্যক্তি ইহার পুত্র, এইরূপ বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ স্বতঃই বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ। ব্যবহৃত শব্দের বাচ্যবাচকশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তদ্রূপ সঙ্কেতসকলই সর্গান্তরেও করা হইয়া থাকে। শব্দ নিয়তই তদর্থজ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া শাস্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়া থাকেন।

মন্তব্য—প্রত্যেক শব্দের যে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি আছে, তাহা এইক্ষণকার পাশ্চাত্যদেশবাসী পণ্ডিতগণেরও জ্ঞানগম্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; রাগরাগিণীসকল মূর্ত্তিমান বলিয়া, তাঁহারা এক্ষণে প্রমাণ পাইয়াছেন ; সুতরাং যে শব্দের বা শব্দশ্রেণীর যে মূর্ত্তি স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়, তাহার সহিত সেই শব্দের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি কোন ভাষার শব্দসকল এইরূপে গঠিত হয় যে, সেই সকল শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাভাবিক যে মূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তিবিশিষ্ট পদার্থই সেই সকল শব্দের বাচ্য হয়, তবে সেই ভাষা প্রকৃতপ্রস্তাবে সিদ্ধভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা এই সিদ্ধ ভাষা, এই নিমিত্ত ইহাকে দেবভাষা বলে। ইহার ধাতুসকলের দ্বারা ব্যঞ্জিত অর্থ, ও ধাতুসকল উচ্চারিত হইলে যে সকল সূক্ষ্ম

মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা পরস্পর সমতাবিশিষ্ট। অতএব ভাষ্যকার বলিতেছেন যে শব্দ সঙ্কেত হইলেও অর্থের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য।

ভাষ্য।—বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য যোগিনঃ।

২৮শ সূত্র। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

যে যোগিগণ ঈশ্বর ও প্রণবের ঈদৃশ বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই প্রণবের জপ ও তদ্‌বাচ্য ঈশ্বরের ধ্যানরূপ সাধন অবলম্বন করিবেন।

ভাষ্য।—প্রণবস্য জপঃ, প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তম্ একাগ্রং সম্পদ্যতে। তথাচোক্তম্ "স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত, যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ। স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে"ইতি।

অস্যার্থ :—প্রণবের জপ, প্রণবের অভিধেয়ের অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাবনা। এইরূপ প্রণবের জপ ও তদর্থ ভাবনাকারী যোগীর চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে; অতএব শাস্ত্রে উক্ত আছে যে "স্বাধ্যায় (প্রণবাদির জপ ও বেদাধ্যয়ন) হইতে যোগ প্রবর্ত্তিত হয়; যোগ অনুষ্ঠান করিয়া বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের চিন্তা করিবে; স্বাধ্যায় ও যোগ অবলম্বন করিলে, পরমাত্মা প্রকাশিত হয়েন।

ভাষ্য।—কিঞ্চ অস্য ভবতি?

অস্যার্থ :—তদ্দ্বারা তাঁহার কি ফল হয়?

১ম পাঃ ২৯শ সূত্র। ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।

উক্ত জপ ও ভাবনারূপ সাধন হইতে জীবের স্বরূপ দর্শন হয়, এবং মুক্তির বিঘ্নকর অন্তরায় সকলও দূরীভূত হয়।

ভাষ্য।—যে তাবদন্তরায়া ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বরপ্রণিধানাৎ ন ভবন্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যস্য ভবতি; যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ, তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতি সংবেদী যঃ পুরুষ, ইত্যেবমধিগচ্ছতি।

অস্যার্থ ঃ—ব্যাধি প্রভৃতি যে সকল অন্তরায় আছে, তৎসমস্ত ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে দূর হয়, এবং তাহা হইতে জীবের স্বরূপজ্ঞানও উপজাত হয়, ঈশ্বর যেমন, শুদ্ধ, প্রসন্ন (ক্লেশশূন্য), নির্গুণ এবং সর্ব্ববিধ আবরণরহিত পুরুষ, তদ্রূপ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে জীব, তিনিও স্বরূপতঃ শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব বলিয়া জ্ঞাত হয়েন।

ভাষ্য।—অথ কেঽন্তরায়াঃ, যে চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ কে পুনস্তে কিয়ন্তো বেতি?

অস্যার্থ ঃ—অন্তরায় কাহাকে বলে? যাহারা চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায় তাহারা কি কি এবং কত প্রকার? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন ঃ—

১ম পাঃ ৩০শ সূত্র। **ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।**

চিত্তের বিক্ষেপকারী এই সকল যথা ঃ—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব, এই নয়টি যোগের অন্তরায়।

ভাষ্য।—নব অন্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভির্ভবন্তি; এতেষামভাবে ন ভবন্তি পূর্ব্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যাধিঃ ধাতুরসকরণবৈষম্যং; স্ত্যানং অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য; সংশয়ঃ উভয়-

কোটিস্পৃগ্‌বিজ্ঞানং স্যাদিদম্ এবং নৈবং স্যাদিতি ; প্রমাদঃ সমাধি-সাধনানামভাবনম্ ; আলস্যং কায়স্য চিত্তস্য চ গুরুত্বাদপ্রবৃত্তিঃ ; অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ ; ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্য্যয়-জ্ঞানং ; অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ ; অনবস্থিতত্বং লব্ধায়াং ভূমৌ চিত্তস্য অপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলম্ভে হি সতি তদবস্থিতং স্যাৎ। এতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যভিধীয়ন্তে।

অস্যার্থ :—চিত্তের বিক্ষেপকারী নয়টি অন্তরায় চিত্তের বৃত্তির সহিত উৎপন্ন হয় ; ইহাদিগের অভাব হইলে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিসকলও হয় না। ধাতু, (অর্থাৎ শরীরস্থ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা) রস (অর্থাৎ আহার্য্য বস্তুর পরিণাম), ও করণ (ইন্দ্রিয়সকল), ইহাদিগের স্বাভাবিক অবস্থার ন্যূনাধিক্যকে ব্যাধি বলে। চিত্তের অকর্ম্মণ্যতাকে (অর্থাৎ কর্ম্মশক্তির অভাবকে) স্ত্যান বলে। 'ইহা এইরূপ', কি 'এইরূপ নয়', এই উভয়পক্ষনিষ্ঠ যে জ্ঞান, তাহাকে সংশয় বলে। সমাধির উপায়ের অননুশীলনকে প্রমাদ বলে। দেহের এবং চিত্তের গুরুত্বহেতু যে প্রযত্নাভাব তাহাকে আলস্য বলে। চিত্তের বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্ত লোভকে (বাসনাকে) অবিরতি বলে। বিপর্য্যয়জ্ঞানকে (অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞানকে) ভ্রান্তিদর্শন বলে। সমাধিভূমির অপ্রাপ্তিকে অলব্ধভূমিকত্ব বলে। সমাধিভূমি লাভ করিয়াও তাহাতে স্থিতিবিষয়ে সামর্থ্যহীনতাকে অনবস্থিতত্ব বলে। সমাধি সম্যক্ আয়ত্তাধীন হইলে, অনবস্থিতত্ব দূর হইয়া অবস্থিতত্ব উপস্থিত হয়। এই নয়টি চিত্তের বিক্ষেপক, যোগমল-স্বরূপ, যোগান্তরায় (যোগের বিঘ্নকর) বলিয়া কথিত হয়।

৩১শ সূত্র। **দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ।**

পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপের সহিত দুঃখ,দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস জন্মিয়া থাকে।

ভাষ্য।—দুঃখমাধ্যাত্মিকম্, আধিভৌতিকম্, আধিদৈবিকঞ্চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিনঃ তদুপঘাতায় প্রযতন্তে তদ্‌দুঃখম্। দৌর্ম্মনস্যম্ ইচ্ছাভিঘাতাৎ চিত্তস্য ক্ষোভঃ। যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি তদ্ অঙ্গমেজয়ত্বম্। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুম্ আচামতি স শ্বাসঃ; যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। এতে বিক্ষেপসহভুবঃ, বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তি, সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি।

অস্যার্থ ঃ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। যৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণিগণ তন্নিবারণের চেষ্টা করে, তাহাকে দুঃখ বলে। ইচ্ছার বাধা হইলে চিত্তের যে ক্ষোভ জন্মে, তাহাকে দৌর্ম্মনস্য বলে। অঙ্গের কম্পনকে (চঞ্চলত্বকে) অঙ্গমেজয়ত্ব বলে। প্রাণ যে বহিঃস্থিত বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহাকে শ্বাস বলে। যাহা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে নিঃসারণ করে, তাহাকে প্রশ্বাস বলে। ইহারা বিক্ষেপের সহচর, বিক্ষিপ্ত চিত্তের এই সকল হইয়া থাকে; চিত্ত সমাহিত হইলে, এই সকল হয় না।

ভাষ্য।—অথ এতে বিক্ষেপাঃ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ তাভ্যামেব অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ, তত্রাভ্যাসস্য বিষয়মুপসংহরন্নিদমাহ।

অস্যার্থ ঃ—এই সকল বিক্ষেপ সমাধির প্রতিবন্ধক; পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস

ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহাদিগকে নিরোধ করিতে হয়। তন্মধ্যে অভ্যাসের বিষয় উপসংহার করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন :—

৩২শ সূত্র। তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।

বিক্ষেপের নিবৃত্তির নিমিত্ত একই মাত্র তত্ত্ব চিত্তে ধারণা করিতে অভ্যাস করিবে।

ভাষ্য।—বিক্ষেপ-প্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাবলম্বনং চিত্তমভ্যসেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিত্তং, তস্য সর্ব্বমেব চিত্তমেকাগ্রং নাস্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্; যদি পুনরিদং সর্ব্বতঃ প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধীয়তে, তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি; অতো ন প্রত্যর্থনিয়তম্। যোঽপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে, তস্য যদ্যেকাগ্রতা প্রবাহচিত্তস্য ধর্ম্মস্তদৈকং নাস্তি প্রবাহচিত্তং ক্ষণিকত্বাৎ; অথ প্রবাহাংশস্যৈব প্রত্যয়স্য ধর্ম্মঃ, স সর্ব্বঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্তচিত্তানুপপত্তিঃ। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চিত্তমিতি। যদি চ চিত্তেনৈকেনানন্বিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্, অথ কথমন্যপ্রত্যয়দৃষ্টস্যান্যঃ স্মর্ত্তা ভবেৎ, অন্যপ্রত্যয়োপচিতস্য চ কর্ম্মাশয়স্যান্যঃ প্রত্যয় উপভোক্তা ভবেৎ? কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমপ্যেতৎ গোময়-পায়সীয়ন্যায়মাক্ষিপতি। কিঞ্চ স্বাত্মানুভবাপহ্নবশ্চিত্তস্যান্যত্বে প্রাপ্নোতি; কথং যদহমদ্রাক্ষং তৎ স্পৃশামি, যচ্চ অস্প্রাক্ষং তৎ পশ্যামীতি? অহমিতি প্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য প্রত্যয়স্য ভেদে সতি প্রত্যয়িন্যভেদেনোপস্থিতঃ? এক-

প্রত্যয়বিষয়োঽয়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ কথমত্যন্তভিন্নেষু চিত্তেষু বর্ত্তমানং সামান্যমেকং প্রত্যয়িনমাশ্রয়েৎ ? স্বানুভব-গ্রাহ্যশ্চায়মভেদাত্মাঽহমিতি প্রত্যয়ঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে, প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্চ চিত্তম্।

অস্যার্থঃ—বিক্ষেপ নিবারণ করিবার নিমিত্ত চিত্ত একটি তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে অভ্যাস করিবে। যাহাদিগের মতে চিত্ত প্রত্যর্থ-নিয়ত, (অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞাত বিষয় মাত্রে পর্য্যস্ত, স্থির চিত্ত বলিয়া কোন পদার্থ নাই), যাহাদিগেব মতে চিত্ত প্রত্যয় মাত্র (অথাৎ যখন যে প্রত্যয়েব উদয় হয়, সেই প্রত্যয়মাত্রকেই চিত্ত বলে, এই যাহাদেব মত), সুতরাং যাহাদিগের মতে চিত্ত অস্থায়ী ক্ষণিক বস্তু, তাহাদিগের মতে সমস্ত চিত্তকেই একাগ্র বলিতে হইবে,তাহাদিগের মতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কোন বস্তু হইতে পারে না, কারণ যদি চিত্ত এইরূপ কোন স্থায়ী বস্তু হয়, যে তাহাকে অপর সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া, কেবল এক বিষয়ে স্থির রাখা যায়, তবেই সেই চিত্ত একাগ্র হইযাছে এইরূপ বলা যাইতে পাবে। অতএব চিত্তের একাগ্রতাকে সাধনযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিলে, চিত্তকে আর প্রত্যর্থনিয়ত বলা যাইতে পারে না। যিনি বলেন যে, সদৃশপ্রত্যয়-প্রবাহ হেতুই (অর্থাৎ সমানাকার জ্ঞানধারা প্রবাহরূপে প্রবর্ত্তিত হইলেই) চিত্ত একাগ্র বলিয়া ব্যবহারতঃ বলা যায়, তাঁহার প্রতি বক্তব্য এই যে, একাগ্রতাকে যদি প্রবাহচিত্তেব ধর্ম্ম বল, তাহা হইতে পারে না, কারণ প্রবাহচিত্ত বলিয়া কোন এক বস্তু হইতে পারে না; যেহেতু এই মতে সকলই ক্ষণিক; যদি বল, প্রবাহের অংশীভূত এক একটি প্রত্যয়েরই ধর্ম্ম একাগ্রতা, তবে

প্রত্যেক প্রত্যয়ই একাগ্র; কারণ সদৃশপ্রত্যয়-প্রবাহই হউক অথবা বিসদৃশপ্রত্যয়-প্রবাহই হউক, প্রত্যেক প্রকার প্রবাহেরই অংশরূপ এক একটি পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যয় আছে, তাহাকেই চিত্ত বলিলে চিত্ত সর্ব্বদাই একাগ্র; বিক্ষিপ্তচিত্ত বলিয়া আর কিছু থাকিতে পারে না। অতএব (যখন চিত্তের বিক্ষিপ্ততা ও একাগ্রতা উভয় পক্ষেরই সম্মত, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে) চিত্ত ক্ষণিক নহে,—স্থায়ী বস্তু, এবং ইহা অনেক প্রত্যয়কে বিষয় করে। যদি বল প্রত্যয়ের অনুসরণ করে এমন স্থায়ী একাগ্র অথবা বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কিছু স্বীকার কর না, বিভিন্ন প্রত্যয় ক্রমিক অসম্বদ্ধ হইয়া জাত হয়, তবে তদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, এক স্থায়ী চিত্তে অবস্থিত না হইয়া, যদি বিভিন্ন লক্ষণ প্রত্যয় সকল পরপর অসম্বদ্ধভাবে জায়মান হয়, তবে এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয় অন্য প্রত্যয় কিরূপে স্মরণ করিতে পারে? এক প্রত্যয় কর্ত্তৃক সঞ্চিত কর্ম্মাশয় অপর প্রত্যয় কিরূপে উপভোগ করিতে পারে? যদি ইহারও কোন প্রকার সমাধান করিতে ইচ্ছা কর, তবে ইহা গোময়-পায়সীয় ন্যায়কেও পরাস্ত করিবে (গোময়ও গব্য, পায়সও গব্য, অতএব গোময়ই পায়স, এইরূপ তর্ক যেরূপ হাস্যাস্পদ, তোমার উত্তর তদপেক্ষাও অধিক হাস্যাস্পদ হইবে)। বিশেষতঃ চিত্তকে প্রত্যেক প্রত্যয় স্থলে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে, নিজের আত্মানুভবেরও অপলাপ হয়। কি প্রকারে? বলিতেছি,—(স্থায়ী চিত্ত বলিয়া কোন বস্তু না থাকিলে) যাহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাহাই এইক্ষণে স্পর্শ করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে স্পর্শ করিয়াছি, তাহাই এইক্ষণে দেখিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? এবং অপর সকল প্রত্যয়ের বিভিন্নতার মধ্যে অহং ইত্যাকার প্রত্যয়ই বা কি প্রকারে প্রত্যয়ী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া এক অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে থাকিতে পারে? যদি অহং এই অভেদাত্মক

জ্ঞান এক একটি পৃথক্ প্রত্যয়ের বিষয় হয়, তবে বিভিন্ন চিত্তে (প্রত্যয়ে) বর্ত্তমান হইয়াও কি প্রকারে তাহা এক সামান্যাকারে প্রত্যয়ী পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারে? বাস্তবিক অহংরূপ যে অভেদাত্মক জ্ঞান, ইহা নিজের আত্মানুভব গ্রাহ্য, সাক্ষাৎ অনুভূতির মাহাত্ম্য প্রমাণান্তর দ্বারা অভিভূত হয় না, এই সাক্ষাৎ অনুভব বলেই অপর প্রমাণসকল প্রমাণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক পদার্থকে বিষয় করে এমন একটি স্থিব চিত্ত আছে।

ভাষ্য।—যদিদং শাস্ত্রেণ পরিকর্ম্ম নির্দ্দিশ্যতে তৎ কথম্ ?

অস্যার্থঃ—এই চিত্তেব যে পরিশুদ্ধি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা কিরূপ ?

৩৩শ সূত্র। **মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।**

সুখী, দুঃখী, পুণ্যাত্মা ও পাপীর প্রতি যথাক্রমে, মৈত্রী, দয়া, হর্ষ ও ঔদাসীন্য অভ্যাস করিলে চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে (স্বস্থ হয়)।

ভাষ্য।—তত্র সর্ব্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাং, অপুণ্যাত্মকেষু উপেক্ষাম্। এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে, ততশ্চ চিত্তং প্রসীদতি, প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে।

অস্যার্থ:—জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি মৈত্রী ভাব রাখিবে। দুঃখী লোকদিগের প্রতি করুণা রাখিবে। পুণ্যাত্মা লোকদিগের প্রতি হর্ষভাব পোষণ করিবে, (তাহাদের সমাগমে প্রফুল্লচিত্ত হইবে)। অধার্ম্মিক লোকের প্রতি উদাসীন ভাব রাখিবে, (তাহাদিগকে বিদ্বেষ

করিবে না)। এইরূপ ভাবনাসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে শুক্লধর্ম্ম উপজাত হয়, (অর্থাৎ রাজস ও তামস ভাব দূরীভূত হয় এবং নির্ম্মল সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হয়), তখন চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়া নির্ব্বিকার হয়; এইরূপ প্রসন্নচিত্ত একাগ্র ব্যক্তির চিত্ত সম্যক্ স্থিরতা লাভ করে।

৩৪শ সূত্র। **প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।**

প্রাণ বায়ুর নিঃসারণ ও স্থিররূপে ধারণের অভ্যাস দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা জন্মে।

ভাষ্য।—কৌষ্ঠস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাৎ বমনং প্রচ্ছর্দ্দনম্, বিধারণং প্রাণায়ামঃ, তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ।

অস্যার্থ:—উদরস্থিত বায়ুকে নাসারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা বিহিত প্রযত্ন সহকারে বমন করাকে প্রচ্ছর্দ্দন বলে; প্রাণ বায়ুর গতিরোধকে বিধারণ বলে। এই উভয় প্রক্রিয়া দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করিবে।

৩৫শ সূত্র। **বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।**

উত্তম অলৌকিক শব্দাদি বিষয়ে চিত্তের বৃত্তি উপজাত হইলে, তাহাও চিত্তের স্থৈর্য্য উৎপাদন করে।

ভাষ্য।—নাসিকাগ্রে ধারয়তোঽস্য যা দিব্যগন্ধসংবিৎ সা গন্ধপ্রবৃত্তিঃ, জিহ্বাগ্রে রসসংবিৎ, তালুনি রূপসংবিৎ, জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দসংবিৎ, ইত্যেতাঃ প্রবৃত্তয়ঃ উৎপন্নাশ্চিত্তং স্থিতৌ নিবধ্নন্তি, সংশয়ং বিধমন্তি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াঞ্চ দ্বারীভবন্তীতি। এতেন চন্দ্রাদিত্যগ্রহমণিপ্রদীপরশ্ম্যাদিষু প্রবৃত্তি-

রুৎপন্না, বিষবত্যেব বেদিতব্যা। যদ্যপি হি তত্তচ্ছাস্ত্রানুমানা-চার্য্যোপদেশৈরবগতমর্থতত্ত্বং সদ্ভূতমেব ভবতি,এতেষাং যথাভূতার্থ-প্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ, তথাপি যাবদেকদেশোঽপি কশ্চিন্ন স্বকরণ-সংবেদ্যোভবতি, তাবৎ সর্ব্বং পরোক্ষমিব অপবর্গাদিষু সূক্ষ্মে-ষ্বর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশো-পোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপ-দিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যাক্ষত্বে সতি, সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ অপ-বর্গাৎ শ্রদ্ধীয়তে; এতদর্থমেব ইদং চিত্তপরিকর্ম্ম নির্দ্দিশ্যতে। অনিয়তাসু বৃত্তিষু তদ্বিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়ামুপজাতায়াং সমর্থং স্যাৎ তস্য তস্যার্থস্য প্রত্যক্ষীকরণায়েতি। তথাচ সতি শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধয়োঽস্যাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি।

অস্যার্থঃ—যিনি নাসাগ্রে চিত্তের ধারণা করেন, তাঁহার যে দিব্য-গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহাকে গন্ধ-প্রবৃত্তি বলে; জিহ্বাগ্রে ধারণাদ্বারা দিব্য রসের উপলব্ধি হয়; তালুতে ধারণাদ্বারা দিব্য রূপজ্ঞান হয়; জিহ্বামধ্যে ধারণাদ্বারা দিব্য স্পর্শজ্ঞান হয়; জিহ্বামূলে ধারণাদ্বারা দিব্য শব্দজ্ঞান হয়। এই সকল বিষয়ে প্রবৃত্তির উদয় হইয়া, চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করে, সংশয় বিদূরিত করে, এবং সমাধি প্রজ্ঞার দ্বার উদ্‌ঘাটনের উপায়স্বরূপ হয়। এইরূপে চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ, রত্ন প্রভৃতি বস্তুতে চিত্তের ধারণাদ্বারাও নানাবিধ প্রবৃত্তি উপজাত হয়। এই সকলকে বিষয়বতী প্রবৃত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদিচ শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য্যোপদেশ হইতে অবগত বিষয়সমস্ত নিশ্চয়ই সত্য, কারণ বিষয়সকলের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে এই সকলেরই সামর্থ্য আছে; তথাপি যে পর্য্যন্ত এই সকলের কোন এক অংশও স্বীয় ইন্দ্রিয়ের

প্রত্যক্ষীভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইহারা অদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অপবর্গাদি সূক্ষ্মবিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মায় না। অতএব শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য্যোপদেশে দৃঢ়মতি হইবার নিমিত্ত তাহার কোন বিশেষ অংশ প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। সেই উপদেশের একাংশও প্রত্যক্ষীভূত হইলে, অপবর্গ আদি সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে সম্যক্ শ্রদ্ধা জন্মে। এই নিমিত্তই চিত্তের সংশয়চ্ছেদরূপ শুদ্ধির এই সকল উপায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে। চিত্তের বৃত্তি যতক্ষণ নিয়মিত না হইয়াছে, ততক্ষণ যে যে বিষয়ের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, চিত্তকে সংযত করিয়া তন্মধ্যে কোন একটি বিষয়ের প্রতি চালনা করিলে, চিত্ত বশীভূত হয় এবং প্রার্থিত বিষয়ও প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে একটি বিষয়ে চিত্তকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য জন্মিলে, সাধকের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি অবাধে প্রবর্ত্তিত হয়।

৩৬শ সূত্র। **বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।**

শোকনিবারিণী জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি হইলেও তদ্দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়।

ভাষ্য।—প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যনুবর্ত্ততে। হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ; বুদ্ধিসত্ত্বং হি ভাস্বরমাকাশকল্পং, তত্র স্থিতিবৈশারদ্যাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্য্যেন্দুগ্রহমণিপ্রভারূপাকারেণ বিকল্পতে। তথাঽস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং শান্তমনন্তমস্মিতামাত্রং ভবতি; যত্রেদমুক্তম্ "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাঽস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" ইতি। এষা দ্বয়ী বিশোকা বিষয়বতী অস্মিতামাত্রা চ প্রবৃত্তির্জ্যোতিষ্মতীত্যুচ্যতে, যয়া যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি।

অন্বয়ার্থ :—পূর্ব্বসূত্রের "প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী" অংশের এই সূত্রে অনুবৃত্তি হইয়াছে ; ঐ অংশ এই সূত্রে যোগ করিয়া সূত্রের অর্থ অবধারণ করিবে। হৃৎপদ্মে চিত্তকে সমাধান করিলে বুদ্ধিসংবিৎ (বুদ্ধিবিষয়ক জ্ঞান) উদয় হয় , এই বুদ্ধি সত্ত্বগুণস্বরূপ, ইহা প্রকাশস্বভাব, আকাশবৎ ব্যাপক . তাহাতে চিত্তের স্থিতি সাধিত হইলে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, মণি প্রভৃতির প্রভারূপে আকারিত বৃত্তি প্রকাশিত হয়। এইরূপ অস্মিতামাত্রকে ধারণা করিয়া চিত্ত অবস্থিত হইলে তরঙ্গবিহীন মহোদধির ন্যায় চিত্ত প্রশান্ত ও অনন্ত (সর্ব্বব্যাপক) হইয়া অস্মিতামাত্রে পরিণত হয় , তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে এই উক্তি আছে যে "সেই অণুমাত্র (অতি সূক্ষ্ম) আত্মতত্ত্বকে ধ্যান করিলে, অহং মাত্র জ্ঞানে প্রতিষ্ঠালাভ করে"। এই দুইটি শোকনিবারিণী প্রবৃত্তিকে, অর্থাৎ হৃৎপদ্মমাত্রকে বিষয় করিয়া যে প্রবৃত্তি হয় এবং অস্মিতামাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে চিত্তবৃত্তি হয়, তাহাকে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বলে ; ইহাদ্বারা যোগীদিগের চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে।

৩৭শ সূত্র। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।

ভাষ্য। বীতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে।

অন্বয়ার্থঃ —যাঁহাদিগের চিত্ত বীতরাগ (সংসারাসক্তিশূন্য মুক্ত পুরুষ) তাহাদিগের স্বরূপে চিত্ত সমাধান করিলেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে।

৩৮শ সূত্র। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা।

ভাষ্য।—স্বপ্নজ্ঞানালম্বনং বা নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাকারং যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি।

অস্যার্থ ঃ—স্বপ্ন-জ্ঞান অথবা নিদ্রাজ্ঞান অবলম্বন করিয়া তদাকাবে আকারিত যোগিচিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে। (স্বপ্নকালে কেবল মানসিক বৃত্তি হয় বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য হয না, অতএব স্বপ্নজ্ঞানশব্দে ইন্দ্রিযেব অবিষয়ীভূত দেবরূপ চিন্তন অথবা মনেব স্বরূপ চিন্তন বুঝায়, সুষুপ্তি-কালে কোন প্রকাব চিন্তা থাকে না, অতএব নিদ্রাজ্ঞানশব্দে সর্ব্বপ্রকাব বিষয় চিন্তা বিরহিত হইযা অবস্থিতি বুঝায়)।

৩৯শ সূত্র। যথাভিমতধ্যানাদ্ বা।

ভাষ্য।—যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়েৎ; তত্র লব্ধস্থিতিকমন্য-ত্রাপি স্থিতিপদং লভতে ইতি।

অস্যার্থ ঃ—অথবা যাহাতে অভিরুচি হয, তাহাই ধ্যান করিবে, তাহাতে চিত্তের স্থিরতা জন্মিলে, অন্যবিষয়েও চিত্তস্থিবতা লাভ করিতে পাবিবে।

৪০শ সূত্র। পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ।

এইরূপে চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ হইলে, অতি সূক্ষ্ম পবমাণু হইতে পরম মহৎ পর্য্যন্ত যে কোন পদার্থে যোগিগণ স্বেচ্ছাক্রমে সমাধি কবিতে সমর্থ হয়েন।

ভাষ্য।—সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য পরমাণ্বন্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি। স্থূলে নিবিশমানস্য পরমমহত্ত্বান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্য। এবং তাম্ উভয়ীং কোটিমনুধাবতো যোঽস্যাপ্রতিঘাতঃ স পরো বশীকারঃ; তদ্‌বশীকারাৎ পবিপূর্ণং যোগিনশ্চিত্তং ন পুনরভ্যাসকৃতং পরিকর্ম্মাপেক্ষতে ইতি।

অস্যার্থ ঃ—সূক্ষ্মবিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট কবিলে, পরমাণু পয্যন্ত অবলম্বন

করিয়া, চিত্ত স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারে; স্থূলবিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে পরম মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি) পর্য্যন্ত ধারণাক্ষম হয়। এইরূপে স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়প্রকার বিষয়ের ধ্যানের ফল চিত্তের সম্যক্ বশীকারভাব, অর্থাৎ চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে স্ববশ হয়, যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন বিষয়ে স্থিতিপদ লাভ করিতে পারে, ইহাকেই পরবশীকার বলে; এই বশীকার অবস্থা লাভ কবিলে, যোগীদিগেব চিত্ত পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তখন আব অন্য কোন অভ্যাস দ্বারা ইহার শুদ্ধির আবশ্যক হয় না।

ভাষ্য।—অথ লব্ধস্থিতিকস্য চেতসঃ কিংস্বরূপা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিরিতি? তদুচ্যতে—

অস্যার্থ:—চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ হইলে, তাহা কি প্রকার স্বরূপ লাভ করে, এবং কিরূপ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে—

৪১শ সূত্র। ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা-সমাপত্তিঃ।

এইরূপে চিত্তের বৃত্তিসকল ক্ষীণ হইলে, নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় গ্রহীতৃ (পুরুষ) গ্রহণ (ইন্দ্রিয়) এবং গ্রাহ্য (ইন্দ্রিয়ের বিষয়, বাহ্যবস্তু) যে কোন বিষয়ে চিত্ত সমাধান করা যায়, তদাকারেই চিত্ত পরিণত হয়; এইরূপ হওয়াকেই সমাপত্তি বলে। নির্ম্মল স্ফটিকের সমীপে যে কোন বস্তু উপস্থিত হয়, তাহারই বর্ণ যেমন স্ফটিক প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যে কোন বিষয়ে নির্ম্মলচিত্ত সমাধান করা যায়, চিত্ত তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই সমাপত্তি বলে।

ভাষ্য।—ক্ষীণবৃত্তেরিতি প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্যেত্যর্থঃ। অভিজাতস্যেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদানম্। যথা স্ফটিক উপাশ্রয়-

ভেদাৎ তত্তদ্রূপোপরক্ত উপাশ্রয়রূপাকারেণ নির্ভাসতে, তথা গ্রাহ্যালম্বনোপরক্তং চিত্তং গ্রাহ্যসমাপন্নং গ্রাহ্যস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে; তথা ভূতসূক্ষ্মোপরক্তং ভূতসূক্ষ্মসমাপন্নং ভূতসূক্ষ্মস্বরূপাভাসং ভবতি; তথা স্থূলালম্বনোপরক্তং স্থূলরূপসমাপন্নং স্থূলরূপাভাসং ভবতি; তথা বিশ্বভেদোপরক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং বিশ্বরূপাভাসং ভবতি। তথা গ্রহণেষ্বপি ইন্দ্রিয়েষু দ্রষ্টব্যম্, গ্রহণালম্বনোপরক্তং গ্রহণসমাপন্নং গ্রহণস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্তং গ্রহীতৃপুরুষসমাপন্নং গ্রহীতৃপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্তং মুক্তপুরুষসমাপন্নং মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তদেবং অভিজাতমণিকল্পস্য চেতসো গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু যা তৎস্থতদঞ্জনতা তেষু স্থিতস্য তদাকারাপত্তিঃ, সা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে।

অস্যার্থঃ—"ক্ষীণবৃত্তেঃ" শব্দের অর্থ প্রত্যয়প্রবাহ (বিষয়জ্ঞানপ্রবাহ) অস্তমিত হইয়াছে এমন ব্যক্তির। "অভিজাতস্যেব মণেঃ" এইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। যেমন স্ফটিক সমীপোপস্থিত উপাধিভেদে তত্তদ্রূপে উপরঞ্জিত হইয়া, তত্তদাকারে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ গ্রাহ্যবিষয় (বাহ্যবস্তু) অবলম্বন করিতে ইচ্ছুকচিত্ত ঐ গ্রাহ্যবিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া তদাকারেই ভাসমান হয়, সূক্ষ্ম-ভূততন্মাত্রস্বরূপ জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত ভূততন্মাত্রকে প্রাপ্ত হইয়া, ভূততন্মাত্রাকারেই ভাসমান হয়; এইরূপ স্থূলবিষয়জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত স্থূলবিষয়রূপকে প্রাপ্ত হইয়া, তদাকারেই ভাসমান হয়; এইরূপ বিশ্বভেদজ্ঞানেচ্ছু (বিচিত্ররূপ বিশ্বের জ্ঞানেচ্ছু) চিত্ত তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তদাকারেই ভাসমান হয়। "গ্রহণ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়েও এইরূপ বুঝিতে হইবে;

ইন্দ্রিয়স্বরূপ জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়াকারেই ভাসমান হয়। এইরূপ "গ্রহীতৃ" অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত পুরুষস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষাকারেই ভাসমান হয়। এইরূপ মুক্তপুরুষস্বরূপ জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত মুক্তপুরুষস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, মুক্তপুরুষাকারে ভাসমান হয়। এইরূপ শুদ্ধস্ফটিকসদৃশ চিত্তের "গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য" বিষয় (অর্থাৎ পুরুষ ইন্দ্রিয় ও ভূতগ্রাম) সংযোগে তত্তদ্রূপে স্থিত হইয়া, যে তদাকার প্রাপ্তি, তাহাকে সমাপত্তি বলে।

১ম পা, ৪২শ সূত্র। **তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।**

তন্মধ্যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান, ইহাদিগের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি না হইয়া মিশ্রিতভাবে ইহাদের জ্ঞান প্রকাশিত হইলে, ইহাদিগের যে সমাপত্তি (চিত্তের তদ্রূপতা প্রাপ্তি) তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলে।

ভাষ্য।—তদ্‌যথা গৌরিতি শব্দো, গৌরিত্যর্থো, গৌরিতি জ্ঞানম্, ইত্যবিভাগেন বিভক্তানামপি গ্রহণং দৃষ্টম্। বিভজ্যমানাশ্চান্যে শব্দধর্ম্মা, অন্যে অর্থধর্ম্মা, অন্যে বিজ্ঞানধর্ম্মা, ইত্যেতেষাং বিভক্তঃ পন্থাঃ। তত্র সমাপন্নস্য যোগিনো যো গবাদ্যর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ঃ, স চেৎ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ উপাবর্ত্ততে, সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে।

অস্যার্থ :—যথা গৌঃ এই শব্দ, ইহার অর্থ (অর্থাৎ বহিঃস্থিত গো) এবং তাহার জ্ঞান, ইহারা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, চিত্ত ইহাদিগকে এক অভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু বিচারপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, একটি শব্দাত্মক, একটি অর্থাত্মক

(দ্রব্যাত্মক) এবং অপরটি বিজ্ঞানাত্মক; এইরূপ ইহারা পৃথক্ পৃথক্ সমাহিতচিত্ত যোগীদিগের চিত্তের যে গবাদি বিষয়, তাহা সমাধি প্রজ্ঞায় আরূঢ় হইলে, যদি শব্দ, তদর্থ ও তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান বিমিশ্রিত ভাবে (অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রস্ফুটিত না হইয়া) চিত্তে বর্ত্তমান হয়, তবে সেই সঙ্কীর্ণ (মিশ্রিত) সমাপত্তিকে "সবিতর্কা সমাপত্তি" বলে।

ভাষ্য।—যদা পুনঃ শব্দসঙ্কেতস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ শ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পশূন্যায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থঃ তৎস্বরূপাকারমাত্রতয়ৈব অবচ্ছিদ্যতে, সা চ নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং; তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং, ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ। ন চ শ্রুতানুমানজ্ঞানসহভূতং তদ্দর্শনং, তস্মাদসঙ্কীর্ণং প্রমাণান্তরেণ যোগিনো নির্ব্বিতর্কসমাধিজং দর্শনমিতি। নির্ব্বিতর্কায়াঃ সমাপত্তেরস্যাঃ সূত্রেণ লক্ষণং দ্যোত্যতে।

অস্যার্থ ঃ—পুনরায় শব্দ সঙ্কেতের স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া (অর্থাৎ শব্দ যে সঙ্কেতমাত্র, এবং শব্দ, ও তাহার অর্থ, ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে পরস্পর পৃথক্, ইহা মনে উদিত হইয়া) যখন শব্দজন্য ও অনুমানজন্য জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত বিকল্পশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া—(অর্থাৎ শব্দ অর্থ ও জ্ঞান অবিমিশ্রিত—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমাধিপ্রজ্ঞায় স্বীয় অবিমিশ্রিত-স্বরূপে ঐ অর্থ অবস্থিত হয়, তখন চিত্তের যে তদাকারেমাত্র অবস্থিতি, তাহাকে "নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি" বলে। ইহাকেই পরপ্রত্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ দর্শন) বলে। এইটিই শ্রুত ও অনুমান জ্ঞানের মূল (কারণ); ইহা হইতেই শ্রুত (শব্দ-নিমিত্তক) ও অনুমান জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সাধারণ শ্রবণ ও অনুমান জ্ঞানের সমকালেই পূর্ব্বোক্ত অবিমিশ্রিত বস্তুস্বরূপের দর্শন উদ্ভূত

হয় না; (শ্রুতানুমিত বিষয়ে সমাধি অবলম্বন করিলে, তাহাদের যথার্থ স্বরূপ দর্শন হয়); অতএব যোগীদিগের নির্ব্বিতর্ক সমাধিপ্রসূত এই অবিমিশ্রিত বস্তুস্বরূপদর্শন প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হয় না। এই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির লক্ষণ নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৩শ সূত্র। **স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা।**

স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে, চিত্ত স্বীয় পৃথক্ স্বরূপবত্তা-রহিতবৎ হইয়া, ধ্যেয় বিষযাকারে ভাসমান হয়, ইহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে।

ভাষ্য।—যা শব্দসঙ্কেতশ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞাস্বরূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত্বা, পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নেব ভবতি, সা নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তথাচ ব্যাখ্যাতম্। তস্যা একবুদ্ধ্যুপক্রমো, হি অর্থাত্মা, অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ সংস্থানবিশেষো, ভূতসূক্ষ্মাণাং সাধারণো ধর্ম্ম আত্মভূতঃ; ফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ, স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ প্রাদুর্ভবতি, ধর্ম্মান্তরোদয়ে চ তিরোভবতি। স এষ ধর্ম্মোঽবয়বীত্যুচ্যতে; যোঽসাবেকশ্চ মহাংশ্চাণীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধর্ম্মকশ্চানিত্যশ্চ, তেনাবয়বিনা ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে। যস্য পুনরবস্তুকঃ স প্রচয়বিশেষঃ সূক্ষ্মং চ কারণমনুপলভ্যমবিকল্পস্য তস্যাবয়ব্যভাবাৎ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিতি প্রায়েণ সর্ব্বমেব প্রাপ্তং মিথ্যাজ্ঞানমিতি; তদা চ সম্যগ্‌জ্ঞানমপি কিং স্যাৎ বিষয়াভাবাৎ,যদ্‌যদুপলভ্যতে,তত্তদবয়বিত্বেনাম্নাতং; তস্মাদস্ত্যবয়বী, যো মহত্ত্বাদিব্যবহারাপন্নঃ সমাপত্তের্নির্ব্বিতর্কায়া বিষয়ো ভবতি।

অস্যার্থ :—অর্থবোধকশব্দ এবং শ্রুত ও অনুমিত বিষয়ের যে বিকল্প জ্ঞান (অর্থাৎ অভিন্ন জ্ঞান) তৎসম্বন্ধীয় মানসিক ধারণা পরিশুদ্ধ হইলে, (ইহাদিগের স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইলে), গ্রাহ্য (জ্ঞাতব্য) বিষয়ের স্বরূপজ্ঞানেচ্ছু প্রজ্ঞা যেন স্বীয় গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞারূপ পরিত্যাগ করিয়া, ঐ গ্রাহ্য পদার্থস্বরূপমাত্র অবলম্বন করিয়া, তৎ স্বরূপেই অবস্থিত হয় ; এইরূপ যে সমাপত্তি, তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে। এই সমাপত্তি (বুদ্ধির গ্রাহ্যরূপতা-প্রাপ্তি) নির্ব্বিতর্কা বলিয়া আখ্যাত হয়। তাহাতে বুদ্ধির একরূপতা (গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত অভেদরূপতা) হয় ; কারণ বুদ্ধিতে প্রতিভাত অর্থের সহিত তাহার একাত্মতা হয়, অণু সমূহের সমষ্টিবিশেষরূপ যে বস্তু (অর্থাৎ অণুসমুদয় বিশেষরূপে সমষ্টিকৃত হইয়া, যে বিশেষ বস্তু প্রকাশিত হয়) তদাত্মকরূপেই,যেমন গবাদি ঘটাদি-রূপেই, বুদ্ধি পরিণত হয়। সেই পরমাণু সকল ভূতসূক্ষ্মগণের (তন্মাত্রের) সংস্থানবিশেষ ; ইহারা তন্মাত্র সকলের আত্মভূত (স্বরূপগত) সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা যে আছে তাহা প্রকাশিত বস্তুর অবয়বের দ্বারা অনুমিত হয় ; ঐ ধর্ম্ম, তাহার উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হইলে প্রকাশ পায়, ধর্ম্মান্তরের উদয় হইলে তিরোভূত হয়। ভূতসূক্ষ্মের এই আত্মভূত ধর্ম্মকেই অবয়বী বলা যায় ; এই অবয়বীকেই এক, মহৎ, ক্ষুদ্র, স্পর্শবান্, ক্রিয়াবান্, ও অনিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় ; অতএব ইহাই "অবয়বী" বলিয়া শব্দ ব্যবহারও আছে। যাহাদিগের মতে সেই সমষ্টিরূপে জ্ঞাত পদার্থ অবস্তুক, এবং ইহার সূক্ষ্ম কারণরূপ পদার্থ কিছু নাই, সুতরাং যাহারা পূর্ব্বোক্ত শব্দ, জ্ঞান ও বস্তুর বিকল্প স্বীকার করে না, এবং বস্তু পৃথক্‌রূপে নাই বলিয়া বলে, তাহাদের মতে অবয়বী বলিয়া কোন বস্তু না থাকাতে ঐ পদার্থ অকিঞ্চিৎকর এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানমাত্র। এই মতে সমস্ত বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। এইমতে

যখন বাহ্য বিষয় বলিয়া কিছু নাই, তখন সম্যক্ জ্ঞান বলিয়াও কিছু থাকিতে পাবে না। পরন্তু যে কোন বস্তুর উপলব্ধি হয়, তৎসমস্ত অবযবীরূপেই (অবয়ববিশিষ্ট বস্তুরূপেই) পরিজ্ঞাত হয়, (নিজের বিজ্ঞান মাত্র রূপে কখন জ্ঞাত হয না ; এই আত্মানুভবের. কেহ অন্যথা করিতে পারে না)। অতএব ইহা স্বীকাব করিতে হইবে যে,অবয়বীবস্তু যথার্থই আছে, যাহা মহৎ, ক্ষুদ্র ইত্যাদিরূপে ব্যবহারতঃ উক্ত হইয়া থাকে। ঐ অবযবীবস্তুই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় হয়।

মন্তব্য। পরমাণু সকল তন্মাত্রসকলেব আত্মভূত বিশেষ ধর্ম্ম ; তন্মাত্র-সকল পবমাণুসকলেব উপাদান কাবণ। দৃষ্টাবয়ববিশিষ্ট বস্তুসকল যে সূক্ষ্ম পবমাণুসম্মিলনে প্রকাশিত, তাহা সহজেই তাহাদের অবয়ব দৃষ্টে অনুমিত হয (যেমন কপালাদি অবযব দৃষ্টে ঘটেব সূক্ষ্ম পবমাণুসংযোগে উৎপত্তি অনুমিত হয)। এই পরমাণু সমুদায়ের বিশেষ বিশেষ সমষ্টিই অবয়বী বস্তু, লৌকিক ব্যবহাবেও অবয়বী শব্দে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। পরমাণুসকল পুনরায় তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্রসকলের ধর্ম্ম হওয়ায়, তন্মাত্রের আত্মভূত ঐ ধর্ম্মই প্রকৃতপ্রস্তাবে অবয়বী শব্দের বাচ্য। এই সকল ধর্ম্মেব অনাগত বর্ত্তমান ও অতীত এই ত্রিবিধ রূপ আছে ; তাহা বিভূতি-পাদের ১৩, ১৪ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; তাহা পাঠ করিলে, ইহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে।

৪৪শ সূত্র। **এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।**

সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি বিষয়ে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারাই সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাপত্তি, যাহা সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া হয়, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য।—তত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্তধর্ম্মকেষু দেশকাল-নিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যুচ্যতে। তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যমেবোদিতধর্ম্মবিশিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমালম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে। যা পুনঃ সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শান্তোদিতাব্যপ-দেশ্যধর্ম্মানবচ্ছিন্নেষু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিষু সর্ব্বধর্ম্মাত্মকেষু সমাপত্তিঃ সা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে। এবং স্বরূপং হি তদ্ভূতসূক্ষ্মম্ এতেনৈব স্বরূপেনালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপমুপরঞ্জয়তি। প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রা যদা ভবতি তদা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে। তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা নির্ব্বিতর্কা চ, সূক্ষ্মবস্তুবিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চ। এবমুভয়োরেতয়ৈব নির্ব্বিতর্কয়া বিকল্পহানি-র্ব্যাখ্যাতা ইতি।

অস্যার্থ ঃ—অভিব্যক্তধর্ম্মক যে ভূতসূক্ষ্ম (অর্থাৎ স্থূল মৃত্তিকা ইত্যাদি-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে পবমাণু, যাহা বিশেষ দেশ ও বিশেষকাল ও বিশেষ নিমিত্ত অবলম্বনে অনুভবের বিষয় হয়, তাহাতে (অর্থাৎ মৃত্তিকা ইত্যাদির অতি সূক্ষ্মভাগে) যে সমাপত্তি, তাহাকে সবিচাব সমাপত্তি বলে। তাহাতে ঐ ভূতসূক্ষ্মপদার্থ একটি বিশেষ পরমাণু ইত্যাকাব বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইয়া সমাধিপ্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়। (কিন্তু যে ভূতসূক্ষ্ম উক্ত পরমাণু-বিশেষরূপে অভিব্যক্তিবিশিষ্ট নহে, অর্থাৎ অবিকৃতাবস্থাপন্ন পরমাণু) যাহা সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বস্থানে, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মাতীত হইয়াও উক্ত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মে সামান্যরূপে অনুগমন করে, সুতরাং সর্ব্বধর্ম্মাত্মক হয়, সেই অবিকৃত সূক্ষ্ম পরমাণুতে যে সমাপত্তি, তাহাকে নির্ব্বিচার সমাপত্তি বলে। এবংবিধস্বরূপ এই ভূত সূক্ষ্ম সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইয়া তদাকারে প্রজ্ঞাকে আকারিত করে,

এবং প্রজ্ঞা স্বরূপশূন্যবৎ হইয়া তত্তৎ অর্থাকারেমাত্র যখন পরিণত হয়,তখনই ইহাকে নির্ব্বিচার সমাপত্তি বলিয়া আখ্যাত করা হয়। অতএব প্রজ্ঞাব বিষয় মহৎআকৃতিবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে সবিতর্কা এবং নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি, সূক্ষ্ম হইলে সবিচারা এবং নির্ব্বিচাবা সমাপত্তি বলা যায। এই শেষোক্ত উভয় সমাপত্তিবিষয়ে যেরূপ বিকল্প (মিশ্রিতজ্ঞান-ভেদে অভেদ জ্ঞান) বিনষ্ট হয়, তাহা নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বর্ণনা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইযাছে বলিযা বুঝিতে হইবে। ইহাই সূত্রের মর্ম্ম।

৪৫শ সূত্র। **সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চ অলিঙ্গপর্য্যবসানম্।**

অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতিতত্ত্বে সূক্ষ্মবিষয পর্য্যস্ত হয।

ভাষ্য।—পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্য রসতন্মাত্রং, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রং, আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি ; তেষামহঙ্কারঃ ; অস্যাপি লিঙ্গমাত্রং সূক্ষ্মোবিষয়ঃ, লিঙ্গমাত্রস্যাপ্যলিঙ্গং সূক্ষ্মোবিষয়ঃ, ন চ অলিঙ্গাৎ পরং সূক্ষ্মমস্তি। নন্বস্তি পুরুষঃ সূক্ষ্ম ইতি? সত্যং, যথা লিঙ্গাৎ পরমলিঙ্গস্য সৌক্ষ্ম্যং নচৈবং পুরুষস্য, কিন্ত্বলিঙ্গস্যান্বয়ি-কারণং পুরুষো ন ভবতি, হেতুস্তু ভবতীতি ; অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্।

অস্যার্থ :—গন্ধ-তন্মাত্রই পার্থিব পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় ; রস-তন্মাত্র জলীয় পরমাণুব সূক্ষ্ম বিষয় ; রূপ-তন্মাত্র তৈজস পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় ; স্পর্শ-তন্মাত্র বায়বীয় পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় ; শব্দ-তন্মাত্র আকাশীয় পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয ; অহঙ্কার এই সকল তন্মাত্রের সূক্ষ্ম বিষয় ; লিঙ্গমাত্র (বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব) অহঙ্কারের সূক্ষ্ম বিষয়, এবং অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি এই লিঙ্গ

মাত্রেরও সূক্ষ্ম বিষয়, অলিঙ্গ (প্রকৃতি) হইতে আর সূক্ষ্ম বিষয় কিছু নাই। কেন, পুরুষ কি তাহা হইতে সূক্ষ্ম নহে? সত্য, কিন্তু অলিঙ্গকে যে ভাবে লিঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম বলা যায়, পুরুষের সূক্ষ্মত্ব তদ্রূপ নহে, পুরুষ অলিঙ্গের (প্রকৃতির) অন্বয়ি (উপাদান) কারণ নহে, নিমিত্ত-কারণ মাত্র, অতএব প্রধানে সূক্ষ্মবিষয়ত্ব নিরতিশয়ভাবে আছে বলিয়া বলা যায়। প্রধানের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মবিষয় আর কিছু নাই।

৪৬শ সূত্র। **তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।**

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সমাপত্তিকে সবীজ-সমাধি বলে।

ভাষ্য।—তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্বস্তুবীজা ইতি সমাধিরপি সবীজঃ, তত্র স্থূলেঽর্থে সবিতর্কো নির্ব্বিতর্কঃ, সূক্ষ্মেঽর্থে সবিচারঃ নির্ব্বিচারঃ ইতি চতুর্দ্ধা উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি।

অস্যার্থ:—এই চারিটি সমাপত্তি বাহ্যবস্তুকে অবলম্বন করিয়া হয়, অতএব তদ্বিষয়ক সমাধিকে সবীজ সমাধি বলে, তন্মধ্যে স্থূল বিষয়ে সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক, সূক্ষ্ম বিষয়ে সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি হয়, এই রূপে সমাধি চারি প্রকার।

৪৭শ সূত্র। **নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।**

নির্ব্বিচার সমাধি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ জন্মে॥ (চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয় ও প্রসন্নতা লাভ করে)।

ভাষ্য।—অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহো বৈশারদ্যং; যদা নির্ব্বিচারস্য সমাধের্বৈশারদ্যমিদং জায়তে, তদা যোগিনো

ভবত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ,ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটপ্রজ্ঞালোকঃ। তথাচোক্তং "প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য হ্যশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।"

অস্যার্থ ঃ—প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের অশুদ্ধিরূপ আবরক মলা দূরীভূত হইয়া, তাহা রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অভিভূত না হইয়া,নির্ম্মল প্রবাহরূপে স্থিত হওয়াকে "বৈশারদ্য" বলে। যখন নির্ব্বিচার সমাধির এই বৈশারদ্য জন্মে,তখন যোগীদিগের অধ্যাত্মপ্রসাদ প্রাদুর্ভূত হয়, তখন একটির জ্ঞানের পর অপরটির জ্ঞান,এইরূপ ক্রম অতিক্রম করিয়া যুগপৎ সমস্ত পদার্থ-প্রকা-শক প্রজ্ঞালোক প্রকটিত হয। এই বিষয়ে শাস্ত্রান্তরে (মহাভারতে) এইরূপ উক্তি আছে যথা ঃ—পর্ব্বতারোহণ করিয়া পর্ব্বতশিখরস্থিত পুরুষ মেঘসীমার ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন ভূমিস্থিত সকল জীবকে বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি দ্বাবা ক্লিষ্ট দেখে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষ প্রজ্ঞাপ্রসাদ লাভ করিয়া স্বয়ং শোকমুক্ত হইয়া অপর সকল পুরুষকে রোরুদ্যমান দর্শন করেন।

৪৮শ সূত্র। ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।

উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত প্রজ্ঞাকে "ঋতম্ভরা" প্রজ্ঞা বলে।

ভাষ্য।—তস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্য যা প্রজ্ঞা জায়তে, তস্যা ঋতম্ভরেতি সংজ্ঞা ভবতি; অন্বর্থা চ সা, সত্যমেব বিভর্ত্তি, ন তত্র বিপর্য্যাসগন্ধোঽপ্যস্তি। তথাচোক্তং "আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগ-মুত্তমম্।" ইতি।

অস্যার্থ ঃ—উক্ত অবস্থায় সমাহিত ব্যক্তির যে প্রজ্ঞা জন্মে তাহার "ঋতম্ভরা" নাম হয়। এই শব্দটি যৌগিক, ইহার অর্থ সত্যকেই ভরণ

করে, ইহাতে মিথ্যার লেশও থাকে না। এই বিষয়ে শাস্ত্রান্তরে এইরূপ উক্তি আছে ; যথা :—"আগম, অনুমান এবং অনুরাগের সহিত ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা প্রজ্ঞা সংবৰ্দ্ধিত হইলে, উত্তম যোগলাভ হয়।"

ভাষ্য।—সা পুনঃ।

৪৯শ সূত্র। শ্রুতানুমান প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া, বিশেষার্থত্বাৎ।

এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা পুনরায় বিশেষ অর্থকে বিষয় করে, (যেমন ক্ষিতিপরমাণু, পুরুষ ইত্যাদি বিশেষ বস্তুকে বিষয় করে), অতএব শ্রুতানুমানবিষয়িণী প্রজ্ঞা (যাহা সাধারণ বস্তুকে বিষয় করে) তাহা হইতে এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বিভিন্নবিষয়া।

ভাষ্য।—শ্রুতমাগমবিজ্ঞানম্, তৎ সামান্যবিষযম্। নহ্যাগমেন শক্যোবিশেষোঽভিধাতুম্ ; কস্মাৎ ? নহি বিশেষেণ সহ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি। তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, যত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতিঃ যত্রাপ্রাপ্তিস্তত্র ন ভবতি গতিবিত্যুক্তম্, অনুমানেন চ সামান্যেনোপসংহারঃ। তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্তীতি। ন চাস্য সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টস্য বস্তুনঃ লোকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণম্। ন চাস্য বিশেষস্যাপ্রামাণিকস্যাভাবোঽস্তীতি, সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্য এব স বিশেষো ভবতি, ভূতসূক্ষ্মগতো বা পুরুষগতো বা। তস্মাৎ শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা প্রজ্ঞা বিশেষার্থত্বাৎ ইতি।

অস্যার্থ :—শ্রুত শব্দে আগম-বিজ্ঞান (শব্দবোধ) বুঝায়, ইহার বিষয় সামান্য, শব্দের দ্বারা বিশেষ প্রকাশ করা যায় না, কেন ? শব্দ-সঙ্কেত "বিশেষ" প্রকাশের নিমিত্ত কৃত হয় নাই। তদ্রূপ অনুমানও সামান্যকে

অবলম্বন কবিয়াই হয। (অনুমানেব যে দৃষ্টান্ত সপ্তম সূত্রেব ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা :—"দেশান্তবপ্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্রতাবকম্" তৎপ্রতি লক্ষ্য কবিযা বলিতেছেন) যেখানে দেশান্তব প্রাপ্তি সেইখানেই গতিব অনুমান হয়, যেখানে অপ্রাপ্তি সেইখানে গতিব অনুমান হয় না, অনুমানেব দ্বাবা সামান্যেবই উপসংহাব হয়, অতএব শ্রৌতজ্ঞান অথবা অনুমানেব বিষয় কোন একটি "বিশেষ" পদার্থ হইতে পাবে না। লোক-প্রত্যক্ষেব দ্বাবাও এই সূক্ষ্ম ব্যবহিত দূববর্ত্তী বিশেষ বস্তুব জ্ঞান হয না, শ্রুত, অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণেব দ্বাবা সিদ্ধ নহে বলিযা যে ঐ বিশেষ বস্তু নাই, তাহা নহে, ঐ বিশেষ ভূতসূক্ষ্মরূপই হউক, অথবা পুরুষই হউক, তাহা সমাধিপ্রজ্ঞাব গ্রাহ্য। অতএব সূত্রে বলা হইয়াছে যে, এই ঋতম্ভবা প্রজ্ঞা "বিশেষ' অর্থকে বিষয কবাতে, ইহা শব্দ ও অনুমান হইতে বিভিন্ন-বিষয়া।

ভাষ্য।—সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রতিলম্ভে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো নবো নবো জায়তে।

অস্যার্থ :—সমাধিপ্রজ্ঞা লাভ কবিলে যোগিগণেব নূতন নূতন প্রজ্ঞাকৃত সংস্কাব উৎপন্ন হইতে থাকে।

৫০শ সূত্র। **তজ্জঃ সংস্কাবোঽন্যসংস্কাবপ্রতিবন্ধী।**

উক্ত ঋতম্ভবা প্রজ্ঞা হইতে যে সংস্কাব জন্মে, তাহা অপব সংস্কারেব অর্থাৎ ব্যুত্থানসংস্কাবেব বিবোধী।

ভাষ্য।—সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবঃ সংস্কাবো ব্যুত্থানসংস্কাবাশয়ং বাধতে; ব্যুত্থানসংস্কারাভিভবাৎ তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি; প্রত্যয়নিরোধে সমাধিরুপতিষ্ঠতে; ততঃ সমাধিজা প্রজ্ঞা, ততঃ

প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ; ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো জায়তে, ততঃ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি। কথমসৌ সংস্কারাতিশয়শ্চিত্তং সাধিকারং ন করিষ্যতীতি? ন তে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ক্লেশ-ক্ষয়হেতুত্বাৎ চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি, চিত্তং হি তে স্বকার্য্যাদবসাদয়ন্তি খ্যাতিপর্য্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতমিতি।

অস্যার্থ:—সমাধিপ্রজ্ঞা হইতে প্রসূত সংস্কার ব্যুত্থান-সংস্কারাশয়কে থাকিতে দেয় না, নষ্ট করে, ব্যুত্থানসংস্কার অভিভূত হওয়াতে, তাহা হইতে যে প্রত্যয় সকল উদ্ভূত হয়, তাহা আর হইতে পারে না। প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে সমাধি অবাধে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাধি হইতে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহা হইতে প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার জন্মে; এইরূপে নূতন নূতন সংস্কারাশয় জাত হয়; তাহা হইতে পুনরায় প্রজ্ঞা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্ধেতু পুনরায সংস্কার উপজাত হইয়া, তাহা দৃঢ় হইতে থাকে। (প্রশ্ন) কি নিমিত্ত এই বর্দ্ধিতসংস্কার চিত্তকে অধিকার বিশিষ্ট (বহির্ম্মুখ-বৃত্তিযুক্ত) করে না? (উত্তর) প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারসকল দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশসংস্কারসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং চিত্তকে ইহারা অধিকার বিশিষ্ট হইতে দেয় না। ইহারা চিত্তকে স্বকার্য্য (ভোগোৎপাদন) করিতে শক্তিহীন করে। অতএব চিত্তের যে ভোগোৎপাদক-বিষয়ক চেষ্টা, তাহা বিবেকখ্যাতিতে পর্য্য-বসিত হয়।

ভাষ্য।—কিঞ্চ অস্য ভবতি?

অস্যার্থ:—তৎপর ঐ যোগীর আর কি হয়?

৫১শ সূত্র। **তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ।**

এই সংস্কারেরও নিরোধ হইলে, সর্ব্ববৃত্তিনিরোধহেতু নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উপজাত হয়।

ভাষ্য।—স ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি। কস্মাৎ? নিরোধজঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্ বাধতে ইতি। নিরোধস্থিতিকালক্রমানু-ভবেন নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়ম্। ব্যুত্থাননিরোধ-সমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং স্বস্যাম্প্রকৃতাব-বস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে; তস্মাৎ তে সংস্কারাশ্চিত্তস্যাধিকার-বিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ, যস্মাৎ অবসিতাধিকারং সহ কৈবল্য-ভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং নিবর্ত্ততে। তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠঃ, অতঃ শুদ্ধো মুক্তঃ ইত্যুচ্যতে।

অস্যার্থ ঃ—এই নিরোধ কেবল পূর্ব্বোক্ত সমাধিপ্রজ্ঞা-বিরোধী নহে; প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সকলেরও প্রতিরোধী। কি নিমিত্ত? (বলিতেছি ঃ—)। নিরোধজাত-সংস্কার সমাধিজ-সংস্কারকে বাধিত (বিনষ্ট) করে। নিরোধের স্থিতিকালের ক্রমও অনুভবের বিষয় হয়; অতএব চিত্তের নিরোধ হইতেও যে একপ্রকার সংস্কার উপজাত হয়, তাহা অনুমানসিদ্ধ হয়। ব্যুত্থান-নিরোধক সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিপ্রসূত ঐ কৈবল্যজাতীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত স্বীয় প্রকৃতি অবস্থায় অবস্থিত হয় এবং অবশেষে লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব উক্ত সংস্কার সকল চিত্তের ভোগাধিকারের বিরোধী, তাহার স্থিতির কারণ হয় না; কারণ বিলুপ্তাধিকার হইয়া (অর্থাৎ কার্য্যজনক শক্তি রহিত হইয়া) চিত্ত কৈবল্যভাগীয় সংস্কারের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ লয়প্রাপ্ত হইলে, পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়েন, অতএব শুদ্ধ, মুক্ত বলিয়া আখ্যাত হয়েন।

ইতি সমাধিপাদঃ সমাপ্তঃ

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

—০:*⌣*:০—

পাতঞ্জল-দর্শন।

সাধনপাদ।

ভাষ্য।—উদ্দিষ্টঃ সমাহিতচিত্তস্য যোগঃ, কথং ব্যুত্থিত-চিত্তোঽপি যোগযুক্তঃ স্যাৎ ইত্যেতদারভ্যতে।

অস্যার্থ ঃ—গ্রন্থোপদিষ্টযোগে সমাহিতচিত্ত পুরুষেরই অধিকার; পরন্তু ব্যুত্থিতচিত্তব্যক্তির (যাঁহার চিত্ত সমাহিত নহে, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত বিশিষ্ট পুরুষের) কি প্রকারে যোগসাধনসামর্থ্য লাভ হইতে পারে, তদ্বিষযে উপদেশের নিমিত্ত এই সাধনপাদ আরম্ভ হইল।

১ম সূত্র। তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ (কর্ম্মযোগ) বলে। ইহাতেই বিক্ষিপ্তচিত্তব্যক্তির অধিকার।

ভাষ্য।—নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি, অনাদিকর্ম্মক্লেশ-বাসনাচিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালা চাশুদ্ধির্নান্তরেণ তপঃ সম্ভেদ-মাপদ্যতে ইতি তপস উপাদানম্; তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমান-মনেনাসেব্যমিতি মন্যতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ,

মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরা-বর্পণং, তৎফলসংন্যাসো বা।

অস্যার্থ ঃ—তপস্যাবিহীন ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয় না। অনাদিকাল হইতে কর্ম্ম, ক্লেশ ও বাসনা দ্বারা রঞ্জিত এবং বিষয়জাল দ্বারা বেষ্টিত চিত্তের অশুদ্ধি তপস্যা বিনা বিদূরিত হয় না; অতএব তন্নিমিত্ত তপস্যা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই তপস্যা, যাহা চিত্তের প্রসাদন-কারক (রজঃ এবং তমোরূপ মলার দূরকারক), তাহা যাহাতে বাধাযুক্ত না হয়, এইরূপ ভাবে আচরণ করিবে, ইহাই উপদেশের অভিপ্রায় (অর্থাৎ অতিরিক্ত রূপে সাধন করিবে না,কারণ তাহাতে রোগাদি উপজাত হইয়া তপস্যার বাধা জন্মাইতে পারে)। স্বাধ্যায় শব্দে প্রণবাদি পাপ-বিনাশক মন্ত্রের জপ এবং মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রাধ্যয়নকে বুঝায়। ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দে পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কৃতকর্ম্মার্পণ অথবা কর্ম্মফল পরিত্যাগ বুঝায়।

ভাষ্য।—**স হি ক্রিয়াযোগঃ।**

২য় সূত্র। **সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।**

সমাধি জন্মাইবার নিমিত্ত এবং ক্লেশ সকলকে তনু * করিবার নিমিত্ত এই ক্রিয়াযোগের আবশ্যক।

ভাষ্য।—**স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনূকরোতি, প্রতনূকৃতান্ ক্লেশান্ প্রসংখ্যানাগ্নিনা দগ্ধবীজকল্পান্ অপ্রসবধর্ম্মিণঃ করিষ্যতীতি। তেষাং তনূকরণাৎ পুনঃ ক্লেশৈ-**

---

* তনু শব্দ পরে ব্যাখাত হইবে। ৪র্থ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

রূপরামৃষ্টা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিঃ সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা সমাপ্তাধিকারা প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যত ইতি।

অস্যার্থঃ—এই ক্রিয়াযোগ সম্যক্ আচরিত হইলে, সমাধি উৎপাদন করে এবং ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে; ক্লেশসকল ক্ষীণশক্তি হইয়া প্রসংখ্যানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধবীজ সদৃশ হইয়া, পুনরায় প্রসবশক্তিবিহীন হয়। অপরদিকে ক্লেশসকল ক্ষীণবল হইলে, ক্লেশসম্পর্কবিহীন "সত্ত্ব-পুরুষান্যতা খ্যাতি" নামক সূক্ষ্মপ্রজ্ঞা (যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, যাহা নির্ম্মল বুদ্ধিতত্ত্বস্বরূপ, যাহা দ্রষ্টা পুরুষ বুদ্ধি হইতে বিভিন্ন, এইমাত্র জ্ঞানাত্মক, তৎস্বরূপ) যদ্দ্বারা চিত্তের অধিকার বিনষ্ট হয়, এবং পুনরায় আর সংসারোন্মুখতা জন্মে না, তাহা উপজাত হয়।

ভাষ্য।—অথ কে তে ক্লেশাঃ কিয়ন্তো বেতি।

অস্যার্থঃ—ক্লেশ সকল কিরূপ এবং তাহারা কত সংখ্যক?

৩য় সূত্র। অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ।

ভাষ্য।—ক্লেশা ইতি পঞ্চ বিপর্য্যয়া ইত্যর্থঃ। তে স্পন্দমানা গুণাধিকারং দ্রঢ়য়ন্তি, পরিণামমবস্থাপয়ন্তি, কার্য্যকারণস্রোত উন্নময়ন্তি, পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রী ভূত্বা কর্ম্মবিপাকং চ অভিনির্হরন্তি ইতি।

অস্যার্থঃ—ক্লেশ শব্দে পঞ্চবিপর্য্যয় বুঝায়; ইহারা প্রকাশিত হইয়া গুণাধিকার (পুরুষের ভোগার্থে গুণের পরিণমিত হইবার শক্তি) দৃঢ় করে, এবং পরিণাম সকলকে উৎপন্ন করে, কার্য্যকারণের স্রোত উদ্ঘাটিত করে, পরস্পরের সাহায্যকারী হইয়া কর্ম্মবিপাক বর্দ্ধিত করে।

৪র্থ সূত্র। **অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।**

পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদির মধ্যে অবিদ্যার পরে উক্ত চারিটির ক্ষেত্র ঐ অবিদ্যা (অর্থাৎ অবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই অস্মিতা প্রভৃতি চারিটি অবস্থিতি করে), ইহাদিগের প্রত্যেকের চতুর্ব্বিধ অবস্থা আছে। যথা,— প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার।

ভাষ্য।—অত্রাবিদ্যা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ উত্তরেষাং অস্মিতা-দীনাং চতুর্বিধকল্পিতানাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্। তত্র কা প্রসুপ্তিঃ? চেতসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তস্য প্রবোধঃ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ। প্রসংখ্যানবতো দগ্ধক্লেশবীজস্য সম্মুখীভূতেঽপ্যালম্বনে নাসৌ পুনরস্তি দগ্ধবীজস্য কুতঃ প্ররোহ ইতি। অতঃ ক্ষীণক্লেশঃ কুশলশ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে। তত্রৈব সা দগ্ধবীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা নান্যত্রেতি; সতাং ক্লেশানাং তদা বীজসামর্থ্যং দগ্ধমিতি বিষয়স্য সম্মুখীভাবেঽপি সতি, ন ভবত্যেষাং প্রবোধ ইত্যুক্তা প্রসুপ্তিঃ দগ্ধবীজানামপ্ররোহশ্চ। তনুত্বমুচ্যতে, প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি। তথা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা পুনঃ পুনঃ সমুদাচরন্তীতি বিচ্ছিন্নাঃ; কথং? রাগকালে ক্রোধস্যাদর্শনাৎ, নহি রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরতি, রাগশ্চ ক্বচিৎ দৃশ্যমানঃ ন বিষয়ান্তরে নাস্তি,নৈকস্যাং স্ত্রিয়াং চৈত্রোরক্তঃ ইত্যন্যাসু স্ত্রীষু বিরক্ত ইতি; কিন্তু তত্র রাগো লব্ধবৃত্তিঃ, অন্যত্র ভবিষ্যদ্‌বৃত্তিরিতি। স হি তদা প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নো ভবতি। বিষয়ে যো লব্ধবৃত্তিঃ স উদারঃ। সর্ব্বে এতে ক্লেশ-বিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। কস্তর্হি বিচ্ছিন্নঃ প্রসুপ্তস্তনুরুদারো বা

ক্লেশ ইতি? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ, কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং বিচ্ছিন্নাদিত্বম্। যথৈব প্রতিপক্ষভাবনাতো নিবৃত্তস্তথৈব স্বব্যঞ্জকাঞ্জনেনাভিব্যক্ত ইতি। সর্ব্ব এবামী ক্লেশা অবিদ্যাভেদাঃ; কস্মাৎ? সর্ব্বেষু অবিদ্যৈবাভিপ্লবতে, যদবিদ্যয়া বস্ত্বাকার্য্যতে তদেবানুশেরতে ক্লেশাঃ, বিপর্য্যাসপ্রত্যয়কালে উপলভ্যন্তে, ক্ষীয়মাণাং চাবিদ্যামনু ক্ষীয়ন্তে ইতি।

অস্যার্থঃ—অবিদ্যাই অস্মিতাদি শেষোক্ত চারিটির ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রসবভূমি, ইহাদের প্রসুপ্ত, "তনু", "বিচ্ছিন্ন" ও "উদার" এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রসুপ্তি কি? চিত্তে শক্তিমাত্ররূপে অবস্থিতিকে ইহাদিগের বীজভাবপ্রাপ্তি বলে। কোন বিষয়ালম্বনে প্রকটিত হইবার নিমিত্ত ইহাদিগের উন্মুখতাকে প্রবোধ বলে। যাঁহাদের প্রসংখ্যানের উদয় হইয়া ক্লেশবীজ দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগের অস্মিতাদি ক্লেশ সমূহের উদ্দীপক বিষয় সম্মুখীভূত হইলেও ইহারা পুনরায় প্রবুদ্ধ হয় না? কারণ বীজ দগ্ধ হইলে আর তাহার অঙ্কুর কিরূপে হইতে পারে? অতএব এই সকল পুরুষকে ক্ষীণক্লেশ, কুশল ও চরমদেহ বলা যায়। এই দগ্ধবীজ অবস্থাই ক্লেশের পঞ্চমী অবস্থা; ইহা এই সকল পুরুষেই থাকে, অন্যে নহে। কিন্তু ঐ অবস্থায় ক্লেশ সকল একেবারে বিনষ্ট হয় না, তাহাদের বীজসামর্থ্য দগ্ধ হয় মাত্র; অতএব বিষয়সম্মুখী হইলেও ইহাদের আর প্রবোধ হয় না; অতএব তদবস্থাকে "প্রসুপ্তি" অবস্থা বলে, ইহাতে ক্লেশ সকলের বীজভাব দগ্ধ হওয়াতে, আর অঙ্কুর জন্মে না (বীজ ভর্জ্জিত হইলে তাহার বীজভাব দগ্ধ হয়, কিন্তু তাহা স্বরূপতঃ থাকে, পরন্তু একেবারে বিনষ্ট না হইলেও যেমন ইহা হইতে আর অঙ্কুর জন্মে না, তদ্রূপ প্রসংখ্যানবান্ পুরুষের সম্বন্ধে অস্মিতাদি ক্লেশবীজসকল সম্যক্ বিনষ্ট

না হইলেও, ইহারা পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়া, শক্তিপ্রকাশ করিতে পারে না। অস্মিতাদি ক্লেশ সকলের এই ভর্জ্জিতবীজাবস্থাকে প্রসুপ্তি অবস্থা বলে)। এক্ষণে ক্লেশ সকলের"তনু"অবস্থা উক্ত হইতেছে; অস্মিতাদি ক্লেশ সকলের যাহা প্রতিপক্ষ (বিরোধী), তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহারা আহত হইয়া শক্তিশূন্য হয় ও অকর্ম্মণ্যভাবে বর্ত্তমান থাকে; এই অবস্থাকে "তনু" অবস্থা বলে। এইরূপ ইহাদিগের প্রতিপক্ষ কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান দ্বারা যখন ইহারা বারংবার বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিয়াও পুনরায় উত্থিত হইয়া বলপ্রকাশ করে, তখন তাহাদের এই অবস্থাকেই"বিচ্ছিন্না"অবস্থা বলে। ইহা কিরূপ, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে। যখন কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ উপস্থিত হয়, তখন ক্রোধ দৃষ্ট হয় না; অনুরাগ যে মুহূর্ত্তে চিত্তকে অধিকার করে, সেই মুহূর্ত্তেই ক্রোধবৃত্তি প্রকাশিত হইতে পারে না; অনুরাগও যখন একস্থলে প্রকাশিত হয়, তখন যে অন্য বিষয় সম্বন্ধে তাহা একদা নাই তাহা নহে; চৈত্র এক স্ত্রীতে অনুরক্ত বলিয়া অপর স্ত্রীর প্রতি যে বিরক্ত তাহা নহে; কিন্তু এইমাত্র প্রভেদ যে প্রথমোক্তা স্ত্রীতে তাহার অনুরাগ লব্ধবৃত্তি হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে ভবিষ্যদ্‌বৃত্তিরূপে বিরাজমান আছে। এই অনুরাগই প্রতিপক্ষানুষ্ঠান দ্বারা প্রসুপ্ত, তনু অথবা বিচ্ছিন্নাবস্থা ধারণ করে। অস্মিতাদি ক্লেশসকল যখন স্বীয় স্বীয় বিষয়ে লব্ধবৃত্তি হয়, তখন তাহাদিগকে "উদার" বলে। এই চারিটি অবস্থাই ক্লেশ বলিয়া গণ্য। যদি তাহাই হয়, তবে আবার ইহাদিগকে প্রসুপ্ত, তনু,বিচ্ছিন্ন এবং উদার বলিয়া প্রভেদ করিবার প্রয়োজন কি? বলিতেছি, এই প্রসঙ্গ সত্য বটে; কিন্তু তথাপি বিশেষ বিশেষ অবস্থা থাকাতে ইহা-দিগকে বিচ্ছিন্নাদিরূপে বিভাগ করা যায়। যেমন প্রতিপক্ষ কর্ম্মযোগানু-ষ্ঠান দ্বারা ইহারা নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ আবার উদ্বোধক অনুকূল কারণ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। এই সকল ক্লেশ অবিদ্যারই প্রভেদ

মাত্র; কারণ অবিদ্যাই এই সকল ভিন্নরূপে প্রবাহিত হয়, যে বস্তু অবিদ্যা দ্বারা আকারিত হয়, তাহাই উক্ত ক্লেশসকল অনুসরণ করে। বিপর্য্যয়-জ্ঞানোদয় কালেই ইহাদিগের উপলব্ধি হয়, অবিদ্যা ক্ষয় হইলে ইহারাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য।—তত্রাবিদ্যাস্বরূপমুচ্যতে।

অস্যার্থ ঃ—এক্ষণে অবিদ্যার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে।

৫ম সূত্র। অনিত্যাঽশুচিদুঃখাঽনাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতি-রবিদ্যা।

অনিত্যবস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি, এবং অনাত্মতে আত্মবুদ্ধিকেই অবিদ্যা বলে।

ভাষ্য।—অনিত্যে কার্য্যে নিত্যখ্যাতিঃ; তদ্‌যথা, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা সচন্দ্রতারকা দ্যৌঃ, অমৃতা দিবৌকস ইতি। তথাঽশুচৌ পরম-বীভৎসে কায়ে, উক্তঞ্চ "স্থানাদ্‌বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ", ইত্যশুচৌ শুচিখ্যাতিঃ দৃশ্যতে। নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধ্বমৃতাবয়বনির্ম্মি-তেব চন্দ্রং ভিত্ত্বা নিঃসৃতেব জ্ঞায়তে, নীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী হাবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়ন্তীবেতি। কস্য কেনাভিসম্বন্ধঃ? ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপর্য্যাসপ্রত্যয়ঃ ইতি। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়স্তথৈবানর্থে চার্থপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ। তথা দুঃখে সুখখ্যাতিং বক্ষ্যতি "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণ-বৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" ইতি তত্র সুখখ্যাতি-রবিদ্যা। তথাঽনাত্মন্যাত্মখ্যাতিঃ বাহ্যোপকরণেষু চেতনাচেতনেষু

ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে পুরুষোপকরণে বা মনসি অনাত্মন্যাত্ম-খ্যাতিরিতি। তথৈতদত্রোক্তং "ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বেনাভি-প্রতীত্য তস্য সম্পদমনুনন্দতি আত্মসম্পদঃ মন্বানং, তস্য ব্যাপদ-মনুশোচতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ, স সর্ব্বোঽপ্রতিবুদ্ধঃ" ইতি। এষা চতুষ্পদা ভবত্যবিদ্যা মূলমস্য ক্লেশসন্তানস্য কর্ম্মাশয়স্য চ সবিপাকস্য ইতি। তস্যাশ্চামিত্রাগোষ্পদবৎ বস্তুসতত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্নঃ, তথাঽগোষ্পদং ন গোষ্পদাভাবো ন গোষ্পদমাত্রং, কিন্তু দেশ এব তাভ্যামন্যৎ বস্ত্বন্তরং, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যাবিপরীতং প্রমাণান্তরমবিদ্যেতি।

অস্যার্থঃ—অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, যেমন, পৃথিবী ধ্রুবা (নিত্যা), চন্দ্রতারকাযুক্ত আকাশও নিত্য, দেবগণ অমর ইত্যাদি। এইরূপ অতিশয় অশুচি এবং ঘৃণিত দেহেও বিপর্য্যয় জ্ঞান হইয়া থাকে ; তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে যে "দেহের উৎপত্তিস্থান (মাতৃগর্ভ), ইহার বীজ (শুক্র ও শোণিত), ইহার পুষ্টিসাধক বস্তু (অন্নাদির রস), ইহার স্বেদযুক্ততা, ইহার মৃতাবস্থা, এই সকলই অশুচি, ইহা স্নানাদি ক্রিয়াবলম্বনেই শুচি বলিয়া কল্পিত হয় ; অতএব পণ্ডিতগণ দেহকে অশুচি বলিয়াই অবগত হয়েন।" এইরূপ অশুচি বস্তুতেও শুচিবোধ দৃষ্ট হয়। যথা,"নবোদিত চন্দ্রলেখার ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা এই কন্যা, ইহার দেহ যেন মধু অথবা অমৃত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপ বোধ হইতেছে, যেন ইনি চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া নির্গতা হইয়াছেন,ইহার নেত্র নীলোৎপলসদৃশ বিশাল,ইনি হাবভাবযুক্ত অবলোকন দ্বারা যেন জীবলোককে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন।" কিসের সহিত বা কিসের সম্বন্ধ ? তথাপি অশুচি দেহে শুচি বলিয়া এইরূপ ভ্রমজ্ঞান হইয়া

থাকে। এইরূপ অপুণ্য বিষয়ে পুণ্যজ্ঞান, অনর্থে (অনিষ্টকর বিষয়ে) অর্থজ্ঞানও হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। দুঃখে সুখজ্ঞান বলা হইতেছে; "পরিণামতাপসংস্কার" ইত্যাদি নিম্নোক্ত পঞ্চদশ সংখ্যক সূত্রে সংসার যে দুঃখময় তাহা প্রদর্শিত হইবে; এই দুঃখময় সংসারে সুখবুদ্ধিকে অবিদ্যা বলিয়া জানিবে। এইরূপ অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধও অবিদ্যা; যথা—অনাত্মস্বরূপ চেতন অথবা অচেতন বাহ্যবস্তুতে (স্ত্রীপুত্রাদি ও ধনরত্নাদিতে), ভোগসাধনীভূত শরীরে এবং পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগসাধক উপকরণ-স্বরূপ বুদ্ধিতে, যে আত্মবোধ তাহা অবিদ্যা। তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে যথা,"ব্যক্তাব্যক্ত বস্তুকে আত্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহার সম্পদকে আত্ম-সম্পদ এবং তাহার বিপদকে আত্মবিপদ বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা অতি মূর্খ।" অবিদ্যা এই চারি প্রকারে অবস্থান করে, ইহাই ক্লেশ সকলের এবং সবিপাক্ কর্ম্মাশয়ের মূল। "অমিত্র","অগোষ্পদ" ইত্যাদির ন্যায় অবিদ্যাও ভাববস্তু বলিয়াই জানিবে। যেমন "অমিত্র" শব্দে মিত্রাভাব অথবা মিত্রমাত্র বুঝায় না, পরন্তু তদ্বিরুদ্ধ শত্রুরূপ ভাববস্তুকে বুঝায়, অগোষ্পদ বলিতে গোষ্পদাভাব অথবা গোষ্পদমাত্র না বুঝাইয়া ইহাদিগ হইতে বিভিন্ন বিস্তৃত দেশরূপ বস্ত্বন্তরকে বুঝায়; এইরূপ অবিদ্যা ও প্রমাণ অথবা প্রমাণাভাববোধক নহে; কিন্তু বিদ্যাবিপরীত জ্ঞানান্তরকে অবিদ্যা বলে।

৬ষ্ঠ সূত্র। **দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।**

দৃক্শক্তি (পুরুষ) ও দর্শনশক্তির (বুদ্ধিব) একাত্মের ন্যায় হওয়াকে অস্মিতা বলে।

ভাষ্য।—পুরুষো দৃক্শক্তিঃ বুদ্ধির্দর্শনশক্তিঃ, ইত্যেতয়োরেকস্বরূপাপত্তিরিবাঽস্মিতা ক্লেশ উচ্যতে। ভোক্তৃভোগ্য-

শক্ত্যোরত্যন্তবিভক্তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োরবিভাগপ্রাপ্তাবিব সত্যাং ভোগঃ কল্পতে; স্বরূপপ্রতিলম্ভে তু তয়োঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতো ভোগ ইতি। তথাচোক্তং "বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকার-শীলবিদ্যাদিভির্বিভক্তমপশ্যন্ কুর্য্যাত্তত্রাত্মবুদ্ধিং মোহেন" ইতি।

অস্যার্থঃ—পুরুষকে দৃক্‌শক্তি বলে, বুদ্ধিকে দর্শনশক্তি বলে, এই দুই যখন একের ন্যায় (অভিন্নরূপে) প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা নামক ক্লেশ বলে। ভোক্তৃশক্তি (পুরুষ) ও ভোগ্যশক্তি (বুদ্ধি) অত্যন্ত বিভিন্ন, অত্যন্ত অসংকীর্ণ (অমিশ্রিত) দুইটি বস্তু অভিন্নের ন্যায় হইলে, তাহাকে ভোগ বলে; ইহারা পৃথক্ হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই কৈবল্য হয়, তখন ভোগ আর কিরূপে থাকিবে? তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে, যথা, বুদ্ধি হইতে বিভিন্ন পুরুষকে, আকার, শীল ও বিদ্যাদি দ্বারা বুদ্ধির সহিত বিভিন্ন দেখিয়াও লোক মোহহেতু বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে।

৭ম সূত্র। **সুখানুশয়ী রাগঃ।**

সুখের অনুসরণকারিত্বকে "রাগ" (কামনা, আসক্তি) বলে।

ভাষ্য।—**সুখাভিজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বঃ সুখে তৎসাধনে বা যো গর্দ্ধস্তৃষ্ণা লোভঃ স রাগ ইতি।**

অস্যার্থঃ—যে ব্যক্তি সুখভোগ করিয়াছে, তাহার সেই সুখ স্মরণ হইয়া, সেই সুখ অথবা তৎসাধন বিষয়ে তাহার যে, লোভ, তৃষ্ণা অথবা গর্দ্ধ হয়, তাহাকে রাগ বলে।

৮ম সূত্র। **দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।**

দুঃখভোগ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে দ্বেষ বলে।

ভাষ্য।—দুঃখাভিজ্ঞস্য দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বো দুঃখে তৎসাধনে বা যঃ প্রতিঘোমন্যুর্জিঘাংসা ক্রোধঃ স দ্বেষ ইতি।

অস্যার্থ ঃ—যে ব্যক্তি দুঃখভোগ করিয়াছে তাহার সেই দুঃখ স্মরণ হইয়া, সেই দুঃখে অথবা তৎসাধন বিষয়ে তাহাব যে প্রতিঘ, মন্যু, জিঘাংসা অথবা ক্রোধ হয়, তাহাকে দ্বেষ বলে।

৯ম সূত্র। **স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথা রূঢ়োঽভিনিবেশঃ।**

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত, স্বতঃসিদ্ধ মৃত্যুভয়কে "অভিনিবেশ" বলে। ইহা বিদ্বান্, অবিদ্বান্ সকলের মধ্যে অনিবার্য্য সংস্কাররূপে বর্ত্তমান আছে।

ভাষ্য।—সর্ব্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি "মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি"। ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাত্মাশীঃ; এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে; স চায়মভিনিবেশঃ ক্লেশঃ, স্বরসবাহী, কৃমেরপি জাতমাত্রস্য প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো মরণত্রাস উচ্ছেদদৃষ্ট্যাত্মকঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতং মরণদুঃখমনুমাপয়তি। যথাচায়মত্যন্তমূঢ়েষু দৃশ্যতে ক্লেশস্তথা বিদুষোঽপি বিজ্ঞাতপূর্ব্বাপরান্তস্য রূঢ়ঃ; কস্মাৎ, সমানা হি তয়োঃ কুশলাকুশলয়োঃ মরণদুঃখানুভবাদিয়ং বাসনেতি।

অস্যার্থ ঃ—সর্ব্ব প্রাণীরই আপনার সম্বন্ধে নিত্য এই মঙ্গল কামনা হয় যে "আমার না থাকা যেন ঘটে না, চিরকালই যেন বাঁচিয়া থাকি।" পূর্ব্বে মৃত্যুর অনুভব করিয়া না থাকিলে এইরূপ ইচ্ছা হইত না; এই আত্মাশীর্ব্বাদ বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেরই আছে, ইহা দ্বারা জানা যায় যে, পূর্ব্বজন্মে মৃত্যু প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে; ইহাই "অভিনিবেশ" নামক

ক্লেশ; ইহা স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। সদ্যোজাত কৃমিরও এই মরণ ত্রাস আছে; কিন্তু ইহজন্মে প্রত্যক্ষ অনুমান অথবা আগম দ্বারা ইহার (মরণের) জ্ঞান জন্মে নাই; ইহা আপনার বিনাশদৃষ্টি স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বজন্মে অনুভূত মরণ দুঃখের অনুমান করায়। এই দুঃখ যেমন অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ জীবের পূর্ব্বাপর গতি বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তিরও থাকা দৃষ্ট হয়। কারণ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয়বিধ পুরুষেরই মরণ-দুঃখানুভব জন্য জীবনবাসনা সমানভাবে আছে।

১০ম সূত্র। তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।

এই সকল ক্লেশ অতি সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে বর্ত্তমান আছে। চিত্তের দগ্ধবীজাবস্থায় তাহাদের প্রসবশক্তি বিধ্বংস হইলে অবশেষে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য।—তে পঞ্চ ক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা যোগিনশ্চরিতাধিকারে চেতসি প্রলীনে সহ তেনৈবাস্তং গচ্ছন্তি।

অস্যার্থঃ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশ দগ্ধবীজসদৃশ হইয়া, যোগীদিগের চরিতাধিকারাবস্থাপ্রাপ্ত চিত্তে প্রলীন হইয়া ঐ চিত্তের সহিত অস্তমিত হইয়া যায়।

১১শ সূত্র। ধ্যানহেয়াস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ।

পঞ্চবিধ ক্লেশের স্থূলবৃত্তি সকল ধ্যানের দ্বারা বিদূরিত হয়।

ভাষ্য।—স্থিতানান্তু বীজভাবোপগতানাং ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ স্থূলাস্তাঃ ক্রিয়াযোগেন তনূকৃতাঃ সত্যঃ, প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন হাতব্যাঃ, যাবৎ সূক্ষ্মীকৃতা যাবৎ দগ্ধবীজকল্পা ইতি। যথা চ বস্ত্রাণাং স্থূলো মলঃ পূর্ব্বং নির্ধূয়তে, পশ্চাৎ সূক্ষ্মো যত্নেনো-

পায়েনাপনীয়তে; তথা স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থূলা বৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং, সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষা ইতি।

অস্যার্থঃ—বীজভাবপ্রাপ্ত ক্লেশসকলের যে স্থূলবৃত্তি, তাহা ক্রিয়াযোগের দ্বারা তনু অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রসংখ্যানরূপ ধ্যানের দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হয়; যাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহারা সূক্ষ্মীকৃত হইয়া দগ্ধবীজকল্প না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই প্রসংখ্যানরূপ ধ্যান অবলম্বন করিবে। যেমন বস্ত্রের স্থূল মলা প্রথমেই অপনীত হয়, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম মলা প্রযত্ন দ্বারা দূরীভূত হয়, তদ্রূপ ক্লেশ সকলের স্থূল বৃত্তি সকল অল্প প্রয়াসেই দূরীভূত হয়, সূক্ষ্মাবৃত্তি সকল অপনীত করিতে মহৎ প্রযত্ন আবশ্যক করে।

১২শ সূত্র। **ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।**

এই সকল অবিদ্যাদি ক্লেশ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয সকল উৎপন্ন হয়; ইহারা বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জন্মে ফল সকল উৎপাদন করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে।

ভাষ্য।—তত্র পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ। স দৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চাদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ। তত্র তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভির্নির্বর্ত্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানুভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিকৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্যপরিণামং হিত্বা দেবত্বেন পরিণতঃ, তথা নহুষোঽপি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্য্যক্‌ত্বেন পরিণত ইতি।

তত্র নারকাণাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ, ক্ষীণক্লেশানামপি নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয় ইতি।

অস্যার্থঃ—তন্মধ্যে পুণ্যাপুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মাশয় কাম, লোভ, মোহ এবং ক্রোধ হইতে প্রসূত। এই কর্ম্মাশয় কোনটি বর্ত্তমান জন্মেই ফলোৎপাদন করিয়া প্রকাশিত হয়, কোনটি বা জন্মান্তরে ফল উৎপাদন করে। তন্মধ্যে তীব্রসংবেগ সহকারে মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি দ্বারা সমুদ্ভূত, অথবা ঈশ্বর, দেবতা, মহর্ষি অথবা মহাপুরুষদিগের আরাধনা দ্বারা লব্ধ, যে পুণ্যকর্ম্মাশয়, তাহা ইহজন্মেই পরিপাক প্রাপ্ত হয় (জাতি আয়ুঃ ও ভোগরূপ ফলোৎপাদন করে)। তদ্রূপ ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিশ্বাসকারী পুরুষের প্রতি অথবা মহাত্মা অথবা তপস্বীদিগের প্রতি তীব্রবেগযুক্ত অবিদ্যাদি হেতু যে পুনঃ পুনঃ অনিষ্টাচরণলব্ধ পাপকর্ম্মাশয় তাহা ইহজন্মেই পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া ফলোৎপাদন করে। যেমন রাজকুমার নন্দীশ্বর অতিতীব্র আরাধনা-বলে, ইহজন্মেই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবদেহ লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ নহুষ নরপতি দেবতাদিগের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও (মহর্ষি অগস্ত্য ও অপরাপর ঋষিকে অপমানিত করিয়া) স্বীয় পুণ্যার্জ্জিত ইন্দ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্‌দেহ (সর্পত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহাদের নরকভোগরূপ ফলই শাস্ত্রে অবধারিত আছে, তাহাদিগের পাপনিমিত্তক কর্ম্মাশয় ইহজন্মে ফল প্রকাশ করে না; আর বিহিত সাধনাদ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষীণ হইলে, যোগিগণের কর্ম্মাশয় সকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায়, পরজন্মে ফল দিতে পারে, এমন কর্ম্মাশয় তাঁহাদিগের থাকে না।

১৩শ সূত্র। **সতি মূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।**

মূল অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল বর্ত্তমান থাকিলেই (ইহারা বিনষ্ট

না হওয়া পর্য্যন্ত) জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ ইহাদেব বিপাক বর্ত্তমান থাকে।

ভাষ্য।—সৎস্বু ক্লেশেষু কর্ম্মাশয়ো বিপাকাবম্ভী ভবতি, নোচ্ছিন্নক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধাঃ শালিতণ্ডুলা অদগ্ধবীজ-ভাবাঃ প্ররোহসমর্থা ভবন্তি, নাপনীততুষা দগ্ধবীজভাবা বা ; তথা ক্লেশাবনদ্ধঃ কর্ম্মাশয়ো বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশবীজভাবো বেতি। স চ বিপাকস্ত্রিবিধো জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি। তত্রেদং বিচার্য্যতে,—কিমেকং কর্ম্মৈকস্য জন্মনঃ কারণম্, অথৈকং কর্ম্মানেকং জন্মাক্ষিপতীতি। দ্বিতীয়া বিচারণা কিমনেকং কর্ম্মানেকং জন্ম নির্বর্ত্তয়তি, অথানেকং কর্ম্মৈকং জন্ম নির্বর্ত্তয়তীতি। ন তাবৎ একং কর্ম্মৈকস্য জন্মনঃ কারণং ; কস্মাৎ ? অনাদিকালপ্রচিতস্যাসঙ্খ্যেয়স্যাবশিষ্টকর্ম্মণং সাম্প্রতিকস্য চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকস্য প্রসক্তঃ- স চানিষ্ট ইতি। ন চৈকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, অনেকেষু কর্ম্মস্বেকৈকমেব কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণমিত্যব-শিষ্টস্য বিপাককালাভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি। ন চানেকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্ ; কস্মাৎ, তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি ক্রমেণ বাচ্যম্, তথা চ পূর্ব্বদোষানুষঙ্গঃ। তস্মাজ্জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়প্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জ্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রয়াণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সম্মূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি, তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্ম্মণা লব্ধায়ুষ্কং ভবতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্ম্মণা

ভোগঃ সম্পদ্যত ইতি। অসৌ কর্ম্মাশয়ো জন্মায়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ ত্রিবিপাকোঽভিধীয়তইতি। অত একভবিকঃ কর্ম্মাশয় উক্ত ইতি।

দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্ত্বেকবিপাকারম্ভী ভোগহেতুত্বাৎ, দ্বিবিপাকারম্ভী বা আয়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ নন্দীশ্বরবৎ নহুষবদ্বা ইতি। ক্লেশকর্ম্মবিপাকানুভবনিমিত্তাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্ব্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভবপূর্ব্বিকা বাসনাঃ। যস্ত্বয়ং কর্ম্মাশয়ঃ এষ এবৈকভবিক উক্ত ইতি। যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবস্তা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা ইতি।

যস্ত্বসাবৈকভবিকঃ কর্ম্মাশয়ঃ স নিয়তবিপাকশ্চানিয়তবিপাকশ্চ। তত্র দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য নিয়তবিপাকস্যৈবায়ং নিয়মো, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য; কস্মাৎ? যো হ্যদৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽনিয়তবিপাকস্তস্য ত্রয়ী গতিঃ, কৃতস্যাবিপক্বস্য নাশঃ, প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং বা, নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাঽভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্ ইতি। তত্র কৃতস্যাবিপক্বস্য নাশো যথা শুক্লকর্ম্মোদয়াদিহৈব নাশঃ কৃষ্ণস্য; যত্রেদমুক্তম্, "দ্বে দ্বে হ বৈ কর্ম্মণী বেদিতব্যে, পাপকস্যৈকোরাশিঃ,পুণ্যকৃতোঽপহন্তি। তদিচ্ছস্ব কর্ম্মাণি সুকৃতানি কর্ত্তুমিহৈব তে কর্ম্ম কবয়ো বেদয়ন্তি"। প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং, "স্যাৎ স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ, কুশলস্য নাপকর্ষায়ালং; কস্মাৎ, কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতি" ইতি। নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাভিভূতস্য বা চিরমব-

স্থানম্; কথমিতি, অদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যৈব নিয়তবিপাকস্য কর্ম্মণঃ সমানং মরণমভিব্যক্তিকারণমুক্তং, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়ত-বিপাকস্য; যত্ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়ং কর্ম্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্যেৎ, আবাপং বা গচ্ছেৎ, অভিভূতং বা চিরমপ্যুপাসীত, যাবৎ সমানং কর্ম্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তমস্য ন বিপাকাভিমুখং করোতীতি। তদ্‌বিপাকস্যৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্ম্মগতির্বিচিত্রা দুর্বিজ্ঞানা চ ইতি; ন চোৎসর্গস্যাপবাদান্নিবৃত্তিরিতি একভবিকঃ কর্ম্মাশয়োঽনুজ্ঞায়ত ইতি।

অস্যার্থঃ—ক্লেশসকল বর্ত্তমান থাকিলে কর্ম্মাশয় (বাসনা) বিপাক-সকল উৎপাদন করে; ক্লেশরূপ মূল উচ্ছিন্ন হইলে বিপাক আর থাকে না। যেমন তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত হইয়া শালিতণ্ডুল, যে পর্য্যন্ত দগ্ধবীজভাব না হয়, তৎপর্য্যন্ত অঙ্কুর উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তুষাবরণচ্যুত অথবা ভর্জ্জিত হইলে আর ইহার অঙ্কুরিত হইবার সামর্থ্য থাকে না, তদ্রূপ অবিদ্যাদি আশ্রয়ে অবস্থিত হইয়াই কর্ম্মাশয় সকল বিপাক-জননে সমর্থ হয়; অবিদ্যাদি আশ্রয় অপনীত হইলে অথবা প্রসংখ্যানরূপ অগ্নিদ্বারা ঐ অবিদ্যাদির বীজভাব দগ্ধ হইলে, ইহারা বিপাক উৎপাদন করিতে পারে না। বিপাক ত্রিবিধ—জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ (সুখদুঃখ)। এই বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, একটি কর্ম্ম কি একটি জন্মের কারণ হয়, অথবা একটি কর্ম্ম অনেক জন্ম উৎপাদন করিয়া ফলভোগ করায়? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই, অনেক কর্ম্ম কি অনেক জন্ম প্রবর্ত্তিত করে, অথবা অনেক কর্ম্ম একই জন্ম উৎপাদন করে? উত্তর:—একটি কর্ম্ম একটি জন্মের কারণ এইরূপ বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত কর্ম্মের অবশিষ্ট (যাহা ভোগদ্বারা ক্ষয় হয় নাই), এবং

ইহজন্মের কৃতকর্ম্ম, এই সকল অনন্তকর্ম্মের ফলক্রমের অবধি না থাকায়, লোকসকলকে হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়; অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। একটি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ, ইহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ কর্ম্ম অসংখ্য, তন্মধ্যে এক একটিই যদি অনেক জন্মের কারণ হয়, তবে আর অবশিষ্ট কর্ম্মের বিপাককাল লাভই হইতে পারে না; ইহাও সুতরাং অসঙ্গত। অনেকগুলি কর্ম্ম (সমষ্টিভাবে এক জন্মের অনেক কর্ম্ম), অনেক জন্মের কারণ হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ সেই অনেক জন্ম যুগপৎ সংসাধিত হইতে পারে না, একটির পর অপরটি এইরূপ হইতে হইবে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটে (অর্থাৎ এক জন্মের কর্ম্মের ফলই যদি বহুজন্ম ধরিয়া ভোগ করিতে হয, তবে পুনরায সেই সকল জন্মের কর্ম্মের ফলভোগ করিবার আর অবসর থাকে না)। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জন্ম ও মৃত্যু, এই উভয়ের মধ্যস্থিতকালে কৃত পুণ্যাপুণ্যরূপ বিচিত্র কর্ম্মাশয় সমূহ কোনটি প্রধান, কোনটি অপ্রধান ভাবে অবস্থিত থাকে; প্রয়াণ (মৃত্যু) কালে ইহারা অভিব্যক্ত হয়, এবং একসঙ্গে মিলিত হইয়া মৃত্যু সংসাধনপূর্ব্বক উদ্বুদ্ধ হইয়া একই জন্ম উৎপাদন করে; ঐ সকল পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মানুসারেই পরজন্মের প্রকারভেদ ও আয়ুঃ অবধারিত হয়, এবং এই জীবিতকালে পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মানুসারে "ভোগ"-সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে "কর্ম্মাশয়" জন্ম, আয়ু ও ভোগ এই তিনটির হেতু হওয়াতে, ইহাকে ত্রিবিপাক (ত্রিবিধ বিপাক সমন্বিত) বলা যায়। অতএব কর্ম্মাশয় এক-ভবিক (একজন্মের উৎপাদক) বলিয়া উক্ত হয়।

কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় (অর্থাৎ যাহা এই জন্মেই ফল দেয়, তাহা) যখন "ভোগ" মাত্র জন্মায়, তখন তাহাকে এক বিপাকারম্ভী, যখন আয়ুঃ ও ভোগ উভয় উৎপাদন করে, তখন তাহাকে দ্বিবিপাকা-

রন্তী বলা যায়। (দৃষ্টান্ত নন্দীশ্বর এবং নহুষ ইত্যাদি)। অবিদ্যাদি ক্লেশ, কর্ম্ম ও তাহার জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাকমূলক বাসনা অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত হইয়া চিত্তকে অসংখ্য প্রকারে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। মৎস্যজাল যেমন অসংখ্য গ্রন্থিদ্বারা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ অনেক জন্মার্জ্জিত বাসনাযুক্ত হইয়া চিত্ত সর্ব্বপ্রকার বিষয়াভি-মুখে প্রসারিত হয়; সুতরাং এই বাসনা অনেক জন্মসঞ্চিত, কোন এক জন্মার্জ্জিত নহে। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপকর্ম্মাশয় যাহা ইহ ও পরজন্মে জাতি, আয়ু ও ভোগ সম্পাদন করে তাহাই একভবিক বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যে সকল সংস্কার পূর্ব্বস্মৃতিমূলক তাহারাই বাসনা স্বরূপ, এবং অনাদিকাল হইতে বহু বহু জন্ম ধরিয়া অর্জ্জিত।

পূর্ব্বোক্ত একভবিক ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় দ্বিবিধ, নিয়ত বিপাক, এবং অনিয়ত বিপাক (কখন ইহার বিপাক নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে, কখন ঘটে না)। যে কর্ম্মাশয়কে পূর্ব্বে দৃষ্টজন্মবেদনীয় (ইহজন্মেই ফলোৎপাদক) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে নিযতবিপাক বলিয়া নিশ্চিতরূপে বলা যায়। যাহাকে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় (জন্মান্তরে ফলোৎপাদক) বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহার ফল কিন্তু নিশ্চিত নহে, কাবণ ইহার গতি ত্রিবিধ; যথা, প্রথমতঃ ইহা বিপাক (জাতি আয়ুঃ এবং ভোগ) উৎপাদনের পূর্ব্বেই অপর কর্ম্মাশয়দ্বারা কখন নষ্ট হয়, দ্বিতীয়তঃ, কখন তদপেক্ষা বলবান্ প্রধানরূপে অবস্থিত কর্ম্মের সহিত সহচরভাবে-মাত্র থাকিয়া প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ঐ প্রধান কর্ম্মের ফলের কিঞ্চিন্ন্য-নতা মাত্র জন্মাইয়া পর্য্যবসিত হয়, তৃতীয়তঃ, কখন বা অবশ্য ফলোৎ-পাদক উক্ত প্রধান কর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া, ফলোৎপাদন না করিয়া, দীর্ঘকাল অপ্রকাশভাবে অবস্থিতি করে। বিপাক জন্মাইবার পূর্ব্বেই অপর কর্ম্মের দ্বারা নষ্ট হওয়ার দৃষ্টান্ত যথা,

ইহ জন্মেই উৎকট তপস্যাদি শুক্লকর্ম্মের দ্বারা কৃষ্ণ (পাপাত্মক) কর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—"পাপ ও পুণ্য এই দ্বিবিধ কর্ম্ম; তন্মধ্যে রাশীকৃত পাপ, একটি পুণ্যকর্ম্মদ্বারাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব সুকৃতকর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্ম) ইচ্ছা কর, এই জন্মেই তোমার পুণ্যকর্ম্ম করা উচিত, এইরূপ জ্ঞানিগণ উপদেশ করিয়াছেন।" দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে (প্রধান কর্ম্মের সহচর ভাবে থাকা সম্বন্ধে) শাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন :— "যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মে অল্প (পশু-হিংসা প্রভৃতি) পাপও মিশ্রিত হয়; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা তাহার ফল পরিহার করা যায়; প্রতিবিধান না করিলে, তাহা বর্ত্তমান থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা মহাপুণ্যরূপ কুশলকর্ম্মের ফলোৎপাদনে বিঘ্ন জন্মাইতে সমর্থ হয় না; কারণ বহুল পুণ্য আমার থাকা সত্ত্বে, তাহার সহিত সঙ্কর হইয়া পাপাংশ মৃদুভাবে অবস্থিতি করে, তাহা পুণ্যের ফল—স্বর্গভোগ-কালে অতি সামান্য মাত্র অপকর্ষ জন্মায়। ইহা অকিঞ্চিৎকর, অনায়াসেই সহ্য হয়।" তৃতীয়টি অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল অপ্রকট থাকা, কিরূপে হয়, তাহা বলা যাইতেছে; জন্মান্তরে ফলদায়ী (অদৃষ্টজন্মবেদনীয়) নিশ্চিতবিপাকযুক্ত কর্ম্মই মৃত্যুকে উৎপাদন করিয়া অভিব্যক্ত হয়, অনিয়তবিপাক অথচ জন্মান্তরে ফলপ্রদ কর্ম্মের তৎকালে উক্ত প্রকার অভিব্যক্তি হয় না। অতএব অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্ম হয় নাশপ্রাপ্ত হয়, অথবা অপর প্রধান কর্ম্মের সহিত মৃদুভাবে মিলিত হইয়া অস্বতন্ত্রভাবে ফলোৎপাদন করে, অথবা অপর প্রধান কর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া ক্ষীণভাবে বর্ত্তমান থাকে; যতকাল পর্য্যন্ত সমান জাতীয় কর্ম্ম উপস্থিত হইয়া ইহাকে বিপাকাভিমুখ না করে। ঐ শেষোক্ত বিপাক কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে, এবং কোন্ হেতু অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইবে, তাহার স্থিরতা না থাকাতে, কর্ম্মের গতিকে বিচিত্র ও

দুর্বিজ্ঞেয় বলা যায়। অপবাদ (কোন বিশেষ স্থলে লক্ষণের অপ্রাপ্তি) দ্বারা উৎসর্গের (সাধারণ নিয়মের) দোষ হয় না; অতএব ঐ অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্ম বহুজন্মান্তেও বিপাক উপস্থিত করিতে পারে বলিয়া, পরবর্ত্তী জন্মে এক পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত কর্ম্মাশয়ই জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ ফল উৎপাদন করে বলিয়া যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাতে দোষ হয় না।

১৪শ সূত্র। তে হ্লাদ-পরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ।

বিপাকসকল পুণ্যকর্ম্মের হইলে সুখোৎপাদন করে, পাপ কর্ম্মের হইলে দুঃখোৎপাদন করে।

ভাষ্য।—তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ, অপুণ্য-হেতুকাঃ দুঃখফলা ইতি। যথা চেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্ এবং বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ।

অস্যার্থঃ—জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক পুণ্যকর্ম্ম হেতুক হইলে সুখফল দেয়, অপুণ্য হেতুক হইলে দুঃখফল দেয়। দুঃখ যেমন প্রতিকূল বিচ্ছেদযোগ্য, তদ্রূপ বিষয়সুখভোগ কালেও দুঃখ বর্ত্তমান থাকায়, যোগী-দিগের পক্ষে সুখও প্রতিকূল রূপেই গণ্য হয়।

ভাষ্য।—কথং তদুপপদ্যতে?

অস্যার্থঃ—কি প্রকারে তাহা হইতে পারে।

১৫শ সূত্র। পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখ-মেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।

দৃশ্যজগৎ পরিণামযুক্ত তাপদায়ক এবং সংস্কারোৎপাদক; সুতরাং এতৎসমস্ত দুঃখরূপেই গণ্য; এবং যে গুণসকলের বৃত্তিদ্বারা বিষয়-

ভোগ সম্পাদিত হয়, তাহাদের বৃত্তি সমুদয়ও পরস্পর বিরোধী; একটির স্থিতিকালে অপরটির উৎপত্তি হইতে পারে না; অতএব বিবেকশীল পুরুষের পক্ষে সমস্ত সংসারই দুঃখাত্মক।

ভাষ্য।—সর্ব্বস্যায়ং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনাঽচেতনসাধনাধীনঃ সুখানুভব ইতি তত্রাস্তি রাগজঃ কর্ম্মাশয়ঃ; তথাচ দ্বেষ্টি দুঃখ-সাধনানি মুহ্যতি চেতি; দ্বেষমোহকৃতোঽপ্যস্তি কর্ম্মাশয়ঃ। তথাচোক্তং নানুপহত্য ভূতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসা-কৃতোঽপ্যস্তি শারীরঃ কর্ম্মাশয় ইতি। বিষয়সুখং চ অবি-দ্যেত্যুক্তম্। যা ভোগেষ্বিন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তেরুপশান্তিস্তৎ সুখং, যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদ্দুঃখম্। ন চেন্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণ্যং কর্ত্তুং শক্যং; কস্মাৎ? যতো ভোগাভ্যাসমনু বিবর্দ্ধন্তে রাগাঃ, কৌশলানি চেন্দ্রিয়াণামিতি; তস্মাদনুপায়ঃ সুখস্য ভোগাভ্যাস ইতি। স খল্বয়ং বৃশ্চিকবিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টঃ, যঃ সুখার্থী বিষয়ানুবাসিতো মহতি দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন ইতি। এষা পরিণামদুঃখতা নাম প্রতিকূলা সুখাবস্থায়ামপি যোগিনমেব ক্লিশ্নাতি। অথ কা তাপদুঃখতা? সর্ব্বস্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনা-ঽচেতনসাধনাধীনস্তাপানুভব ইতি তত্রাস্তি দ্বেষজঃ কর্ম্মাশয়ঃ, সুখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে, ততঃ পরমনুগৃহ্লাত্যুপহন্তি চ, ইতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মা-বুপচিনোতি, স কর্ম্মাশয়ো লোভাৎ মোহাচ্চ ভবতি; ইত্যেষা তাপদুঃখতোচ্যতে। কা পুনঃ সংস্কারদুঃখতা? সুখানুভবাৎ সুখসংস্কারাশয়ো, দুঃখানুভবাদপি দুঃখসংস্কারাশয় ইতি, এবং

কর্ম্মভ্যো বিপাকেঽনুভূয়মানে সুখে দুঃখে বা পুনঃ কর্ম্মাশয়প্রচয় ইতি, এবমিদমনাদি দুঃখস্রোতো বিপ্রসৃতং যোগিনমেব প্রতিকূলাত্মকত্বাদুদ্বেজয়তি ; কস্মাৎ ? অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানিতি, যথোর্ণাতন্তুরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবমেতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি, নেতরং প্রতিপত্তারম্। ইতরং তু স্বকর্ম্মোপহতং দুঃখমুপাত্তমুপাত্তং ত্যজন্তং ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্ত্যা সমন্ততোঽনুবিদ্ধমিবাবিদ্যয়া হাতব্যে এবাহঙ্কারমমকারানুপাতিনং জাতং জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিকোভয়নিমিত্তাস্ত্রিপর্ব্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্তে। তদেবমনাদিদুঃখস্রোতসা ব্যুহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারণং সম্যগ্দর্শনং শরণং প্রপদ্যতে ইতি। গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রীভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারভন্তে। চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্। রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে, সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্ত্তন্তে ; এবমেতে গুণা ইতরেতরাশ্রয়েণোপার্জ্জিতসুখদুঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি সর্ব্বে সর্ব্বরূপা ভবন্তি, গুণপ্রধানভাবকৃতস্ত্বেষাং বিশেষ ইতি ; তস্মাৎ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিন ইতি। তদস্য মহতো দুঃখসমুদায়স্য প্রভববীজমবিদ্যা, তস্যাশ্চ সম্যগ্দর্শনমভাবহেতুঃ। যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ, রোগহেতুঃ, আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব ; তদ্যথা সংসারঃ, সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ, মোক্ষোপায়

ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্। তত্র হাতুঃ স্বরূপম্ উপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতু—মর্হতি ইতি, হানে তস্যোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ, উভয়প্রত্যাখ্যানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেতৎ সম্যগ্দর্শনম্। তদেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমিত্যভিধীয়তে।

অস্যার্থ :—চেতন এবং অচেতন বস্তু অবলম্বন করিয়া যে সুখ উপজাত হয়, তাহাতে সকলেরই অনুরাগ থাকে, এই অনুরাগ হইতে তদনুরূপ কর্ম্মাশয় উৎপন্ন হয়। এইরূপ দুঃখ যাহা হইতে সাধিত হয়, তৎপ্রতি দ্বেষ হয়, এবং মোহদায়ক বস্তুর প্রতি মোহ থাকাও দৃষ্ট হয়; অতএব দ্বেষ এবং মোহ হইতেও তদনুরূপ কর্ম্মাশয় উপজাত হয়। আরও উক্তি আছে যে, প্রাণিপীড়ন না করিয়া ভোগ সম্ভূত হয় না; অতএব শারীর হিংসা হইতে জাত কর্ম্মাশয় উপজাত হয়। বিষয় সুখকে অবিদ্যাস্বরূপই বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভোগ্যবস্তুতে তৃপ্তিবশতঃ ইন্দ্রিয়গণের যে উপশান্তি, তাহাকে সুখ বলে, আর (ভোগ্য বিষয়ের নিমিত্ত) চঞ্চলতাবশতঃ যে অশান্তি হয়,তাহাকে দুঃখ বলে। ভোগাভ্যাসদ্বারা ইন্দ্রিয়ের ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে না; কারণ, এই ভোগাভ্যাস তৎপ্রতি অনুরাগকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই করে,এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের ভোগ বিষয়ে পটুতাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব ভোগাভ্যাস যথার্থ পক্ষে সুখের উপায় নহে। যেমন বৃশ্চিক-দংশন ভয়ে পলায়ন করিতে গিয়া মহাসর্পমুখে পতিত হওয়া অধিক অনিষ্ট-কর, যিনি সুখার্থী হইয়া বিষয়-সেবা করেন, তিনিও তদ্রূপ মহৎ দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হয়েন। এই "পরিণাম"রূপ দুঃখ সুখাবস্থায় ও প্রতিকূলরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া যোগীদিগকে ক্লেশ প্রদান করে। (অর্থাৎ বিষয়সেবার

পরিণাম দুঃখ হওয়াতে যোগিগণ তাহা পরিত্যাগ করেন)। এক্ষণে "তাপ"-দুঃখতা কি বলা হইতেছে ;—চেতন ও অচেতন বস্তু অবলম্বন করিয়া যে তাপ অনুভূত হয়, তাহাতে সকলেরই দ্বেষবুদ্ধি উপজাত হয়; এই দ্বেষ হইতে তদনুরূপ কর্ম্মাশয় উপজাত হয়। সুখসাধন-বিষয়সকলের প্রার্থনাকারী পুরুষের বাক্য, মন ও শরীর তদ্বিষয়ে চেষ্টাযুক্ত হয়, তন্নিমিত্ত সেই পুরুষ কখন পরকে অনুগ্রহ করে, কখন পীড়া দেয়; অন্যের প্রতি এই অনুগ্রহ ও পীড়াদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হয়; এইরূপে লোভ ও মোহ হইতে যে কর্ম্মাশয় উপজাত হয়, তাহাই তাপদুঃখতা বলিয়া আখ্যাত। "সংস্কার দুঃখতা" কি তাহা বলা হইতেছে :—সুখানুভব হইতে সুখ সংস্কারাশয়, দুঃখানুভব হইতে দুঃখ সংস্কারাশয় উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম হইতে এইরূপে সুখদুঃখরূপ বিপাক উপস্থিত হইয়া, আবার তাহা হইতে কর্ম্মাশয় জন্মে; (এবং কর্ম্মাশয় হইতে বাসনারূপ দুঃখ উপজাত হয়)। এইরূপ অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত দুঃখস্রোত যোগিগণের নিকটই প্রতিকূলরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে উদ্বেগ প্রদান করে; কারণ বিদ্বান পুরুষগণ অক্ষিপাত্র (চক্ষের পাতা) সদৃশ; যেমন ঊর্ণাতন্তু (মাকড়-সার সূত্র) অক্ষিপাত্রে সংযুক্ত হইলেই কষ্টদায়ক হয়, শরীরের অন্যস্থানে সংলগ্ন হইলে কিছুই বোধ জন্মায় না; এইরূপ সকল দুঃখ অক্ষিপাত্র-সদৃশ যোগীদিগকেই ক্লেশ দেয়, অপরকে নহে। অপর ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিয়া, তাহা পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করে, এবং পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করিয়া তাহা পুনরায় গ্রহণ করে; অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত বাসনাদ্বারা বিচিত্রিত চিত্তের বৃত্তিসকলকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া অবিদ্যাকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বাহ্যবস্তুতে অহঙ্কার ও মমকার বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে; এইরূপে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উপায়প্রসূত ত্রিবিধ তাপ ইহাদিগকে দুঃখসাগরে

ভাসমান করে। এইরূপ অনাদি দুঃখস্রোতে আপনাকে ও প্রাণিসমস্তকে ভাসমান দর্শন করিয়া, যোগিগণ সম্যক্ আত্মজ্ঞানেরই শরণ গ্রহণ করেন। গুণত্রয়ের বৃত্তি সকলের পরস্পর বিরুদ্ধতা হেতুও বিবেকী পুরুষের পক্ষে সমস্ত সংসার দুঃখময়; বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মিকা, প্রখ্যা (জ্ঞান), প্রবৃত্তি (ক্রিয়াশীলত্ব) ও স্থিতি (মোহ) রূপা (সত্ত্বরজস্তম আত্মিকা); গুণসকল পরস্পরের অনুগ্রাহকরূপে স্থিত হইয়া শান্ত, ঘোর অথবা মূঢ় (সুখদুঃখ মোহাত্মক) ত্রিগুণাত্মক প্রত্যয়সকল উৎপাদন করে; এই গুণবৃত্তিসকল সর্ব্বদাই চঞ্চলস্বভাব,অতএব চিত্ত নানাবিধরূপে নিয়ত পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মজ্ঞানাদি চিত্তের সাত্ত্বিক স্বরূপ ও রজঃ এবং তমোগুণোদ্ভূত বহির্ম্মুখীন বৃত্তিসকল পরস্পরের বিরোধী; যখন যেটি বলবান্ হয়,তখন তৎপ্রতিপক্ষকে পরাভূত করিয়া সেইটি প্রকাশিত হয়; যেটি প্রবল হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার সঙ্গে কিন্তু অপ্রবলগুলিও সহচরভাবে মিশ্রিত থাকে; এইরূপে গুণ-সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্তভাবে থাকিয়া,সুখদুঃখ এবং মোহাত্মক প্রত্যয় উৎপাদন করাতে, সকল বস্তুর মধ্যেই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকে; তন্মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ যে, যে গুণটি প্রধানরূপে যে বস্তুতে আছে, তদনুসারেই সেই বস্তুর বিশেষ সংজ্ঞা হয়। (সুখাত্মক সত্ত্বের সহিত রজঃ এবং তমঃ নিত্য সহচরভাবে থাকাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিছুতেই হইতে পারে না); অতএব বিবেকী পুরুষগণ সমস্ত সংসারই দুঃখময় দেখেন। এই সমস্ত মহৎ দুঃখের উৎপত্তিস্থান অবিদ্যা; সম্যক্ দর্শন হইতে এই অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন চারিভাগে বিভক্ত, যথা, রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য, এবং ভৈষজ্য (ঔষধ); তদ্রূপ এই শাস্ত্রও চারিভাগে বিভক্ত, যথা, সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। দুঃখবহুল সংসারই "হেয়"(পরিত্যাজ্য, বিনাশযোগ্য), প্রধান ও পুরুষের সংযোগই "হেয় হেতু" (যাহা হইতে হেয়রূপ সংসার জন্মে), এই সংযোগের যে অত্যন্ত নিবৃত্তি

তাহাকেই "হান", এবং সম্যগ্দর্শনই (প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের স্বরূপ জ্ঞানই) "হানোপায়" বলিয়া উক্ত হয়। তন্মধ্যে পুরুষের (হান কর্ত্তার) স্বরূপটি গ্রহণীয় (উপাদেয়) অথবা বর্জ্জনীয় (হেয়বিনাশ্য) কিছুই হইতে পারে না; তাহাকে "হেয়" বলিলে শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে, "উপাদেয়" বলিলে হেতুবাদ আসিয়া পড়ে (অর্থাৎ পুরুষও পরিণামী হইয়া পড়েন); এই উভয়রূপতা পুরুষের সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করিলে, পুরুষের শাশ্বতত্ব (নিত্যত্ব) স্থাপিত হয়, ইহাই সম্যগ্দর্শনশব্দে বুঝায়। অতএব এই শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত বলা হইয়া থাকে।

১৬শ সূত্র। হেয়ং দুঃখমনাগতম্।

ভাবী দুঃখকেই (যাহা ভাবী কালে দুঃখোৎপাদনে সমর্থ তাহাকেই) "হেয়" বলে।

ভাষ্য।—দুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে বর্ত্ততে, বর্ত্তমানঞ্চ স্বক্ষণে ভোগারূঢ়মিতি ন তৎক্ষণান্তরে হেয়তা-মাপদ্যতে; তস্মাৎ যদেবানাগতং দুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনং ক্লিশ্নাতি, নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তামাপদ্যতে।

অস্যার্থঃ—অতীত দুঃখ উপভোগ দ্বারা অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং তাহা আর হেয় (বর্জ্জনীয়) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান দুঃখও বর্ত্তমানক্ষণেই ভোগারূঢ় হইয়া গিয়াছে; সেইক্ষণ অতীত হইলেই আর হেয় বলিয়া গণ্য হয় না। অতএব যে দুঃখ অনাগত, তাহাই অক্ষিপাত্র-সদৃশ যোগিগণের ক্লেশোৎপাদন করে; অপর ব্যক্তিকে ক্লেশ দেয় না; এই অনাগত দুঃখই "হেয়" বলিয়া আখ্যাত হয়।

ভাষ্য।—তস্মাৎ যদেব হেয়মিত্যুচ্যতে তস্যৈব কারণং প্রতি-নির্দ্দিশ্যতে—

অস্যার্থঃ—অতএব যাহা হেয় তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

১৭শ সূত্র। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।

দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্য গুণবর্গের সংযোগই হেয়হেতু (সংসারবন্ধের—দুঃখের হেতু) বলিয়া উক্ত হয়।

ভাষ্য।—দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃশ্যাঃ বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ। তদেতৎ দৃশ্যময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি, দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্য স্বং দৃশিরূপস্য স্বামিনঃ, অনুভবকর্ম্মবিষয়তামাপন্নমন্যস্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রম্। তয়োর্দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ দুঃখস্য কারণমিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং "তৎসংযোগহেতুবিবর্জ্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ"; কস্মাৎ? দুঃখহেতোঃ পরিহার্য্যস্য প্রতীকারদর্শনাৎ; তদ্‌যথা, পাদতলস্য ভেদ্যতা, কণ্টকস্য ভেত্তৃত্বং, পরিহারঃ কণ্টকস্য পাদানধিষ্ঠানং, পাদত্রাণব্যবহিতেন বাঽধিষ্ঠানম্; এতৎ ত্রয়ং যো বেদ লোকে, স তত্র প্রতীকারমারভমাণো ভেদজং দুঃখং নাপ্নোতি। কস্মাৎ? ত্রিত্বোপলব্ধিসামর্থ্যাদিতি। অত্রাপি তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যম্। কস্মাৎ? তপিক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মস্থত্বাৎ, সত্ত্বে কর্ম্মণি তপিক্রিয়া, নাপরিণামিনি নিষ্ক্রিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞে, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ; সত্ত্বে তু তপ্যমানে তদাকারানুরোধী পুরুষোঽনুতপ্যত ইতি দৃশ্যতে।

অস্যার্থঃ—বুদ্ধির প্রতিসংবেদি-পুরুষকে দ্রষ্টা বলে। (পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী বলিলে এই বুঝায় যে, বুদ্ধি যে আকার ধারণ করে, পুরুষও ঠিক তদ্রূপ জ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন); বুদ্ধিতে আরূঢ় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম

(অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ বস্তু) দৃশ্য নামে আখ্যাত হয়। এই দৃশ্য অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) সদৃশ,সান্নিধ্যে মাত্র থাকাতেই ফলোৎপাদন করে ; দ্রষ্টা স্বামী পুরুষের মাত্র দৃশ্যরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই তাঁহার সহিত একাত্মতা বোধ জন্মায় ; পুরুষের অনুভব কর্ম্মের বিষয়রূপে অবস্থিত থাকিয়া, পুরুষের দৃশ্য এইমাত্র যে নিজস্বরূপ, তাহা লাভ করে এবং পুরুষস্বরূপ হইতে ভিন্ন হইলেও পুরুষেরই প্রয়োজনসাধক হওয়াতে পরতন্ত্ররূপে (পুরুষাধীনভাবে) প্রকাশিত হয়। দৃকৃশক্তি (পুরুষ) ও দর্শনশক্তি (গুণাত্মক জগৎ),ইহাদিগের অনাদিকাল হইতে এই পরস্পরের প্রয়োজনসাধক সংযোগ সম্বন্ধই "হেয়-হেতুঃ" ; অর্থাৎ হেয় যে দুঃখ, তাহার কারণ ; ইহাই সূত্রার্থ। উক্ত বিষয়ে কথিত আছে,"এই সংযোগরূপ দুঃখহেতু বর্জ্জন করিতে পারিলে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয়" ; কারণ, পরিহার্য্য এই দুঃখহেতুকে পরিহার করিবার উপায় থাকা দৃষ্ট হয় ; যথা, পাদতলের ভেদ্যতা আছে, কণ্টকের সেই পাদতলকে ভেদ করিবার সামর্থ্য আছে, ইহা জানিয়া কণ্টকের সহিত পাদের সংযোগ যাহাতে না হয়, তদ্ভাবে কণ্টককে পরিহার করিলেই পাদ-বিদ্ধ হওয়ার দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অথবা পাদুকা ব্যবহার-দ্বারাও কণ্টক হইতে পাদকে ব্যবহিত রাখা যাইতে পারে। এই তিনটি বিষয় (অর্থাৎ পাদের ভেদ্যত্ব, কণ্টকের ভেত্তৃত্ব, ও তৎপরিহারোপায়) যিনি অবগত আছেন, তিনি তাহার প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করেন, এবং পাদভেদ জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন না ; কারণ তিনি এই তিন বিষয়ই অবগত আছেন। তদ্রূপ রজোগুণ তাপক, সত্ত্ব তপ্য ; কারণ, তাপক্রিয়া কর্ম্মদ্বারাই হয় ; (রজোগুণ হইতে উদ্ভূত) কর্ম্ম থাকিলেই এই তাপকার্য্য হইয়া থাকে ; অপরিণামী নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষে এই ক্রিয়া হইতে পারে না ; কারণ তিনি বিষয়ের দ্রষ্টা মাত্র ; কর্ম্মদ্বারা সত্ত্ব (বুদ্ধি) তাপযুক্ত হইলে, বুদ্ধির আকারের দ্রষ্টা পুরুষও তাপযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

ভাষ্য —দৃশ্যস্বরূপমুচ্যতে।

অস্যার্থঃ—এক্ষণে দৃশ্যের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে।

১৮শ সূত্র। **প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।**

দৃশ্য ত্রিবিধ; ইহা প্রকাশ (জ্ঞান), ক্রিয়া (প্রবৃত্তি), ও স্থিতি (নিয়মন) শীল (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক); এবং ইহা ক্ষিত্যাদি ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক দৃশ্যমান্ সমস্তস্বরূপ জগৎ, এবং পুরুষের ভোগ ও মুক্তি সম্পাদন করাই ইহার নিয়ত কার্য্য।

ভাষ্য।—**প্রকাশশীলং সত্ত্বং, ক্রিয়াশীলং রজঃ, স্থিতিশীলং তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ পরিণামিনঃ সংযোগবিভাগধর্ম্মাণঃ, ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জ্জিতমূর্ত্তয়ঃ, পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপ্যসম্ভিন্নশক্তিপ্রবিভাগাঃ, তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ, প্রধানবেলায়ামুপদর্শিতসন্নিধানা, গুণত্বেঽপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তর্ণীতানুমিতাস্তিতাঃ, পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়া প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ, সন্নিধিমাত্রোপকারিণঃ অয়স্কান্তমণিকল্পাঃ প্রত্যয়মন্তরেণৈকতমস্য বৃত্তিমনুবর্ত্তমানাঃ, প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি। এতদ্দৃশ্যমিত্যুচ্যতে। তদেতদ্দৃশ্যং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং, ভূতভাবেন পৃথিব্যাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে; তথেন্দ্রিয়ভাবেন শ্রোত্রাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে ইতি। তত্তু নাপ্রয়োজনম্, অপিতু প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্ত্তত ইতি। ভোগাপবর্গার্থং হি তদ্দৃশ্যং পুরুষস্যেতি। তত্রেষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণম্ অবিভাগাপন্নং ভোগঃ, ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণম্ অপবর্গঃ ইতি; দ্বয়োরতিরিক্ত-**

মন্যদ্দর্শনং নাস্তি। তথাচোক্তং "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্ত্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্ব্বভাবানুপপন্নাননুপশ্যন্নদর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে" ইতি। তাবেতৌ ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে ইতি? যথা বিজয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যেতে, স হি তস্য ফলস্য ভোক্তেতি, এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে, স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি; বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাপরিসমাপ্তির্বন্ধঃ, তদর্থাবসায়ো মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ত্ব-জ্ঞানাভিনিবেশা, বুদ্ধৌ বর্ত্তমানাঃ, পুরুষেঽধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ, স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি।

অস্যার্থঃ—সত্ত্ব প্রকাশাত্মক (জ্ঞানস্বরূপ), রজঃ ক্রিয়াস্বভাব, তমঃ জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ের অবরোধক; এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াও (পরস্পরের সহিত মিলিত থাকিয়াও) পরস্পর হইতে বিভিন্ন; ইহারা একটি প্রধান অপর দুইটি অপ্রধানভাবে থাকিলে একভাবে সংযুক্ত হয়, আবার পরক্ষণেই অপ্রধানটি প্রধান হইয়া সেই সংযোগ ভগ্ন হইয়া অপর ভাবে সংযুক্ত হয়। * পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়; পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিয়া অভিন্নভাবে (একের ন্যায়

---

* বাচস্পতি মিশ্র "সংযোগবিভাগধর্ম্মাণঃ" পদের এইরূপ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন যে, গুণসকল কখন পুরুষের সহিত সংযুক্ত, কখন বিযুক্ত হয়, এই ইহাদের ধর্ম্ম। এই ব্যাখ্যা এই স্থলে গৃহীত হইল না। কারণ গুণসকলের স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম্মই ভাষ্যকার এই স্থলে বর্ণনা করিতেছেন, এবং পুরুষের সহিত সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে গুণবর্গের প্রকৃত প্রস্তাবে সংযোগ অথবা বিয়োগ স্বীকার্য্য নহে।

হইয়া) শক্তি প্রকাশ করে (অর্থাৎ যেটি প্রধান থাকে, সেইটি অঙ্গী, অপর দুইটি তাহার অঙ্গরূপে(গুণরূপে)বর্ত্তমান হইয়া তিনেরই শক্তি অবিভক্তরূপে প্রকাশ পায়) ; তন্মধ্যে কখন একটি, কখন অপরটি প্রধানভাবে বর্ত্তমান হওয়াতে ইহারা বিভিন্নজাতীয় শক্তিবিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রকাশিত হয় ; যেটি প্রধানভাবে থাকে,তাহার অনুচরভাবে অপর দুইটিও বর্ত্তমান থাকে এবং ঐ প্রধানেরই গুণরূপে তদন্তর্গতভাবে প্রত্যেক ব্যাপারে বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনুমিত হয় ; পুরুষের প্রয়োজন (ভোগ ও অপবর্গ) সাধনের নিমিত্তই ইহাদের শক্তি প্রয়োগ হয় (অর্থাৎ ইহারা পুরুষের প্রয়োজন-সাধনশক্তি-স্বরূপেই অবস্থিত) ; ইহারা অয়স্কান্তমণির ন্যায় সন্নিধানে মাত্র থাকিয়া (পুরুষের সহিত একীভূত না হইয়াও) পুরুষের উপকার (প্রয়োজন) সাধন করে ; স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় অনুরূপ প্রত্যয় না জন্মাইয়া, প্রধানটির বৃত্তি অপর দুইটি অনুসরণ করে। ইহারাই আবার সমভাবে (সকলে অপ্রকাশ অবস্থায় থাকিলে) প্রধান নামে অভিহিত হয়। ঈদৃশ গুণত্রয়ই "দৃশ্য" নামে আখ্যাত। এই দৃশ্য ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক। ভূতস্বরূপে ইহারা পৃথিব্যাদি স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে (স্থূল পঞ্চমহাভূত ও সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্ররূপে) পরিণাম প্রাপ্ত হয় ; ইন্দ্রিয়স্বরূপে শ্রোত্রাদি সূক্ষ্ম ও স্থূল পরিণাম প্রাপ্ত হয় (কর্ম্মেন্দ্রিয়াপেক্ষা জ্ঞানেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তঃকরণবৃত্তি সূক্ষ্ম)। ইহাদিগের এই পরিণাম নিরর্থক নহে, পরন্তু প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই এই সকল পরিণাম প্রবর্ত্তিত হয় ; পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই দৃশ্যের অস্তিত্ব। তন্মধ্যে এই দৃশ্যের সহিত অভিন্নবুদ্ধিতে পুরুষের যে ইষ্ট অথবা অনিষ্টরূপে ঐ দৃশ্যের স্বরূপজ্ঞান, তাহাকে ভোগ বলে ; এবং ভোক্তা পুরুষের স্বীয়স্বরূপের দর্শনকে অপবর্গ বলে ; এই দুইয়ের অতিরিক্ত অন্যবিধ দর্শন নাই। তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে, "ত্রিগুণই কর্ত্তা, পুরুষ অকর্ত্তা ; গুণত্রয়কে অপেক্ষা

করিয়া পুরুষ চতুর্থ; গুণত্রয়ের অতিসূক্ষ্মাবস্থার ন্যায় পুরুষও অতিসূক্ষ্ম বলিয়া, তিনি গুণত্রয়ের তুল্যজাতীয় (সমাধিপাদের ৪৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য), এবং (সর্ব্বদা অপবিণামী বলিয়া) গুণত্রয় হইতে পুরুষ ভিন্নজাতীয়ও বটেন; তিনি গুণক্রিয়ার সাক্ষী মাত্র; কিন্তু তৎসমীপে উপস্থিত গুণাত্মক বিষয়সকল হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া তিনি তাহা দর্শন করেন মাত্র; সাংসারিক অজ্ঞব্যক্তি তাঁহাকে দৃশ্যবস্তু হইতে অতিরিক্তভাবে দ্রষ্টারূপেমাত্র স্থিত বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, দৃশ্যাত্মক বলিয়াই কল্পনা করিয়া থাকে।" ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই বুদ্ধির ধর্ম্ম, এবং বুদ্ধিতেই ইহারা বর্ত্তমান থাকা সত্য হইলে, ইহারা পুরুষের বলিয়া কি নিমিত্ত বোধ হয়? উত্তর ঃ—যেমন যাহারা যুদ্ধ করে, জয় ও পরাজয় প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগের হইলেও, তাহাদিগের স্বামী রাজারই ঐ জয় ও পরাজয় হওয়া কল্পিত হয়, কারণ তিনিই তাহার ফলের ভোক্তা; তদ্রূপ বন্ধ এবং মোক্ষ ইহারা বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ হইলেও পুরুষে তাহা কল্পিত হয়; এবং তিনিই তৎফলভোক্তা বলিয়া বলা যায়। ভোগাপ-বর্গরূপ পুরুষার্থ সম্যক্ সাধিত না হওয়াই বুদ্ধির বন্ধ; তাহা সম্পন্ন হওয়াই মোক্ষ। এইরূপে গ্রহণ (বিষয়ের স্বরূপ গ্রহণ), ধারণ, উহ (ভ্রান্তিরহিত তর্ক), অপোহ (ভ্রমবাদ খণ্ডন), তত্ত্বজ্ঞান (পদার্থের যথার্থ জ্ঞান), অভিনিবেশ (নিশ্চিত মীমাংসা), এই সমস্ত বুদ্ধিতেই বর্ত্তমান, হইলেও পুরুষে আরোপিত হইয়া প্রকাশ পায়; পুরুষই তৎফলভোক্তা বলিয়া কল্পিত হয়েন।

১৯শ সূত্র। **বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।**

গুণসকলের চতুর্ব্বিধ অবস্থাভেদ আছে; যথা বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গ-মাত্র ও অলিঙ্গ।

ভাষ্য।—তত্রাকাশবায্বগ্ন্যুদকভূময়ো ভূতানি, শব্দস্পর্শরূপ-

রসগন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা শ্রোত্রত্বক্চক্ষু-র্জিহ্বাঘ্রাণানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মে-ন্দ্রিয়াণি, একাদশং মনঃ সর্ব্বার্থম্, ইত্যেতান্যস্মিতালক্ষণস্যাবিশে-ষস্য বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো বিশেষপরিণামঃ। ষড়্-অবিশেষাঃ; তদ্‌যথা, শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রস-তন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রঞ্চ,ইত্যেকদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চা-বিশেষাঃ; ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতামাত্র ইতি। এতে সত্তামাত্রস্যা-ত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ; যৎ তৎপরমবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং তস্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি, প্রতিসংসৃজ্যমানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসৎ অব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তৎ প্রতিয়ন্তীতি। এষ তেষাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসত্তাঽসত্তঞ্চালিঙ্গপরিণাম ইতি। অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুষার্থো হেতুঃ, নালিঙ্গাবস্থায়ামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, ন তস্যাঃ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুষার্থকৃতেতি নিত্যাখ্যায়তে। ত্রয়াণাস্ত্ববস্থাবিশেষাণামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতি, স চার্থো হেতুর্নিমিত্তং কারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে। গুণাস্তু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিনো, ন প্রত্যস্তময়ন্তে, নোপজায়ন্তে, ব্যক্তি-ভিরেবাতীতানাগতব্যয়াগমবতীভির্গুণান্বয়িনীভিরুপ-জননাপায়ধ-র্ম্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে। যথা দেবদত্তো দরিদ্রাতি, কস্মাৎ? যতোঽস্য ম্রিয়ন্তে গাব ইতি গবামেব মরণাত্তস্য দরিদ্রাণং ন স্বরূপ-হানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙ্গমাত্রম্ অলিঙ্গস্য প্রত্যাসন্নং, তত্র

তৎ সংসৃষ্টং বিবিচ্যতে ক্রমানতিবৃত্তেঃ। তথা ষড়্ অবিশেষা লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্টা বিবিচ্যন্তে পরিণামক্রমনিয়মাৎ। তথা তেষ-বিশেষেষু ভূতেন্দ্রিয়াণি সংসৃষ্টানি বিবিচ্যন্তে। তথাচোক্তং পুরস্তাৎ; ন বিশেষেভ্যঃ পরং তত্ত্বান্তরমস্তি ইতি বিশেষাণাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ; তেষান্তু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যায়িষ্যন্তে।

অস্যার্থঃ—তন্মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র সকল "অবিশেষ", আকাশ, বায়ু,অগ্নি, উদক ও ভূমি এই পঞ্চভূত উক্ত অবিশেষের "বিশেষ।" এইরূপ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বস্তুকে বিষয় করে এমন একাদশতম ইন্দ্রিয় মনঃ; ইহারা অস্মিতামাত্র (অহংতত্ত্ব) স্বরূপ "অবিশেষকে" অপেক্ষা করিয়া "বিশেষ" রূপে আখ্যাত হয়। এই রূপে পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোলটি গুণসকলের "বিশেষ' নামক পরিণাম। ছয়টি "অবিশেষ" পরিণাম; যথা—প্রথম, শব্দতন্মাত্র, ইহা কেবল শব্দাত্মক; দ্বিতীয়, স্পর্শতন্মাত্র, ইহা শব্দ ও স্পর্শাত্মক; তৃতীয়, রূপতন্মাত্র, ইহা শব্দস্পর্শরূপাত্মক; চতুর্থ রসতন্মাত্র, ইহা শব্দস্পর্শরূপরসাত্মক; পঞ্চম গন্ধতন্মাত্র, ইহা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মক, এবং ষষ্ঠ অস্মিতামাত্র; এই ছয়টি সত্তামাত্র স্বরূপ মহতের "বিশেষ" পরিণাম। যাহা এই ষড়্‌বিধ অবিশেষ হইতে পর (শ্রেষ্ঠ, কারণস্বরূপ) সেই মহত্তত্ত্বই "লিঙ্গমাত্র", সত্তামাত্রস্বরূপ (ইহা কোন "বিশেষ" বস্তু না হওয়ায়, কোন বিশেষরূপে প্রকাশিত বস্তু না হওয়ায়, ইহাকে পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ বিশেষ ও ষড়্ অবিশেষ হইতে অতিরিক্ত সত্তামাত্র বলা যায়); এই সর্ব্বব্যাপক মহতের আশ্রয় করিয়া ইহারা সকলে বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, প্রলয়কালে পুনরায় এই সত্তামাত্র মহত্তত্ত্বে

অবস্থিত হইয়া ইহারা অব্যক্ত ও “অলিঙ্গ” স্বরূপ প্রধানে প্রলীন হয় ; এই প্রধান সম্পূর্ণরূপে অব্যক্তধর্ম্ম হওয়াতে ইহা সত্তামাত্রও নহে, অসত্তা-মাত্রও নহে ; (ইহা নিঃসত্তাসত্ত) ইহা “সদসৎ”, কারণ ইহাকে কোন বিশেষ বস্তু বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না, এবং ইহাকে একদা অসদ্বস্তুও বলা যায় না ; এই মহৎকে ইহাদিগের লিঙ্গমাত্র পরিণাম,এবং“নিঃসত্তাসত্ত” প্রধানকে “অলিঙ্গ” পরিণাম বলা যায়। পরন্তু পুরুষার্থ অলিঙ্গাবস্থার উৎপত্তিকারণ নহে ; আদি অলিঙ্গাবস্থায় পুরুষার্থতা কারণরূপে উৎপন্ন হয় না ; অতএব পুরুষার্থতাকে প্রকৃতির কারণ এবং প্রকৃতিকে তাহার কার্য্য বলা যায় না ; পুরুষার্থ ইহার উৎপাদক কারণ নহে ; এই নিমিত্ত ইহাকে নিত্য বলা যায়। গুণত্রয়ের যে অবস্থাবিশেষপ্রাপ্তিরূপ পরিণাম (লিঙ্গমাত্র, বিশেষ ও অবিশেষরূপ পরিণাম)পুরুষার্থ তাহারাই আদিকারণ ; এই পুরুষার্থ এই সকলের নিমিত্তকারণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে অনিত্য বলা যায়। গুণসকল কিন্তু উক্ত সমস্ত ধর্ম্মের (লিঙ্গমাত্র, বিশেষ ও অবিশেষ-রূপ ধর্ম্মের) অনুতাপী ; ইহাদিগের বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই, অতীত, অনাগত, ক্ষয় ও উদয় ধর্ম্মবিশিষ্ট যে সমস্ত প্রকটীকৃত রূপ, তৎসহ গুণ-সকল সমন্বিত হইয়া, যেন জন্ম ও মৃত্যুধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়। যেমন দেবদত্ত দরিদ্র হইয়াছে,কারণ তাহার গো সমস্ত মরিয়া গিয়াছে,এই-রূপ বাক্যের ব্যবহার আছে। এই স্থলে গোরই বিনাশাবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাতেই দেবদত্ত দরিদ্র হইয়াছে বলা যায় ; বাস্তবিক দেবদত্তের কোন প্রকার স্বরূপহানিহেতু সে দরিদ্র হইয়াছে বলা যায় না। গুণ-ত্রয়ের সম্বন্ধে যে জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি অনিত্যতা উক্ত হয়, তাহাও এইরূপ অর্থেই বলা যায়। লিঙ্গমাত্র (মহৎ) অলিঙ্গের (প্রধানের) স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতেই অবস্থিত থাকে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় ; কারণ যে তত্ত্বের পর যে তত্ত্ব, তাহার ক্রম অবধারিত আছে, তাহার অন্যথা হয় না ; এইরূপ

অবিশেষ ছয়টি ও লিঙ্গমাত্র মহতে সংসৃষ্ট হইয়া থাকা সিদ্ধান্ত হয়। কারণ, পরিণামের এইরূপ ক্রম অবধারিত আছে। এইরূপ ভূত এবং ইন্দ্রিয়-সকল অবিশেষসকলে সংসৃষ্ট আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; বিশেষ হইতে পর আর তত্ত্বান্তর নাই; অতএব বিশেষের আর তত্ত্বান্তরে পরিণতি হয় না; ইহাদিগের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ যে পরিণাম তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে (বিভূতিপাদের ত্রয়োদশসংখ্যক সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। - ব্যাখ্যাতং দৃশ্যম্; অথ দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবধারণার্থ-মিদমারভ্যতে।

অস্যার্থ :—দৃশ্যবর্গের ব্যাখ্যা হইল; এইক্ষণ দ্রষ্টা পুরুষের স্বরূপের অবধারণ করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন :—

২০শ সূত্র। **দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।**

দ্রষ্টা পুরুষ দৃক্‌শক্তিমাত্র; ইনি শুদ্ধ (গুণসঙ্গবর্জ্জিত, নির্গুণ) হইলেও, প্রত্যয় সকল (বুদ্ধির বৃত্তি সকল) দর্শন করেন।

ভাষ্য।—দৃশিমাত্র ইতি দৃক্‌শক্তিরেব বিশেষেণাপরামৃষ্টেত্যর্থঃ; স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী; স বুদ্ধের্ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। ন তাবৎ সরূপঃ; কস্মাৎ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তস্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি। সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বন্তু পুরুষস্য অপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি; কস্মাৎ? নহি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষ-বিষয়শ্চ স্যাদ্ গৃহীতাঽগৃহীতা চ; ইতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদা জ্ঞাত-বিষয়ত্বং; ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধিঃ, সংহত্য-কারিত্বাৎ; স্বার্থঃ পুরুষ ইতি। তথা সর্ব্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাদচেতনেতি। গুণানাং তূপদ্রষ্টা পুরুষ ইতি; অতো ন সরূপঃ। অস্তু তর্হি বিরূপ ইতি; নাত্যন্তং বিরূপঃ; কস্মাৎ? শুদ্ধোঽপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপশ্যো, যতঃ প্রত্যয়ং

বৌদ্ধমনুপশ্যতি, তমনুপশ্যন্নতদাত্মাঽপি তদাত্মক ইব প্রত্যব-ভাসতে। তথাচোক্তম্ "অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতি-সংক্রমা চ, পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি, তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধি-বৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে"।

অস্যার্থ :—পুরুষ "দৃশিমাত্র' অর্থাৎ দৃক শক্তিমাত্র, কোনরূপ বিশেষণ (ধর্ম্ম) সংযুক্ত নহেন। এই পুরুষ (আবার) বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ বুদ্ধির যে যে বৃত্তি হয়, তদনুরূপ তাঁহার জ্ঞান হয়, তিনি বুদ্ধির অত্যন্ত তুল্যরূপও নহেন, এবং বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিরূপও নহেন। অত্যন্ত তুল্যরূপ নহেন কেন? বলিতেছি :—বুদ্ধির বিষয় কখনও জ্ঞাত, কখনও অজ্ঞাত থাকে; অতএব বুদ্ধি পরিণামশীল, বুদ্ধির বিষয় গবাদি ঘটাদি বস্তু কখন জ্ঞাত হয়, কখন অজ্ঞাত হয়, ইহাতে বুদ্ধির পরিণামিত্ব (অবস্থান্তরপ্রাপ্তিযোগ্যত্ব) জ্ঞাপিত হয়। কিন্তু পুরুষ সর্ব্বদাই অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি বিষয়ের দ্রষ্টারূপে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে অবস্থিত আছেন, তাহাতে তাঁহার অপরিণামিত্ব প্রকাশিত হয়; কারণ পুরুষের দৃষ্টির বিষয়রূপে অবস্থিত বুদ্ধি কখন তাঁহার জ্ঞাত হয়, কখন হয় না, এইরূপ পুরুষের অবস্থান্তর কখনও দৃষ্ট হয় না। অতএব পুরুষের নিত্য বিষয়জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ আছে; সুতরাং তিনি অপরিণামী। আবার বুদ্ধি অপরের (পুরুষের) প্রয়োজন-সাধক; (কারণ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া) বুদ্ধি নানাবিধ কার্য্য উৎপাদন করে। (এতৎসমস্ত কার্য্য কোন প্রয়োজন সাধক বলিয়া দেখা যায়, বুদ্ধি নিজে অচেতন-স্বভাবা, তাহার ভোগাদি প্রয়োজন নাই, অতএব অপরের নিমিত্তই তাহার কার্য্য হওয়া অনুমিত হয়); পুরুষ কিন্তু স্বার্থ, অপরের কোন প্রয়োজন সাধন

করেন না। আবার বুদ্ধি সর্ব্ববিধ বিষয়াকার ধারণ করিতে পটু; অতএব বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মিকা, সুতরাং অচেতন। পুরুষ গুণসকলের উপদ্রষ্টা, সাক্ষিমাত্র; অতএব পুরুষ বুদ্ধির তুল্যরূপ নহে। যদি তুল্যরূপ না হইল, তবে কি অত্যন্ত বিরূপ বলিতে হইবে; না, অত্যন্ত বিরূপও নহে; কারণ শুদ্ধ (নির্গুণ) হইলেও পুরুষ প্রত্যয়সকলকে দর্শন করেন, বুদ্ধিস্থিত প্রত্যয় সমস্তই তিনি দর্শন করেন, দর্শন করিয়া তিনি বুদ্ধ্যাত্মক না হইলেও বুদ্ধ্যাত্মকরূপেই অবভাত হয়েন। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে এইরূপ উক্তি আছে, যে ভোক্তৃশক্তি (পুরুষ) অপবিণামিনী ও অপ্রতি-সংক্রমা, (বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অননুপ্রবিষ্ট), কিন্তু পরিণামযুক্ত বাহ্যবিষয়ে প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়া বুদ্ধিব বৃত্তির প্রতি পুরুষ অনুধাবিত হযেন; বুদ্ধিতে পতিত চৈতন্য-প্রতিবিম্বত্ব-প্রাপ্ত সেই ভোক্তৃশক্তি বুদ্ধিব সেই বৃত্তিসকল অনুকরণ করেন; অতএব বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অবিশিষ্ট (অভিন্ন) বলিয়াই চিদ্রূপী পুরুষ প্রতীয়মান হয়েন।

২১শ সূত্র। **তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা।**

পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্তই দৃশ্যের অস্তিত্ব।

ভাষ্য।—**দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্ম্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং তু পর-রূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং, ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যতে ইতি। স্বরূপহানাদস্য নাশঃ প্রাপ্তঃ নতু বিনশ্যতি; কস্মাৎ?—**

অস্যার্থঃ—দৃশ্যবর্গ সমস্তই দৃশিরূপ পুরুষের জ্ঞানকর্ম্মের বিষয়রূপে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; পুরুষার্থ-সাধনই দৃশ্যের অবস্থিতি হেতু; তন্নিমিত্তই দৃশ্যবর্গের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই দৃশ্যপদার্থ পুরুষের দ্বারাই আত্মস্বরূপ

লাভ করে, প্রকাশিত হয় (জগৎ স্বপ্রকাশ নহে ; পুরুষের দর্শনেচ্ছা হইতে ইহা পৃথক্‌রূপে **স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত** হয়) পুরুষের প্রয়োজন ভোগ ও অপবর্গ সাধিত হইলে, পুরুষ আর তাহার দ্রষ্টা হয়েন না। স্বরূপে অর্থাৎ দৃশ্যরূপে অবস্থিতির অভাব হওয়াকেই দৃশ্যের নাশ বলা যায় ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একদা বিনষ্ট হয় না ; কি নিমিত্ত ? তদুত্তরে বলিতেছেন ঃ—

২২শ সূত্র। **কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।**

যাঁহার ভোগাপবর্গ সাধিত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে নষ্ট হইলেও, দৃশ্য-বর্গ কৃতার্থ পুরুষ এবং তদিতর পুরুষের সাধারণ বিষয়রূপে অব-স্থিত হওযায, ইহাব একদা নাশ হয় না।

ভাষ্য।—**কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্তমপি অনষ্টং তদন্যপুরুষসাধারণত্বাৎ। কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরুষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি, তেষাং দৃশেঃ কর্ম্মবিষয়তামাপন্নং, লভতে এব পররূপেণাত্মরূপমিতি। অতশ্চ দৃগ্দর্শনশক্ত্যোর্নিত্যত্বাদনাদিঃ সংযোগো ব্যাখ্যাত ইতি। তথাচোক্তং"ধর্ম্মিণামনাদিসংযোগাদ্ধর্ম্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ" ইতি।**

অস্যার্থ ঃ—কৃতার্থ পুরুষের সম্বন্ধে দৃশ্য নাশ প্রাপ্ত হইলেও পুরু-ষের সম্বন্ধে দৃশ্যরূপে ইহার অবস্থিতি আছে বলিয়া ইহার একদা নাশ হয় না। কুশল (মুক্ত) পুরুষের সম্বন্ধে নাশ প্রাপ্ত হইলেও অকুশল (অকৃ-তার্থ) পুরুষের প্রয়োজন সাধিত না করাতে তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তির (জ্ঞানশক্তির) কার্য্যের বিষয়রূপে অবস্থিতি করে ; কারণ পর অর্থাৎ

পুরুষের দ্বারাই দৃশ্যের স্বরূপ লাভ হয় (ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)। অতএব দৃক্‌শক্তি (পুরুষ) এবং দর্শনশক্তি (দৃশ্যগুণবর্গ) উভয়ই নিত্য, এবং তদ্ধেতু ইহাদের সংযোগও অনাদি বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে, যথা—"ধর্ম্মীর (গুণত্রয়ের) পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগ থাকাতেই ধর্ম্ম সকলেরও (মহদাদি গুণপরিণাম সকলেরও) পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগ আছে"।

ভাষ্য।—সংযোগস্বরূপাঽভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রবরৃতে :—

অস্যার্থ:—সংযোগের (দৃক্‌দৃশ্যের সংযোগের) স্বরূপ অবধারণের নিমিত্ত এইক্ষণ নিম্নের সূত্র বর্ণিত হইতেছে :—

২৩শ সূত্র। স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ।

দৃশ্যের নিজশক্তি ও স্বামী পুরুষের শক্তি এই উভয়ের স্বরূপের উপলব্ধির নিমিত্তই এই সংযোগ সংঘটিত হয়।

ভাষ্য।—পুরুষঃ স্বামী দৃশ্যেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ, তস্মাৎ সংযোগাদ্দৃশ্যস্যোপলব্ধির্যা স ভোগঃ, যা তু দ্রষ্টুঃ স্বরূপোপলব্ধিঃ সোঽপবর্গঃ। দর্শনকার্য্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিয়োগস্য কারণমুক্তং, দর্শনমদর্শনস্য প্রতিদ্বন্দ্বীতি অদর্শনং সংযোগনিমিত্ত-মুক্তম্। নাত্র দর্শনং মোক্ষকারণম্, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ, স মোক্ষ ইতি, দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্যাদর্শনস্য নাশ ইত্যতো-দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণমুক্তম্। কিঞ্চেদমদর্শনং নাম? কিং গুণানামধিকারঃ। ১। আহোস্বিদ্ দৃশিরূপস্য স্বামিনো দর্শিত-বিষয়স্য প্রধানচিত্তস্যানুৎপাদঃ, স্বস্মিন্ দৃশ্যে বিদ্যমানে দর্শনা-ভাবঃ। ২। কিমর্থবত্তা গুণানাম্। ৩। অথাবিদ্যা স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধা স্বচিত্তস্যোৎপত্তিবীজম্। ৪। কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতি-সংস্কারাভিব্যক্তিঃ, যত্রেদমুক্তং "প্রধানং স্থিত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যাৎ, তথা গত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারনিত্য-

ত্বাদপ্রধানং স্যাৎ, উভয়থা চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নান্যথা। কারণান্তরেষ্বপি কল্পিতেষ্বেষ সমানশ্চর্চ্চঃ”। ৫। দর্শনশক্তিরেবাদর্শনমিত্যেকে “প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ” ইতি শ্রুতেঃ, সর্ব্ববোধ্যবোধসমর্থঃ প্রাক্প্রবৃত্তেঃ পুরুষো ন পশ্যতি, সর্ব্বকার্য্যকরণসমর্থং দৃশ্যং তদা ন দৃশ্যতে ইতি। ৬। উভয়স্যাপ্যদর্শনং ধর্ম্ম ইত্যেকে; তত্রেদং দৃশ্যস্য স্বাত্মভূতমপি পুরুষপ্রত্যয়াপেক্ষং দর্শনং দৃশ্যধর্ম্মত্বেন ভবতি; তথা পুরুষস্যানাত্মভূতমপি দৃশ্যপ্রত্যয়াপেক্ষং পুরুষধর্ম্মত্বেনেব দর্শনমবভাসতে। ৭। দর্শনজ্ঞানমেবাদর্শনমিতি কেচিদভিদধতি। ৮। ইত্যেতে শাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ; তত্র বিকল্পবহুত্বমেতৎ সর্ব্বপুরুষাণাং গুণসংযোগে সাধারণবিষয়ম্।

অস্যার্থঃ—স্বামী পুরুষ স্বীয় দৃশ্যের সহিত দর্শনের নিমিত্ত সংযুক্ত হইয়াছেন, এই সংযোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহার যে দৃশ্যের স্বরূপোপলব্ধি হয়, তাহাকে ভোগ বলে; আর দ্রষ্টার যে নিজস্বরূপোপলব্ধি তাহাকে অপবর্গ বলে। এই সংযোগ দর্শন কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়, (উক্ত উভয়বিধ দর্শন কার্য্যের শেষ হইলেই আর থাকে না); অতএব দর্শনকেই বিয়োগের কারণ বলা যায়। দর্শন অদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী; অতএব অদর্শনই সংযোগের হেতু বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু তথাপি দর্শনকে মোক্ষের কারণ বলা যায় না (কারণ মোক্ষ অন্য বস্তু নহে); অদর্শনের অভাব হইলেই বন্ধের অভাব হয়, ইহার নামই মোক্ষ। দর্শন সিদ্ধ হইলে, বন্ধকারণ যে অদর্শন তাহার নাশ হয়, কেবল এই নিমিত্তই দর্শনজ্ঞানকে কৈবল্যকারণ বলা যায়। এই যে অদর্শন, যাহাকে বন্ধকারণ বলা হইল, ইহা কি প্রকার? (১) ইহা কি গুণসকলের অধিকার স্বরূপ (অর্থাৎ পুরুষের ভোগসাধন-

রূপ স্বীয় নির্দ্দিষ্ট অধিকারে গুণসকল বর্ত্তমান থাকাকে বলে) ? (২) অথবা দৃক্‌শক্তিরূপ স্বামী পুরুষ মহদাদি পরিণাম সকলের দর্শন কার্য্য শেষ করিলে, প্রধান রূপে পরিণত চিত্তের যে উৎপত্তি-বিহীনতা, অর্থাৎ দৃশ্যবর্গ অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুরুষে লীন হইলে তাহাদের যে দর্শনাভাব হয়, ইহা কি সেই দর্শনাভাবস্বরূপ ? (৩) অথবা এই অদর্শন শব্দে কি গুণসকলের অর্থবত্তাকে বুঝায় ? (গুণসকল ভোগ্য অর্থরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়াকে বুঝায় ?) (৪) অথবা অবিদ্যা স্বীয় চিত্তের সহিত নিরুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও স্বীয় চিত্তের উৎপত্তির নিমিত্ত বীজভাব অবলম্বন করাকে কি বুঝায় ? (৫) অথবা প্রধানের স্থিতিসংস্কার দূর হইয়া গতি সংস্কারের (মহদাদিরূপে পরিণাম যে সংস্কার হইতে উদ্ভূত হয় তাহাব) অভিব্যক্তিই কি অদর্শন শব্দের অর্থ ? যৎসম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণেব এইরূপ উক্তি আছে, যে "প্রধান যদি কেবল স্থিতিসংস্কার বিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে মহদাদি বিকার উৎপত্তি না করাতে অপ্রধান হইয়া পড়ে। আবার যদি কেবল গতিসংস্কার বিশিষ্ট হইয়া চিরকাল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও বিকার সকলের (প্রধানবৎ) নিত্যতা হেতু, প্রধান অপ্রধান হইয়া পড়ে। অতএব গতি ও স্থিতি এই উভযবিধ প্রবৃত্তিই ইহার আছে, তাহাতেই প্রধান নাম সার্থক হইয়াছে ; অন্যথা হইত না। যাঁহারা পরমাণু প্রভৃতি কারণান্তর কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতেও যাহা মূল কারণ, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিচার খাটে" (৬) কেহ কেহ বলেন, দর্শন শক্তিকেই (অর্থাৎ গুণকার্য্যের দর্শন করিবার শক্তিকেই) অদর্শন বলা যায় ; তৎসম্বন্ধে এই শ্রুতি আছে যে "প্রধানের আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই প্রবৃত্তি হয়"। পুরুষ বোদ্ধব্য বিষয়েরই বোধ করিতে সমর্থ হওয়াতে, প্রধান বৃত্তিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে (অর্থাৎ মহদাদি বোদ্ধব্য বিষয়রূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে) পুরুষ তাঁহাকে দর্শন করেন না।

সর্ব্ববিধ কার্য্যোৎপাদন-সামর্থ্যবিশিষ্ট হইলেও প্রধান তৎকালে পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন না। (৭) কেহ কেহ বলেন যে, অদর্শনই উভয়ের ধর্ম্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি জড়রূপা; সুতরাং তাঁহার দর্শনসামর্থ্য নাই, এবং পুরুষও স্বরূপতঃ নির্গুণস্বভাব-অকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহারও দর্শন-কার্য্য নাই)। দর্শনকার্য্যটি আপাততঃ দৃশ্য প্রকৃতিবর্গের অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হইলেও, ইহা বাস্তবিক (প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত) পুরুষের প্রত্যয়কে (দর্শনকে) অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতিবর্গের অঙ্গীভূত ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় (দৃশ্যবর্গে পুরুষপ্রতিবিম্ব বর্ত্তমান হইয়াই জড়রূপা প্রকৃতির দর্শনসামর্থ্য উৎপাদন করেন)। আবার এই দর্শনকার্য্য পুরুষেব আত্মভূত ধর্ম্ম না হইলেও, বুদ্ধিতে (দৃশ্যেতে) অবস্থিত প্রত্যয়কে অবলম্বন করিযা ইহা পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া অবভাসিত হয়। (৮) কেহ কেহ বলেন যে, দর্শনজ্ঞানই (দৃশ্যবিষয়ের জ্ঞানই) অদর্শন। অর্থাৎ দৃশ্যেব জ্ঞান যে পর্য্যন্ত থাকে, সেই পর্য্যন্ত পুরুষের আত্মদর্শন হয় না। এই সমস্তই শাস্ত্রোক্ত বিকল্প মাত্র। (সমাধিপাদের ৯ম সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য), পুরুষের গুণসংযোগই এই সমস্ত বিকল্পের সাধারণ বিষয়, ভিন্ন ভাষায় ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষ্য।—যস্তু প্রত্যক্‌চেতনস্য স্ববুদ্ধিসংযোগঃ।

২৪শ সূত্র। **তস্য হেতুরবিদ্যা।**

দৃশ্যশক্তিব সহিত দৃক্‌শক্তির স্ব ইত্যাকার বুদ্ধি-সংযোগের হেতু অবিদ্যা।

ভাষ্য।—বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ। বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনা-বাসিতা ন কার্য্যনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি, সাধিকারা পুনরাবর্ত্ততে; সা তু পুরুষ-খ্যাতিপর্য্যবসানা কার্য্যনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি,

চরিতাধিকারা, নিবৃত্তাদর্শনা, বন্ধকারণাভাবান্ন পুনরাবর্ত্ততে। অত্র কশ্চিৎ ষণ্ডকোপাখ্যানেনোদ্ঘাটয়তি, মুগ্ধয়া ভার্য্যয়া অভিধীয়তে "ষণ্ডক আর্য্যপুত্র অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং নাহমিতি"? স তামাহ "মৃতস্তেঽহমপত্যমুৎপাদয়িষ্যামীতি"; তথেদং বিদ্যমানং জ্ঞানং চিত্তনিবৃত্তিং ন করোতি, বিনষ্টং করিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা? তত্রাচার্য্যদেশীয়ো বক্তি ননু বুদ্ধি-নিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, অদর্শনকারণাভাবাৎ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ, তচ্চা-দর্শনং বন্ধকারণং দর্শনান্নিবর্ত্ততে। তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, কিমর্থমস্থান এবাস্য মতিবিভ্রমঃ?

অস্যার্থ :—অবিদ্যাশব্দে বিপর্য্যয়জ্ঞান-বাসনা বুঝায়; (বিপর্য্যয় সমাধি-পাদের ৮ম সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। এই বিপর্য্যায়জ্ঞান বাসনা-বিশিষ্ট হওয়াতে, বুদ্ধি পুরুষ-সাক্ষাৎকাররূপ কার্য্যনিষ্ঠা প্রাপ্ত না হইয়া স্বীয় বহির্ম্মুখীন অধিকারে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়, পুরুষ-জ্ঞান লাভ হইলে ইহার কার্য্যের সমাপ্তি হয়, পরিণমিত হইবার শক্তি লুপ্ত হয়, অদর্শন (যাহা বন্ধের হেতু, তাহা) বিনষ্ট হয়, অতএব বন্ধকারণের অভাব হওয়ায় আর পুনর্ব্বার ইহার আবৃত্তি হয় না। এইস্থলে কোন নাস্তিক ব্যক্তি এইরূপ উপাখ্যান দ্বারা উপহাস করেন, যথা—কোন এক নপুংসক পুরুষের অনুরক্তা অল্পবুদ্ধি ভার্য্যা তাহাকে বলিয়াছিল, "হে আর্য্যপুত্র! আমার ভগিনী পুত্রবতী হইয়াছেন, আমি কেন হই না?" তখন বিশ্বাসী ভার্য্যাকে তাহার নপুংসক পতি বলিল যে, আমি মৃত হইয়া তোমার অপত্য উৎপাদন করিব। এইরূপ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিতে চিত্তাধিকারনিবৃত্তি ও মোক্ষ সাধন করিতে পারে না, বিনষ্ট হইলে করিবে, ইহার কি প্রত্যাশা? তদুত্তরে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় নাই এমন আচার্য্য

বলেন বুদ্ধির বহির্ম্মুখী বৃত্তি না হওয়াই মোক্ষ। (বুদ্ধি বিনষ্ট হয় না), অদর্শনরূপ কারণের অভাব হইলেই বুদ্ধির বৃত্তির অভাব হয়, অদর্শনই বন্ধের কারণ; আত্মদর্শন হইলে বুদ্ধির বৃত্তির অভাব হয় মাত্র। এই উত্তর প্রকৃত উত্তর নহে। চিত্তের স্বরূপে (অর্থাৎ পুরুষের দৃশ্যরূপে) অবস্থিতির সম্যক্ অভাবকেই মুক্তি বলে; পুরুষ নিত্যই মুক্তস্বভাব আছেন, বুদ্ধি তাঁহার মুক্তি সাধন করে না; পুরুষের বন্ধ ভ্রম মাত্র; চিত্ত স্বাধিকারে থাকা পর্য্যন্ত পুরুষের মুক্তস্বভাব প্রকাশিত হয় না; চিত্তের অধিকার বিনষ্ট হইয়া অবিদ্যাবীজ সম্যক্ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আর উক্ত ভ্রম থাকে না, (চিত্তের দৃশ্যরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হইলেই ইহাকেই মোক্ষ বলে)। অতএব নাস্তিকের উপহাস অযথা, তিনি না বুঝিয়া আত্মার মুক্তি বুদ্ধিসাধ্য মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ভাষ্য।—হেয়ং দুঃখং হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্ত-মুক্তং; অতঃপরং হানং বক্তব্যম্।

অস্যার্থ:—দুঃখ যাহা পরিহার করিতে হইবে; (হেয়) তাহা, এবং সংযোগ যাহা দুঃখের হেতু এবং তাহা যে নিমিত্ত হয় তাহা বলা হইল; অতঃপর "হান" বলা যাইতেছে।

২৫শ সূত্র। **তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং, তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।**

অবিদ্যার অভাব হইলে উক্ত সংযোগের অভাব হয়, ইহাকেই হান (বন্ধের আত্যন্তিক উপশান্তি) বলে, ইহাই দ্রষ্টা পুরুষের কৈবল্য।

ভাষ্য।—তস্যাদর্শনস্যাভাবাৎ বুদ্ধিপুরুষসংযোগাভাবঃ আত্যন্তিকো বন্ধনোপরম ইত্যর্থঃ; এতদ্ হানং, তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্, পুরুষস্যামিশ্রীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ। দুঃখকারণ-

নিবৃত্তৌ দুঃখোপরমো হানং, তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যুক্তম্।

অস্যার্থ ঃ—সেই অদর্শনের (অবিদ্যারূপ অদর্শনের) অভাব হইলে বুদ্ধি এবং পুরুষের সংযোগেরও অভাব হয়, ইহাই বন্ধের আত্যন্তিক উপরম, ইহাকেই হান বলে; ইহাই পুরুষের কৈবল্য বলিয়া উক্ত হয়; ইহা পুরুষের স্বরূপগত শ্রীভাব, (পূর্ণ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্নাবস্থা), ইহার পরে আর গুণের সহিত সংযোগসম্বন্ধ হয় না। ইহাই সূত্রার্থ। দুঃখের কারণ বিনষ্ট হইলেই দুঃখের উপরম অর্থাৎ হান হয়, এই অবস্থায় পুরুষ স্বীয় নির্ম্মল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এইরূপ বলা হয়।

ভাষ্য।—অথ হানস্য কঃ প্রাপ্ত্যুপায় ইতি?

অস্যার্থ ঃ—হানের প্রাপ্তির উপায় কি, তাহা বলা যাইতেছে।

২৬শ সূত্র। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।

বিবেক জ্ঞান অবাধে প্রবর্ত্তিত হইলে, তাহা হইতে উক্ত হান উপস্থিত হয়।

ভাষ্য।—সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ, সা ত্বনিবৃত্ত মিথ্যাজ্ঞানা প্লবতে; যদা মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যপ্রসবং সম্পদ্যতে, তদা বিধূতক্লেশরজসঃ সত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে, পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহো নির্ম্মলো ভবতি। সা বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানস্যোপায়ঃ; ততো মিথ্যাজ্ঞানস্য দগ্ধ-বীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ। ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হান-স্যোপায় ইতি।

অস্যার্থ ঃ—বিবেকখ্যাতি শব্দের অর্থ বুদ্ধি হইতে পুরুষ বিভিন্ন বলিয়া

বোধ; মিথ্যাজ্ঞান (বুদ্ধির সহিত পুরুষের একাত্মতা বোধ) দূরীভূত না হইলে ঐ বিবেকখ্যাতি স্থিররূপে থাকিতে পারে না; যখন এই মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রসবশক্তিবিহীন হয়, তখন রজঃস্বরূপ ক্লেশমলা বিধূত হইয়া সত্ত্বের সম্পূর্ণ বাধারহিতভাবে কার্য্যের ক্ষমতা জন্মে; চিত্তের এই শ্রেষ্ঠ বশীকার অবস্থা কোন পুরুষের উপস্থিত হইলে, তাঁহার বিবেকজ্ঞানপ্রবাহ নির্ম্মলরূপে অবাধে প্রবর্ত্তিত হয়; বিবেকখ্যাতি (বিবেকজ্ঞান) এইরূপে স্থায়ী ভাব প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে হান উপজাত হয়। ইহা দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের বীজভাব সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়, পুনরায় প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব এই বাধাবিবর্জিত বিবেকখ্যাতিই মোক্ষের পন্থা, হানের উপায়।

২৭শ সূত্র। **তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা।**

বিবেকজ্ঞান যে পুরুষের উদয় হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞার কল্যাণপ্রদ পরপর সাতটি ভূমি (অবস্থা) আছে।

ভাষ্য।—তস্যেতি প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যাম্নায়ঃ; সপ্তধেতি অশুদ্ধ্যাবরণমলাপগমাচ্চিত্তস্য প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদে সতি, সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি; তদ্‌যথা—পরিজ্ঞাতং হেয়ং, নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি। ১। ক্ষীণা হেয়হেতবো, ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি। ২। সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্। ৩। ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ। ৪। ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্যা বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ। ১। গুণা গিরিশিখরকূটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ, স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ, সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি; নচৈষাং বিপ্র-

লীনানাং পুনরস্ত্যুৎপাদঃ, প্রয়োজনাভাবাদিতি ।২। এতস্যামবস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষঃ ইতি ।৩। এতাং সপ্তবিধাং প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞামনুপশ্যন্ পুরুষঃ কুশল ইত্যাখ্যায়তে; প্রতিপ্রসবেঽপি চিত্তস্য, মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদিতি।

অস্যার্থঃ—সূত্রে "তস্য" শব্দে "বিবেকজ্ঞান উদয় হইযাছে এমন পুরুষের" অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। চিত্তের অশুদ্ধিজনক আববক বজঃ ও তমোরূপ মল। অপগত হইলে, আর তদনুরূপ প্রত্যয়েব উদয হয না। তদবস্থায উপনীত বিবেকী পুরুষের প্রজ্ঞা ক্রমশঃ সপ্তবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা—(১) হেয় (দুঃখবহুল সংসাব) সমস্তই পরিজ্ঞাত হইযাছে, জানিতে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। (২) হেয়ের মূল কাবণ অবিদ্যাদি ক্ষীণ হইয়াছে, ক্ষয ক্বিতে অবশিষ্ট আব কিছুই নাই। (৩) নিবোধ-সমাধি দ্বারা হান সাক্ষাৎ কবিযাছি। (৪) দৃশ্যবর্গ হইতে পুরুষেব পার্থক্যবোধস্বরূপ যে বিবেকজ্ঞানরূপ হানোপায তাহা সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই চাবিটি অবস্থায় প্রজ্ঞাব কার্য্য (যত্নবিশেষ) থাকে, (অর্থাৎ পুরুষকার পূর্ব্বক সাধন এই চারিভূমিতে থাকে)। এই অবস্থা-চতুষ্টয় অতিক্রান্ত হইলে, চিত্তবিমোচনের ত্রিবিধ ভূমি আছে। যথা—(১) বুদ্ধিব অধিকার (কার্য্য) শেষ হইয়াছে। (২) গুণসকল গিরিশিখরাগ্রভাগচ্যুত প্রস্তর সকলের ন্যায় আশ্রয় না পাইয়া প্রলয়াভিমুখী হইযা স্বকারণ প্রকৃতির সহিত অস্তমিত হইতেছে, ইহারা লীন হইলে প্রয়োজনাভাবে আর উৎপত্তিপ্রাপ্ত হইবে না। (৩) এই অবস্থায় অবস্থিত হইলে, পুরুষ গুণসম্বন্ধাতীত হইয়া স্বীয় নির্ম্মল চেতনাত্মকরূপে অবস্থিত হয়েন, এবং তাঁহাকে কেবলী বলা যায়। উক্ত সপ্তবিধ প্রাপ্তভূমিবিশিষ্ট প্রজ্ঞা

দর্শন করিতে পুরুষ কুশল নামে আখ্যাত হয়েন। চিত্তের প্রতিপ্রসব হওয়াতে (অর্থাৎ কার্য্যজননশক্তির সম্যক্ বিনাশ হইলে) পুরুষ মুক্ত এবং কুশলরূপে অবস্থিতি করেন, কারণ তিনি তখন প্রকৃত গুণাতীতত্ব লাভ করেন। (পুরুষের দৃশ্যরূপে—পুরুষ হইতে পৃথক্‌রূপে যে অবস্থিতি, ইহাই চিত্তের চিত্তত্ব; ইহারই বিনাশ হয়; চিত্তের সম্যক্ বিনাশ হয় না। এতৎসম্বন্ধে এই সাধনপাদের ১০ ও ২১ সূত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য।—সিদ্ধা ভবতি বিবেকখ্যাতির্হানোপায়ঃ, ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনমিত্যেতদারভ্যতে।

অস্যার্থঃ—বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় সিদ্ধ হয়, কিন্তু সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ হয় না; (অতএব সাধন-বর্ণন এক্ষণে আরম্ভ হইতেছে)।

২৮শ সূত্র। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

যোগাঙ্গসকলের অনুষ্ঠান হইতে রজঃ ও তমোরূপ অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে, জ্ঞান দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত বিবেকখ্যাতির উদয় হয়।

ভাষ্য।—যোগাঙ্গানি অষ্টাবভিধায়িষ্যমানানি, তেষামনুষ্ঠানাৎ পঞ্চপর্ব্বণো বিপর্য্যয়স্যাশুদ্ধিরূপস্য ক্ষয়ঃ নাশঃ, তৎক্ষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানস্যাভিব্যক্তিঃ। যথা যথা চ সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে, তথা তথা তনুত্বমশুদ্ধিরাপদ্যতে; যথা যথা চ ক্ষীয়তে, তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তির্বিবর্দ্ধতে। সা খল্বেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবতি আ বিবেকখ্যাতেঃ, আ গুণ-পুরুষস্বরূপবিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশুদ্ধের্বিয়োগকারণং, যথা পরশুশ্ছেদ্যস্য; বিবেকখ্যাতেস্তু প্রাপ্তিকারণং, যথা ধর্ম্মঃ সুখস্য,

নান্যথা কারণম্। কতি চৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবন্তি? নবৈবেত্যাহ, তদ্‌যথা,"উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ। বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্" ইতি। তত্রোৎপত্তি-কারণং মনো ভবতি বিজ্ঞানস্য, স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুষার্থতা, শরীরস্যেবাহার ইতি। অভিব্যক্তিকারণং, যথা রূপস্যালোকস্তথা রূপজ্ঞানম্। বিকারকারণং মনসো বিষয়ান্তরং, যথাঽগ্নিঃ পাক্যস্য। প্রত্যয়কারণং ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্য। প্রাপ্তিকারণং যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিয়োগকাবণং তদেবাশুদ্ধেঃ। অন্যত্বকারণং যথা সুবর্ণস্য সুবর্ণকারঃ। এবমেকস্য স্ত্রীপ্রত্যয়স্য অবিদ্যা মূঢ়ত্বে, দ্বেষো দুঃখত্বে, বাগঃ সুখত্বে; তত্ত্বজ্ঞানং মাধ্যস্থ্যে। ধৃতিকারণং শরীরমিন্দ্রিয়াণাং,তানি চ তস্য,মহাভূতানি শরীরাণাং, তানি চ পরস্পরং সর্ব্বেষাং, তৈর্য্যগ্‌যৌনমানুষদৈবতানি চ পর-স্পরার্থত্বাৎ। ইত্যেবং নব কারণানি। তানি চ যথাসম্ভবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানন্তু দ্বিধৈব কারণত্বং লভতে ইতি।

অস্যার্থ :—যোগাঙ্গ আটটি, তাহা পবে বলা হইবে, উহাদেব অনুষ্ঠান দ্বাবা পঞ্চবিধ বিপর্য্যয় (যাহা চিত্তের মলারূপ, তাহা) বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাদের ক্ষয় হইলে সম্যক্‌জ্ঞানেব উদয় হয়। যেমন যেমন এই সকল যোগাঙ্গ-সাধন অনুষ্ঠিত হইতে থাকে,তদ্রূপ উক্ত অশুদ্ধি তনুভাব (হীনপ্রভ অবস্থা, সাধনপাদ ৪র্থ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য) প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন যেমন অশুদ্ধি সকল ক্ষীণ হইতে থাকে, তদ্রূপ ক্রমশঃ জ্ঞানেরও দীপ্তি বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, এইরূপ বৃদ্ধি হইতে হইতে অবশেষে বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ

গুণ ও পুরুষের ভেদবিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান অশুদ্ধির "বিয়োগ-কারণ" , যেমন কুঠার ছেদ্যবস্তুর বিয়োগকারণ, ইহাও তদ্রূপ। এই যোগাঙ্গানুষ্ঠান কিন্তু বিবেকখ্যাতির "প্রাপ্তিকারণ" ; যেমন সুখের কারণ ধর্ম্ম ; যোগাঙ্গানুষ্ঠান এইরূপেই উক্ত উভয়ের কারণ হয়। শাস্ত্রে কত প্রকার কারণ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা হইতেছে ঃ—কারণ নয় প্রকার যথা,—উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি, বিকার, প্রত্যয়, আপ্তি (প্রাপ্তি), বিয়োগ, অন্যত্ব (ভেদ) ও ধৃতি ; কারণ এই নয় প্রকার বলিয়া উক্ত আছে। তন্মধ্যে উৎপত্তিকারণ; যেমন মনঃ জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। স্থিতিকারণ , যেমন আহার শরীরের স্থিতিকারণ, যেমন পুরুষার্থতা (পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধন) মনের স্থিতিকারণ। অভিব্যক্তি কারণ ; যথা—আলোক হইতে রূপ প্রকাশ পায়, রূপজ্ঞানের অভিব্যক্তি-কারণ আলোক। বিকারকারণ ; যথা—তণ্ডুলাদি পাক্যবস্তুর অন্নরূপে বিকার প্রাপ্তির কারণ অগ্নি , তদ্রূপ বিষয়ান্তর মনের বিকারকারণ (মনঃ যে বিষয় চিন্তা করে, বিষয়ান্তর উপস্থিত হইলে, চিন্তনীয় বস্তুর রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়াকারে প্রবর্ত্তিত হয়, ঐ বিষয়ান্তরই মনের ঐ বিকারের কারণ)। প্রত্যয়কারণ, যথা—পর্ব্বতে ধূমজ্ঞান তথায় অগ্নি জ্ঞানের প্রত্যয়কারণ। প্রাপ্তিকারণ, যেমন বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তিকারণ যোগাঙ্গানুষ্ঠান। বিয়োগকারণ ; যথা—অশুদ্ধির বিয়োগকারণ যোগাঙ্গানুষ্ঠান। অন্যত্বকারণ যথা—সুবর্ণের অন্যত্বকারণ সুবর্ণকার। এইরূপ একই স্ত্রীজ্ঞান, দর্শকপুরুষের অবিদ্যা থাকিলে, মোহ উৎপাদন করে ; দ্বেষ থাকিলে, দুঃখ জন্মায় ; অনুরাগ থাকিলে, সুখ জন্মায় ; তত্ত্বজ্ঞান থাকিলে, ঔদাসীন্য বুদ্ধি জন্মায়। ধৃতিকারণ, যথা, শরীর ইন্দ্রিয়সকলের, এবং ইন্দ্রিয়সকল পুনরায় শরীরের ধৃতিকারণ। মহাভূতসকলও এইরূপ শরীরসকলের এবং শরীরসকলও পরস্পর সকলের ধৃতিকারণ (কারণ পশু,

পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতিব শরীরসকল পবস্পরেব আহার্য্য হইয়া পরস্পরের পুষ্টিসাধন কবে)। এইরূপে কাবণ নয় প্রকার, পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্ত ভিন্ন অপরাপর স্থলেও যথাসম্ভব উক্ত কারণ সকলেব যোজনা করিতে হয়। তন্মধ্যে দুইরূপে (প্রাপ্তিকাবণ ও বিযোগকারণরূপে) মাত্র যোগাঙ্গানুষ্ঠানেব কারণত্ব আছে।

ভাষ্য।—তত্র যোগাঙ্গান্যবধার্য্যন্তে।

অস্যার্থঃ—যোগাঙ্গ কি কি, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা যাইতেছে।

২৯শ সূত্র। **যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।**

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধাবণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটিকে যোগাঙ্গ বলা যায়।

ভাষ্য।—যথাক্রমমেতেষামনুষ্ঠানং স্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামঃ।

অস্যার্থঃ—যথাক্রমে ইহাদিগেব অনুষ্ঠান ও স্বরূপ বর্ণনা করা যাইতেছে।

৩০শ সূত্র। **অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।**

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাচটিকে যম বলে।

ভাষ্য।—তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ, উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মূলাঃ তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎপ্রতিপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে, তদবদাতরূপকরণায়ৈবোপাদীয়ন্তে। তথাচোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে, তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি"। সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে, যথাদৃষ্টং তথানুমিতং যথাশ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি। পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা, সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা

ভবেদিতি এষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়। যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যাৎ, ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ; তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টতমং প্রাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ। স্তেয়ম্ অশাস্ত্রপূর্ব্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্; তৎপ্রতিষেধঃ পুনর-স্পৃহারূপমস্তেয়মিতি। ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ। বিষয়াণামর্জ্জনরক্ষণক্ষয়সঙ্গহিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ। ইত্যেতে যমাঃ।

অস্যার্থঃ—সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বকালে প্রাণিগণের প্রতি বিদ্রোহিভাব পরিত্যাগকে অহিংসা বলে; সূত্রে অহিংসার পরে উল্লিখিত যম ও নিয়ম সকলের মূল এই অহিংসা; এই অহিংসাসিদ্ধির নিমিত্ত, ইহাকে সম্যক্ আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে, এই সকলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এই অহিংসাকেই নির্ম্মল করিবার নিমিত্ত তৎসমস্তের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে, "এই ব্রাহ্মণ যেমন যেমন সত্যাদি বহুব্রতের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তেমনি তেমনি প্রমাদবশতঃ কৃত হিংসা ও প্রাণিবধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া,ঐ অহিংসাবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করেন।" বাক্য এবং মনঃ যথার্থ হইলে, তাহাকে সত্য বলে, অর্থাৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ, যেরূপ অনুমান, যেরূপ শ্রবণ হইয়াছে, তদ্রূপই বাক্য এবং মনঃ হইলে, তাহাকে সত্য বলে। স্বীয়বোধ অপরে সংক্রান্ত করিবার নিমিত্ত বাক্য উক্ত হয়; সেই বাক্য যদি বঞ্চনানিমিত্তক, অথবা ভ্রান্ত, অথবা শ্রোতার অযথার্থ জ্ঞানোৎপাদক না হয়, আর ইহা যদি সর্ব্বভূতের উপকারার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, জীবগণের বিনাশের নিমিত্ত না হয়, তবেই ইহাকে সত্য বলে। যদি বাক্য উক্তপ্রকারে উক্ত হইয়াও প্রাণিহিংসাপর হয়,

তবে তাহা সত্য নহে, ইহা পাপস্বরূপ, ইহা পুণ্যাভাস মাত্র; এই অপুণ্য কর্ম্মের দ্বারা নরকপ্রাপ্তিই সংঘটিত হয়। অতএব সকল প্রাণীব হিত যাহাতে সাধিত হয়, এমন সত্যবাক্য বলিবে। অবিধিপূর্ব্বক পবেব দ্রব্য আত্মসাৎ করাকে স্তেয় বলে, ইহার প্রতিষেধরূপ লোভশূন্যতাকে অস্তেয় বলে। গুপ্ত ইন্দ্রিয় উপস্থের সংযমকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। বিষয়ে উপাজ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা রূপ দোষ দর্শন করিয়া, তাহা আত্মসাৎ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। এই অহিংসাদিব নাম যম।

ভাষ্য।—তে তু।

৩১শ সূত্র। জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।

পূর্ব্বোক্ত অহিংসাদি অনুষ্ঠান যদি জাতি, দেশ, কাল দ্বাবা সীমাবদ্ধ না হইয়া সার্ব্বভৌমিক হয়, তবে তাহাকে "মহাব্রত" বলে।

ভাষ্য।—তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না মৎস্যবন্ধকস্য মৎস্যেষ্বেব নান্যত্র হিংসা; সৈব দেশাবচ্ছিন্না, ন তীর্থে হনিষ্যামীতি; সৈব কালাবচ্ছিন্না, ন চতুর্দ্দশ্যাং ন পুণ্যেঽহনি হনিষ্যামীতি; সৈব ত্রিভিরুপরতস্য সময়াবচ্ছিন্না, দেবব্রাহ্মণার্থে নান্যথা হনিষ্যামীতি, যথা চ ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধ এব হিংসা নান্যত্রেতি। এভির্জ্জাতিদেশকালসময়ৈরনবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সর্ব্বথৈব পরিপালনীয়াঃ, সর্ব্বভূমিষু সর্ব্ববিষয়েষু সর্ব্বথৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে।

অস্যার্থঃ—তন্মধ্যে অহিংসা জাতিদ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে; যেমন ধীবরগণ মৎস্যজাতির হিংসা করে, অপর জাতির হিংসা করে না, অহিংসা এইরূপে দেশদ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে, যেমন তীর্থে হিংসা করিব

না; কালদ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পাবে; যেমন চতুর্দ্দশী-তিথিতে এবং পুণ্যাহে জীব-হিংসা করিব না; উক্ত ত্রিবিধরূপে অহিংসা আচরিত না হইযাও সময় (নিয়ম) দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে; যেমন কেবল দেবতা ও ব্রাহ্মণার্থে জীব-হিংসা করিব, অন্য কোন প্রয়োজনে করিব না; যেমন ক্ষত্রিযদিগের যুদ্ধ উপলক্ষেই জীব-হিংসা, অন্যত্র নহে। এই জাতি, দেশ, কাল ও নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ না করিয়া অহিংসাদি ব্রত সর্ব্বপ্রকারে পালন কবা কর্ত্তব্য, সকল বিষযে, সকল প্রকারে ব্যভিচারশূন্য হইলেই, ইহাবা সার্ব্বভৌমিক হয়, তখন ইহাদিগকে মহাব্রত বলা যায।

৩২শ স্ত্র। **শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।**

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পঞ্চকে "নিয়ম" বলা যায।

ভাষ্য।—তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্। সন্তোষঃ সন্নিহিত-সাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা। তপঃ দ্বন্দ্বসহনম্, দ্বন্দ্বশ্চ জিঘৎসা-পিপাসে, শীতোষ্ণে, স্থানাসনে, কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ; ব্রতানি চৈব যথাযোগং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণসান্তপনাদীনি। স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষ-শাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরম-গুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণম্। "শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তো-ঽমৃতভোগভাগী"। যত্রেদমুক্তং "ততঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমোঽ-প্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি।

অস্যার্থ:—তন্মধ্যে মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা মার্জ্জনজনিত শৌচ এবং পবিত্র আহার (পঞ্চগব্যাদি পান ইত্যাদি), এইসকল বাহ্য শৌচ। চিত্তের

মলা দূর করাকে আভ্যন্তরিক শৌচ বলে। যাহা লব্ধ হইয়াছে, তদধিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাশূন্যতাকে সন্তোষ বলে। দ্বন্দ্বসহনকে তপস্যা বলে, দ্বন্দ্ব যথা,—ক্ষুধা-পিপাসা, শীতোষ্ণ, উত্থানোপবেশন, কাষ্ঠমৌন (ইঙ্গিত দ্বারাও অভিপ্রায় প্রকাশ না করা) এবং আকারমৌন (কেবল কথা না বলা), যথাযোগ্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ-সান্তপন ইত্যাদি ব্রত। উপনিষদাদি মোক্ষ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অথবা প্রণবের জপকে স্বাধ্যায় বলে। পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করাকে ঈশ্বর-প্রণিধান বলে। "ঈশ্বরপ্রণি-ধানকারী পুরুষ শয়নই করুন অথবা বসিয়াই থাকুন অথবা পথে পথে ভ্রমণই করুন, তিনি সর্ব্বদাই আত্মস্থ থাকেন, তাঁহার বিতর্ক সমস্ত নষ্ট হইয়াছে, অবিদ্যাদি সংসারবীজের ক্ষয় অনুভব করিয়া তিনি নিত্য মুক্তস্বভাব ও ব্রহ্মানন্দ-ভোগী হয়েন।" এই বিষয়ে গ্রন্থকার সমাধিপাদের ২৯শ সংখ্যক সূত্রে বলিয়াছেন "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়া-ভাবশ্চ" (এই সূত্র পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)।

ভাষ্য।—এতেষাং যমনিয়মানাম্।

৩৩শ সূত্র। **বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।**

এই সকল যম, নিয়ম, বিতর্ক দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতি-পক্ষভাবনা করিবে (তাহার দোষ চিন্তা করিবে)।

ভাষ্য।—যদাস্য ব্রাহ্মণস্য হিংসাদয়ো বিতর্কা জায়েরন্, হনিষ্যা-ম্যহমপকারিণম্, অনৃতমপি বক্ষ্যামি, দ্রব্যমপ্যস্য স্বীকরিষ্যামি, দারেষু চাস্য ব্যবায়ী ভবিষ্যামি, পরিগ্রহেষু চাস্য স্বামী ভবিষ্যামীতি। এবমুন্মার্গপ্রবণ-বিতর্কজ্বরেণাতিদীপ্তেন বাধ্যমান-স্তৎপ্রতিপক্ষান্ ভাবয়েৎ। ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া শরণমুপাগতঃ সর্ব্বভূতাভয়প্রদানেন যোগধর্ম্মঃ, স খল্বহং

ত্যক্ত্বা বিতর্কান্ পুনস্তানাদদানস্তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন ইতি ভাবয়েৎ, যথা শ্বা বান্তাবলেহী, তথা ত্যক্তস্য পুনরাদদান ইতি। এবমাদি সূত্রান্তরেম্বপি যোজ্যম্।

অস্যার্থ ঃ—যদি এই ব্রাহ্মণের হিংসাদি বিতর্ক উপস্থিত হয়,যথা,—অপকারী ব্যক্তিকে বিনাশ করিব, ইহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করিব, ইহার ধন অপহরণ করিব, ইহার স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিব, ইহার সমস্ত বিত্ত অধিকার করিব , তবে এইরূপ উন্মার্গগামী বিতর্ক দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সাধনপথে বাধা প্রাপ্ত হইলে, ইহাদিগের প্রতিপক্ষচিন্তা এইরূপ করিবে, যথা,—ভীষণ সংসাবানলে দহ্যমান হইয়া আমি সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ যোগধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছি, সেই আমিই কি না কুকুর যেমন বমন কবিয়া সেই বমন পুনরায় ভক্ষণ করে, তদ্রূপ হিংসাদি বিতর্ক সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া, কুকুরতুল্য হইয়া পড়িলাম। অন্যান্য সূত্রেও প্রতিপক্ষভাবনা এইরূপ যোগ করিয়া সূত্রার্থ অবধারণ করিবে।

৩৪শ সূত্র। বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভ-ক্রোধ-মোহ-পূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা, ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।

পূর্ব্বোক্ত হিংসা প্রভৃতিকে বিতর্ক বলে। এই হিংসাদি নিজেব দ্বারা কৃত হউক, অথবা অন্যের দ্বারা করান হউক, অথবা অন্য কর্ত্তৃক কৃত হইলে অনুমোদিত হউক, ইহারা বিতর্ক মধ্যে গণ্য ; ইহারা প্রত্যেকে লোভ, ক্রোধ এবং মোহ হইতে উপজাত হয় ; ইহারা মৃদু, মধ্যম, ও তীব্র এই ত্রিবিধ অবস্থাসম্পন্ন ; ইহারা অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানরূপ ফল উৎপাদন করে ; অতএব ইহারা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। এইরূপ চিন্তাকে প্রতিপক্ষভাবন বলে।

ভাষ্য।—তত্র হিংসা তাবৎ কৃতা কারিতাঽনুমোদিতেতি ত্রিধা; একৈকা পুনস্ত্রিধা; লোভেন মাংসচর্ম্মার্থেন, ক্রোধেন অপকৃত-মনেনেতি, মোহেন ধর্ম্মো মে ভবিষ্যতীতি। লোভক্রোধ-মোহাঃ পুনস্ত্রিবিধাঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রা ইতি; এবং সপ্তবিংশতিভেদা ভবন্তি হিংসায়াঃ। মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ পুনস্ত্রিধা, মৃদুমৃদুঃ, মধ্যমৃদুং, তীব্রমৃদুরিতি; তথা মৃদুমধ্যঃ, মধ্যমধ্যঃ, তীব্রমধ্য ইতি, তথা মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্রঃ ইতি; এবমেকাশীতিভেদা হিংসা ভবতি। সা পুনর্নিয়ম-বিকল্প-সমুচ্চয়-ভেদাদসঙ্খ্যেযা, প্রাণভৃদ্ভেদস্যাপরিসঙ্খ্যেয়ত্বাদিতি। এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যম্। তে খল্বমী বিতর্কা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা, ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্, দুঃখমজ্ঞানঞ্চানন্তফলং যেষামিতি প্রতিপক্ষভাবনম্। তথাচ হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্ বধ্যস্য বীর্য্যমাক্ষিপতি, ততঃ শস্ত্রাদি-নিপাতেন দুঃখয়তি,ততো জীবিতাদপি মোচয়তি। ততো বীর্য্যাক্ষে-পাদস্য চেতনাচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীর্য্যং ভবতি, দুঃখোৎপাদান্ন-রকতির্য্যক্প্রেতাদিষু দুঃখমনুভবতি, জীবিতব্যপরোপণাৎ প্রতি-ক্ষণঞ্চ জীবিতাত্যয়ে বর্ত্তমানো মরণমিচ্ছন্নপি দুঃখবিপাকস্য নিয়ত-বিপাক-বেদনীয়ত্বাৎ কথঞ্চিদেবোচ্ছ্বসিতি; যদি চ কথঞ্চিৎ পুণ্যাবাপগতা হিংসা ভবেৎ তত্র সুখপ্রাপ্তৌ ভবেদল্পায়ুরিতি। এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যং যথাসম্ভবম্। এবং বিতর্কাণাং চামু-মেবানুগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবয়ন্ন বিতর্কেষু মনঃ প্রণিদধীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্ হেতোর্হেয়া বিতর্কাঃ।

অস্যার্থ :—তন্মধ্যে হিংসা তিন প্রকার, কৃত, কারিত ও অনুমোদিত;

এই প্রত্যেকটি আবার ত্রিবিধ; যথা, লোভহেতুক (যেমন মাংস ও চর্ম্ম ইত্যাদির নিমিত্ত), ক্রোধহেতুক (যেমন এই ব্যক্তি অপকার করিয়াছে, এই নিমিত্ত), অথবা মোহহেতুক (যেমন বধের দ্বারা আমার ধর্ম্ম হইবে, এইরূপ মূঢ়বুদ্ধি হইয়া; অথবা অনবধানতা বশতঃ)। লোভ, ক্রোধ ও মোহ পুনরায় প্রত্যেকে ত্রিবিধ; মৃদু, মধ্য ও তীব্র; এই প্রকারে হিংসা ২৭ প্রকার; মৃদু, মধ্য ও তীব্র পুনরায় প্রত্যেকে তিন প্রকার, যথা, মৃদু-মৃদু, মধ্যমৃদু ও তীব্রমৃদু; মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য ও তীব্রমধ্য; মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও তীব্রতীব্র; এইরূপে হিংসা ৮১ প্রকার। তাহা পুনরায় নিয়ম, বিকল্প ও সমুচ্চয়ভেদে অসংখ্য; কারণ প্রাণিগণ অসংখ্যপ্রকার ভেদযুক্ত। (নিয়ম, যথা,—বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা বিশেষ শ্রেণীর জীবকে মাত্র হিংসা করিব; বিকল্প, যথা,—বিশেষ শ্রেণীর জীবহিংসা করিব না; সমুচ্চয়, যথা,—সকলকেই হিংসা করিব)। অসত্য প্রভৃতিতেও এইরূপ অনন্তভেদ বুঝিতে হইবে। এই সকল বিতর্ক অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানরূপ ফল উৎপাদন করে; এইরূপ চিন্তাকেই প্রতিপক্ষভাবনা বলে। তাহা এইরূপ; যথা,—হিংসক প্রথমতঃ বধ্যজীবের বীর্য্য বিনাশ করে, তৎপরে শস্ত্রাঘাত দ্বারা পীড়া দান করে, তৎপরে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। বধ্যজীবের তেজোহানি করাতে হিংসকের ভোগ্য চেতনাচেতন সকলপ্রকার সামগ্রী ক্ষীণবীর্য্য হয়; বধ্যের দুঃখোৎপাদনহেতু হিংসক নরক, তির্য্যক্‌যোনি ও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া দুঃখানুভব করে; জীবন বিনাশ করাতে, জীবিত থাকিয়াও প্রতিক্ষণে মরণ ইচ্ছা করিতে থাকে; কিন্তু কৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী দুঃখফল ভোগ করিতেই হইবে; এই নিমিত্ত মৃত্যু হয় না; অতি কষ্টে জীবন ধারণ করে; যদি হিংসার সহিত পুণ্য মিশ্রিত থাকে, তবে অল্পায়ুঃ হইয়া পুণ্য-জনিত সুখ অল্পকাল মাত্র ভোগ করিতে পারে। এইরূপ অসত্যাদিস্থলেও যথাসম্ভব বিচারের যোজনা করিবে। এই প্রকারে বিতর্কসকলের অনিষ্টকর বিপাক

চিন্তা করিয়া, বিতর্ক হইতে মনকে বিমুখ করিবে। প্রতিপক্ষভাবনারূপ হেতুদ্বারা বিতর্কসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য। যদা স্যুরপ্রসবধর্ম্মাণস্তদা তৎকৃতমৈশ্বর্য্যং যোগিনঃ সিদ্ধিসূচকং ভবতি, তদ্ যথা—

অস্যার্থ ঃ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যখন বিতর্কসকল অঙ্কুরশক্তিরহিত হয়, তখন তন্নিমিত্ত নানাবিধ ঐশ্বর্য্য উপস্থিত হইয়া যোগীদিগের সিদ্ধি উপস্থিত বলিয়া পরিচয় দেয়। সিদ্ধি সকল বর্ণিত হইতেছে।

৩৫শ সূত্র। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

ভাষ্য।—সর্ব্বপ্রাণিনাং ভবতি।

অহিংসাবৃত্তি স্থিরতর হইলে, সাধকের সম্বন্ধে অপর সমুদায় জন্তুর হিংসাবৃত্তি দূরীভূত হয়।

৩৬শ সূত্র। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

সত্যব্রত প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্রিয়াফলদানের সামর্থ্য জন্মে।

ভাষ্য।—ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গম্প্রাপ্নোতি অমোঘাঽস্য বাগ্ভবতি।

অস্যার্থ ঃ—সত্যব্রতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি কাহাকেও বলেন তুমি ধাম্মিক হও, তবে সে ধার্ম্মিকই হয়; যদি বলেন স্বর্গলাভ কর, তবে তাহার স্বর্গলাভই হয়; ইঁহার বাক্য অব্যর্থ হয়।

৩৭শ সূত্র। অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

ভাষ্য।—সর্ব্বদিক্স্থান্যস্যোপতিষ্ঠন্তে রত্নানি।

অস্যার্থ ঃ—অস্তেয়ব্রত প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের নিকট সর্ব্বদেশস্থিত রত্নসকল (ইচ্ছামাত্রই) উপস্থিত হয়।

৩৮শ সূত্র। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয় (অসাধারণ, অলৌকিক কার্য্য করিতে ক্ষমতা জন্মে)।

ভাষ্য।—যস্য লাভাদপ্রতিঘান্ গুণানুৎকর্ষয়তি. সিদ্ধশ্চ. বিনয়েষু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থোভবতীতি।

অস্যার্থঃ—এই বীর্য্যলাভ দ্বারা সাধনানুকূল গুণসকল অবাধমান হইযা পরমোৎকষ লাভ করে, নানাবিধ সিদ্ধি উপজাত হয়, এবং শিষ্য-দিগেব প্রতি জ্ঞানসঞ্চার করিতে সামর্থ্য জন্মে।

৩৯শ সূত্র। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ।

অপরিগ্রহব্রত প্রতিষ্ঠিত হইলে, অতীতানাগত ও বর্ত্তমান জন্মেব বিবরণ জানা যায়।

ভাষ্য।—অস্য ভবতি। কোঽহমাসং কথমহমাসং, কিংস্বি-দিদং, কথংস্বিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি; এবমস্য পূর্ব্বান্তপরান্তমধ্যেষ্বাত্মভাবজিজ্ঞাসা স্বরূপেণোপাবর্ত্ততে। এতা যমস্থৈর্য্যে সিদ্ধয়ঃ। নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ।

অস্যার্থঃ—"অস্য ভবতি" পদ সূত্রের সহিত যোগ করিয়া সূত্রার্থ করিতে হইবে। আমি কে ছিলাম, কি প্রকার ছিলাম, এই জন্মই বা কিরূপ, কি নিমিত্তই বা এই জন্ম হইল, ভবিষ্যৎ জন্মে কি হইব, কি নিমিত্তই বা হইব, এইরূপে পূর্ব্ব, পর ও বর্ত্তমান জন্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়া তাহা যথাযথরূপে প্রকাশ পায়। যমপ্রতিষ্ঠিত হইলে এই সকল সিদ্ধি উপস্থিত হয়। নিয়মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা যে সকল সিদ্ধি জন্মে তাহা বলিতেছি।

৪০শ সূত্র। শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।

বাহ্যশৌচ সিদ্ধ হইলে নিজ দেহেও ঘৃণা জন্মে; সুতরাং পরকীয় দেহ-সংস্পর্শবিষয়ে অপ্রবৃত্তি জন্মে।

ভাষ্য।—স্বাঙ্গজুগুপ্সায়াং শৌচমারভমাণঃ কায়াবদ্যদর্শী কায়ানভিষ্বঙ্গী যতির্ভবতি। কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ; কায়স্বভাবাবলোকী স্বমপি কায়ং জিহাসুর্ম্মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্নপি কায়শুদ্ধিমপশ্যন্, কথং পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রয়তৈঃ সংসৃজ্যতে।

অস্যার্থ ঃ—নিজ শরীরের প্রতি ঘৃণা বোধ হইলেই শৌচ আরম্ভ হয়, পরে শরীরের অশুচিঅবস্থারূপ দোষ দর্শন করিয়া, তাহার সঙ্গ আর যাহাতে লাভ না করিতে হয়, তদ্বিষয়ে সাধকের ইচ্ছা জন্মে; আর পরদেহ-সংসর্গের ইচ্ছা একেবারে দূর হয়; শরীরের যথার্থ স্বরূপ অবলোকন করিয়া, নিজ শরীরই পরিত্যাগের ইচ্ছা জন্মে, এবং মৃত্তিকা জল প্রভৃতি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়াও নিজ শরীরের সম্যক্ শুদ্ধি সম্পাদন হয় না দেখিয়া, কি প্রকারে আর অত্যন্ত অশুচি পরশরীরের সহিত সংসর্গাভিলাষ হইতে পারে?

৪১শ সূত্র। **সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।**

ভাষ্য।—ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ; ততঃ সৌমনস্যং, তত ঐকাগ্র্যং, তত ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্ত্বস্য ভবতি, ইত্যেতচ্ছৌচস্থৈর্য্যাদধিগম্যত ইতি।

অস্যার্থ ঃ—"ভবন্তি" এই শব্দটি সূত্রের সহিত যোগ করিয়া অর্থ করিতে হইবে। শুচি ব্যক্তির সত্ত্বশুদ্ধি হয় (রজঃ ও তমোবৃত্তি দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে), তৎপরে সৌমনস্য (মনের প্রসন্নতা) উপজাত হয়, অনন্তর একাগ্রতা জন্মে (বিক্ষেপ দূর হয়), তৎপরে ইন্দ্রিয়গণ

বশীভূত হয়, অনন্তর চিত্তের আত্মদর্শনলাভের যোগ্যতা জন্মে। এই সকল ফল শৌচপ্রতিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন হয়।

৪২শ সূত্র। **সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।**

সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে, অনুপম সুখলাভ হয়।

ভাষ্য।—তথাচোক্তং "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্" ইতি।

অস্যার্থ ঃ—এই সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে উক্তি আছে যে, এই ভূমণ্ডলে যাবতীয় কাম্যসুখ আছে, এবং স্বর্গে যে সকল মহৎ ভোগ আছে, তৎসমস্ত তৃষ্ণাক্ষয়রূপ সুখের তুলনায় ষোড়শাংশের একাংশও নহে।

৪৩শ সূত্র। **কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ।**

তপস্যা হইতে চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়; তাহাতে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের সর্ব্ববিধ সিদ্ধিলাভ হয়।

ভাষ্য।- নির্বর্ত্ত্যমানমেব তপো হিনস্ত্যশুদ্ধ্যাবরণমলম্; তদাবরণমলাপগমাৎ কায়সিদ্ধিঃ অণিমাদ্যা তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাচ্ছ্রবণদর্শনাদ্যেতি।

অস্যার্থ ঃ—তপস্যা আচরিত হইতে হইতে চিত্তের আবরণরূপ মলাসকল, যাহাকে অশুদ্ধি বলা যায়, তৎসমস্ত বিনষ্ট হয়; এই মল অপসারিত হইলে শরীরসম্বন্ধীয় অণিমাদি সিদ্ধিসকল প্রাদুর্ভূত হয় এবং দূরশ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সিদ্ধিও প্রকাশ পাইতে থাকে।

৪৪শ সূত্র। **স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।**

ভাষ্য।—দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্য্যে চাস্য বর্ত্তন্তে ইতি।

অস্যার্থ:—দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়েন এবং তাঁহার কার্য্যে সহায়কারী হয়েন।

৪৫শ সূত্র। **সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।**

ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিলাভ হয়।

ভাষ্য।—ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধির্যয়া সর্ব্বমীপ্সিতং জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালান্তরে চ, ততোঽস্য প্রজ্ঞা যথাভূতং প্রজানাতীতি।

অস্যার্থ:—ঈশ্বরে যিনি সমস্ত বস্তু অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাব সমাধিসিদ্ধি হয়,যদ্দ্বারা সমস্ত অভীপ্সিত বিষয় তিনি জানিতে পাবেন,দেশান্তরের, দেহান্তরের ও কালান্তরের সমুদায় বিষযে তাঁহার জ্ঞান জন্মে; তাঁহাব প্রজ্ঞা তখন সমস্ত বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অবগত হয।

ভাষ্য।—উক্তাঃ সহসিদ্ধিভির্যমনিয়মাঃ। আসনাদীতি বক্ষ্যামঃ।

অস্যার্থ:—যম ও নিয়ম ও তজ্জাত সিদ্ধি সকল বিবৃত হইল; এক্ষণে আসন প্রভৃতি যোগাঙ্গসকল বর্ণিত হইতেছে। প্রথমে আসন:—

৪৬শ সূত্র। **স্থিরসুখমাসনম্।**

চাঞ্চল্যরহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থিতিকে "আসন" বলে।

ভাষ্য।—তদ্‌যথা—পদ্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং, দণ্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্য্যঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিষদনং, হস্তিনিষদনং, উষ্ট্রনিষদনং, সমসংস্থানং, স্থিরসুখং, যথাসুখঞ্চ, ইত্যেবমাদীতি।

অস্যার্থ:—আসন যথা—পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়াসন, পর্য্যঙ্কাসন, ক্রৌঞ্চাসন, হস্ত্যাসন, উষ্ট্রাসন, সমসংস্থানাসন, স্থিরসুখাসন, যথাসুখাসন ইত্যাদি। (শিবসংহিতা ও ঘেরণ্ড-সংহিতা দ্রষ্টব্য)।

৪৭শ সূত্র। **প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥**

শারীরিক চাঞ্চল্যদূর এবং অনন্তে চিত্তসমাধান করিলে, আসন সিদ্ধি হয়।

ভাষ্য।—ভবতীতি বাক্যশেষঃ। প্রযত্নোপরমাৎ সিদ্ধত্যাসনম্, যেন নাঙ্গমেজয়ো অনতি। ভবন্তে বা সমাপন্নং চিত্তমাসনং নির্ব্বর্ত্তয়তীতি।

অস্যার্থ ঃ—"ভবতি" পদ সূত্রের শেষে সংযোজিত করিয়া অর্থ করিবে। অঙ্গের কম্পন যাহাতে না হয়, তদ্রূপ শারীরিক চেষ্টার উপরম হইলে, আসনবিষয়ে সিদ্ধি হয়। অথবা অনন্তদেবে চিত্ত সমাধান করিলে আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৮শ সূত্র। **ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥**

ভাষ্য।—শীতোষ্ণাদিভিদ্ব্দ্বৈরাসনজয়ান্নাভিভূয়তে।

অস্যার্থ ঃ—আসন-সিদ্ধি হইলে আর শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বদ্বারা অভিভূত হইতে হয় না।

৪৯শ সূত্র। **তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥**

ভাষ্য।—সত্যাসনজয়ে বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কৌষ্ঠ্যস্য বায়োর্নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ,তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ।

অস্যার্থ ঃ—আসনজয় হইলে, শ্বাস অর্থাৎ বাহ্যবায়ুর অভ্যন্তরে আকর্ষণ এবং প্রশ্বাস অর্থাৎ কুষ্ঠস্থ বায়ুর নিঃসারণ, এই উভয়বিধ ক্রিয়ার গতিরোধকে "প্রাণায়াম" বলে।

ভাষ্য।—স তু।

৫০শ সূত্র। **বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো-দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥**

অস্যার্থ :—বায়ুকে বাহ্যদেশে নিঃসাবণপূর্ব্বক (অর্থাৎ প্রশ্বাসপূর্ব্বক) যে গতিরোধ করা যায়, ইহাকে রেচক প্রাণায়াম বলে ; এবং বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণপূর্ব্বক (শ্বাসপূর্ব্বক) যে গতিরোধ করা যায়, ইহাকে পূরক প্রাণায়াম বলে ; এবং কেবল স্তম্ভনদ্বারা (অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস না কবিয়া কেবলমাত্র স্তম্ভন করিয়া) যে গতিরোধ করা যায়, ইহাকে কুম্ভক বলে। এই রেচক, পূরক ও কুম্ভককে দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত করিয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে।

ভাষ্য।—যত্র প্রশ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ, যত্র শ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ, তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তির্যত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাৎ ভবতি ; যথা তপ্তে ন্যস্তমুপলে জলং সর্ব্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে তথা দ্বয়োর্যুগপদ্ভবত্যভাব ইতি। ত্রয়োঽপ্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ ইয়ানস্য বিষয়ো দেশ ইতি, কালেন পরিদৃষ্টাঃ ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেনাবচ্ছিন্না ইত্যর্থঃ : সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টা, এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্‌ঘাতঃ, তদ্বন্নিগৃহীতস্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্‌ঘাতঃ ; এবং তৃতীয়ঃ। এবং মৃদুঃ, এবং মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ ইতি সংখ্যাপরিদৃষ্টঃ। স খল্বয়মেবমভ্যস্তো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ।

অস্যার্থ :—প্রশ্বাসপূর্ব্বক (কুষ্ঠস্থ বায়ুকে রেচন করিয়া তাহার) গতিবোধ করিলে, তাহাকে বাহ্য (রেচক) বলে, শ্বাসপূর্ব্বক (বহিঃস্থবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া তাহা) বোধ কবিলে তাহাকে আভ্যন্তর (পূরক) বলে, যেখানে মাত্র একবার প্রযত্ন হইতে শ্বাস প্রশ্বাস উভয়ের অভাব হয়, (অর্থাৎ পূরক ও রেচক কোনটি না করিয়া, একেবারে বায়ুর রোধ কবা যায়) তাহাই স্তম্ভবৃত্তি ; যেমন উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপরে জল প্রক্ষিপ্ত হইলে, তাহা চতুর্দ্দিক হইতে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তদ্রূপ একই চেষ্টাব

দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস উভয়ের সমকালেই গতির অভাব হয়। এই তিনটিই দেশদ্বারা (কয় অঙ্গুলী পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া হয় তাহার নিয়মনদ্বারা, অথবা হৃৎপদ্মে কিংবা নাভিচক্রে অথবা মূলাধারচক্রে স্তম্ভন করিয়া হইবে, ইত্যাদির ব্যবস্থাদ্বারা), নিয়মিত হইতে পারে। এইরূপ কতক্ষণ ধরিয়া হয়, তদ্দ্বারাও নিয়মিত হইতে পারে। সংখ্যাদ্বারাও (কতবার প্রাণায়াম করা হইল তদ্দ্বারা) নিয়মিত হইতে পারে ; যেমন এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা প্রথমবার প্রাণায়াম হইয়াছে ; এতগুলি শ্বাসপ্রশ্বাস নিগৃহীত হইয়া দ্বিতীয়বার প্রাণায়াম হইযাছে ; এইরূপ তৃতীয়বারও। ইহার মধ্যে বেগের মৃদুতা, মধ্যতা ও তীব্রতা অনুসারেও ইতরবিশেষ হয়। ইহাকেই সংখ্যাদ্বারা প্রাণায়ামের নির্দ্দেশ করা বলে। এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়, এবং অভ্যাসদ্বারা প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

৫১শ সূত্র। **বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।**

প্রশ্বাস ও শ্বাস স্তম্ভনপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে যখন উভয় রুদ্ধ হইয়া প্রাণের গতিরোধ হয়, তখন তাহাকে চতুর্থপ্রকার প্রাণায়াম বলে।

ভাষ্য।—**দেশকালসংখ্যাভির্বাহ্য-বিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, তথাভ্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ; তৎপূর্ব্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্তু বিষয়ানালোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারব্ধ এব দেশকাল-সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ, চতুর্থস্তু শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বিষয়া-বধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াৎ উভয়াক্ষেপপূর্ব্বকো গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষঃ।**

অস্যার্থ :—দেশ, কাল ও সংখ্যাদ্বারা নিয়মিত হইয়া প্রশ্বাস প্রাণায়াম আয়ত্ত হইতে থাকে ; উক্তপ্রকারে শ্বাসপ্রাণায়ামও নিয়মিত হইয়া

আয়ত্ত হইতে থাকে; এইরূপে শ্বাস ও প্রশ্বাস এই উভয়ই ক্রমশঃ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়; ইহা অভ্যস্ত হইয়া যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়, যদৃচ্ছাক্রমে প্রাণকে ধারণ করা যায়, তখন উভয়ের গতির অভাব হইয়া চতুর্থ প্রাণায়াম উপস্থিত হয়। প্রশ্বাস অথবা শ্বাস কোনটি না করিয়া একেবারে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃতীয় প্রাণায়াম সাধিত হয়, এবং তাহাও দেশ, কাল ও সংখ্যাদ্বারা নিয়মিত হইয়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও সূক্ষ্মভাব ধারণ করে; চতুর্থ প্রাণায়ামের তাহা হইতে বিশেষ এই যে, নিয়ম পূর্ব্বক শ্বাস ও প্রশ্বাসের রোধের দ্বারা প্রাণায়াম ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া তাহা আয়ত্তাধীন হইলে, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়; তৎপরে উক্ত উভয় শ্বাসপ্রশ্বাসকে আকষণ করিয়া, ইহাদের গতি সম্যক্ রুদ্ধ করিতে হয়; ইহাই চতুর্থ প্রাণায়াম।

মন্তব্য :—শ্বাস ও প্রশ্বাস-ক্রিয়া স্বভাবতঃ অবিচ্ছেদে সকলেরই চলিতেছে; হৃৎপদ্ম কিংবা দেহস্থ অন্য কোন স্থানে মনোনিবেশপূর্ব্বক উভয় বর্জ্জন করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থিতি করা একপ্রকার প্রাণায়াম; ইহাই তৃতীয় প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপ স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়া মন্ত্রচিন্তা ও ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়; শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া বর্জ্জন করিয়া অনেকক্ষণ থাকা যায় না; অল্পে অল্পে দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা এইরূপে অবস্থিতিকাল বর্দ্ধিত করিতে হয়। এইরূপ বৃদ্ধি করিতে করিতে ক্রমশঃ দীর্ঘকালব্যাপী ধ্যান প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রাণায়াম এইরূপে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে থাকে, পরে আয়ত্তাধীন হইলে, যতক্ষণ ইচ্ছা এইরূপে থাকা যায়, এবং সমাধি উপস্থিত হয়। এই একপ্রকার প্রাণায়াম। চতুর্থ প্রাণায়াম অন্য প্রকার; প্রথমে হৃৎপদ্মে অথবা নাভিচক্রে অথবা মূলাধারচক্রে অথবা বাহ্যদেশস্থিত কোন বিন্দুতে মনোনিবেশ ও দৃষ্টি স্থির করিয়া আস্তে আস্তে বায়ু নিঃসারণ করিবে; বায়ুকে নিঃসারণ করিয়া হঠাৎ পুনরায়

বায়ু নাসিকাদ্বারা অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিবে না; যতক্ষণ এইরূপভাবে বিশেষ আয়াস না করিয়া অবস্থিতি করিতে পারা যায়, ততক্ষণ অবস্থিতি করিয়া, পরে আস্তে আস্তে বাহ্যবায়ুকে নাসাপুটদ্বারা অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিবে; এইরূপ আকর্ষণ করিয়া কুষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হইলে, ঐ বায়ুকে তখনই বহির্দ্দিকে নিঃসারণ না করিয়া, ঐ কুষ্ঠস্থ বায়ুকে রোধ করিয়া রাখিবে; ইহাকেই কুম্ভক বলে; বিশেষ কষ্ট না করিয়া যতক্ষণ বায়ুকে রোধ করিয়া রাখা যায়, ততক্ষণ রোধ করিবে; পরে আস্তে আস্তে পুনরায় তাহা বহির্দ্দিকে নিঃসারণ করিবে; পরে সামর্থ্য অনুসারে কিঞ্চিৎকাল স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া, পুনরায় আস্তে আস্তে বায়ুকে নাসাপুটদ্বারা অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিবে। এইরূপ বারংবার প্রতিদিন সংখ্যা করিয়া অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ দীর্ঘকাল কুম্ভক করিবার ক্ষমতা জন্মে; পরে ইহা এইরূপ আয়ত্ত হয় যে, যদৃচ্ছাক্রমে অনেক কাল বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। এইরূপ কুম্ভক করিয়া বায়ু স্থির হইলে, ইহা মূলাধার-চক্র ভেদ করিয়া, সুষুম্নানাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া, মেরুদণ্ডপথে ঊর্দ্ধগামী হইয়া, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন স্থানবিশেষে গিয়া অবস্থিতি করে; তখন যোগীর সমাধি উপস্থিত হয়। ইহাই চতুর্থ প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ধ্যান এবং মন্ত্রজপ প্রাণায়ামের সহকারী; ধ্যান ও জপ সহকারে প্রাণায়াম না করিলে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না; ধ্যানদ্বারাই প্রাণায়ামের "দেশ" নিয়মিত হয়, জপের পরিমাণদ্বারা প্রাণায়ামের কাল নিরূপিত হয়; যতবার প্রাণায়াম করা যায়, তদ্দ্বারা ইহার সংখ্যা নিয়মিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ প্রাণায়াম একদিকে দীর্ঘকালব্যাপী হয়, অপরদিকে শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ ক্রমশঃ মৃদু হইয়া সূক্ষ্ম হইতে থাকে। ইহাই প্রাণায়ামের দীর্ঘসূক্ষ্মত্ব বলিয়া সূত্রে ও ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণায়াম আরও অনেক প্রকার আছে; তাহা গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়।

৫২শ সূত্র। ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।

প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে বিবেকজ্ঞানের সমস্ত আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য।—প্রাণায়ামানভস্যতোঽস্য যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেক-জ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম্ম, যত্তদাচক্ষতে "মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্য্যে নিযুঙ্‌ক্তে" ইতি। তদস্য প্রকাশাবরণং কর্ম্ম সংসারনিবন্ধং প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ দুর্ব্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ ক্ষীয়তে। তথাচোক্তং "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ, ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি"।

অস্যার্থ ঃ—প্রাণায়াম-অভ্যাসকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানের আবরক কর্ম্ম সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্তি আছে, "ইন্দ্রজালসদৃশ মহা-মোহ প্রকাশশীল সত্ত্বগুণকে আবৃত কবিযা জীবকে অকার্য্যে নিযুক্ত করে।" এই প্রকাশেব আববণরূপ কর্ম্ম সংসার-বন্ধনের হেতু, ইহা প্রাণায়ামাভ্যাস দ্বারা দুর্ব্বল হয়, এবং প্রতিক্ষণে ক্ষয় হইতে থাকে। তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইযাছে, "প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্টতর তপস্যা আর নাই; তদ্দ্বারা চিত্তের মলা সকল বিধৌত হয়, এবং জ্ঞান প্রকাশিত হয়।"

৫৩শ সূত্র। ধারণাসু যোগ্যতা মনসঃ।

প্রাণায়ামদ্বারা মনেব ধারণাবিষয়ে সামর্থ্য জন্মে।

ভাষ্য।—প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব। "প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" ইতি বচনাৎ।

অস্যার্থ ঃ—প্রাণায়ামের অভ্যাস হইতে ইহা হয়। তৎসম্বন্ধে সূত্রকার প্রথমপাদে বলিয়াছেন, "প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" (সমাধিপাদ ৩৪শ সূত্র)।

ভাষ্য।—অথ কঃ প্রত্যাহারঃ?

অস্যার্থ ঃ—প্রত্যাহার কি, তাহা এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে।

৫৪শ সূত্র। **স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।**

ইন্দ্রিয়সকল আপনআপন বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত না হইলে, ইহারা চিত্তেরই স্বরূপের অনুকরণ করে, অর্থাৎ চিত্তে বিলীন হইয়া চিত্তের সহিত যেন একতাপ্রাপ্ত হয়; ইহাকেই প্রত্যাহার বলা যায়।

ভাষ্য। **স্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্ত-স্বরূপানুকার ইবেতি চিত্তনিরোধে চিত্তবৎ নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বদুপায়ান্তরমপেক্ষন্তে; যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি, নিবিশমানমনুনিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি। ইত্যেষ প্রত্যাহারঃ।**

অস্যার্থ ঃ—স্বীয় স্বীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধাভাব হইলে, ইন্দ্রিয়সকল চিত্তের স্বরূপই যেন অনুকরণ করে (চিত্তে আপনা হইতে নিরুদ্ধ হইয়া যায়), আর ইন্দ্রিয়জয় করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র যে সকল উপায় আছে, তাহার অপেক্ষা থাকে না; যেমন মক্ষিকা-রাজ উড্ডীন হইলে অপর মক্ষিকা সকল সেই সঙ্গে উড্ডীন হয়, বসিলে বসিয়া পড়ে; তদ্রূপ চিত্তনিরোধে ইন্দ্রিয়সকলও নিরুদ্ধ হয়; ইহাকেই "প্রত্যাহার" বলে।

৫৫শ সূত্র। **ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।**

প্রত্যাহারবিষয়ে সিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশতাপন্ন হয়।

ভাষ্য।—**শব্দাদিষ্বব্যসনম্ ইন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ, সক্তির্ব্যসনম্, ব্যস্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি। অবিরুদ্ধা প্রতিপত্তির্ন্যায্যা। শব্দাদিসম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্যে। রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখ-**

শূন্যং শব্দাদিজ্ঞানমিন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ। চিত্তৈকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিরেবেতি জৈগীষব্যঃ। ততশ্চ পরমা ত্বিয়ং বশ্যতা যচ্চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বৎ উপায়ান্তরমপেক্ষন্তে যোগিন ইতি।

অস্যার্থঃ—কেহ কেহ বলেন, শব্দাদিবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ব্যসনাভাবই ইন্দ্রিয়জয়; ব্যসনশব্দে আসক্তি বুঝায়; শ্রেয়ঃ হইতে পুরুষকে দূরে নিক্ষেপ করে, এই অর্থে ব্যসনশব্দের প্রয়োগ হয়। কেহ বলেন শাস্ত্র ও গুরূপদেশের অবিরোধিভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ সঙ্গত, ইহাই ইন্দ্রিয়জয় শব্দের অর্থ। কেহ কেহ বলেন, নিজের ইচ্ছার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি ভোগ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়াকেই ইন্দ্রিয়জয় বলে। আবার কেহ কেহ বলেন, অনুরাগ ও দ্বেষভাবরহিত হইয়া সুখদুঃখ উভয়বর্জ্জিতভাবে যে শব্দাদিবিষয়ের জ্ঞান, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। কিন্তু জৈগীষব্য বলেন যে, চিত্তের একাগ্রতাহেতু শব্দাদিবিষয়ের জ্ঞানাভাবকেই ইন্দ্রিয়জয় বলে। অতএব চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে যে ইন্দ্রিয়গণের নিরুদ্ধভাব হয়, ইহাই ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা বলিয়া সূত্রে উক্ত হইয়াছে; পূর্ব্বোক্ত অপরাপর ইন্দ্রিয়জয়ের ন্যায় যোগীদিগের এই ইন্দ্রিয়জয় উপায়ান্তর অপেক্ষা করে না।

ইতি সাধনপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

——(০ঃ*‿*ঃ০)——

পাতঞ্জল-দর্শন।

বিভূতিপাদঃ।

ভাষ্য।—উক্তানি পঞ্চ বহিরঙ্গসাধনানি; ধারণা বক্তব্যা।

পঞ্চ বহিরঙ্গসাধন (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার) বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে ধারণা প্রভৃতি অন্তরঙ্গসাধন বর্ণিত হইতেছে।

১ম সূত্র। দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

কোন বিশেষ স্থানে চিত্তকে স্থির করার নাম "ধারণা"।

ভাষ্য।—নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি, জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে, চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা।

অস্যার্থঃ—নাভিস্থ মণিপুরচক্রে, হৃদয়স্থ অনাহতচক্রে, মস্তকস্থ জ্যোতিতে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যাদি দেহাভ্যন্তরস্থ দেশে, অথবা বাহ্যদেশে স্থিত দেবমূর্ত্তি প্রভৃতিতে বৃত্তি চালিত করিয়া চিত্তকে স্থির করাকে ধারণা বলে।

২য় সূত্র। তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

ধারণার বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া কেবল তৎপ্রতিই চিত্তের বৃত্তিধারা

প্রবাহিত হইলে, তাহাতে যে সদৃশপ্রত্যয়ধারা উপজাত হয়, তাহাকে "ধ্যান" বলে।

ভাষ্য।—তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত দেশে ধ্যেয় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয়ের একতানতাকে অর্থাৎ অন্যবিধ প্রত্যয় উদিত না হইয়া কেবল সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে।

৩য় সূত্র। **তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।**

ধ্যান স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে, ধ্যেয় বস্তুর সহিত পার্থক্যবুদ্ধিবিবহিত হইয়া চিত্ত স্বরূপশূন্যবৎ হইয়া যখন কেবল ধ্যেয় বিষযাকারে ভাসমান হয়, তখন তাহাকে "সমাধি" বলে। (ইহাই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলিয়া সমাধিপাদের ৪৩শ সূত্রে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)।

ভাষ্য।—ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি, ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ, তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে।

অস্যার্থঃ—ধ্যান যখন এইরূপ গাঢ় হয় যে, ধ্যেয় বস্তুর আকার-মাত্রেই চিত্ত প্রকাশিত থাকে, চিত্ত ধ্যেয় বস্তুর আকাবে সম্যক্ আবিষ্ট হওয়াতে যখন ঐ আকার ধ্যান হইতেছে বলিয়া প্রত্যয় (জ্ঞান) লোপ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে।

ভাষ্য।—তদেতৎ ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংযমঃ।

৪র্থ সূত্র। **ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।**

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনই যখন একই বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহাকে "সংযম" বলে।

ভাষ্য।—একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদস্য ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি।

অস্যার্থ ঃ—একবিষযে ঐ ত্রিবিধ সাধনেব নাম সংযম, এই সংযম শব্দটি যোগশাস্ত্রীয় পবিভাষা।

৫ম সূত্র। তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।

এই সংযম আযত্তাধীন হইলে, প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয।

ভাষ্য।—তস্য সংযমস্য জয়াৎ সমাধিপ্রজ্ঞায়া ভবত্যালোকঃ, যথা যথা সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদীভবতি।

অস্যার্থ ঃ—এই সংযম আযত্ত হইলে, সমাধিপ্রজ্ঞাব আলোক প্রকাশিত হয। যেমন যেমন সংযম স্থিব হইতে থাকে, তেমনি তেমনি সমাধিপ্রজ্ঞা সামর্থ্য লাভ কবিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে।

৬ষ্ঠ সূত্র। তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।

এই সংযমকে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, এইরূপে একভূমি হইতে অন্যভূমিতে নিযোগ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্য।—তস্য সংযমস্য জিতভূমের্যাঽনন্তরা ভূমিস্তত্র বিনিয়োগঃ। নহ্যজিতাধরভূমিরনন্তরভূমিং বিলঙ্ঘ্য প্রান্তভূমিষু সংযমং লভতে; তদভাবাচ্চ কুতস্তস্য প্রজ্ঞালোকঃ? ঈশ্বরপ্রসাদাৎ জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিষু সংযমো যুক্তঃ; কস্মাৎ? তদর্থস্যান্যত এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরস্যা ইয়মনন্তবা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ; কথং "যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্" ইতি।

অস্যার্থ ঃ—সংযমের দ্বারা এক ভূমি আয়ত্ত হইলে, তৎপরবর্ত্তী ভূমিতে সংযম প্রয়োগ করিবে। যে ব্যক্তি নিম্নস্থ ভূমিকে জয় (আয়ত্ত) করেন নাই, তিনি অনন্তরভূমিকে উল্লঙ্ঘনক্রমে সীমান্ত ভূমিতে একেবারে সংযম লাভ করিতে পারেন না ; সুতরাং তদভাবে তাঁহার নিকট প্রজ্ঞাভূমির আলোকও প্রকাশিত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে উত্তরভূমি লব্ধ হইলে, নিম্নভূমিস্থিত পরচিত্তের জ্ঞানাদিবিষয়ে তাঁহার সংযমের প্রয়োজন হয় না ; কারণ তাহা ঈশ্বরানুগ্রহরূপ অন্য কারণ হইতে অবগত হওয়া যায়। এই ভূমির পর এই ভূমি, যোগই ইহার উপদেষ্টা ; কারণ "যোগদ্বারাই যোগ জ্ঞাত হয়, যোগদ্বারাই যোগ প্রবর্ত্তিত হয় ; যে ব্যক্তি যোগদ্বারা প্রমত্ত না হয় (যোগৈশ্বর্য্যলাভে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়) সেই ব্যক্তি চিরকাল যোগ-সাধন করিতে পারে।"

মন্তব্য ঃ—নির্ম্মল সত্ত্বগুণাত্মক মহত্তত্ত্বই প্রজ্ঞাভূমি, ইহার নিম্নে অহং-তত্ত্ব এবং ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র ও ভূতগ্রাম ; পরন্তু ভগবদ্-বিগ্রহমূর্ত্তিতে সমাধি স্থির হইলেই প্রজ্ঞাভূমি লাভ করা যায় ; কিন্তু ঐ বিগ্রহমূর্ত্তি স্থূলমূর্ত্তি হইলেও তাহাতে সমাধি হইলে একেবারে প্রজ্ঞাভূমি লাভ হইতে পারে। ইহাতে প্রশ্ন এই যে, অহংতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষিতি পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বে সমাধি করিয়া, তৎসমস্তবিষয়ক জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সকল তত্ত্বের ভূমি জিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না ; অতএব সেই সকল ভূমি জয় না করিয়া কি প্রকারে প্রজ্ঞাভূমিতে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে ? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ঈশ্বরবিগ্রহে সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইলে, নিম্নস্থ ভূমিসকল সম্যক্ জয় না করিয়াও প্রজ্ঞাভূমি লাভ করা যায় ; ভগবদ্বিগ্রহে এমন সামর্থ্য আছে যে তদ্দ্বারাই সাধক প্রজ্ঞাভূমিতে উপস্থিত হইতে পারেন।

৭ম সূত্র। ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ।

ভাষ্য।—তদেতদ্‌ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়ম্ অন্তরঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্ব্বেভ্যো যমাদিসাধনেভ্য ইতি।

অস্যার্থ ঃ—পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের সহিত তুলনায় ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অন্তরঙ্গ। (ভাষ্যকার গ্রন্থের প্রথমসূত্রের ভাষ্যেই বলিয়াছেন যে, সমাধি চিত্তের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ; তন্মধ্যে রজঃ ও তমোরূপ মলা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যখন কেবল সত্ত্বরূপে চিত্ত অবস্থিত হয়, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তেই সম্প্রজ্ঞাতসমাধি হয়। এই ভূমি লব্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন বাহ্যবস্তুর ধ্যানদ্বারা তদাকারে চিত্ত সম্যক্ নিবিষ্ট হইয়া যদি আত্মহারা হয়, তবে সেই অবস্থাও একপ্রকার সমাধি। ইহা স্থূলবিষয়াকারধারণাপূর্ব্বক হইলে, তাহাকে “নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি” শব্দদ্বারা পূর্ব্বে প্রথমপাদে গ্রন্থকার ব্যক্ত করিয়াছেন (১ম অধ্যায় ৪৩শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। পরমাণু সূক্ষ্ম ব্যক্তস্বরূপে ধারণা হইয়া যখন তদ্বিষয়ক সমাধি হয়, তখন তাহাকে সবিচারসমাপত্তি বলে ; যখন অতিসূক্ষ্ম অব্যক্ত পরমাণু অথবা তন্মাত্রে সমাধি হয়, তখন তাহাকে “নির্ব্বিচার সমাপত্তি” বলে। যখন অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল বুদ্ধিতত্ত্বে সাধক প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং তাহাতেই সমাধি হয় তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাতসমাধি বলে। ইহাই প্রজ্ঞাভূমি।

৮ম সূত্র। তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য।

ভাষ্য।—তদপি অন্তরঙ্গং সাধন-ত্রয়ং, নির্বীজস্য যোগস্য বহিরঙ্গম্। কস্মাৎ ? তদভাবে ভাবাদিতি।

অস্যার্থ ঃ—এই সাধনত্রয়, যাহাকে সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অন্তরঙ্গ বলা হইল, তাহা আবার নির্বীজসমাধির বহিরঙ্গ। কারণ তাহাও নিবৃত্তি

হইলে, নির্বীজসমাধি আবির্ভূত হয়। (সমাধিপাদ ৫১শ সূত্রে নির্বীজ-সমাধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

অথ নিরোধ চিত্তক্ষণেষু চলং গুণবৃত্তিমিতি কীদৃশস্তদা চিত্তপরিণামঃ।

৯ম সূত্র। **ব্যুত্থান-নিরোধ-সংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধ-ক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধ-পরিণামঃ ॥**

ব্যুত্থানসংস্কারের অভিভব হইয়া এবং নিরোধসংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইয়া চিত্ত নিরোধ অবস্থার অনুগামী হইলে, তাহাকে চিত্তের নিরোধ-পরিণাম বলে।

ভাষ্য।—ব্যুত্থান-সংস্কারাশ্চিত্তধর্ম্মা, ন তে প্রত্যয়াত্মকা,ইতি প্রত্যয়-নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ। নিরোধসংস্কারা অপি চিত্তধর্ম্মাঃ। তয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ ব্যুত্থান-সংস্কারা হীয়ন্তে, নিরোধসংস্কারা আধীয়ন্তে, নিরোধ-ক্ষণং চিত্তমন্বেতি। তদেকস্য চিত্তস্য প্রতি-ক্ষণমিদং সংস্কারান্যথাত্বং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কারশেষং চিত্তমিতি নিরোধ-সমাধৌ ব্যাখ্যাতম্।

অস্যার্থঃ—ব্যুত্থানসংস্কার সকল চিত্তের স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবিশেষ; ইহারা প্রত্যয় নহে, (প্রত্যয় বলিতে, কোন চিত্তাতিরিক্ত বিষয়বিশেষের প্রতি চিত্ত বৃত্তিযুক্ত হইলে যে তদ্বিষয়ক বিশেষজ্ঞান হয়, তাহাকে বুঝায়); অতএব কেবল প্রত্যয়ের নিরোধ হইলে, ঐ সংস্কার নিরুদ্ধ হয় না। নিরোধ-সংস্কারও এইরূপ চিত্তের নিজস্বরূপগত ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব হইয়া শেষোক্ত নিরোধ-সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইলে, ঐ ব্যুত্থান-সংস্কার বিনাশপ্রাপ্ত হয়, নিরোধ-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নিরোধ-অবস্থায় অবস্থিতিকেই চিত্ত অনুসরণ করে। এই একই চিত্তের প্রতিক্ষণে এইরূপ ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব হইয়া নিরোধ-সংস্কারের উদয়কে নিরোধপরিণাম বলে। তখন চিত্ত কেবল এক

নিরোধ-সংস্কাররূপে পরিণত হয়; ইহা নিরোধসমাধি ব্যাখ্যাস্থলে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে (সমাধিপাদের ৫১শ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১০ম সূত্র। **তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥**

ভাষ্য।—**নিরোধসংস্কারাৎ নিরোধ-সংস্কারাভ্যাস-পাটবাপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি; তৎসংস্কারমান্দ্যে ব্যুত্থানধর্ম্মিণা সংস্কারেণ নিরোধধর্ম্মসংস্কারোঽভিভূয়ত ইতি।**

অস্যার্থ ঃ—নিরোধসংস্কার হইতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা (স্থিরভাবে অবস্থিতি) জন্মে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা তাহাতে পটুতা জন্মিলে ইহা ঘটিয়া থাকে। ঐ নিরোধ-সংস্কার মৃদু অবস্থায় থাকা পর্য্যন্ত ব্যুত্থান-সংস্কার ইহাকে অভিভূত করে।

৩য় পাঃ ১১শ সূত্র। **সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥**

চিত্তের সর্ব্ববিষয়াভিমুখতার ক্ষয় হইয়া একাগ্রতার উদয় হইলে, তাহাকে "সমাধি-পরিণাম" বলে।

ভাষ্য।—**সর্ব্বার্থতা চিত্তধর্ম্মঃ; একাগ্রতা চিত্তধর্ম্মঃ; সর্ব্বার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ তিরোভাব ইত্যর্থঃ; একাগ্রতায়া উদয় আবির্ভাব ইত্যর্থঃ; তয়োর্ধর্ম্মিত্বেনানুগতং চিত্তম্। তদিদং চিত্তমপায়োপজননয়োঃ স্বাত্মভূতয়োর্ধর্ম্ময়োরনুগতং সমাধীয়তে। স চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।**

অস্যার্থ ঃ—সর্ব্ববিষয়াভিমুখতা চিত্তের ধর্ম্ম, একাগ্রতাও চিত্তের ধর্ম্ম; ঐ বিষয়াভিমুখতার তিরোভাব এবং একাগ্রতার আবির্ভাব, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মিস্বরূপে চিত্ত এই উভয়বিধ ধর্ম্মের অনুগামী হয়। ঈদৃশ (ধর্ম্মী) চিত্ত স্বীয় ধর্ম্মদ্বয়েরই অনুগত হওয়াতে, সর্ব্বার্থতা-

ধর্ম্মের ক্ষয় ও একাগ্রতাধর্ম্মের উদয় হইলে, সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই চিত্তের সমাধিপরিণাম।

১২শ সূত্র। ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা-পরিণামঃ ॥

এক প্রত্যয়গত হইয়া, পুনরায় ঠিক তত্তুল্য প্রত্যয় উদয় হইলে, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে। কোন স্থূল অথবা সূক্ষ্ম বিষয় (জ্ঞাতব্য বস্তু) সম্মুখীন হইলে, চিত্ত তাহার প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া তদাকার ধারণ করে, ইহাকে চিত্তের বৃত্তি বলে। এইরূপ বৃত্তিযুক্ত হইলে ঐ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, ইহাকে প্রত্যয় বলে। এইরূপ প্রত্যয়, একটিব পর আর একটি, ঠিক তুল্যাকারে উপস্থিত হইলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহাকে একাগ্রতা-পরিণাম বলে।

ভাষ্য।—সমাহিতচিত্তস্য পূর্ব্বপ্রত্যয়ঃ শান্তঃ উত্তরস্তৎসদৃশ উদিতঃ, সমাধিচিত্তমুভয়োরনুগতঃ পুনস্তথৈব, আ সমাধিভ্রেষাদিতি। স খল্বয়ং ধর্ম্মিণশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ।

অস্যার্থঃ—সমাহিত চিত্তের পূর্ব্বপ্রত্যয় শান্ত (অস্তমিত) এবং তৎসদৃশ উত্তরপ্রত্যয়ের উদয় হইলে, উভয় প্রত্যয়ের অনুগত হইয়া চিত্ত সমাধিভঙ্গ পর্য্যন্ত একই প্রকার রূপ অবলম্বন করে; ইহাকেই ধর্ম্মী চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে।

১৩শ সূত্র। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাঽবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।

এতদ্দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়গণেরও ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম কিরূপ তাহা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ চিত্তসম্বন্ধে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম যেরূপে সংঘটিত হয়, ভূত ও ইন্দ্রিয়গণেরও তদ্রূপেই ত্রিবিধ পরিণাম সংঘটিত হয়।

ভাষ্য।—এতেন পূর্ব্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-রূপেণ, ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মপরিণামো লক্ষণপরিণামোঽবস্থাপরিণাম-শ্চোক্তো বেদিতব্যঃ। তত্র ব্যুত্থাননিরোধয়োর্ধর্ম্ময়োরভিভবপ্রাদু-র্ভাবৌ ধর্ম্মিণি ধর্ম্মপরিণামঃ। লক্ষণপরিণামশ্চ নিরোধস্ত্রিলক্ষণস্ত্রি-ভিরধ্বভির্যুক্তঃ,স খল্বনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং হিত্বা,ধর্ম্মত্বমনতি-ক্রান্তো, বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নো, যত্রাস্য স্বরূপেণাভিব্যক্তিঃ; এষোঽস্য দ্বিতীয়োঽধ্বা,ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ। তথা ব্যুত্থানং ত্রিলক্ষণং ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তমতীতলক্ষণং প্রতিপন্নম্; এষোঽস্য তৃতীয়োঽধ্বা, ন চানাগতবর্ত্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তম্। এবং পুনর্ব্যুত্থান-মুপসম্পদ্যমানমনাগতং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নং, যত্রাস্য স্বরূপেণাভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপারঃ; এষোঽস্য দ্বিতীয়োধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং বিযুক্তমিতি। এবং পুনর্নিরোধঃ, এবং পুনর্ব্যুত্থানমিতি। তথাঽবস্থাপরিণামঃ; তত্র নিরোধক্ষণেষু নিরোধসংস্কারা বলবন্তো ভবন্তি, দুর্ব্বলা ব্যুত্থানসংস্কারা ইতি; এষ ধর্ম্মাণামবস্থাপরিণামঃ। তত্র ধর্ম্মিণো ধর্ম্মৈঃ পরিণামঃ,ধর্ম্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামঃ, লক্ষণানামপ্যবস্থাভিঃ পরিণাম ইতি। এবং ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামৈঃ শূন্যং ন ক্ষণমপি গুণবৃত্তমবতিষ্ঠতে, চলঞ্চ গুণবৃত্তং, গুণস্বাভাব্যন্তু প্রবৃত্তিকারণ-মুক্তং গুণানামিতি। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মধর্ম্মিভেদাৎ ত্রিবিধঃ পরিণামো বেদিতব্যঃ। পরমার্থতস্ত্বেক এব পরিণামঃ, ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রো হি ধর্ম্মো ধর্ম্মবিক্রিয়ৈবৈষা ধর্ম্মদ্বারা প্রপঞ্চ্যতে

ইতি। তত্র ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণি বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বস্বতীতানাগতবর্ত্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বম্; যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্ত্বাঽন্যথা ক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বং ভবতি, ন সুবর্ণান্যথাত্বমিতি। অপর আহ ধর্ম্মানভ্যধিকো ধর্ম্মী, পূর্ব্বতত্ত্বানতিক্রমাৎ; পূর্ব্বাপরাবস্থাভেদমনুপতিতঃ কৌটস্থ্যেন বিপরিবর্ত্তেত যদ্যন্বয়ী স্যাদ্ ইতি। অয়মদোষঃ; কস্মাৎ? একান্তানভ্যুপগমাৎ, তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি; কস্মাৎ? নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতমপ্যস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ। সংসর্গাচ্চাস্য সৌক্ষ্ম্যং, সৌক্ষ্ম্যাচ্চানুপলব্ধিরিতি। লক্ষণপরিণামঃ ধর্ম্মোঽধ্বসু বর্ত্তমানোঽতীতোঽতীতলক্ষণযুক্তোঽনাগতবর্ত্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, তথাঽনাগতোঽনাগতলক্ষণযুক্তো বর্ত্তমানাতীতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, তথা বর্ত্তমানো, বর্ত্তমানলক্ষণযুক্তোঽতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্ত ইতি। যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাসু বিরক্তো ভবতীতি। অত্র লক্ষণপরিণামে সর্ব্বস্য সর্ব্বলক্ষণযোগাদধ্বসঙ্করঃ প্রাপ্নোতীতি, পরৈর্দ্দোষশ্চোদ্যত ইতি। তস্য পরিহারঃ; ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মত্বমপ্রসাধ্যং,সতি চ ধর্ম্মত্বে লক্ষণভেদোঽপি বাচ্যঃ, ন বর্ত্তমানসময় এবাস্য ধর্ম্মত্বম্; এবং হি ন চিত্তং রাগধর্ম্মকং স্যাৎ, ক্রোধকালে রাগস্যাসমুদাচারাদিতি। কিঞ্চ, ত্রয়াণাং লক্ষণানাং যুগপদেকস্যাং বাক্তৌ নাস্তি সম্ভবঃ, ক্রমেণ তু স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্য ভাবো ভবেদিতি। উক্তঞ্চ "রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্ত্তন্তে"। তস্মাদসঙ্করঃ। যথা রাগস্যৈব ক্বচিৎ সমুদাচার ইতি ন তদানী-

মন্যত্রাভাবঃ, কিন্তু কেবলং সামান্যেন সমন্বাগত, ইত্যস্তি তদা তত্র তস্য ভাবঃ ; তথা লক্ষণস্যেতি। ন ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা, ধর্ম্মাস্তু ত্র্যধ্বানঃ, তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ তাস্তামবস্থাম্প্রাপ্নুবন্তোঽন্যত্বেন প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তে অবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ। যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একঞ্চৈকস্থানে ; যথা চৈকত্বেঽপি স্ত্রী মাতা চোচ্যতে দুহিতা চ স্বসাচেতি। অবস্থাপরিণামে কৌটস্থ্যপ্রসঙ্গদোষঃ কৈশ্চিদুক্তঃ ; কথম্ ? অধ্বনো ব্যাপারেণ ব্যবহিতত্বাৎ যদা ধর্ম্মঃ স্বব্যাপারং ন করোতি তদাঽনাগতো, যদা করোতি তদা বর্ত্তমানো, যদা কৃত্বা নিবৃত্তস্তদাঽতীতঃ ইত্যেবং ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্লক্ষণানামবস্থানাঞ্চ কৌটস্থ্যং প্রাপ্নোতীতি পরৈর্দোষ উচ্যতে। নাসৌ দোষঃ ; কস্মাৎ ? গুণিনিত্যত্বেঽপি গুণানাং বিমর্দ্দবৈচিত্র্যাৎ। যথা সংস্থানমাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং শব্দাদীনাং বিনাশ্য-বিনাশিনাম্,এবং লিঙ্গমাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং সত্ত্বাদীনাং গুণানাং বিনাশ্যবিনাশিনাং, তস্মিন্, বিকারসংজ্ঞেতি। তত্রেদমুদাহরণং মৃদ্‌ধর্ম্মী পিণ্ডাকারাদ্ ধর্ম্মাদ্ ধর্ম্মান্তরমুপসম্পদ্যমানো ধর্ম্মতঃ পরিণমতে ঘটাকার ইতি ; ঘটাকারোঽনাগতং লক্ষণং হিত্বা বর্ত্তমানলক্ষণং প্রতিপদ্যতে ইতি লক্ষণতঃ পরিণমতে ; ঘটো নবপুরাণতাং প্রতিক্ষণমনুভবন্নবস্থাপরিণামং প্রতিপদ্যতে ইতি। ধর্ম্মিণোঽপি ধর্ম্মান্তরমবস্থা, ধর্ম্মস্যাপি লক্ষণান্তর-মবস্থেত্যেক এব দ্রব্যপরিণামো ভেদেনোপদর্শিত ইতি। এবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যমিতি। এতে ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ধর্ম্মিস্বরূপমনতিক্রান্তা ইত্যেক এব পরিণামঃ সর্ব্বানমূন্ বিশেষানভিপ্লবতে।

অথ কোঽয়ং পরিণামঃ? অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ।

অস্যার্থ:—চিত্তের সম্বন্ধে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপই ভূতগ্রাম এবং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণাম বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মী চিত্তের ব্যুত্থানরূপ ধর্ম্মের অভিভব ও নিরোধরূপ ধর্ম্মের উদয় হওয়া, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা তত্তৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট চিত্তের ধর্ম্ম-পরিণাম। লক্ষণপরিণাম যথা—নিরোধরূপ ধর্ম্ম অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীত এই ত্রিবিধ অধ্বা (অবয়ব) সংযুক্ত; "অনাগত" লক্ষণরূপ অধ্বা ইহার প্রথম লক্ষণ, এই লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এবং চিত্তের ধর্ম্মরূপ স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া, বর্ত্তমান-লক্ষণ প্রাপ্ত হয়; এই বর্ত্তমানলক্ষণ প্রাপ্ত হইলে নিরোধ স্বীয় স্বরূপে প্রকাশিত হয় বলা যায়। এইটি নিরোধরূপ চিত্তধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ; কিন্তু এই বর্ত্তমানলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া যখন চিত্তের নিরোধরূপ ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তখন যে ইহা অতীত ও অনাগত লক্ষণ হইতে নিযুক্ত থাকে তাহা নহে। এইরূপ ব্যুত্থানরূপ চিত্তধর্ম্মও ত্রিলক্ষণাবিশিষ্ট অর্থাৎ ত্রিবিধ অধ্বা (অবয়ব) যুক্ত; নিরোধকালে এই ব্যুত্থানধর্ম্ম বর্ত্তমান-লক্ষণকে পরিত্যাগ করিয়া অতীতলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া চিত্তের ধর্ম্মরূপেই অবস্থিত থাকে, অতীত ভাবটি ব্যুত্থানধর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ; কিন্তু এই অতীতলক্ষণপ্রাপ্তি সময়েও ইহা অনাগত ও বর্ত্তমানলক্ষণ হইতে বিযুক্ত থাকে না। এইরূপ পুনরায় ব্যুত্থানধর্ম্ম অনাগতলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া, বর্ত্তমানলক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া, চিত্তের ধর্ম্মরূপে অবস্থিত হয়, এই বর্ত্তমানলক্ষণাপন্নাবস্থাতে ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া ব্যাপারবিশিষ্ট হয়, এইটিই ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ; এই সময়েও যে অতীত ও অনাগতলক্ষণ হইতে ইহা বিযুক্ত হয়, তাহা নহে। এইরূপে পুনরায় নিরোধ, পুনরায়

ব্যুত্থান, পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে; ইহাই লক্ষণপরিণাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে অবস্থাপরিণাম বর্ণিত হইতেছে,—নিরোধসময়ে নিরোধ-সংস্কার সকল বলবান্ হয় এবং ব্যুত্থানসংস্কার সকল দুর্ব্বল হয়, ইহাই ধর্ম্মসকলের অবস্থাপরিণাম (অর্থাৎ নিরোধরূপ ধর্ম্মের বর্ত্তমানলক্ষণের যে বলবত্তা তাহাই ঐ লক্ষণের অবস্থা, এই বলবত্তার কখন বৃদ্ধি, কখন হ্রাস হইয়া অবস্থাভেদ হয়; এইরূপ তৎকালে ব্যুত্থানসংস্কারের যে দুর্ব্বলতা তাহাই ইহার অনাগতলক্ষণের অবস্থা; এইরূপে লক্ষণের অবস্থাভেদ বুঝিতে হইবে)। তন্মধ্যে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্মী পরিণামপ্রাপ্ত হয়, লক্ষণের পরিবর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্ম পরিণামপ্রাপ্ত হয়,এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারা লক্ষণ পরিণমিত হয়। এই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণামবিহীন হইয়া জড়গুণবর্গ কখনই অবস্থান করে না; গুণ সকলের চেষ্টা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; গুণ যে এইরূপ বিভিন্ন বৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা গুণের স্বভাবগত। চিত্তের এই ত্রিবিধ পরিণাম বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়গণেরও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিভেদে ত্রিবিধ পরিণাম বঝিতে হইবে। (যেমন পৃথিব্যাদি ধর্ম্মীর ঘটাদিরূপ ধর্ম্মপরিণাম, এই সকল ঘটাদির অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানরূপ লক্ষণপরিণাম; বর্ত্তমানলক্ষণাপন্ন ঘটাদির নূতন পুরাতন ইত্যাদি অবস্থাপরিণাম; এইরূপ ইন্দ্রিয়রূপ ধর্ম্মীর নীলত্বদর্শনাদি ধর্ম্ম-পরিণাম, বর্ত্তমানাদি লক্ষণপরিণাম, এবং দর্শনেব স্পষ্টাস্পষ্টত্বাদি অবস্থা পরিণাম)। পরন্তু ব্যবহারিকরূপে পরিণাম উক্ত প্রকারে ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত হইলেও, পরমার্থতঃ পরিণাম একই; ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম বিভিন্ন নহে, একই; ধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মীর বিকারই প্রকাশ পায়; ধর্ম্ম ধর্ম্মীরই স্বরূপান্তর্গত। ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মীর স্বরূপেতেই বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানলক্ষণবিশিষ্ট হইয়া ভাবান্তরমাত্র প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মী হইতে অতিরিক্ত (বিভিন্ন) দ্রব্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। যেমন একখণ্ড স্বুবর্ণকে

ভাঙ্গিয়া কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে ঐ স্বর্ণেরই তাহাতে ভাবান্তর সংঘটিত হয়, কিন্তু স্বর্ণ হইতে বিভিন্ন কোন নূতন পদার্থ হয় না, তদ্রূপ ধর্ম্মদ্বারাও ধর্ম্মী কেবল পৃথক্ ভাবাপন্ন হয় মাত্র, ধর্ম্মসকল ধর্ম্মী হইতে বিভিন্ন কোন পদার্থ নহে। কেহ কেহ ইহাতে এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে ধর্ম্মী বলিয়া ধর্ম্মাতিরিক্ত পদার্থ নাই; প্রতিক্ষণে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইতেছে; পূর্ব্বক্ষণস্থিত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া পরক্ষণে উদিত ধর্ম্মের অনুগামী হয়, এইরূপ কোন বস্তু নাই যাহাকে ধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে; কারণ যদি পূর্ব্বাপর সকল অবস্থার অনুগামী কোন ধর্ম্মীর অস্তিত্ব স্বীকার কর, তবে বলিতে হইবে যে কূটস্থ পুরুষের ন্যায় অবিকৃত হইয়া ধর্ম্মিরূপে অবস্থিত অপর কোন পদার্থ আছে। এই আপত্তির উল্লিখিত দোষ পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে বর্ত্তিতে পারে না, কারণ, কূটস্থ পুরুষের ন্যায় দ্রব্যের ঐকান্তিক নিত্যতা সিদ্ধ নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উক্তও হয় নাই। এই প্রকাশমান ত্রিলোকবিশিষ্ট জগতের ব্যক্ত-ভাব অবিরত অপগত হইতেছে; কারণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারাই ইহার নিত্যত্ব অপ্রতিপন্ন আছে। কিন্তু অপগত হইলেও ইহা অস্তিত্ববিহীন হয় বলা যায় না, কারণ সর্ব্ববিধ প্রমাণ দ্বারা ইহার ঐকান্তিক বিনাশ অপ্রতিপন্ন হয় (সদ্বস্তুর ঐকান্তিক বিনাশ নাই)। স্বকারণলীনতাহেতু ইহা সূক্ষ্ম হয়, সূক্ষ্মতা হেতু ইহার উপলব্ধি হয় না। ধর্ম্মসকল লক্ষণদ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মসকল ত্রিবিধ অধ্বা (অর্থাৎ অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীত এই ত্রিবিধ অধ্বা) বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত আছে (একদা বিনষ্ট হয় না); অতীত অধ্বার অভিব্যক্তির অবস্থার অতীতলক্ষণযুক্ত হয়, কিন্তু তদবস্থায়ও বর্ত্তমান ও অনাগতলক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ নিযুক্ত থাকে না; এইরূপ অনাগতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনাগতলক্ষণ যুক্ত হয়, বর্ত্তমান ও অতীত লক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়

না; এইরূপ বর্ত্তমান অধ্বা প্রাপ্ত হইলে বর্ত্তমান লক্ষণ যুক্ত হয়, পরন্তু তদবস্থায়ও অতীত ও অনাগতলক্ষণ বিবর্জ্জিত হয় না। (দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করা যাইতেছে :—যেমন এক পুরুষ এক স্ত্রীতে অনুরাগ থাকা কালে অপর স্ত্রী সকলে যে বিরক্ত থাকে তাহা নহে। তাহাদের প্রতি অনুরাগ অপ্রকাশভাবে বর্ত্তমান থাকে মাত্র, আবার অপর স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলে সেই অনুরাগ, যাহা অনাগতলক্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান লক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়)। ধর্ম্মের লক্ষণপরিণাম সিদ্ধান্তে কেহ কেহ এইরূপও আপত্তি করিয়া থাকেন যে, যখন সকল কর্ম্মই সর্ব্বদা সকল লক্ষণযুক্ত আছে, তখন অধ্ব (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান) সঙ্কর উপস্থিত হওয়া উচিত, কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলিয়া পৃথক্‌রূপে আর কাল কিছু থাকে না; (অতএব যখন এই অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান লক্ষণভেদ দ্বারাই ধর্ম্ম সকলকে ধর্ম্মী হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে, তখন উক্ত লক্ষণত্রয়ের পূর্ব্বোক্ত সঙ্করত্বহেতু ধর্ম্মকে ধর্ম্মী হইতে পৃথক্ বলিবার আর কোন কারণ রহিল না)। এই আপত্তির উত্তর এই :—ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্মত্বরূপে বর্ত্তমানতা অনুভবসিদ্ধ, ইহা কেবল তর্ক-বিচার দ্বারা সাধ্য নহে, চিত্ত এক থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতেছে, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ; ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্মত্ব সিদ্ধ থাকাতে, লক্ষণভেদ কাজেই স্বীকার করিতে হইবে; কেবল বর্ত্তমান সময়ই যে ইহার ধর্ম্মত্ব তাহা নহে, কারণ তাহা হইলে চিত্তের ক্রোধরূপ ধর্ম্মের বর্ত্তমানকালে অনুরাগরূপ ধর্ম্ম ইহার একদা নাই বলিতে হইবে, কারণ অনুরাগের তৎকালে বর্ত্তমানভাবে প্রকাশ নাই; কিন্তু এইরূপ বলিতে পারা যায় না, অনুরাগ অপ্রকাশভাবে মাত্র বর্ত্তমান আছে। আরও বলিতেছি ত্রিবিধ লক্ষণের (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভাবের) একই স্থলে যুগপৎ প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে; স্বীয় স্বীয় উদ্দীপক কারণ সহকারে

ক্রমশঃ ইহারা প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে "ধর্ম্মজ্ঞানাদি চিত্তের সাত্ত্বিকস্বরূপ এবং বিষয়ের প্রতি রজঃ ও তমোগুণোদ্ভূত বৃত্তি সকল যখন যেটি প্রধান হয়, তখন সেইটি অপরকে অভিভূত করে; এই-রূপে ইহারা পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী; কিন্তু যে গুলি অভিভব প্রাপ্ত হয়, সেই গুলি তাহাদের সামান্যের (চিত্তের) সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রধানটির সহচরভাবে বর্ত্তমান থাকে।" অতএব উক্ত সিদ্ধান্তে সঙ্করদোষ হইতে পারে না। যেমন রাগের (অনুরাগের) এক বিষয়ে অভিব্যক্তি হয় বলিয়া তৎকালে অন্য বিষয়ে তাহার একদা অভাব হয় না, তৎকালে ইহা সামান্যের সহিত (ধর্ম্ম সকলের সামান্য. ধর্ম্মি-চিত্তের সহিত) মিলিত ভাবে অবস্থান করে, অতএব ইহা তৎকালে থাকে, নষ্ট হয় না। লক্ষণ-পরিণামও এইরূপ। ধর্ম্মীর বর্ত্তমানাতীতানাগতরূপ অধ্বা (লক্ষণ) নাই, (যেমন ধর্ম্মী মৃত্তিকা মৃত্তিকাই থাকে), ধর্ম্ম সকলই এই ত্রিবিধ অধ্বা বিশিষ্ট; (যেমন ঘটাদি মৃত্তিকার ধর্ম্ম কখন আবির্ভূত কখন তিরোভূত হয়)। এই ধর্ম্ম সকলই কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইয়া নূতন পুরাতন ইত্যাদি অবস্থাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু কেবল অবস্থান্তর দ্বারাই ধর্ম্মী হইতে ইহাদের প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহারা ধর্ম্মী হইতে দ্রব্যান্তর নহে। যেমন একই রেখা (১) শতস্থানে শত, দশস্থানে দশ, একস্থানে এক, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; যেমন একই স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধে স্ত্রী, পুত্রের সম্বন্ধে মাতা, পিতার সম্বন্ধে দুহিতা, ভ্রাতার সম্বন্ধে ভগিনী বলিয়া গণ্য হয়, তদ্রূপ উক্ত ধর্ম্ম ও লক্ষণ পরিণামও জানিবে। কেহ কেহ উক্ত অবস্থা পরিণাম বিষয়ে কৌটস্থ্য (নিত্য অপরিবর্ত্তনশীলতা) রূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া উক্ত মতে দোষ দিয়া থাকেন; আপত্তি এইরূপ যথাঃ—অধ্বার তারতম্য হেতুই যখন কোন ধর্ম্ম স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হয়, তখন তাহার অনাগত লক্ষণ বলা যায়, যখন স্বীয় ব্যাপার উৎপাদন করে তখন

তাহার বর্ত্তমানলক্ষণ বলা যায়, যখন ব্যাপার সম্পাদন করিয়া নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার অতীত লক্ষণ বলা যায়; এইরূপে ধর্ম্ম, ধর্ম্মী, লক্ষণ ও অবস্থা সকলের কৌটস্থ্যনিত্যত্বই (অবিকারী নিত্যত্বই) সিদ্ধ হয়। এই আপত্তি করিয়া সিদ্ধান্তের প্রতি দোষারোপ করা হয়। বাস্তবিক সিদ্ধান্তে কোন দোষ নাই; কারণ, কেবল নিত্যবিদ্যমানতাই কৌটস্থ্য নিত্যত্ব নহে, নিত্য বিদ্যমান হইয়া অবিকারী হইলেই তাহাকে কূটস্থ নিত্যত্ব বলা যায়; কিন্তু গুণী (ধর্ম্মী) নিত্য হইলেও তাহার গুণ (ধর্ম্ম) সকলের প্রাধান্যাপ্রাধান্যহেতু ইহাদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব রূপ ভেদ উপস্থিত হয়, তন্নিমিত্ত ধর্ম্মীর অবস্থান্তরপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। কিন্তু কূটস্থ পুরুষের তদ্রূপ অবস্থাভেদ নাই; তিনি নির্গুণ স্বভাব হওয়াতে সদা দ্রষ্টারূপেই বর্ত্তমান থাকেন। অতএব পুরুষের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মীর কূটস্থ-নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। যেমন সংস্থান সকল (অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত) উৎপত্তিশীল, কারণ ইহারা শব্দাদি তন্মাত্রের ধর্ম্মমাত্র, এবং এইরূপ ইহারা বিনাশশীলও বটে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্মী শব্দাদি তন্মাত্র ইহাদের সহিত তুলনায় অবিনাশী; এইরূপ লিঙ্গ (অর্থাৎ নির্ম্মল বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব) ও আদিমৎ (উৎপত্তিশীল), কারণ ইহা সত্ত্বাদি গুণের ধর্ম্মমাত্র, এবং ইহা বিনাশীও বটে; কিন্তু ধর্ম্মী সত্ত্বাদি গুণত্রয় অবিনাশী; অতএব গুণত্রয়েরই বিকার বলিয়া ইহা সংজ্ঞিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে,—যেমন মৃত্তিকা একটি ধর্ম্মী, প্রথমতঃ পিণ্ডাকারে থাকে, এই পিণ্ডাকার ইহার এক প্রকার ধর্ম্ম; ইহার ধর্ম্মান্তর উপস্থিত হইলে ইহার পূর্ব্বপ্রকাশিত পিণ্ডাকার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘটাকার ধর্ম্মের উদয় হয়; (ইহাই মৃত্তিকার ধর্ম্ম পরিণাম)। ঘটাকাররূপ ধর্ম্ম প্রথমে অনাগত লক্ষণে থাকে, এই অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া ইহা বর্ত্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়াকেই, ইহার লক্ষণপরিণাম বলা যায়;

আবার ঘট প্রতিক্ষণে নূতন ও পুরাতন ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, অবস্থা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মীর ধর্ম্মান্তর-প্রাপ্তিরূপ অবস্থাভেদ হয়, ধর্ম্মেরও লক্ষণান্তর প্রাপ্তি দ্বারা অবস্থাভেদ হয় ; অতএব একই দ্রব্যের পরিণামকে বিভিন্ন করিয়া ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপে উপদেশ করা হইয়া থাকে। ঘট সম্বন্ধে যেরূপ অপরাপর বস্তু সম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। এই ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা পরিণাম কোনটিই ধর্ম্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না (অর্থাৎ ধর্ম্মী হইতে পৃথক্ বস্তু নহে) ; অতএব একই পরিণাম এই সমস্ত বিশেষের মধ্যে সাধারণ, অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের ব্যাপকরূপে একই পরিণাম বর্ত্তমান আছে ; ইহারা সকলেই একই পরিণামের রূপান্তর মাত্র। তবে পরিণামের স্বরূপ কি ? বলিতেছি :—অবস্থিত কোন দ্রব্যের পূর্ব্বধর্ম্ম বিনিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তি হওয়াই সেই পরিণাম।

ভাষ্য। তত্র।

১৪শ সূত্র। শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী।

তন্মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম সকলে যাহা সর্ব্বদা অনুগমন করে তাহাকেই ধর্ম্মী বলে।

ভাষ্য।—যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্ম, স চ ফল-প্রসবভেদানুমিতসদ্ভাব, একস্যাঽন্যোন্যশ্চ পরিদৃষ্টঃ। তত্র বর্ত্তমানঃ স্বব্যাপারমনুভবন্ ধর্ম্মো ধর্ম্মোন্তরেভ্যঃ শান্তেভ্যশ্চাব্যপ-দেশ্যেভ্যশ্চ ভিদ্যতে ; যদা তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি, তদা ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রত্বাৎ কোঽসৌ কেন ভিদ্যেত। তত্র ত্রয়ঃ খলু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাঃ শান্তা উদিতা অব্যপদেশ্যাশ্চেতি। তত্র শান্তা যে কৃত্বা ব্যাপারানুপরতাঃ ; সব্যাপারা উদিতাঃ ; তে

চানাগতস্য লক্ষণস্য সমনন্তরাঃ, বর্ত্তমানস্যানন্তরা অতীতাঃ। কিমর্থমতীতস্যানন্তরা ন ভবন্তি বর্ত্তমানাঃ? পূর্ব্বপশ্চিমতায়া অভাবাৎ; যথাঽনাগতবর্ত্তমানয়োঃ পূর্ব্বপশ্চিমতা নৈবমতীতস্য; তস্মান্নাতীতস্যাস্তি সমনন্তরঃ, তদনাগত এব সমনন্তরো ভবতি বর্ত্তমানস্যেতি।

অথাব্যপদেশ্যাঃ কে? সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। যত্রোক্তং "জলভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদি বৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং, তথা স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু" ইতি, এবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধান্ন খলু সমানকালমাত্মনামভিব্যক্তিরিতি। য এতেষ্বভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্ম্মেষ্বনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মা সোঽন্বয়ী ধর্ম্মী। যস্য তু ধর্ম্মমাত্রমেবেদং নিরন্বয়ং, তস্য ভোগাভাবঃ; কস্মাৎ? অন্যেন বিজ্ঞানেন কৃতস্য কর্ম্মণোঽন্যৎ কথং ভোক্তৃত্বেনাধিক্রিয়েত? তৎস্মৃত্যভাবশ্চ, নান্যদৃষ্টস্য স্মরণমন্যস্যাস্তীতি। বস্তুপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ স্থিতোঽন্বয়ী ধর্ম্মী যো ধর্ম্মান্যথাত্বমভ্যুপগতঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তস্মান্নেদং ধর্ম্মমাত্রং নিরন্বয়ম্ ইতি।

অস্যার্থ ঃ—ধর্ম্মীর (যেমন মৃত্তিকার) নানাবিধ রূপধারণ করিবার (যেমন মৃত্তিকার পিণ্ড, চূর্ণ, ঘট ইত্যাদিরূপ ধারণ করিবার) যোগ্যতারূপ যে শক্তি আছে, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। যোগ্যতারূপ শক্তির অস্তিত্ব কার্য্যভেদ দর্শন দ্বারা অনুমিত হয়, (যেমন মৃত্তিকার পিণ্ড চূর্ণ ঘটাদি রূপধারণ যোগ্যতা দ্বারা, তন্তুর নানাবিধ বস্ত্রাকার ধারণযোগ্যতা দ্বারা, ইহাদিগের তদ্রূপ শক্তিমত্তা থাকা অনুমিত হয়); এই যোগ্যতারূপ শক্তিই ইহাদিগের

ধর্ম্ম। একই ধর্ম্মীর এইরূপ অনেকবিধ ধর্ম্ম থাকা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যেটি স্বীয় ব্যাপারবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, সেইটিই বর্ত্তমান ধর্ম্ম ; স্বীয় ব্যাপার উৎপাদন দ্বারা অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম হইতে পৃথক্‌রূপে ইহা উপলব্ধির বিষয় হয় ; যখন ইহার বিশেষ ব্যাপার থাকে না, তখন ইহা নিজ সামান্যের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয় (যেমন ঘটাদির স্বীয় বিশেষ-রূপে প্রকাশ যখন না থাকে, তখন ইহাদের "সামান্য" মৃত্তিকামাত্রেই অবস্থিতি হয়); তখন ধর্ম্মিস্বরূপ হইতে ইহাদের পৃথক্‌রূপ প্রকাশ না থাকাতে, ইহারা ধর্ম্মিরূপেই অবস্থিতি করে, ইহাদের তখন আর কোন প্রকার ভেদ থাকে না। এই ধর্ম্মির ধর্ম্ম ত্রিবিধ, শান্ত (অতীত), উদিত (বর্ত্তমান), অব্যপদেশ্য (ভবিষ্যৎ)। তন্মধ্যে যাহারা স্বীয় ব্যাপার আচরণ করিয়া তিরোহিত হইয়াছে তাহাদিগকে শান্ত বলে ; যাহারা সব্যাপার (স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত) তাহাদিগকে বর্ত্তমান বলে ; বর্ত্তমান ধর্ম্ম অনাগত ভবিষ্যদ্ধর্ম্মের পশ্চাদ্‌ভাবী হইয়া থাকে, অতীত ধর্ম্ম বর্ত্তমান ধর্ম্মের পশ্চাদ্ভাবী হয়। বর্ত্তমান অতীতের পশ্চাদ্ভাবী হয় না কেন? উত্তর, ইহাদিগের এইরূপ পূর্ব্বাপশ্চাদ্ভাবের অভাব বশতঃ ; যেমন ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপশ্চাদ্ভাব আছে, অতীতের তদ্রূপ নাই ; অতএব বর্ত্তমান অতীতের পশ্চাদ্ভাবী নহে, অনাগতেরই পশ্চাদ্ভাবী হয়।

ভবিষ্যদ্ধর্ম্ম কি তাহা বলা হইতেছে ; সমস্ত বস্তুই সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সমস্ত বস্তুরই সর্ব্বাত্মকতারূপ অনাগত ধর্ম্ম আছে। এই বিষয়ে এই নিমিত্ত এইরূপ উক্তি আছে "জল ও ভূমি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া রস প্রভৃতি অনন্তরূপে বৃক্ষলতাদি স্থাবরের মধ্যে দৃষ্ট হয় ; এইরূপ স্থাবরের পরিণাম জঙ্গমে, পুনরায় জঙ্গমের পরিণাম স্থাবরে দৃষ্ট হয়" ইত্যাদি, এইরূপে জল-ভূমি ইত্যাদির জাতিত্ব অতিক্রম না করিয়া সকল বস্তুই সকলরূপ হয় (ভূমি ও জল, পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, ফলফুলপত্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরূপে

প্রকাশ পায়; বৃক্ষাদির ফলফুলপত্রশাখা ইত্যাদি ভক্ষিত হইয়া জীবের দেহরূপে পরিণত হয়; বৃক্ষাদি ও জীবদেহ মৃত হইয়া পুনরায় জল ও ভূমিরূপে পরিণত হয়। জল ও ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বলিয়া ইহাদিগেরই বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমকে ইহাদের অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম ইহারা মিলিতভাবে (পঞ্চীকৃত হইয়াই) সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, ইহাদিগের পরিণাম দ্বারাই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে; এই পঞ্চভূত দ্বারাই প্রকাশিত জগতের সমস্ত বস্তুর অবয়ব গঠিত হইয়াছে; অতএব প্রত্যেক বস্তুরই পাঞ্চভৌতিকত্ব হেতু সর্ব্বাত্মক সিদ্ধ আছে)। (যদিও সকলই কারণরূপে সর্ব্বাত্মক, তথাপি যে কার্য্যের যেটি দেশ, সেই কার্য্যের সেই দেশেই অভিব্যক্তি হয়, এবং যেটির অভিব্যক্তির যেটি কাল সেই কালকে অপেক্ষা করিয়াই তাহার অভিব্যক্তি হয়, এবং যে আকার অথবা নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া যেটির অভিব্যক্তি হওয়া নিয়মিত আছে, তদনুসারেই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মৃগী হইতে মনুষ্য জন্মে না, অধর্ম্ম হইতে সুখ হয় না, পরন্তু মনুষ্য হইতেই মনুষ্য জন্মে, ধর্ম্ম হইতেই সুখ জন্মে, অগ্নি হইতেই দাহ হয়, জল হইতে হয় না; মিষ্ট আম্র সকল দেশেই জন্মে না, ধান্যাদি শস্য বিশেষ বিশেষ ঋতুতেই উপজাত হয়, অতএব) সকল বস্তু সর্ব্বাত্মক হইলেও দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্তের অভাব বশতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় না। এই অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত ধর্ম্মসকলের সামান্য ও বিশেষরূপে যাহা অনুগত হয় তাহাকেই ধর্ম্মী বলে। যাহাদের মতে সমস্তই ধর্ম্মমাত্র, সকল ধর্ম্মের অনুগামী ধর্ম্মী বলিয়া কিছু নাই তাহাদের মতে ভোগের সম্ভাবনা নাই; কারণ, এক বিজ্ঞানকৃত কর্ম্মকে তাহার ভোক্তৃরূপে অপর বিজ্ঞান কিরূপে গ্রহণ করিতে পারে? উক্ত মতে স্মৃতির সম্ভাবনা নাই, কারণ

এক বিজ্ঞানের দৃষ্ট বস্তুর স্মরণকর্ত্তা অপর বিজ্ঞান হইতে পারে না। বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞান (যে বস্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি এক্ষণেও সেই বস্তু দেখিতেছি ইত্যাকার আত্মপ্রত্যয়) সকলেরই স্বভাবসিদ্ধ, তাহা কোন তর্কজাল দ্বারা বিদূরিত হয় না; তদ্দ্বারাও ইহা সাব্যস্থ হয় যে ধর্ম্ম সকলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধর্ম্মী অন্বয়িরূপে সর্ব্বদা স্থিত আছে, ধর্ম্মের বিভিন্নত্ব হইলেও উক্ত প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা তাহার পরিচয় হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে এই জগৎ অন্বয়িধর্ম্মী-বিহীন ও ধর্ম্মমাত্র নহে।

১৫শ সূত্র। ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ।

ধর্ম্ম সকলের ক্রমের বিভিন্নতা বশতঃ পরিণামের বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

ভাষ্য।—একস্য ধর্ম্মিণঃ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তে ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুর্ভবতীতি, তদ্‌যথা চূর্ণমৃৎ পিণ্ডমৃদ্, ঘটমৃৎ কপালমৃৎ, কণমৃদ্, ইতি চ ক্রমঃ। যো যস্য ধর্ম্মস্য সমনন্তরো ধর্ম্মঃ,স তস্য ক্রমঃ, পিণ্ডঃ প্রচ্যবতে,ঘট উপজায়ত ইতি ধর্ম্মপরিণামক্রমঃ। লক্ষণপরিণামক্রমঃ ঘটস্যানাগতভাবাদ্বর্ত্তমান-ভাবক্রমঃ। তথা পিণ্ডস্য বর্ত্তমানভাবাদতীতভাবক্রমঃ; নাতীত-স্যাস্তি ক্রমঃ। কস্মাৎ? পূর্ব্বপরতায়াং সত্যাং সমনন্তরত্বম্; সাতু নাস্ত্যতীতস্য; তস্মাদ্দ্বয়োরেব লক্ষণয়োঃ ক্রমঃ। তথা-বস্থাপরিণামক্রমোঽপি ঘটস্যাভিনবস্য প্রান্তে পুরাণতা দৃশ্যতে; সা চ ক্ষণপরম্পরাঽনুপাতিনা ক্রমেণাভিব্যজ্যমানা পরাং ব্যক্তি-মাপদ্যত ইতি; ধর্ম্মলক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোঽয়ং তৃতীয়ঃ পরিণাম ইতি। ত এতে ক্রমাঃ ধর্ম্মধর্ম্মিভেদে সতি প্রতিলব্ধস্বরূপাঃ।

ধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মী ভবত্যন্যধর্ম্মস্বরূপাপেক্ষয়েতি। যদা তু পরমার্থতো ধর্ম্মিণ্যভেদোপচারস্তদ্দ্বারেণ স এবাভিধীয়তে ধর্ম্মস্তদাঽয়মেকত্বেনৈব ক্রমঃ প্রত্যবভাসতে। চিত্তস্য দ্বয়ে ধর্ম্মাঃ, পরিদৃষ্টাশ্চাপরিদৃষ্টাশ্চ; তত্র প্রত্যয়াত্মকাঃ পরিদৃষ্টাঃ, বস্তুমাত্রাত্মকা অপরিদৃষ্টাঃ; তে চ সপ্তৈব ভবন্তি অনুমানেন প্রাপিতবস্তুমাত্রসদ্ভাবাঃ। "নিরোধধর্ম্মসংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টাশক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মাদর্শনবর্জ্জিতাঃ" ইতি।

অস্যার্থ ঃ—একটি ধর্ম্মীর একই পরিণাম হউক, এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, ক্রমভেদ পরিণামভেদের হেতু, যথা চূর্ণ-মৃত্তিকা, পিণ্ড-মৃত্তিকা, ঘট-মৃত্তিকা, কপাল-মৃত্তিকা (খণ্ডীকৃত ঘটাংশকে কপাল বলে), কণা-মৃত্তিকা (কপালচূর্ণরূপে পরিণত মৃত্তিকা), এইরূপ ধর্ম্মপ্রকাশক ক্রম অবধারিত আছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। যে ধর্ম্ম অপর একটি ধর্ম্মের ঠিক পরে উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার ক্রম, যেমন মৃৎপিণ্ডরূপ ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া ঘটরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, ইহাকে ধর্ম্মের পরিণাম-ক্রম বলে। লক্ষণপরিণামের ক্রম বলা হইতেছে,—ঘটের অনাগতভাব পরিত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমানভাব প্রাপ্তি ও পিণ্ডের বর্ত্তমানভাব হইতে অতীতভাব প্রাপ্তি, ইহাই ইহার ক্রম; অতীতের ক্রম নাই, অর্থাৎ অতীতের পর অন্যবিধ ক্রম নাই; কারণ, পূর্ব্ব ও পররূপে অবস্থিত হওয়া থাকিলেই তাহাকে পূর্ব্বাপর ক্রমবিশিষ্ট বলা যায়, তাহা অতীতের নাই; অতএব অনাগত ও বর্ত্তমানেরই ক্রম আছে (ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণীকৃত হইলে পুনরায় তদ্দ্বারা ঠিক সেই ঘটটি হয় না, অতএব ঐ ঘটরূপ মৃদ্ধর্ম্মের অনাগত ও বর্ত্তমানরূপ ক্রম আছে, তাহা অতীত হইলে তাহার পরে আর ঠিক সেই ঘট হয় না)। অবস্থাপরিণামক্রমও এইরূপ; অভিনব একটি ঘটের কালান্তে পুরাতনতা দৃষ্ট

হয়, তাহা প্রতিক্ষণে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া পরে একত্র প্রকাশিত হয়; ধর্ম্ম-পরিণাম ও লক্ষণ-পরিণাম হইতে এইরূপে এই তৃতীয় অবস্থাপরিণাম পৃথক্। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ থাকাতেই এই সকল ক্রমের ভেদ সিদ্ধ হয়। যাহা এক ধর্ম্মীব ধর্ম্ম তাহাও ধর্ম্মান্তর অপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মী হইতে পারে; (যেমন অলিঙ্গ প্রকৃতির অপেক্ষায় মহৎ (বুদ্ধি) ধর্ম্মমাত্র, কিন্তু অহংতত্ত্বের অপেক্ষায় ইহা ধর্ম্মী; তন্মাত্রের অপেক্ষায় মৃত্তিকা একটি ধর্ম্ম, ঘটের অপেক্ষায় ধর্ম্মী; আবার ঘট মৃত্তিকার ধর্ম্ম, কিন্তু ঘটচূর্ণ শরাবের ধর্ম্মী হইতে পারে); যখন পরমার্থতঃ ধর্ম্মীর সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহার হয়, ধর্ম্ম যখন ধর্ম্মী রূপেই বিবক্ষিত হয়, তখন ধর্ম্ম লক্ষণ ও অবস্থাক্রম সকল এক ধর্ম্মী রূপেই পরিলক্ষিত হয়। চিত্তের ধর্ম্ম দ্বিবিধ, পরিদৃষ্ট (প্রত্যক্ষী-ভূত) অপরিদৃষ্ট (পরোক্ষ); তন্মধ্যে যাহারা প্রত্যয়াত্মক তাহাদিগকে পরিদৃষ্ট বলে; যাহারা বস্তুমাত্রাত্মক তাহাদিগকে অপরিদৃষ্ট বলে। কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে সম্মুখে উপস্থিত হইলে, বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়, এবং ঐ আকারবিষয়ক জ্ঞান উপজাত হয়, ইহাই প্রত্যয়। পুরুষ বুদ্ধিরই দ্রষ্টা; বুদ্ধি বাহ্যবস্তুর আকারে আকারিত হইলে পুরুষ তাহাই দর্শন করেন; বাহ্যবস্তুকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করেন না; বাহ্যবস্তুও কিন্তু বুদ্ধি-তত্ত্বেরই পরিণাম; কিন্তু যাহা পুরুষ দর্শন করেন তাহা প্রত্যয়; অতএব তাহা পরিদৃষ্ট; বাহ্যবস্তু যাহা পুরুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করেন না তাহা অপরিদৃষ্ট; এই অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম্ম সপ্তপ্রকার; অনুমান প্রমাণ দ্বারা (আগম ও এই স্থলে অনুমান শব্দের অন্তর্ভূত; "পশ্চান্মননম্ ইতি অনুমানম্ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা আগমপদং অনুমানবাচকমপি") ইহারা আছে বলিয়া জানা যায়। চিত্তের উক্ত সাতটি অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম এই যথাঃ—১। নিরোধ, ইহা চিত্তের অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা (ইহা আগম ও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ), ইহাতে পুরুষের দর্শনের বিষয় কিছু না থাকায়, ইহা চিত্তের অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম। ২। ধর্ম্ম

(পাপপুণ্য)। (ইহা আগম ও সুখদুঃখ ভোগদর্শন হেতু অনুমান দ্বারা সিদ্ধ)। ৩। সংস্কার (ইহা স্মৃতি হইতে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়)। ৪। পরিণাম, (ইহা প্রতিক্ষণ গুণবৃত্তির পরিণাম দ্বারা অনুমিত হয় ইহাই জগৎরূপ)। ৫। জীবন, (অর্থাৎ প্রাণধারণপ্রযত্ন, শ্বাস, প্রশ্বাস দ্বারা অনুমিত হয়)। ৬। চেষ্টা (ক্রিয়া, ইহা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত চিত্তের সংযোগ দ্বারা অনুমিত হয়)। ৭। শক্তি, (ইহা কার্য্য সকলের সূক্ষ্মাবস্থারূপ চিত্তের ধর্ম্ম ; স্থূল কার্য্যে ইহার অনুভবদ্বারা ইহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়)।

ভাষ্য।—অতো যোগিন উপাত্তসর্ব্বসাধনস্য বুভুৎসিতার্থ-প্রতিপত্তয়ে সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে।

অস্যার্থ ঃ—এইক্ষণে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গ-সাধন-সম্পন্ন যোগীর সংযমনের বিষয় সকল প্রদর্শিত হইতেছে।

১৬শ সূত্র। **পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥**

ভাষ্য।—ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামেষু সংযমাৎ যোগিনাং ভবত্যতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎ-ক্রিয়মাণমতীতানাগতজ্ঞানং তেষু সম্পাদয়তি।

অস্যার্থ ঃ—ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই পরিণামত্রয়ে সংযম দ্বারা যোগিগণের ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্ত-বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে একত্র সংযম বলে, তদ্দ্বারা পরিণামত্রয়ের সাক্ষাৎকার হইলে, তদ্বিষয়ক অতীত ও অনাগত জ্ঞান উপজাত হয়।

১৭শ সূত্র। **শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুজ্ঞানম্ ॥**

শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদের পরস্পরে পরস্পরের অধ্যাস বশতঃ, ইহারা সঙ্কর (এক মিশ্র বস্তু) রূপে প্রথমে জ্ঞাত হয়, ইহাদিগকে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকে সংযম করিলে সমস্ত প্রাণীব বক্তব্যের জ্ঞান হয়।

ভাষ্য।—বাগ্‌বর্ণেষ্বেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ ধ্বনিপরিণামমাত্র-বিষয়ং, পদং পুনর্নাদানুসংহারবুদ্ধিনিগ্রাহ্যম্ ইতি। বর্ণা একসময়াঽসম্ভাবিত্বাৎ পরস্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ, তে পদমসংস্পৃশ্যানুপস্থাপ্যাবির্ভূতাস্তিরোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদস্বরূপা উচ্যন্তে। বর্ণঃ পুনরেকৈকঃ পদাত্মা, সর্ব্বাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকারিবর্ণান্তর-প্রতিযোগিত্বাৎ বৈশ্বরূপ্যমিবাপন্নঃ পূর্ব্বশ্চোত্তরেণোত্তরশ্চ পূর্ব্বেণ বিশেষেঽবস্থাপিতঃ। ইত্যেবং বহবো বর্ণাঃ ক্রমানুরোধিনোঽর্থ-সঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইয়ন্ত এতে সর্ব্বাভিধানশক্তিপরিবৃত্তা গকারৌ-কারবিসর্জ্জনীয়াঃ সাস্নাদিমন্তমর্থং দ্যোতয়ন্তীতি। তদেতেষা-মর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নানামুপসংহৃতধ্বনিক্রমাণাং য একো বুদ্ধি-নির্ভাসস্তৎ পদং বাচকং বাচ্যস্য সঙ্কেত্যতে। তদেকং পদমেক-বুদ্ধিবিষয় একপ্রযত্নাক্ষিপ্তম্ অভাগমক্রমমবর্ণং বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়ব্যাপারোপস্থাপিতং পরত্র প্রতিপিপাদয়িষয়া বর্ণৈরেবা-ভিধীয়মানৈঃ শ্রূয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরনাদিবাগ্‌ব্যবহারবাসনানু-বিদ্ধয়া লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ সংপ্রতিপত্ত্যা প্রতীয়তে, তস্য সঙ্কেত-বুদ্ধিতঃ প্রবিভাগঃ এতাবতামেবংজাতীয়কোঽনুসংহার একস্যার্থস্য বাচক ইতি। সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যা-ত্মকঃ, যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থঃ, যোঽর্থঃ স শব্দ ইত্যেবমিত-রেতরাধ্যাসরূপঃ সঙ্কেতো ভবতি; ইত্যেবমেতে শব্দার্থপ্রত্যয়া

ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীর্ণাঃ, গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো, গৌরিতি জ্ঞানম্। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ। সর্ব্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ, বৃক্ষ ইত্যুক্তেঽস্তীতি গম্যতে, ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতীতি। তথা নহ্যসাধনা ক্রিয়াঽস্তীতি, তথা চ পচতীত্যুক্তে সর্ব্বকারকাণামাক্ষেপো নিয়মার্থোঽনুবাদঃ কর্ত্তৃকর্ম্মকরণানাং চৈত্রাগ্নিতণ্ডুলানামিতি। দৃষ্টঞ্চ বাক্যার্থে পদরচনং, শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোঽধীতে, জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি। তত্র বাক্যে পদার্থাভিব্যক্তিঃ, ততঃ পদং প্রবিভজ্য ব্যাকরণীয়ং ক্রিয়াবাচকং কারকবাচকং বা; অন্যথা ভবতি অশ্বঃ অজাপয়ঃ ইত্যেবমাদিষু নামখ্যাতসারূপ্যাদনির্জ্ঞাতং কথং ক্রিয়ায়াং কারকে বা ব্যাক্রিয়েতেতি। তেষাং শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং প্রবিভাগঃ, তদ্‌যথা শ্বেততে প্রাসাদঃ ইতি ক্রিয়ার্থঃ, শ্বেতঃ প্রাসাদঃ ইতি কারকার্থঃ শব্দঃ, ক্রিয়া কারকাত্মা তদর্থঃ প্রত্যয়শ্চ; কস্মাৎ? সোঽয়মিত্যভিসম্বন্ধাদেকাকার এব প্রত্যয়ঃ সঙ্কেতে ইতি; যস্তু শ্বেতোঽর্থঃ স শব্দপ্রত্যয়য়োরালম্বনীভূতঃ। স হি স্বাভিরবস্থাভির্ব্বিক্রিয়মাণো ন শব্দসহগতো ন বুদ্ধিসহগতঃ; এবং শব্দঃ, এবং প্রত্যয়ো নেতরেতরসহগত ইতি। অন্যথা শব্দোঽন্যথাঽর্থোঽন্যথা প্রত্যয় ইতি বিভাগঃ। এবং তৎপ্রবিভাগসংযমাদ্ যোগিনঃ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং সম্পদ্যতে ইতি।

অস্যার্থ:—বাগিন্দ্রিয়ের বর্ণসকল (অ, আ, ইত্যাদি) উচ্চারণ করাই কার্য্য; বর্ণসকল বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রথমে উচ্চারিত হয়; বর্ণসকল উচ্চারিত হইয়া তৎপরে প্রত্যেকে ধ্বনিরূপে পরিণত হইলে, সেই

ধ্বনিমাত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়রূপে গৃহীত হয়; পরে সমস্ত ধ্বনি অনু-সংহার করিয়া, ইহাদিগকে একপদরূপে প্রতীতি করা বুদ্ধির কার্য্য; (অর্থবোধ এই পদের দ্বারাই হয়। পদকে শব্দস্ফোটও বলে)। বর্ণ সকল এককালে সকলে উৎপন্ন হয় না; একটির পর আর একটি উৎপন্ন হয়; সুতরাং পরস্পর পরস্পরের সহায়কারী হইতে পারে না; (এককালে একত্র অবস্থিত না হওয়াতে পরস্পরের অনুগ্রাহক হইতে —পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত হইতে পারে না); পদ প্রকাশিত হওয়া, এবং পদের অর্থ পরিগ্রহ হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণসকল অবস্থিতি করে না, একক্ষণে আবির্ভূত হইয়া পরক্ষণেই তিরোহিত হয়; অতএব ইহারা পৃথক্‌রূপে এক একটি পদের স্বরূপান্তর্ভূত বলিয়া গণ্য নহে। (কিন্তু বর্ণসকল পুনরায় প্রত্যেকে পদাত্মক অর্থবোধক) প্রত্যেকেরই সর্ব্ববিধ অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি আছে; কিন্তু সহকারী অন্য বর্ণের শক্তির দ্বারা নিয়মিত হইয়া, একই বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য অর্থ প্রকাশ করিতে পারিলেও পূর্ব্ব বর্ণ উত্তর বর্ণের দ্বারা, উত্তর বর্ণ পূর্ব্ববর্ণের দ্বারা, নিয়মিত হইয়া এক একটি বিশেষ অর্থের বোধক হয়; এইরূপে বহুবর্ণ ক্রমানুরোধী হইয়া (যেটির পর যেটি হওয়া নিয়মিত আছে, তদ্রূপ ক্রমে নিয়োজিত হইয়া) অপর সর্ব্ববিধ অর্থবর্জ্জিত হইয়া একটি বিশেষ অর্থবোধক সঙ্কেতরূপে সীমাবদ্ধ শক্তিযুক্ত হইয়া প্রতিভাত হয়; যথা গকার, ঔকার ও বিসর্গ, এই সকল বর্ণ পরস্পর ক্রমানুরোধী হইয়া, অপর সকল আভিধানিক শক্তিচ্যুত হয়, এবং সাস্নাদি (গলকম্বলাদি) অবয়বযুক্ত "গো" নামক বস্তুকেই প্রতিপাদন করে। এই সকল বিশেষ ক্রম অনুসারে উৎপন্ন ধ্বনি বিশেষ অর্থের সঙ্কেতরূপে স্মৃতি-বলে সমাহৃত হইয়া, একরূপে বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হইলে, তাহাকে পদ বলা যায়; ইহাই বাচ্য অর্থের বাচক সঙ্কেতরূপে গৃহীত হয়। এক একটি পদ বুদ্ধির

এক একটি বিষয় হয়, ইহা একটি মাত্র প্রযত্নের দ্বারা বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়; ইহা ভাগরহিত; ইহাতে বর্ণক্রম নাই; বর্ণসকলের সমূহরূপেও ইহা প্রকাশিত নহে, ইহা বাস্তবিক বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিত; কেবল বুদ্ধিতে অবস্থিত ও এক বলিয়া প্রকাশিত; ইহা সর্ব্বশেষে উচ্চারিত বর্ণের অনুভবের ব্যাপারের দ্বারা বুদ্ধিতে উপস্থাপিত হয়; পরন্তু অপরের বোধ জন্মাইবার নিমিত্ত বক্তাকর্ত্তৃক বর্ণসকলই উচ্চারিত হয় এবং তাহাই শ্রোতাকর্ত্তৃক শ্রুত হয়; কিন্তু অনাদি কাল হইতে শব্দব্যবহারজনিত সংস্কারবিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেষ বিশেষ অর্থের সহিত বিশেষ বিশেষ পদ নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকাতে, সেই সকল বর্ণধ্বনি দ্বারা পদটি তত্তৎ বিশেষার্থেরই বোধকরূপে বুদ্ধিতে গৃহীত হয়। এই সকল বর্ণের একটি বিশেষপ্রকার উপসংহার একটি বিশেষ অর্থের বোধক এইরূপ যে অবধারণ, ইহা সঙ্কেতবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। পদ ও অর্থ এই দুইয়ের পরস্পরের পরস্পরের সহিত অভিন্নরূপে যে স্মৃতি, তাহাই সঙ্কেতের সার; যথা যেটি এই শব্দ তাহাই অর্থ, যেটি অর্থ সেইটিই শব্দ; এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের অধ্যাসই (একত্ববোধই) সঙ্কেত। এইরূপে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় পরস্পরে পরস্পরের অধ্যাসদ্বারা প্রতীয়মান হইলে, তাহাদের সঙ্কর হয়; যেমন গৌঃ এই শব্দটি উচ্চারিত হইলে, তাহাতে গোরূপ অর্থ এবং গোরূপ জ্ঞান সঙ্করভাবে থাকে (গো আসিতেছে বলিলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান তিনেরই এক বোধ জন্মে)। যিনি ইহাদের বিভাগ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি সমস্ত প্রাণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন। সমস্ত পদে তৎসমন্বিত বাক্যের শক্তি আছে। বৃক্ষ এই পদটি মাত্র বলিলে, অস্তি ক্রিয়াপদ তাহার সঙ্গেই থাকে; কারণ কোন পদার্থ সত্তা-বিরহিত নহে। এইরূপ সাধন ব্যতীত (অর্থাৎ যদ্দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার অভাবে) কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। পচতি, (পাক করিতেছে) বলিলে

সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে সমস্ত কারকের আকর্ষণ হয়; কেবল বিশেষ করিয়া নিয়মিত করিবার নিমিত্ত কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ইত্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া বাক্য রচনা করিতে হয়; যথা, চৈত্র কর্ত্তা, তণ্ডুল কর্ম্ম, অগ্নি করণ, ইত্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া বাক্য রচনা করিতে হয়। কেবল একটি পদরচনা পূর্ব্বক বাক্যার্থ প্রকাশ করাও অনেক স্থলে দেখা যায়। যথা, এই ব্রাহ্মণ ছন্দ (বেদ) পাঠ করিতেছে, এই বাক্যার্থ বুঝাইতে "শ্রোত্রিয়" পদ মাত্র ব্যবহৃত হয়; এই ব্যক্তি প্রাণধারণ করিতেছে, এই বাক্যার্থে কেবল "জীবতি" পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদসকলের অর্থ বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়; অতএব পদকে বিভিন্নাংশে বিভাগ করিয়া (ধাতু প্রত্যয় ইত্যাদি রূপে) ক্রিয়াবাচক ও কারকবাচক অংশের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তাহা না করিলে "ভবতি", "অশ্বঃ", "অজাপয়ঃ" ইত্যাদি স্থলে নাম ও আখ্যাতের সাদৃশ্যবশতঃ কখন কারকেতে (নামে), কখনও ক্রিয়াতে (আখ্যাতে) লক্ষ্য পতিত হইয়া, বিপরীত ব্যাখ্যা হইতে পারে। যথা, ঘটো ভবতি (ক্রিয়াপদ), ভবতি (সম্বোধন) ভিক্ষাং দেহি, ভবতি (সপ্তমী বিভক্তি) তিষ্ঠতি; এইস্থলে ভবতি পদ একই, কিন্তু কোন স্থলে ক্রিয়া, কোন স্থলে নাম। এইরূপ, অশ্বঃ; অশ্বো যাতি; অজাপয়ঃ (অজায়াঃ পয়ঃ) পিব, অজাপয়ঃ শত্রূন্, ইত্যাদি। একস্থলে ক্রিয়াবাচক (শ্বিধাতুর উত্তর লুঙ্ সি) অপর স্থলে ঘোটক অর্থে অশ্ব শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে; একস্থলে ছাগলের দুধ, আর এক স্থলে শত্রুদমন, এইরূপ, বিভিন্ন অর্থে অজাপয়ঃ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের বিভাগ কিরূপ, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা, শ্বেততে প্রাসাদঃ, অট্টালিকা শ্বেতবর্ণ হয়; এই স্থলে শ্বেতপদ ক্রিয়াবাচক; শ্বেতঃ প্রাসাদঃ, এই স্থলে শ্বেত শব্দ কারকবাচক; উক্ত পদ সকলের অর্থ ও প্রত্যয় (জ্ঞান) উভয়ই উক্ত স্থলে কারক ও ক্রিয়াত্মক;

কারণ শব্দ অর্থ ও প্রত্যয়ের এই অভেদসম্বন্ধ থাকাতেই সঙ্কেতরূপ শব্দের দ্বারা একাকারই প্রত্যয় জাত হয়। পূর্ব্বোক্তস্থলে শ্বেতরূপ যে অর্থ তাহাই শব্দ ও প্রত্যয় উভয়ের আশ্রয়ীভূত। পরন্তু অর্থটি স্বীয় অবস্থা সকলের দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয়; এই বিকার, শব্দ কিংবা প্রত্যয়ের সহচর নহে (দ্রব্যেরই বিকার হয়, তদ্বোধক শব্দ কিংবা তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যয়ের বিকার হয় না) এইরূপে শব্দ ও প্রত্যয় বিভিন্ন; একটি শব্দ, একটি অর্থ, একটি প্রত্যয়; কারণ, একের বিকারে অপর বিকারিত হয় না। এই প্রকারে বিচার দ্বারা বিভাগ করিয়া, তাহাতে সংযম করিলে যোগিগণ সকল প্রাণীর অভিপ্রায় জানিতে পারেন।

১৮শ সূত্র। **সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্॥**

সংস্কারে (বাসনা ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কারে) সংযম করিয়া যোগিগণ ইহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিলে, সকল জীবের পূর্ব্বজন্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন।

ভাষ্য।—দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্লেশহেতবো বাসনা-রূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ, তে পূর্ব্বভবাভিসংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টানিরোধশক্তিজীবনধর্ম্মবদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ, তেষু সংযমঃ সংস্কারসাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ সমর্থঃ, নচ দেশকালনিমিত্তানু-ভবৈর্বিনা তেষামস্তি সাক্ষাৎকরণম্। তদিত্থং সংস্কারসাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। পরত্রাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পরজাতিসংবেদনম্। অত্রেদমাখ্যানং শ্রূয়তে, ভগবতো জৈগীষব্যস্য সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ দশসু মহাসর্গেষু জন্মপরিণামক্রমমনুপশ্যতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুরভবৎ; অথ ভগবানাবট্যস্তনুধরস্তমুবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূত-

১৯শ সূত্র। প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।

ভাষ্য।—প্রত্যয়ে সংযমাৎ প্রত্যয়স্য সাক্ষাৎকবণাৎ ততঃ পরচিত্তজ্ঞানম্।

অস্যার্থ ঃ—প্রত্যয়ে সংযম কবিয়া তাহাব সাক্ষাৎকাব লাভ হইলে পবকীয় চিত্তেব জ্ঞান জন্মে।

২০শ সূত্র। ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ॥

কিন্তু কেবল প্রত্যয়ে সংযমদ্বাবা পব প্রত্যয়েব আলম্বনীভূত বিষয়ে যোগীদিগেব চিত্তেব বিষয়ীভূত হয না, কাবণ তাহা উক্তপ্রকাব সংযমেব বিষয়ীভূত নহে।

ভাষ্য।—বক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুষ্মিন্নালম্বনে বক্তমিতি ন জানাতি, পবপ্রত্যয়স্য যদালম্বনং তদ্‌যোগিচিত্তেন নালম্বনীকৃতং, পবপ্রত্যয়মাত্রন্তু যোগিচিত্তস্য আলম্বনীভূতমিতি।

অস্যার্থ ঃ—প্রত্যয় কোন বিষযে অনুবাগযুক্ত এই মাত্র জ্ঞান হয, কিন্তু অমুক আলম্বনে অনুবক্ত তাহাব জ্ঞান হয না, পবেব প্রত্যযেব যাহা আলম্বন তাহা যোগিচিত্তেব দ্বাবা আলম্বনীকৃত হয় না, পবপ্রত্যযমাত্র উক্ত সংযমে যোগিচিত্তেব আলম্বনীভূত হয। (অতএব উক্ত প্রকাব সংযম দ্বাবা পব-প্রত্যয়েব যাহা বিষয়, তাহাব জ্ঞান হয় না)।

২১শ সূত্র। কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানম্।

ভাষ্য।—কায়রূপে সংযমাৎ রূপস্য যা গ্রাহ্যা শক্তিস্তাং প্রতিবধ্নাতি, গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে সতি, চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্।

অস্থার্থ ঃ—দেহের রূপে সংযম করিলে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হইবার যে শক্তি রূপের আছে, তাহাও অবরুদ্ধ হয় ; রূপের ঐ গ্রাহ্যশক্তি স্তম্ভিত হইলে, যোগীদিগের কায়া চাক্ষুষজ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইয়া তাঁহাদিগের অন্তর্ধানশক্তি উপজাত হয়। এইরূপ যোগীদিগের শব্দাদি অন্তর্ধানও সাধিত হয় বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ যোগীদিগের শব্দ, তাঁহারা ইচ্ছা না করিলে, অপরে শুনিতে পায় না)।

২২শ সূত্র। **সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাৎ অপরান্তজ্ঞানম্ অরিষ্টেভ্যো বা।**

কর্ম্ম দ্বিবিধ, সোপক্রম ও নিরুপক্রম ; তাহাতে সংযম করিলে মরণবিষয়ক জ্ঞান (অর্থাৎ কোন্ স্থানে, কোন্ কালে, কিরূপে মৃত্যু হইবে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান) জন্মে, এবং অরিষ্ট (মৃত্যুচিহ্ন প্রভৃতি) দ্বারাও মরণজ্ঞান হয়।

ভাষ্য।—আয়ুর্বিপাকং কর্ম্ম দ্বিবিধং, সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ তত্র যথাঽর্দ্রবস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমম্। যথা চ তদেব সম্পিণ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেদ্ এবং নিরুপক্রমম্। যথা চাগ্নিঃ শুষ্কে কক্ষে মুক্তো বাতেন সমন্ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেৎ,, তথা সোপক্রমম্ ; যথা বা স এবাঽগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোঽবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেৎ, তথা নিরুপক্রমম্। তদৈকভবিকমায়ুষ্করং কর্ম্ম দ্বিবিধং, সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। তৎসংযমাৎ অপরান্তস্য প্রয়াণস্য জ্ঞানম্। অরিষ্টেভ্যো বেতি ত্রিবিধমরিষ্টমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকং চেতি ; তত্র আধ্যাত্মিকং ঘোষং স্বদেহেঽপিহিতকর্ণো ন

শৃণোতি, জ্যোতির্ব্বা নেত্রেঽবষ্টব্ধে ন পশ্যতি; তথা আধিভৌতিকং যমপুরুষান্ পশ্যতি, পিতৃনতীতানকস্মাৎ পশ্যতি; আধিদৈবিকং স্বর্গমকস্মাৎ সিদ্ধান্ বা পশ্যতি, বিপরীতং বা সর্ব্বমিতি। অনেন বা জানাত্যপরান্তমুপস্থিতমিতি।

অস্যার্থঃ—আয়ুরূপ বিপাকের উৎপাদক কর্ম্ম দ্বিবিধ, সোপক্রম ও নিরুপক্রম, যেমন আর্দ্রবস্ত্র প্রসারিত করিয়া শুকাইতে দিলে অল্পকালেই শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ সোপক্রম কর্ম্ম শীঘ্র ফলদান দ্বারা পর্য্যবসিত হয়, আবার যেমন সেই বস্ত্র পিণ্ডাকারে রাখিলে দীর্ঘকালে শুকায়, তদ্রূপ নিরুপক্রম কর্ম্ম দীর্ঘকালে ফলপ্রদান করে। যেমন অগ্নি শুষ্ক তৃণরাশিতে প্রদত্ত হইয়া বায়ুদ্বারা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই তৃণ-রাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সোপক্রম কর্ম্ম অল্পকাল মধ্যেই ফলপ্রদান করে, যেমন অগ্নি তৃণরাশির এক একটি অবয়বে ক্রমে প্রদত্ত হইয়া দীর্ঘকালে সেই তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ নিরুপক্রম কর্ম্ম দীর্ঘকালে অল্পে অল্পে ফলপ্রদান করে। এইরূপে একভবিক আয়ুষ্কর কর্ম্ম দ্বিবিধ, সোপক্রম ও নিরুপক্রম; তাহাতে সংযম করিলে মৃত্যুজ্ঞান হয়। অরিষ্ট সকল হইতেও মৃত্যুজ্ঞান হয়। অরিষ্ট ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক যথা, হস্তদ্বারা কর্ণকুহর আচ্ছাদিত করিলে দেহের ভিতরে কোন প্রকার ধ্বনি শুনা যায় না; নেত্র অঙ্গুলি দ্বারা আবৃত করিলে অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ দেখা যায় না; আধিভৌতিক যথা, যমদূত দর্শন হয়, সহসা মৃত পিতৃ-লোকের দর্শন হয়, আধিদৈবিক যথা, অকস্মাৎ স্বর্গলোকের অথবা সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন হয়, অথবা সমস্তই বিপরীত দর্শন হয়। এই সকল দর্শন দ্বারা জানা যায় যে মৃত্যু উপস্থিত।

২৩শ সূত্র। **মৈত্র্যাদিষু বলানি।**

মৈত্র্যাদিতে (মৈত্রী, করুণা ও হৃষ, প্রথম পাদ ৩৩শ সূত্র দ্রষ্টব্য) সংযম দ্বারা বল লাভ হয়।

ভাষ্য।—মৈত্রী করুণা মুদিতেতি তিস্রোভাবনাঃ; তত্র ভূতেষু সুখিতেষু মৈত্রীং ভাবয়িত্বা মৈত্রীবলং লভতে, দুঃখিতেষু করুণাং ভাবয়িত্বা করুণাবলং লভতে, পুণ্যশীলেষু মুদিতাং ভাবয়িত্বা মুদিতাবলং লভতে। ভাবনাতঃ সমাধির্যঃ স সংযমঃ; ততো বলান্যবন্ধ্যবীর্য্যাণি জায়ন্তে। পাপশীলেষু উপেক্ষা নতু ভাবনা; ততশ্চ তস্যাং নাস্তি সমাধিরিতি; অতো ন বলমুপে-ক্ষাতস্তত্র সংযমাভাবাদিতি।

অস্যার্থঃ—মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এই তিন বিষয়ক ভাবনা। তন্মধ্যে সুখী ব্যক্তির প্রতি মৈত্রীভাবনা দ্বারা মৈত্রীবল লাভ করা যায়, দুঃখী ব্যক্তিব প্রতি করুণাভাবনা দ্বারা করুণাবল লাভ করা যায়; পুণ্যশীল ব্যক্তির প্রতি মুদিতাভাবনা দ্বারা মুদিতাবল লাভ করা যায়। ভাবনা হইতে যে সমাধি হয়, তাহাকেই সংযম বলে; এই সমাধি হইতে অপ্রতিহত বল উপজাত হয়। পাপশীল ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা করিবে (তাহা ১ম পাদের ৩৩ সংখ্যক সূত্রে উক্ত হইয়াছে), তাহাব ভাবনার ব্যবস্থা করা হয় নাই; অতএব তাহাতে সমাধি নাই; সুতরাং উপেক্ষা হইতে বল উপজাত হয় না; কারণ তাহাতে সংযমের বিধান নাই।

২৪শ সূত্র। **বলেষু হস্তিবলাদীনি।**

ভাষ্য।—হস্তিবলে সংযমাৎ হস্তিবলো ভবতি, বৈনতেয়বলে সংযমাৎ বৈনতেয়বলো ভবতি, বায়ুবলে সংযমাৎ বায়ুবল ইত্যেবমাদি।

অস্যার্থ :—যোগিগণ হস্তিবলে সংযম করিয়া হস্তিসদৃশ বলবান্ হয়েন, গরুড়বলে সংযম করিয়া তদ্রূপ বলবান্ হয়েন, বায়ুবলে সংযম করিয়া বায়ুর ন্যায় বলশালী হয়েন ; এইরূপ অপরাপর স্থলেও জানিবে।

২৫শ সূত্র। **প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।**

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির (যাহা প্রথম পাদের ৩৬ সংখ্যক সূত্র ও ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে তাহার) আলোক নিক্ষেপ করিয়া যোগিগণ সূক্ষ্ম, অন্তরালে স্থিত এবং দূরবর্ত্তী পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

ভাষ্য।—জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিরুক্তা, মনসস্তস্যা য আলোকস্তং যোগী সূক্ষ্মে বা ব্যবহিতে বা বিপ্রকৃষ্টে বা অর্থে বিন্যস্য তমর্থমধিগচ্ছতি।

অস্যার্থ :—মনের যে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির বিষয় প্রথম পাদেব ৩৬ সংখ্যক সূত্রে ও তদ্ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার আলোক যোগিগণ সূক্ষ্ম অথবা ব্যবহিত (গুপ্ত) অথবা দূরবর্ত্তী পদার্থের প্রতি বিন্যাস করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

২৬শ সূত্র। **ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ।**

সূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিলে সমস্ত ভুবনবিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়।

ভাষ্য।—তৎপ্রস্তারঃ সপ্তলোকাঃ। তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবদিত্যেষ ভূর্লোকঃ, মেরুপৃষ্ঠাদারভ্যাধ্রুবাৎ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোঽন্তরিক্ষলোকঃ, তৎপরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঃ ; মাহেন্দ্রস্তৃতীয়ো লোকঃ, চতুর্থঃ প্রজাপত্যো মহর্লোকঃ, ত্রিবিধো ব্রাহ্মঃ, তদ্‌যথা জনলোকস্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি। "ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যস্ততো মহান্। মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো

দিবি তারা ভুবি প্রজা” ইতি সংগ্রহশ্লোকঃ। তত্রাবীচেরুপর্য্যু- পরিনিবিষ্টাঃ ষণ্মহানরকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃ- প্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষরৌরবমহারৌরবকালসূত্রান্ধতামিস্রাঃ; যত্র সকর্ম্মোপার্জ্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুর্দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে; ততো মহাতলরসাতলাতলসুতলবিতলতলাতলপাতালা- খ্যানি সপ্ত পাতালানি। ভূমিরিয়মষ্টমী সপ্তদ্বীপা বসুমতী, যস্যাঃ সুমেরুর্মধ্যে পর্ব্বতরাজঃ কাঞ্চনঃ; তস্য রাজতবৈদূর্য্যস্ফটিক- হেমমণিময়ানি শৃঙ্গাণি; তত্র বৈদূর্য্যপ্রভানুরাগান্নীলোৎপলদত্র- শ্যামো নভসো দক্ষিণো ভাগঃ, শ্বেতঃ পূর্ব্বঃ, স্বচ্ছঃ পশ্চিমঃ, কুরুণ্ডকাভ উত্তরঃ। দক্ষিণপার্শ্বে চাস্য জম্বূঃ, যতোঽয়ং জম্বূ- দ্বীপঃ; তস্য সূর্য্যপ্রচারাদ্ রাত্রিন্দিবং লগ্নমিব বিবর্ত্ততে, তস্য নীলশ্বেতশৃঙ্গবন্ত উদীচীনাস্ত্রয়ঃ পর্ব্বতা দ্বিসহস্রযামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজনসহস্রাণি রমণকং হিরণ্ময়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধহেমকূটহিমশৈলা দক্ষিণতো দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজনসাহস্রাণি, হরিবর্ষং কিম্পুরুষং ভারতমিতি। সুমেরোঃ প্রাচীনা ভদ্রাশ্বা মাল্যবৎসীমানঃ, প্রতীচীনাঃ কেতুমালা গন্ধমাদনসীমানঃ, মধ্যে বর্ষমিলাবৃতম্। তদেতদ্ যোজনশতসহস্রং সুমেরোর্দিশি দিশি তদর্দ্ধেন ব্যূঢ়ম্। স খল্বয়ং শতসহস্রায়ামো জম্বূদ্বীপস্ততো দ্বিগুণেন লবণোদধিনা বলয়াকৃতিনা বেষ্টিতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণা দ্বিগুণাঃ শাককুশক্রৌঞ্চশাল্মলমগধপুষ্করদ্বীপাঃ, সপ্তসমুদ্রাশ্চ সর্ষপরাশিকল্পাঃ সবিচিত্রশৈলাবতংসা ইক্ষুরসসুরাসর্পির্দধিমণ্ড-

ক্ষীরস্বাদূদকাঃ। সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা বলয়াকৃতয়ো লোকালোক-পর্ব্বতপরিবারাঃ পঞ্চাশদ্‌যোজনকোটিপরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সর্ব্বং সুপ্রতিষ্ঠিতসংস্থানমণ্ডমধ্যে ব্যূঢ়ম্; অণ্ডঞ্চ প্রধানস্যাণুর-বয়বো, যথাকাশে খদ্যোতঃ। তত্র পাতালে জলধৌ পর্ব্বতেম্বে-তেষু দেবনিকায়া অসুরগন্ধর্ব্বকিন্নরকিম্পুরুষযক্ষরাক্ষসভূতপ্রেত-পিশাচাপস্মারকাপ্সরোব্রহ্মরাক্ষসকুষ্মাণ্ডবিনায়কাঃ প্রতিবসন্তি; সর্ব্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ। সুমেরুস্ত্রিদশানামুদ্যান-ভূমিঃ; তত্র মিশ্রবণং নন্দনং চৈত্ররথং সুমানসমিত্যুদ্যানানি, সুধর্ম্মা দেবসভা, সুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ। গ্রহনক্ষত্র-তারকাস্তু ধ্রুবে নিবদ্ধা বায়ুবিক্ষেপনিয়মেনোপলক্ষিতপ্রচারাঃ সুমেরোরুপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্টা বিপরিবর্ত্তন্তে। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্‌দেবনিকায়াঃ, ত্রিদশা অগ্নিষ্বাত্তা যাম্যাঃ তুষিতা অপরিনির্ম্মিত-বশবর্ত্তিনঃ পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনশ্চেতি; সর্ব্বে সঙ্কল্পসিদ্ধা অণি-মাদ্যৈশ্বর্য্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকাঃ কামভোগিন ঔপপাদিক-দেহা উত্তমানুকূলাভিরপ্সরোভিঃ কৃতপরিবারাঃ। মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ কুমুদাঃ ঋভবঃ প্রতর্দ্দনা অঞ্জনাভাঃ প্রচিতাভা ইতি; এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহস্রায়ুষঃ। প্রথমে ব্রহ্মণো জনলোকে চতুর্ব্বিধো দেব-নিকায়ো ব্রহ্মপুরোহিতা ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মমহাকায়িকা অমরা ইতি; এতে ভূতেন্দ্রিয়বশিনঃ। দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকায়ঃ অভাস্বরা মহাভাস্বরাঃ সত্যমহাভাস্বরা ইতি। এতে ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ, সর্ব্বে ধ্যানাহারা

উর্দ্ধরেতসঃ উর্দ্ধমপ্রতিহতজ্ঞানা অধরভূমিষ্বনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি; অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপর্য্যুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবৎসর্গায়ুষঃ। তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্কধ্যানসুখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যানসুখাঃ, সত্যাভা আনন্দমাত্রধ্যানসুখাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চাস্মিতামাত্রধ্যানসুখাঃ; তেঽপি ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি। ত এতে সপ্তলোকাঃ সর্ব্ব এব ব্রহ্মলোকাঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে, ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইতি। এতদ্‌যোগিনা সাক্ষাৎকর্ত্তব্যং সূর্য্যদ্বারে সংযমং কৃত্বা, ততোঽন্যত্রাপি। এবন্তাবদভ্যসেৎ যাবদিদং সর্ব্বং দৃষ্টমিতি।

অস্যাথ :—ভুবনের বিস্তার সপ্তলোকব্যাপী। অবীচি (সমস্তলোকের অধোভাগস্থ নরকস্থান) হইতে আরম্ভ করিয়া সুমেরু পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানকে ভূর্লোক বলে, মেরুপৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুব পর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্র ও তারা দ্বারা বিশোভিত স্থানকে অন্তরীক্ষ লোক বলে; ইহার পর স্বর্গলোক, তাহা পাচ প্রকার; প্রথম মহেন্দ্র নামক স্বর্গলোক, ইহা তৃতীয় লোক; তৎপর প্রজাপতির মহর্নামক লোক, ইহা চতুর্থ লোক; তৎপর ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক, যথা—জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এই সপ্তলোক সংক্ষেপতঃ একটি শ্লোক দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, যথা "ব্রহ্মলোক তিন স্তরে বর্ত্তমান, তন্নিম্নে মহৎ প্রজাপতিলোক, তৎপর স্বর্নামক মহেন্দ্রলোক, অন্তরীক্ষে তারকাদি এবং ভূর্লোকে প্রাণিগণ বাস করে"। অবীচির উপর্য্যুপরি ছয়টি মহানরক স্থান অবস্থিত আছে; ইহারা যথাক্রমে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও অন্ধকারে প্রতিষ্ঠিত; ইহাদিগের

নাম যথাক্রমে মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র। এই সকল নরকে প্রাণিগণ স্বীয় পাপকর্ম্মের ফল দুঃখযাতনা ভোগ করিতে করিতে অতিকষ্টে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহার উপরে সপ্তপাতাল, যথা, মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল। তৎসহ তুলনায় অষ্টমস্তরে স্থিত এই সপ্তদ্বীপান্বিতা বসুমতী, এই বসুমতীর মধ্যস্থানে কাঞ্চনময় সুমেরু নামক পর্ব্বতরাজ আছেন, এই পর্ব্বতরাজের রজতবৈদূর্য্যস্ফটিক ও হেমমণিময় চারিটি শৃঙ্গ পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমে বিরাজমান আছে, তন্মধ্যে বৈদূর্য্য-মণিময় শৃঙ্গের বৈদূর্য্য প্রভায় অনুরঞ্জিত হওযায নীলোৎপল পত্রেব ন্যায় শ্যামবর্ণে আকাশেব দক্ষিণভাগ রঞ্জিত হইযা প্রকাশ পায; পূর্ব্বভাগ রজতপ্রভায় শ্বেতবর্ণ, পশ্চিমভাগ স্ফটিকপ্রভায় স্বচ্ছ (নির্ম্মল), এবং উত্তরভাগ হেমপ্রভায় কুরণ্ডক পুষ্পের ন্যায় আরক্তিম। সুমেরুব দক্ষিণ পার্শ্বে জম্বূ নামক বৃক্ষ আছে, এই জম্বূবৃক্ষের নামে এই দ্বীপকে জম্বূদ্বীপ বলে, সূর্য্যেব ভ্রমণহেতু দিবা ও বাত্রি ইহাতে সর্ব্বদাই লগ্ন থাকিয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে। সুমেরুর উত্তর দিকে দ্বিসহস্রযাম বিস্তৃত নীল শ্বেত শৃঙ্গবিশিষ্ট তিনটি পর্ব্বত আছে, ইহাদের মধ্যে রমণক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরু নামক তিনটি বর্ষ আছে, তাহা প্রত্যেকে নয় সহস্র যোজন বিস্তৃত। দক্ষিণদিকে নিষধ, হেমকূট ও হিমশৈল নামে দ্বিসহস্র যোজন বিস্তৃত তিনটি পর্ব্বত আছে, তাহার মধ্যে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষ নামক তিনটি বর্ষ আছে, ইহাদের প্রত্যেকের বিস্তার নয় সহস্র যোজন। সুমেরুর পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্ব নামক দেশ, পশ্চিম দিকে গন্ধমাদন পর্য্যন্ত কেতুমাল নামক দেশ, মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ আছে। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে লক্ষ যোজন স্থান, প্রত্যেক দিকে পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন। এই লক্ষযোজনব্যাপী স্থান জম্বূদ্বীপ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ

লবণ সমুদ্র বলয়াকারে ইহাকে বেষ্টন করিয়াছে। শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাল্মলদ্বীপ, মগধদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ, ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ পবিমাণ অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ হইতে দ্বিগুণ শাকদ্বীপ; শাকদ্বীপের দ্বিগুণ কুশ-দ্বীপ ইত্যাদি। এই সপ্ত সমুদ্র সর্ষপরাশি সদৃশ মসৃণ, শিরোভূষণরূপ পর্ব্বত-মালা দ্বারা অলঙ্কৃত, ইহাদিগের নাম যথাক্রমে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধিমণ্ড, ক্ষীর ও জল; বলয়াকারে সপ্ত সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তদ্বাহ্য দেশে লোকালোক পর্ব্বত দ্বারা পরিবৃত হইয়া পঞ্চাশৎ কোটি যোজন স্থান ব্যাপিযা এই সপ্ত দ্বীপ বর্ত্তমান আছে। তৎসমস্ত বিভিন্নরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ড, যাহাব মধ্যে এই সমস্ত ভুবন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাও প্রধানের তুলনায পরমাণু সদৃশ ক্ষুদ্র, যেমন আকাশে জোনাকী দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিব মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড আছে। তন্মধ্যে পাতালে জলধি মধ্যে, এবং পর্ব্বতে, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মারক, অপ্সরা, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড ও বিনায়কগণ বাস করে। সমস্ত দ্বীপেই পুণ্যাত্মা দেবতা ও মনুষ্যগণ বাস কবেন। সুমেরুপর্ব্বতে দেবতাগণের উদ্যানভূমি; তাহাতে মিশ্রবণ, নন্দনবন, চৈত্ররথবন ও সুমানসবন নামক চারিটি উদ্যান আছে; তাহাতে দেবগণের সুধর্ম্মা নামক সভা আছে; তাহাতে তাঁহাদের সুদর্শন নামক পুব আছে, এবং বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ আছে। সূর্য্যাদি গ্রহগণ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণ, এবং তারকা সকল ধ্রুবের আকর্ষণে তৎসহ নিবদ্ধ হইয়া বায়ুব প্রতিনিয়ত সঞ্চালনে গতিশীলরূপে উপলক্ষিত হইয়া সুমেরুর উপরি-ভাগে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। মাহেন্দ্র নামক স্বর্গলোকে যড়্‌বিধ দেব-জাতি বসতি করেন, যথা, ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত, যাম্য তুষিত, অপরিনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী ও পরিনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী; ইহারা সকলেই সঙ্কল্প-সিদ্ধ অণিমাদি

অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যুক্ত, কল্পপরিমাণ আয়ুবিশিষ্ট, শোভন দেহযুক্ত, যদৃচ্ছা ক্রমে ভোগসামর্থ্যবিশিষ্ট, ঔপপাদিক দেহযুক্ত (অর্থাৎ ইহাদের দেহ মৈথুন হইতে উপজাত নহে), উত্তম অনুকূল অপ্সরা সকল দ্বারা সেবিত। মহৎ নামক প্রজাপতি লোকে পঞ্চবিধ দেবজাতির বসতি। ইঁহাদের নাম কুমুদ, ঋভব, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ ; পঞ্চভূতাত্মক জগৎ ইহাদের বশীভূত, ধ্যানই ইঁহাদের আহার (পুষ্টিকারক), ইঁহারা সহস্র-কল্প ব্যাপী আয়ুর্বিশিষ্ট। ব্রহ্মার প্রথম লোকে (জন লোকে) চতুর্ব্বিধ দেবজাতির বাস ; যথা :—ব্রহ্ম-পুরোহিত, ব্রহ্ম-কায়িক, ব্রহ্ম মহাকায়িক ও অমর। ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক সমস্তই ইঁহাদিগের বশীভূত। তপোলোক নামক দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক ত্রিবিধ দেবতার আবাস ভূমি, যথা—অভাস্বর, মহাভাস্বর, সত্যমহাভাস্বর ; ভূত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত গুণগ্রাম ইহাদের বশীভূত। ইঁহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ আয়ুবিশিষ্ট, সকলেরই ধ্যান মাত্র অবলম্বন, সকলেই ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধদিকেও ইহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত, এবং অধো-দিকেও ইঁহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত। সত্যলোক নামক তৃতীয় ব্রহ্মলোক চতুর্ব্বিধ দেবতার আবাসভূমি ; ইহাদিগের নাম অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহাদিগের গৃহ বিন্যাস নাই, ইঁহারা স্বপ্রতিষ্ঠ, ইঁহারা যথাক্রমে উপরোপর ভূমিতে স্থিত, প্রধান ইঁহাদিগের বশীভূত, যাবৎ সৃষ্টি তাবৎ ইঁহাদের আয়ু ; অচ্যুত দেবগণ সবিতর্ক ধ্যানে পরিতৃপ্ত, শুদ্ধনিবাস দেবগণ সবিচার ধ্যানে পরিতৃপ্ত, সত্যাভ দেবগণ আনন্দমাত্র ধ্যানে পরিতৃপ্ত, সংজ্ঞাসংজ্ঞী দেবগণ অস্মিতামাত্র ধ্যানে পরিতৃপ্ত। ইহা-দিগের আবাসভূমিও ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত। এই সপ্ত লোককেই ব্রহ্মলোক বলা যাইতে পারে। বিদেহ দেবগণ ও প্রকৃতিলয়গণ * মোক্ষপদে

---

* যোগসূত্রের ভূমিকার ১৩ (খ) প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

অবস্থিত, তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। যোগিগণ সূর্য্যদ্বারে সংযম করিয়া এতৎ সমস্তই সাক্ষাৎ করেন। (সুষুম্না-নাড়ী সূর্য্যদ্বার বলিয়া উক্ত আছে) তদ্ব্যতীত যোগোপাধ্যায়োপদিষ্ট অন্য স্থলেও সংযম দ্বারা এই সকল বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। যে পর্য্যন্ত এতৎ সমস্ত বিষয়ক জ্ঞান লাভ না হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত সংযম অভ্যাস করিবে।

২৭শ সূত্র।—**চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্॥**

ভাষ্য।—**চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাব্যূহং বিজানীয়াৎ।**

অস্যার্থঃ—চন্দ্রে সংযম দ্বারা তারাব্যূহের জ্ঞান লাভ করিবে।

২৮শ সূত্র।—**ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্।**

ভাষ্য।—**ততো ধ্রুবে সংযমং কৃত্বা তারাণাং গতিং জানীয়াৎ। ঊর্দ্ধবিমানেষু কৃতসংযমস্তানি জানীয়াৎ।**

অস্যার্থঃ—ধ্রুবে সংযম করিলে তারাগণের গতির জ্ঞান হয়। ঊর্দ্ধবিমান আদিত্যাদির রথে সংযম করিলে আদিত্যাদির গতি জানা যায়।

২৯শ সূত্র।—**নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্।**

ভাষ্য।—**নাভিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়ব্যূহং বিজানীয়াৎ। বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্ত্রয়ো দোষাঃ সন্তি, ধাতবঃ সপ্ত ত্বগ্লোহিতমাংস-স্নায়্বস্থিমজ্জাশুক্রাণি, পূর্ব্বং পূর্ব্বমেষাং বাহ্যমিত্যেষ বিন্যাসঃ।**

অস্যার্থঃ—নাভিচক্রে সংযম দ্বারা দেহস্থিত সমস্ত বস্তুর বিন্যাস বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিনটি দোষ দেহে আছে; দেহে সাতটি ধাতু আছে, যথাঃ—ত্বক্, লোহিত (রক্ত), মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে (একটির বাহে অপরটি এইরূপ) দেহে বিন্যস্ত আছে।

৩০শ সূত্র।—কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ।

ভাষ্য।—জিহ্বায়া অধস্তাৎ তন্তুঃ ততোঽধস্তাৎ কূপঃ, তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে।

অস্যার্থঃ—জিহ্বার অধোদেশে তন্তু, তাহার অধোদেশে কণ্ঠ, তাহার অধোদেশে কূপ, বর্ত্তমান আছে; ঐ কূপে সংযম করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না।

৩১শ সূত্র।—কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্।

ভাষ্য।—কূপাদধ উরসি কূর্ম্মাকারা নাড়ী, তস্যাং কৃতসংযমঃ স্থিরপদং লভতে, যথা সর্পো গোধা বেতি।

অস্যার্থঃ—কণ্ঠকূপের অধোদেশে বক্ষঃস্থলে কূর্ম্মের আকারবিশিষ্ট এক নাড়ী আছে, সর্প অথবা গোধা যেমন কুণ্ডলিত হইয়া থাকে, ঐ নাড়ী তদ্রূপ; ইহাকে কূর্ম্ম নাড়ী বলে; ইহাতে সংযম করিলে চিত্তের স্থিরতা জন্মে।

৩২শ সূত্র।—মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্।

ভাষ্য।—শিরঃ কপালেঽন্তশ্ছিদ্রং প্রভাস্বরং জ্যোতিঃ, তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালচারিণাং দর্শনম্।

অস্যার্থঃ—শিরস্থ কপালের মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তন্মধ্যে যে প্রভাস্বর জ্যোতিঃ বিদ্যমান আছে, তাহাতে সংযম করিলে সিদ্ধদিগের অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থিত অন্তরীক্ষবাসীদিগের দর্শন লাভ হয়।

৩৩শ সূত্র।—প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্।

প্রাতিভজ্ঞানে সংযম করিলে যোগিগণ সর্ব্ববিৎ হয়েন।

ভাষ্য।—প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজস্য জ্ঞানস্য

পূর্ব্বরূপং যথোদয়ে প্রভা ভাস্করস্য, তেন বা সর্ব্বমেব জানাতি যোগী প্রাতিভস্য জ্ঞানস্যোৎপত্তাবিতি।

অস্যার্থঃ—প্রতিভা (উহ) হইতে উৎপন্ন এই অর্থে প্রাতিভ, এই প্রাতিভ জ্ঞানকে তারক বলে। ইহা বিবেকজ জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ, যেমন সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রভা প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই প্রাতিভ জ্ঞান ও বিবেকজ জ্ঞানের পূর্ব্বপ্রভারূপ; এই প্রাতিভজ্ঞানের উদয় হইলে যোগী পুরুষ তদ্দ্বারা সমস্তই অবগত হইতে পারেন।

৩৪শ সূত্র।—হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥

ভাষ্য।—"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম"; তত্র বিজ্ঞানং, তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তসংবিৎ।

অস্যার্থঃ—"এই যে ব্রহ্মের পুরস্বরূপ দেহ, ইহাতে যে গর্ত্তের ন্যায় অধোমুখ হৃৎপদ্ম অবস্থিত আছে, ইহা গৃহস্বরূপ" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত) ইহাতে বিজ্ঞান অবস্থিতি করে, ইহাতে সংযম করিলে চিত্তের স্বরূপের জ্ঞান হয়।

৩৫শ সূত্র।—সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ, পরার্থত্বাৎ, স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্।

সত্ত্ব ও পুরুষ ইহারা অত্যন্ত বিভিন্ন হইলেও (পুরুষ দর্শিত বিষয়, অর্থাৎ চিত্তের নিত্য দ্রষ্টা; সুতরাং চিত্তে যেরূপ প্রত্যয় উদিত হয়, তাহার প্রতি সংবেদী পুরুষেরও তদনুরূপ জ্ঞান হয়; অতএব) প্রত্যয় বিষয়ে চিত্তের ও পুরুষের বিশেষ নাই, উভয় সমভাবাপন্ন; এই প্রত্যয়-সাম্যই, পুরুষের ভোগ বলিয়া কল্পিত হয়; কিন্তু ভোগটিও এক প্রকার প্রত্যয়ই, তাহা প্রত্যয় হইতে বিশিষ্ট (বিভিন্ন) নহে; কারণ তাহাও

চিত্তেরই অবস্থা, উহা স্বপ্রকাশ চৈতন্য বস্তু নহে, পুরুষের নিমিত্তই ইহার স্থিতি। পৌরুষের প্রত্যয় ইহা হইতে বিভিন্ন, কারণ এই পৌরুষের প্রত্যয় স্বার্থ, তাহা পুরুষেরই স্বরূপ; তাহাতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়।

ভাষ্য।—বুদ্ধিসত্ত্বং প্রখ্যাশীলং সমানসত্ত্বোপনিবন্ধনে রজস্তমসী বশীকৃত্য সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়েন পরিণতং তস্মাচ্চ সত্ত্বাৎ পরিণামিনোঽত্যন্তবিধর্ম্মা শুদ্ধোঽন্যশ্চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ, তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ, পুরুষস্য দর্শিত-বিষয়ত্বাৎ। স ভোগপ্রত্যয়ঃ সত্ত্বস্য পরার্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ। যস্তু তস্মাদ্বিশিষ্টশ্চিতিমাত্ররূপোঽন্যঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র সংযমাৎ পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জায়তে। ন চ পুরুষপ্রত্যয়েন বুদ্ধিসত্ত্বাত্মনা পুরুষো দৃশ্যতে, পুরুষ এব প্রত্যয়ং স্বাত্মাবলম্বনং পশ্যতি, তথাহ্যুক্তং "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি।

অস্যার্থ:—বিশুদ্ধজ্ঞানাত্মকবুদ্ধিসত্ত্ব,সত্ত্বগুণের সহিত তুল্যভাবে (অবিনা-ভাব সম্বন্ধে) স্থিত (নিত্যসহচর) রজঃ ও তমোগুণকে সম্যক্ বশীকৃত করিয়া সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রে পরিণত হয় (পুরুষ, জ্ঞানাত্মক সত্ত্ব হইতে বিভিন্ন, কেবল এবংবিধ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া চিত্ত স্বীয় নির্ম্মল স্বরূপে স্থিত হয়), এইরূপ নির্ম্মলাবস্থা-প্রাপ্ত বুদ্ধিসত্ত্ব হইতেও পুরুষ বিভিন্ন; কারণ বুদ্ধি পরিণামী, অতএব পুরুষ ইহা হইতে অত্যন্ত বিপরীতধর্ম্মা—অপরিণামী, শুদ্ধ (গুণসঙ্গ বর্জ্জিত) চিতিমাত্র (নিত্যচৈতন্যস্বরূপ)। এই অত্যন্ত বিভিন্ন বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের প্রত্যয়-সাম্যই ভোগ বলিয়া কল্পিত হয়, পুরুষের এই প্রত্যয়-সাম্যের হেতু এই যে তিনি দর্শিত-বিষয় (চিত্তরূপ বিষয়ের নিত্য দ্রষ্টা)। এই ভোগ এক প্রকার প্রত্যয়-

বিশেষ, অতএব ইহা বুদ্ধি সত্ত্বের অঙ্গীভূত ; কিন্তু বুদ্ধি পরার্থ (পুরুষের দৃশ্য-স্থানীয়) ; অতএব তদঙ্গীভূত ভোগও পুরুষের দৃশ্যস্থানীয়। পৌরুষেয়-প্রত্যয় কিন্তু এই ভোগ হইতে বিভিন্ন, তাহা পুরুষেরই স্বরূপ—চিতি মাত্র ; এই পুরুষস্বরূপাভিন্ন পৌরুষেয় প্রত্যয়ে সংযম দ্বারা পুরুষবিষয়িণী প্রজ্ঞা উপজাত হয়। বুদ্ধিসত্ত্বে স্থিত যে পুরুষ-বিষয়ক প্রত্যয় তদ্দ্বারা প্রকৃত পুরুষস্বরূপদর্শন হয় না, (প্রকৃতি অবস্থায় গুণ সকল পুরুষে লীন হইয়া সংস্কার মাত্র রূপে—কেবল অপ্রকাশিতশক্তিমাত্ররূপে, অবস্থিতি করে ; বুদ্ধি তদবস্থায় পুরুষাকারে পরিণত হয় ; পুরুষ তদবস্থায় গুণস্থ ; কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি গুণাতীত ; গুণস্থপুরুষকে পুরুষ-প্রতিবিম্ব বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত করা হয় ; অতএব এই প্রকৃতিলীনাবস্থায়ও প্রকৃত বিশুদ্ধ পুরুষস্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না, সুতরাং এই প্রকৃতিলীনাবস্থাকেও কৈবল্য বলা যায় না)। এই পৌরুষেয় প্রত্যয় (যাহাকে বুদ্ধিসত্ত্বনিষ্ঠ-প্রত্যয় হইতে বিভিন্ন, ও পুরুষাঙ্গীভূত বলিয়া বলা হইল) তাহার দ্রষ্টা পুরুষই, অতএব শ্রুতি তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (এই বিজ্ঞাতা পুরুষকে কে কিসের দ্বারা জানিবে)।

এই শ্রুতি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত। তৎসম্বন্ধীয় সমগ্র শ্রুতি এই :—

"যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি"। (বৃহদারণ্যক)।

এই শ্রুতি মূলগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ পাদের প্রথমভাগে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি যাহা মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথমাংশে উদ্ধৃত করা হইয়াছে,

তাহার অর্থ এই ভাষ্যোক্ত বিচার দ্বারা বোধগম্য হইবে। সমস্ত গুণাত্মক বিশ্ব পরমপুরুষ পরমাত্মাতে তদাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা এই সূত্র ও ভাষ্যোক্ত পৌরুষেয় প্রত্যয়ের বিচার দ্বারা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। গুণাত্মক বিশ্ব পরমাত্মাতে তদাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং সেই অবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ইত্যাদি ভেদ কিছু নাই; যিনি গুণাত্মক প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ, সুতরাং যাঁহাকে সগুণব্রহ্ম বলা যায়, তাঁহারই সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ইত্যাদি বিবক্ষা হইয়া থাকে; পরন্তু পরমপুরুষ যেমন নিত্য, তৎপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট গুণও সাংখ্যমতে নিত্য; অতএব সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ই নিত্য। আবার সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই দ্রষ্টা ও দৃষ্টরূপ সম্বন্ধে নিত্য সংযোজিত, প্রকৃতি পুরুষের সহিত উক্ত সম্বন্ধ রহিত হইয়া একক্ষণও থাকিতে পারেন না; পুরুষের প্রয়োজন-সাধন করাই তাঁহার স্বভাব। সুতরাং এইরূপ নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার্য্য হওয়াতে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব বিষয়ক মতের সহিত ইহার বাস্তবিক পক্ষে কোন প্রভেদ রহিল না, ইহা ভাষান্তর মাত্র। পৌরুষেয় প্রত্যয়ে সংযম বলা, আর পরাভক্তিযোগে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করা বলা, এই উভয় একই অর্থ প্রকাশক।

৩৬শ সূত্র। ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে।

পূর্ব্বোক্ত "স্বার্থসংযম হইতে যোগীর প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ ও বার্ত্তা সিদ্ধি উপজাত হয়।

ভাষ্য।—প্রাতিভাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং; শ্রাবণাৎ দিব্যশব্দশ্রবণং; বেদনাৎ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ; আদর্শাৎ দিব্যরূপসংবিৎ; আস্বাদাৎ দিব্যরসসংবিৎ; বার্ত্তাতো দিব্যগন্ধ-বিজ্ঞানম্; ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে।

অস্যার্থ ঃ—প্রাতিভ সিদ্ধি (যাহা এই পাদের ৩৩ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা) হইতে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরস্থ, অতীত ও অনাগত জ্ঞান হয় ; শ্রাবণসিদ্ধি হইতে দিব্য শব্দ শ্রবণ হয় ; বেদনসিদ্ধি হইতে দিব্য স্পর্শ বোধ হয় ; আদর্শসিদ্ধি হইতে দিব্যরূপ জ্ঞান হয় ; আস্বাদসিদ্ধি হইতে দিব্যরস জ্ঞান হয় ; বার্ত্তাসিদ্ধি হইতে দিব্যগন্ধবিজ্ঞান হয় , উক্ত সমস্ত বিজ্ঞান নিত্যই উপজাত হইতে থাকে।

৩৭শ সূত্র। **তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।**

সমাধিবিষয়ে এই সকল সিদ্ধি অন্তরায় স্বরূপ, ব্যুত্থান সময়ে ইহারা সিদ্ধি বলিয়া গণ্য হয়।

ভাষ্য।—তে প্রাতিভাদয়ঃ **সমাহিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানা উপসর্গাঃ তদ্দর্শনপ্রত্যনীকত্বাৎ, ব্যুত্থিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানাঃ সিদ্ধয়ঃ।**

অস্যার্থ ঃ—প্রাতিভাদি সিদ্ধি সকল উৎপন্ন হইলে তাহারা সমাহিত-চিত্ত যোগীর পক্ষে উপসর্গ (অন্তরায়) স্বরূপ বোধ হয়, কারণ ইহারা আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধক ; ব্যুত্থিত-চিত্ত-যোগীর এই সমস্ত উপস্থিত হইলে, তাহারা সিদ্ধি বলিয়া গণ্য হয়।

৩৮শ সূত্র। **বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।**

বন্ধকারণ কর্ম্মাশয় শিথিল হইলে এবং দেহে সঞ্চরণপ্রণালীবিষয়ে জ্ঞান উপজাত হইলে, চিত্তের পরদেহপ্রবেশসামর্থ্য জন্মে।

ভাষ্য।—**লোলীভূতস্য মনসোঽপ্রতিষ্ঠস্য শরীরে কর্ম্মাশয়-বশাদ্বন্ধঃ প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ; তস্য কর্ম্মণো বন্ধকারণস্য শৈথিল্যং সমাধিবলাৎ ভবতি ; প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তস্য সমাধিজমেব।**

কর্ম্মবন্ধক্ষয়াৎ স্বচিত্তস্য প্রচারসংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরান্নিষ্কৃষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি, নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেন্দ্রিয়াণ্যনুপতন্তি; যথা মধুকররাজানং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি, নিবিশমানমনুনিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমনুবিধীয়ন্ত ইতি।

অস্যার্থঃ—চঞ্চল স্বভাব অতএব একস্থানে অপ্রতিষ্ঠ মনের যে একই শরীরে বন্ধ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা (নিয়ত অবস্থিতি), তাহা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়হেতু; সমাধিবলে বন্ধকারণ সেই কর্ম্ম শিথিল (নিঃশক্তিক) হইযা পড়ে; এই সমাধি হইতে চিত্তের দেহে সঞ্চরণপ্রণালীবিষয়েও জ্ঞান উপজাত হয়। চিত্তের কর্ম্মবন্ধক্ষয়হেতু এবং দেহে সঞ্চরণপ্রণালীর জ্ঞানহেতু যোগী স্বীয় চিত্তকে স্বশরীর হইতে নিষ্ক্রামণ করিয়া শরীরান্তরে প্রবিষ্ট করিতে পারেন; চিত্ত এইরূপ পরদেহে প্রবিষ্ট হইলে, ইন্দ্রিয় সকলও তাহার অনুগমন করে, যেমন মধুমক্ষিকার রাজা উড়িয়া গেলে অপর সকল মক্ষিকা তাহার অনুসরণ করে, ঐ রাজা কোন স্থানে বসিলে তাহারাও সেই স্থলে উপবিষ্ট হয়; তদ্রূপ চিত্ত পরদেহে প্রবিষ্ট হইলে, ইন্দ্রিয় সকলও তাহার অনুগমন করে।

৩৯শ সূত্র। **উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।**

সংযম দ্বারা উদান বায়ু জিত হইলে, জল, কর্দ্দম ও কণ্টকাদিতে সংস্পর্শ হয় না, এবং মৃত্যুকালে অর্চ্চিরাদি ঊর্দ্ধমার্গে গতি হয়।

ভাষ্য।—সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্; তস্য ক্রিয়া পঞ্চতয়ী, প্রাণো মুখনাসিকাগতিরাহৃদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ অপনয়নাদপান আপাদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদুদান আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি; তেষাং প্রধানঃ প্রাণঃ।

উদানজয়াৎ জলপঙ্ককণ্টকাদিষসঙ্গঃ, উৎক্রান্তিশ্চ প্রয়াণকালে ভবতি, তাং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে।

অস্যার্থ :—ইন্দ্রিয় সকলের প্রাণাদিরূপে প্রকাশিত যে সামান্য বৃত্তি তাহাই "জীবন" বলিয়া আখ্যাত হয়। (ইন্দ্রিয়দিগের বৃত্তি দ্বিবিধ, রূপাদিগ্রহণরূপ বাহ্যবৃত্তি, এবং প্রাণাদি আভ্যন্তরিক বৃত্তি; প্রাণাদি আভ্যন্তরিক বৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়ের মিলিত কার্য্য। এই শেষোক্ত বৃত্তিই জীবন, ইহা পরিত্যক্ত হইলে আর জীবন থাকে না)। তাহার পাঁচ প্রকার ক্রিয়া আছে ; হৃদয় হইতে মুখ ও নাসিকা পর্য্যন্ত গতিরূপ বৃত্তিকে "প্রাণ" বলে ; ভুক্ত ও পীত বস্তুর রসপরিণামকে যথানিযুক্ত অবস্থায় উপনীত করা হেতু "সমান" নাম হয়, ইহার বৃত্তি হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত ; অপনয়ন অর্থাৎ মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ইত্যাদি নিঃসারণ করে বলিয়া "অপান" নাম হয় ; ইহার সঞ্চার নাভি হইতে পাদতল পর্য্যন্ত ; উর্দ্ধদিকে রস সকলকে নয়ন করাতে "উদান" নাম হয় ; নাসিকাগ্র হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ইহার বৃত্তি ; যাহা সমস্ত শরীর ব্যাপক হইয়া থাকে, তাহার নাম "ব্যান"। তন্মধ্যে প্রাণই প্রধান। সংযমের দ্বারা উদান জিত হইলে জল, পঙ্ক, কণ্টকাদি স্পর্শ করিতে পারে না, মৃত্যুকালে উর্দ্ধগতি হয় ; উদান বায়ু জিত হইলে এই সকল ফল উৎপন্ন হয়।

৪০শ সূত্র। **সমানজয়াজ্জ্বলনম্।**

ভাষ্য।—জিতসমানস্তেজস উপধ্মানং কৃত্বা জ্বলতি।

অস্যার্থঃ—সমান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে নাভিপদ্মস্থ তেজ উদ্দীপিত হয়, তাহাতে যোগী অগ্নিতুল্য তেজস্বী হয়েন।

৪১শ সূত্র। **শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ দিব্যং শ্রোত্রম্।**

শ্রোত্র ও আকাশের যে আশ্রয় আশ্রয়ীরূপ সম্বন্ধ তাহাতে সংযম করিলে দিব্য শ্রবণ লাভ হয়।

ভাষ্য।—সর্ব্বশ্রোত্রাণামাকাশং প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বশব্দানাঞ্চ, যথোক্তং "তুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রুতিত্বং সর্ব্বেষাং ভবতি" ইতি। তচ্চৈতদাকাশস্য লিঙ্গং, অনাবরণং চোক্তম্। তথাঽমূর্ত্ত-স্যানাবরণদর্শনাদ্‌বিভুত্বমপি প্রখ্যাতমাকাশস্য। শব্দগ্রহণানুমিতং শ্রোত্রম্; বধিরাবধিরয়োরেকঃ শব্দং গৃহ্লাত্যপরো ন গৃহ্লাতীতি, তস্মাৎ শ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম্। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে কৃত-সংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততে।

অস্যার্থ:—শ্রোত্রমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) আকাশ, শব্দমাত্রেরও আশ্রয় আকাশ; তদ্বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন যে "কোন একস্থানে এক শব্দ উচ্চারিত হইলে, সকল শ্রোতৃবর্গের শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সেই একদেশ প্রাপ্তি হয়; অতএব সকলেই একই স্থানে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ করে"। ইহাই আকাশের লিঙ্গ (অর্থাৎ এক আকাশকে অবলম্বন করিয়া শব্দ ও শ্রোত্র প্রতিষ্ঠিত আছে জানা যায়); আকাশের অনাবরণত্বও তাহার অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ (সকল বস্তুকেই আকাশ আবরণ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত, কিন্তু আকাশের আবরক কিছু নাই)। আকাশের অমূর্ত্তত্ব (অপবি-চ্ছিন্নত্ব) ও অনাবরণত্ব দ্বারা আকাশ বিভু (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) বলিয়া আখ্যাত হয়। শব্দগ্রহণরূপ বিশেষ কার্য্য দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয়; বধির ও অবধির ব্যক্তির মধ্যে একজন শব্দগ্রহণ করিতে পারে, অপর জন পারে না; ইহা দ্বারা জানা যায় যে শ্রোত্রনামক এক বিশেষ ইন্দ্রিয়ই শব্দকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে। সেই শ্রোত্র ও আকাশের সম্বন্ধে যে যোগী সংযম করেন, তাঁহার দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়।

৪২শ সূত্র। **কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তে-শ্চাকাশগমনম্।**

শরীর ও আকাশের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধে সংযম করিয়া তূলাদিবৎ লঘুত্ব লাভ করিয়া যোগিগণ আকাশগমনবিষয়ে সিদ্ধি লাভ করেন।

ভাষ্য।—যত্র কায়স্তত্রাকাশং তস্যাবকাশদানাৎ কায়স্য; তেন সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিঃ; তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বন্ধং লঘুষু তূলাদিষ্বাপরমাণুভ্যঃ সমাপত্তিং লব্ধ্বা জিতসম্বন্ধো লঘুঃ; লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাভ্যাং বিহরতি, ততস্তূর্ণনাভিতন্তুমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতি, ততো যথেষ্টমাকাশগতিরস্য ভবতীতি।

অস্যার্থঃ—যেখানে শরীর সেইখানেই আকাশ; কারণ আকাশ শরীরের অবস্থিতিস্থান প্রদান করে; অতএব উভয়ের মধ্যে প্রাপ্তি (ব্যাপ্তি, অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাব) সম্বন্ধ। তাহাতে সংযম করিয়া তাহা আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে, তূলাদি পরমাণু পর্য্যন্ত লঘু বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ঐ জিতসম্বন্ধ ব্যক্তি লঘু হয়েন; লঘুতাবশতঃ জলের উপর পদব্রজে চলিতে পারেন, তৎপর ঊর্ণনাভ তন্তুমাত্র এবং সূর্য্যরশ্মিমাত্র অবলম্বন করিয়া বিহার করিতে পারেন, তৎপর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশগতি লাভ করেন।

৪৩শ সূত্র। **বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণ-ক্ষয়ঃ।**

অকল্পিত অর্থাৎ প্রকৃতি যে বহির্বৃত্তি (শরীরের বাহিরে যাওয়া রূপ বৃত্তি) তাহাকে মহাবিদেহ বৃত্তি বলে, ইহা দ্বারা চিত্তের আবরণ সমুদায় নষ্ট হয়।

ভাষ্য।—শরীরাদ্‌বহির্মনসো বৃত্তিলাভো বিদেহা নাম ধারণা; সা যদি শরীরপ্রতিষ্ঠস্য মনসো বহির্বৃত্তিমাত্রেণ ভবতি সা কল্পিতেত্যুচ্যতে? যা তু শরীরনিরপেক্ষা বহির্ভূতস্যৈব মনসো বহির্বৃত্তিঃ, সা খল্বকল্পিতা। তত্র কল্পিতয়া সাধ্যয়ন্ত্যকল্পিতাং মহাবিদেহামিতি, যয়া পরশরীরাণ্যাবিশন্তি যোগিনঃ ততশ্চ ধারণাতঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য যদাবরণং ক্লেশকর্ম্মবিপাক-ত্রয়ং রজস্তমোমূলং তস্য চ ক্ষয়ো ভবতি।

অন্বয়ার্থ:—শরীরের বাহিরে যে মনের বৃত্তিলাভ তাহাকে বিদেহ নামক ধারণা বলে। সেই ধারণা যদি শরীরে অবস্থিতি করিয়া কেবল মনের বৃত্তির দ্বারা হয়, তবে তাহাকে কল্পিতা বলে; শরীর হইতে বহির্ভূত হইয়া মনের যে শরীরনিরপেক্ষ বহির্বৃত্তি তাহাকে অকল্পিতা বলে। কল্পিতা সাধন দ্বারা অকল্পিতা মহাবিদেহা নাম্নী ধারণা লাভ করা যায়, তদ্দ্বারা যোগী পরশরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ ধারণা হইতে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের রজস্তমোমূলক ক্লেশ ও বিপাকরূপ আববণ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৪৪শ সূত্র। **স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাৎ ভূতজয়ঃ।**

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চাবস্থায় সংযমের দ্বারা ভূত জয় হয়, অর্থাৎ যথেচ্ছাক্রমে পঞ্চ ভূতের পরিণামসাধন করিবার সামর্থ্য জন্মে।

ভাষ্য।—তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহকারাদিভি-ধর্ম্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ; এতদ্‌ ভূতানাং প্রথমং রূপম্‌। দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্যম্‌, মূর্ত্তিভূর্মিঃ, স্নেহোজলং, বহ্নিরুষ্ণতা,

বায়ু প্রণামী, সর্ব্বতোগতিরাকাশঃ ইতি, এতৎ স্বরূপশব্দেনোচ্যতে। অস্য সামান্যস্য শব্দাদয়ো বিশেষাঃ। তথাচোক্তম্ "একজাতিসমন্বিতানামেষাং ধর্ম্মমাত্রব্যাবৃত্তিঃ" ইতি। সামান্যবিশেষসমুদায়োঽত্র দ্রব্যম্। দ্বিষ্ঠো হি সমূহঃ, প্রত্যস্তমিতভেদাবয়বানুগতঃ, শরীরং বৃক্ষো যূথং বনমিতি। শব্দেনোপাত্তভেদাবয়বানুগতঃ, সমূহঃ উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ, সমূহস্য দেবা একোভাগো মনুষ্যা দ্বিতীয়োভাগঃ, তাভ্যামেবাভিধীয়তে সমূহঃ। স চ ভেদাভেদবিবক্ষিতঃ, আম্রাণাং বনং ব্রাহ্মণানাং সঙ্ঘঃ, আম্রবনং ব্রাহ্মণসঙ্ঘ ইতি। স পুনর্দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোঽযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ; যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সঙ্ঘ ইতি; অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সঙ্ঘাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি। অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ। এতৎ স্বরূপমিত্যুক্তম্। অথ কিমেষাং সূক্ষ্মরূপম্? তন্মাত্রং ভূতকারণং তস্যৈকোঽবয়বঃ পরমাণুঃ সামান্যবিশেষাত্মাঽযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমুদায় ইতি। এবং সর্ব্বতন্মাত্রাণি; এতৎ তৃতীয়ম্। অথ ভূতানাং চতুর্থং রূপং খ্যাতিক্রিয়াস্থিতিশীলা গুণাঃ কার্য্যস্বভাবানুপাতিনোঽন্বয়শব্দেনোক্তাঃ। অথৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থবত্ত্বম্, ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষ্বন্বয়িনী, গুণাস্তন্মাত্রভূতভৌতিকেষ্বিতি সর্ব্বমর্থবৎ। তেষ্বিদানীং ভূতেষু পঞ্চসু পঞ্চরূপেষু সংযমাৎ তস্য তস্য রূপস্য স্বরূপদর্শনং জয়শ্চ প্রাদুর্ভবতি। তত্র পঞ্চভূতস্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী ভবতি; তজ্জয়াৎ বৎসানুসারিণ্যইব গাবোঽস্য সঙ্কল্পানুবিধায়িন্যো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি।

অস্যার্থ :—পার্থিব জলীয় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থ এবং বিশেষ বিশেষ শব্দ (যেমন ষড়জ বেখব) প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় আকারাদি ধর্ম্মের সহিত "স্থূল" বলিয়া উক্ত হয়। ইহাই ভূতগণের প্রথম রূপ। দ্বিতীয় অবস্থা স্বীয় স্বীয় সামান্য (অর্থাৎ জাতি) ; যেমন ভূমির মূর্ত্তিত্ব (কাঠিন্য) জলের স্নেহত্ব, বহ্নির উষ্ণতা, বায়ুব গতিত্ব, আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব ; এই সামান্যকে "স্বরূপ"বলে। প্রথমোক্ত শব্দাদি এই সামান্যের বিশেষ। এই বিষয়ে উক্তি আছে যে "একজাতিসমন্বিত সমস্ত বস্তু পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মদ্বারাই বিভিন্ন হয়"। এই সামান্য ও বিশেষরূপে সমস্তীকৃত বস্তুই দ্রব্যনামে আখ্যাত। দ্রব্যের সমূহ দুই প্রকাব, যথা, (১) যে সমূহের অবযবভেদ অপ্রকাশিত, যথা শরীব, বৃক্ষ, যূথ, বন ইত্যাদি (কেবল শবীব, বৃক্ষ, ইত্যাদি মাত্র বলিলে শরীরসামান্যাদি বুঝায়,কিন্তু তাহার বিশেষ অবয়বাদি বুঝা যায় না) ; (২) সমূহবাচক শব্দ দ্বাবাই যে সমূহের অবযবভেদ প্রকাশ পায়, যথা, "দেবমনুষ্য উভয়" সমূহ, এই সমূহেব একভাগ দেবতা, দ্বিতীয়ভাগ মনুষ্য, এই দুইটি ভাগেব দ্বাবা সমূহ গঠিত হইয়াছে, ইহা উক্ত শব্দ দ্বারাই বুঝা যায়। দ্রব্যসমূহ পুনবায ভেদবিবক্ষিত ও অভেদ-বিবক্ষিতরূপে দুই প্রকার ; যেমন আম্রের বন, ব্রাহ্মণেব সঙ্ঘ, ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠীবিভক্তি দ্বারা ভেদ দেখান হইয়াছে ; আবাব "আম্রবন" "ব্রাহ্মণসঙ্ঘ" ইত্যাদিস্থলে অভেদবিবক্ষা দ্বাবা সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। সমূহ পুনরায় (১) যুতসিদ্ধাবয়ব ও (২) অযুতসিদ্ধাবয়বভেদে দ্বিবিধ। যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ, যথা বন, সঙ্ঘ ইত্যাদি ("বন" বলিতে কতকগুলি বৃক্ষাবয়ব যৌতভাবে থাকা বুঝায়) ; অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ, যথা শরীর,বৃক্ষ, পরমাণু ইত্যাদি। "শরীর"বলিতে হস্তপদাদি অবয়ব অযৌতভাবে থাকিয়া একত্র "শরীর" নাম ধারণ করিয়াছে বুঝা যায় ; শরীরের হস্তপদাদি পৃথক্ পৃথক্ অংশ হস্তপদাদি পৃথক্ পৃথক্ নামেই আখ্যাত হয়,উক্ত হস্তাদি বিভিন্ন

অবয়ব যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়া যে সমষ্টি হয়, তাহাকে একত্র "শরীর" বলে; হস্তাদি অবয়ব শরীরাংশমাত্র; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বন এইরূপ সমূহ নহে; যে বন দশক্রোশব্যাপী তাহার অন্তর্গত ক্রোশার্দ্ধমাত্রব্যাপী স্থানও বন। একই বনজাতীয় বিভিন্ন বনভাগ যৌতরূপে "বন" নামে উক্ত হইতে পারে, কিন্তু অঙ্গুলি, হস্ততালুকা, হস্ত পদ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ শরীরাংশ শরীব নামে উক্ত হয় না, ইহারা শরীরে অযৌত অংশরূপ থাকে। বৃক্ষ-স্থলেও এইরূপ, অযৌতভাবে স্থিত শাখাপত্রস্কন্ধ-সমন্বিত সমূহকে "বৃক্ষ" বলে; বৃক্ষশব্দ পত্রাদি অংশকে মাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইতে পারে না; পরমাণু এইরূপ; কতকগুলি অযৌতভাবে স্থিত শক্ত্যবয়বসমন্বিত সূক্ষ্ম পদার্থকে পরমাণু বলে, ঐ পৃথক্ পৃথক্ শক্ত্যবয়বের নাম পরমাণু নহে, তাহা তন্মাত্র বলিয়া আখ্যাত হয়)। পতঞ্জলিমতে উক্ত অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহই "দ্রব্য"। স্বরূপ এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে "সূক্ষ্মরূপ" কি, তাহা কথিত হইতেছে। তন্মাত্রই ভূত সকলের কারণ; পরমাণু উহাদের একটি সমষ্টিগত বিশেষ; ইহা সামান্য ও বিশেষাত্মক তন্মাত্র সকলেব পূর্ব্বোল্লিখিত একটি বিশেষ প্রকার অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ; সমস্ত তন্মাত্রই এইরূপে (অর্থাৎ এইরূপে বিশেষ বিশেষ অযুতসিদ্ধাবয়বসমূহ-রূপে) বিবিধ পরমাণুরূপে পরিণত হয়; এই পঞ্চতন্মাত্রই ভূতের তৃতীয় সূক্ষ্মরূপ বলিয়া সূত্রে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভূত সকলের চতুর্থ রূপ "অন্বয়" উক্ত হইতেছে; গুণ সকল খ্যাতি (জ্ঞান, প্রকাশ), ক্রিয়া ও স্থিতিস্বভাব, ইহারা স্বীয় স্বীয় অনুরূপ কার্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকে, অতএব কার্য্যান্বয়ী গুণত্রয়ই "অন্বয়" শব্দ-বাচ্য। ভূত সকলের পঞ্চমরূপ "অর্থবত্ত্ব" বলা হইতেছে; পুরুষের ভোগ ও অপবর্গসাধন গুণের ধর্ম্ম; তন্মাত্র পঞ্চমহাভূত এবং ভৌতিক সমস্ত পদার্থই গুণস্বরূপ, সকল পদার্থেই গুণসকল অন্বিত আছে; অতএব সমস্তই পুরুষার্থসাধক; ইহাই

ইহাদিগের অর্থবত্তা। এই পঞ্চভূতের উক্ত পঞ্চবিধ রূপে সংযম দ্বারা তাহাদের রূপসমূহের স্বরূপদর্শন হয় এবং তাহারা বশীভূত হয়; পঞ্চভূতস্বরূপকে এইরূপ জয় করিয়া যোগী ভূতজয়ী হয়েন; তখন গাভী যেমন বৎসের অনুসরণ করে, তদ্রূপ ভূত সকল যোগিপুরুষের সঙ্কল্পের অনুসরণ করে।

৪৫শ সূত্র। ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ।

ভূত জয় হইলে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বয্য এবং রূপলাবণ্যাদি কায়সম্পৎ উপজাত হয় এবং ভূতগণ যোগিদেহের কোন প্রকার অনিষ্ট সম্পাদন করিতে পারে না।

ভাষ্য।—তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি; মহিমা মহান্ ভবতি; প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং; প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ, ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে; বশিত্বং ভূতভৌতিকেষু বশীভবতি, অবশ্যশ্চান্যেষাম্; ঈশিত্বং তেষাম্প্রভবাপ্যয়ব্যূহানামীষ্টে; যত্রকামাবসায়িত্বং সত্যসঙ্কল্পতা, যথাসঙ্কল্পস্তথাভূতপ্রকৃতীনামবস্থানম্; ন চ শক্তোঽপি পদার্থবিপর্য্যাসং করোতি; কস্মাৎ? অন্যস্য যত্রকামাবসায়িনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য তথা ভূতেষু সঙ্কল্পাদিতি। এতান্যষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি। কায়সম্পৎ বক্ষ্যমাণা। তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ, পৃথ্বী মূর্ত্ত্যা ন নিরুণদ্ধি যোগিনঃ শরীরাদিক্রিয়াং, শিলামপ্যনুপ্রবিশতীতি; নাপঃ স্নিগ্ধাঃ ক্লেদয়ন্তি, নাগ্নিরুষ্ণো দহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত্মকেঽপ্যাকাশে ভবত্যাবৃতকায়ঃ, সিদ্ধানামপ্যদৃশ্যো ভবতি।

অস্যার্থ:—অণুবৎ সূক্ষ্ম হওয়াকে "অণিমা", লঘু হওয়াকে "লঘিমা" বলে, মহৎরূপ ধারণ করাকে "মহিমা" বলে; অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারাও চন্দ্র স্পর্শ করিতে পারে, এইরূপ শক্তিমত্তাকে "প্রাপ্তি" বলে; অপ্রতিহত ইচ্ছাকে "প্রাকাম্য" বলে, জলের ন্যায় ভূমিতেও যোগিগণ এই সিদ্ধি-বলে উন্মজ্জন নিমজ্জন করিতে পারেন; পঞ্চভূত ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থ বশীভূত হওয়া এবং অপর কাহারও কর্ত্তৃক বশীভূত না হওয়াকে "বশিত্ব" বলে; ভূতসকল ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থসকলের উৎপত্তি, বিনাশ ও সংস্থান যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারাকে "ঈশিত্ব" বলে; কামনার নিশ্চিতত্ব অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পতাকে "যত্রকামাবসায়িত্ব" বলে; তাহাতে যোগিসকল যেরূপ সঙ্কল্প করেন ভূতপ্রকৃতিগণ তদ্রূপ অবস্থাই প্রাপ্ত হয়; পরন্তু তদ্রূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও যোগী পদার্থ সকলের বিপর্য্যয় উৎপাদন করেন না; কারণ, পূর্ব্বসিদ্ধ যত্রকামাবসায়িত্ববিশিষ্ট ঈশ্বরের সঙ্কল্পহেতু ভূত সকলের বর্ত্তমান অবস্থা হইয়াছে; এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য। কায়সম্পৎ পরসূত্রে বলা হইবে। কোন ভৌতিক পদার্থ উক্তবিধ সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী-দিগের শারীরিক ধর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না, পৃথিবী স্বীয় কাঠিন্যাদি মূর্ত্তি দ্বারা যোগীর শারীরিক ক্রিয়ার বাধা জন্মাইতে পারে না, যোগী শিলামধ্যেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন, স্নেহগুণযুক্ত জল যোগীকে আর্দ্র করিতে পারে না, দাহিকাশক্তিসম্পন্ন অগ্নি যোগীকে দাহ করিতে পারে না, চালনশক্তিবিশিষ্ট বায়ু তাঁহাকে চালন করিতে পারে না, আবরণবিহীন আকাশেও তাঁহারা আবৃতকায় হইতে পারেন (আপনাকে গোপন করিতে পারেন) এবং সিদ্ধগণেরও অদৃশ্য হইতে পারেন।

৪৬শ সূত্র। **রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ।**

ভাষ্য।—**দর্শনীয়ঃ কান্তিমান্, অতিশয়বলো বজ্রসংহনন-নশ্চেতি।**

অস্যার্থ :—সুন্দর রূপ, লাবণ্য (কমনীয়তা), অতিশয় বল, শরীরের বজ্রের ন্যায় দৃঢ়ত্ব, এই সকলকে "কায়সম্পৎ" বলে।

৪৭শ সূত্র। গ্রহণস্বরূপাঽস্মিতাঽন্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ।

গ্রহণ (শব্দাদি বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি), স্বরূপ (ইন্দ্রিয়ের নিজ স্বরূপ), অস্মিতা, অন্বয় (গুণত্রয় যাহা ইন্দ্রিয় ও ভূতগ্রামে অন্বিত) এবং অর্থবত্ত্ব (পুরুষার্থসাধকত্ব), এই সকলে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়-জয় হয়।

ভাষ্য।—সামান্যবিশেষাত্মা শব্দাদির্গ্রাহ্যঃ, তেষ্বিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্গ্রহণম্, ন চ তৎসামান্যমাত্রগ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষয়বিশেষ ইন্দ্রিয়েণ মনসাঽনুব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপং পুনঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য সামান্যবিশেষয়োরযুতসিদ্ধাঽবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিন্দ্রিয়ম্। তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিতালক্ষণোঽহঙ্কারঃ, তস্য সামান্যস্যেন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ। চতুর্থং রূপং ব্যবসায়াত্মকাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলা গুণাঃ, যেষামিন্দ্রিয়াণি সাহঙ্কারাণি পরিণামঃ। পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদনুগতং পুরুষার্থবত্ত্বমিতি। পঞ্চস্বেতেষু ইন্দ্রিয়রূপেষু যথাক্রমং সংযমঃ, তত্র তত্র জয়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়াদিন্দ্রিয়জয়ঃ প্রাদুর্ভবতি যোগিনঃ।

অস্যার্থ :—সামান্য ও বিশেষাত্মক শব্দাদিকে "গ্রাহ্য" বলে (ইহারা ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক গ্রাহ্য বিষয়), ইহাদিগের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিকে "গ্রহণ" বলে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তদাকার গ্রহণ করে, ইহাই ইন্দ্রিয়গণের তত্তদ্বিষয়ক বৃত্তি—ইহাকে "গ্রহণ" বলে); এই গ্রহণ কেবল শব্দাদির সামান্যমাত্রের গ্রহণ নহে, কারণ শব্দাদির বিশেষ রূপ

যাহা ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হয় তাহা, ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিলক্ষিত না হইলে তাহাব অনুরূপ জ্ঞানবৃত্তি চিত্তের কিরূপে হইবে? প্রকাশাত্মক সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন যে সামান্য (সর্ব্বেন্দ্রিয়সামান্য) ও বিশেষ (পৃথক পৃথক্ একাদশ ইন্দ্রিয়)-রূপে অবস্থিত "অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগত" (অযৌত বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট অংশসম্পন্ন) সমূহরূপ দ্রব্য, তাহাকে ইন্দ্রিয় বলে; কেবল অস্মিতালক্ষণ অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদির তৃতীয়রূপ ইন্দ্রিয়-সকল সেই অহঙ্কাররূপ সামান্যের বিশেষ। নিশ্চয়জ্ঞানাত্মক প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল সত্ত্বাদি গুণত্রয় ইন্দ্রিয়গণের চতুর্থ অবস্থা। অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ এই গুণত্রয়েরই পরিণাম। ইন্দ্রিয়গণের পঞ্চম অবস্থা গুণত্রয়ে অনুগত পুরুষার্থ-সাধকতা। ইন্দ্রিয়গণের এই পঞ্চবিধ অবস্থায় যথাক্রমে সংযম করিতে হয়, পর পর এক একটিতে সংযম করিলে, এক একটি করিয়া পঞ্চ অবস্থা জিত হয়, তখন যোগীর ইন্দ্রিয়জয়রূপ সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়।

৪৮শ সূত্র। **ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ।**

তাহা হইতে মনের ন্যায় দ্রুতগামিত্ব, দেহস্থ চক্ষুরাদি যন্ত্রসাহায্য-ব্যতিরেকেও ইন্দ্রিয়গণের অভীপ্সিত বিষযে বৃত্তিলাভ, ও সমস্ত গুণবর্গের জয়রূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

ভাষ্য।—**কায়স্যানুত্তমো গতিলাভো মনোজবিত্বম্; বিদেহানা-মিন্দ্রিয়াণামভিপ্রেতদেশকালবিষয়াপেক্ষো বৃত্তিলাভো বিকরণ ভাবঃ, সর্ব্বপ্রকৃতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয় ইতি, এতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ো মধুপ্রতীকা উচ্যন্তে, এতাশ্চ করণপঞ্চকরূপজয়া-দধিগম্যন্তে।**

অস্যার্থঃ—দেহের অনুত্তম গতিলাভকে "মনোজবিত্ব" বলে; দেহ-সাহায্য ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়গণের যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালাবচ্ছিন্ন

বস্তুতে বৃত্তিলাভকে "বিকরণভাব" বলে; প্রকৃতির সর্ব্ববিধ বিকাবের বশীকরণকে "প্রধানজয়" বলে; এই তিনটি সিদ্ধিকে "মধুপ্রতীকা" বলে; ইহারা পূর্ব্বোক্ত গ্রহণাদি পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়াবস্থার জয় হইতে উপজাত হয়।

৪৯শ সূত্র। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ।

সত্ত্ব (জ্ঞান) হইতে পুরুষ পৃথক্, এইরূপ বিবেকজ্ঞানমাত্রে সমাধিযুক্ত যোগীর সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব (প্রকাশিত সর্ব্ববস্তুর আধিপত্য) ও তৎসমস্তের জ্ঞাতৃত্ব জন্মে।

ভাষ্য।—নির্দ্ধূতরজস্তমোমলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে, পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্ররূপপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং, সর্ব্বাত্মানো গুণা ব্যবসায়ব্যবসেয়াত্মকাঃ স্বামিনং ক্ষেত্রজ্ঞা প্রত্যশেষদৃশ্যাত্মত্বেনোপতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং সর্ব্বাত্মনাং গুণানাং শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মত্বেন ব্যবস্থিতানামক্রমোপারূঢ়ং বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ, ইত্যেষা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ, যাম্প্রাপ্য যোগী সর্ব্বজ্ঞঃ ক্ষীণক্লেশবন্ধনো বশী বিহরতি।

অস্যার্থঃ—রজঃ ও তমোরূপ মলা বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে অপনীত হইলে বুদ্ধিসত্ত্বের পরবৈশারদ্য (অবাধিত স্বচ্ছতা) জন্মে, তখন চিত্তের বশীকারনামক পরবৈরাগ্য লব্ধ হয়; এই অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী, জ্ঞান হইতেও আত্মা পৃথক্, এইরূপমাত্র জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; তদবস্থায় উপনীত হইলে যোগী সমস্তভাববস্তুর (প্রকাশিত জগতের) অধিষ্ঠাতৃত্ব লাভ করেন,

অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীরূপে স্থিত সম্যক্ জগৎ, স্বামী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে কেবল দৃশ্যাত্মকরূপে অবস্থিত হয়, তিনি তাহাতে আত্মবুদ্ধিবিরহিত হয়েন। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বও তদবস্থাপ্রাপ্ত—যোগীর উপজাত হয়, অর্থাৎ গুণাত্মক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত প্রকাশিত জাগতিক বস্তুর ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ক্রমরহিতভাবে এককালে বিবেকজজ্ঞান উপস্থিত হয় (অর্থাৎ অতীত, অনাগত, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরস্থ সমস্ত বস্তু ধ্যানমাত্রে জানিবার ক্ষমতা জন্মে)। ইহাকে বিশোকানামক সিদ্ধি বলে ; ইহা লাভ করিয়া যোগিগণ সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, তাঁহাদের অবিদ্যাদি ক্লেশবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত প্রকাশিত জগৎ বশীভূত করিয়া তাঁহারা বিহার করিয়া থাকেন।

৫০শ সূত্র। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।

পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরূপ বিবেকজজ্ঞানেও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাহাও নিরোধ করিলে দোষবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপব "কৈবল্য" প্রাপ্তি হয়।

ভাষ্য।—যদাঽস্যৈবং ভবতি ক্লেশকর্ম্মক্ষয়ে সত্ত্বস্যায়ং বিবেকপ্রত্যয়ো ধর্ম্মঃ,সত্ত্বঞ্চ হেয়পক্ষে ন্যস্তম্; পুরুষশ্চাপরিণামী শুদ্ধোঽন্যঃ সত্ত্বাদিতি ;এবং অস্য ততো বিরজ্যমানস্য যানি ক্লেশবীজানি দগ্ধশালিবীজকল্পান্যপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি ; তেষু প্রলীনেষু, পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে, তদেতেষাং গুণানাং মনসি কর্ম্মক্লেশবিপাকস্বরূপেণাভিব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্যাত্যন্তিকো গুণবিয়োগঃ "কৈবল্যং" তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি।

অস্যার্থঃ—যোগীর ক্লেশ ও কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যে এই বিবেকজ্ঞান

(সত্ত্বপুরুষান্যতা-খ্যাতি) উপস্থিত হয়, তাহাই নির্ম্মল সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম ; কিন্তু নির্ম্মল সত্ত্বগুণও হেয়স্বরূপে গণ্য ; পুরুষ অপরিণামী, নির্গুণ, নির্ম্মল জ্ঞানরূপ সত্ত্ব হইতেও বিভিন্ন। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরূপ অবস্থায়, প্রতিষ্ঠিত যোগীর, অবিদ্যাদি ক্লেশবীজসকল দগ্ধশালিধান্য-সদৃশ হইয়া ব্যুত্থানসামর্থ্যরহিত হয়, পরন্তু তদবস্থার প্রতিও বৈরাগ্যযুক্ত যোগীরই উক্ত দগ্ধবীজকল্প ক্লেশবীজসকল চিত্তের সহিত একেবারে অস্তমিত হইয়া যায় ; এইরূপে চিত্ত ও ক্লেশবীজসকল লয়প্রাপ্ত হইলে পুরুষ আর তাপত্রয় ভোগ করেন না। কর্ম্ম, ক্লেশ ও বিপাকস্বরূপে চিত্তে প্রকাশিত এই গুণসকল পুরুষার্থসাধনরূপ কর্ম্মের অবসানহেতু প্রসবশক্তিবিহীন হইলে, পুরুষের যে আত্যন্তিক গুণসঙ্গ হইতে মুক্তি জন্মে, তাহাকেই "কৈবল্য" বলে। তখন পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া কেবল চিতিশক্তিরূপে অবস্থিত হয়েন।

৫১শ সূত্র। স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং, পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ।

স্থানি অর্থাৎ স্বর্গস্থিত মহেন্দ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত (আদরের সহিত আহূত) হইলেও, যোগী তাহা অঙ্গীকার কবিবেন না এবং তাহাতে গর্ব্বিত হইবেন না ; কারণ তাহাতে পুনরায় পতনের সম্ভাবনা আছে।

ভাষ্য।—চত্বারঃ খল্বমী যোগিনঃ, প্রথমকল্পিকঃ, মধুভূমিকঃ, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্ত-মাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ, সর্ব্বেষু ভাবিতেষু ভাবনীয়েষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃতকর্ত্তব্য-সাধনাদিমান্। চতুর্থো যস্ত্বতিক্রান্তভাবনীয়স্তস্য চিত্তপ্রতিসর্গ একোঽর্থঃ, সপ্তবিধাঽস্য প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা। তত্র মধুমতীং ভূমিং

সাক্ষাৎকুর্ব্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্বশুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোঃ ইহাস্যতাম্, ইহ রম্যতাম্, কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্ব্বমিদমুপার্জ্জিতমায়ুষ্মতা, প্রতিপদ্য-তামিদমক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি। এবমভিধীয়-মানঃ সঙ্গদোষান্ ভাবয়েৎ; ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া জননমরণান্ধকারে বিপরিবর্ত্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগপ্রদীপঃ, তস্য চৈতে তৃষ্ণাযোনয়ো বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ, স খল্বহং লব্ধালোকঃ কথমনয়া বিষয়-মৃগতৃষ্ণয়া বঞ্চিতস্তস্যৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্য সংসারাগ্নেরাত্মানমিন্ধনী-কুর্য্যামিতি। স্বস্তি বঃ স্বপ্নোপমেভ্যঃ কৃপণজনপ্রার্থনীয়েভ্যো বিষয়েভ্যঃ; ইত্যেবং নিশ্চিতমতিঃ সমাধিং ভাবয়েৎ। সঙ্গমকৃত্বা স্ময়মপি ন কুর্য্যাৎ, "এবমহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইতি", স্ময়াদয়ং সুস্থিতম্মন্যতয়া মৃত্যুনা কেশেষু গৃহীতমিবাত্মানং ন ভাবয়িষ্যতি; তথা চাস্য ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী নিত্যং যত্নোপচর্য্যঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ ক্লেশানুত্তম্ভয়িষ্যতি ততঃ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গঃ। এবমস্য সঙ্গস্ময়াবকুর্ব্বতো ভাবিতোঽর্থো দৃঢ়ীভবিষ্যতি, ভাব-নীয়শ্চার্থোঽভিমুখীভবিষ্যতীতি।

অস্যার্থ :—যোগী চারি প্রকার, প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীয়। যাঁহারা যোগাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন

মাত্র, তদ্বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগকে প্রথমকল্পিক বলা যায়। ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট যোগী দ্বিতীয় মধুভূমিকনামে উক্ত হয়েন; (ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞার লক্ষণ সমাধিপাদের ৪৮ সূত্রে উক্ত হইয়াছে)। ভূত ও ইন্দ্রিয়জয়ী যোগী তৃতীয় শ্রেণীর, ইঁহাদিগকে প্রজ্ঞাজ্যোতি বলে; সমস্ত ভাবিত (প্রকাশিত) ও ভাবনীয় বিষয়ে ইঁহারা আত্মরক্ষণসমর্থ কিছুই তাঁহাদেব প্রজ্ঞার বিকার জন্মাইতে পারে না, এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ইঁহাদিগের দ্বারা কৃত হওয়ায় তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মাতীত। অতিক্রান্তভাবনীয়-নামক চতুর্থ শ্রেণীর যোগীর চিত্তের লয় সম্পাদন মাত্র একটি কার্য্য অবশিষ্ট; ইঁহাদিগেরই প্রজ্ঞা সপ্তবিধ প্রান্তভূমিবিশিষ্ট (যাহা পূর্ব্বে সাধন-পাদে ২৭ সূত্রে ও তদ্ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে)। তন্মধ্যে যে ব্রাহ্মণ মধুমতী-ভূমি সাক্ষাৎ করিয়াছেন (পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগী), স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার সত্ত্বশুদ্ধি দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে আদরপূর্ব্বক এইরূপে আহ্বান করেন;—যথা, "মহাশয়, আপনি এইস্থানে অবস্থিতি করুন, এইস্থানে বিহাব করুন, এই সকল মনোহর ভোগ, মনোহারিণী কন্যা, জরামৃত্যুবিনাশক এই সকল ওষধি, এই সকল গগনচারী বথ, এই সকল কল্পবৃক্ষ, এই পুণ্যশীলা মন্দাকিনী, এই সকল সিদ্ধ মহর্ষি, এই সকল বশগা উত্তম অপ্সরাগণ, এতৎ সমস্ত আপনি গ্রহণ করুন, আপনি দিব্য শ্রোত্র, দিব্যচক্ষু, বজ্রোপম দেহ, এই স্থানে লাভ করিবেন, কল্যাণভাজন আপনি তপস্যা দ্বারা এতৎ সমস্ত লাভের অধিকারী হইয়াছেন, আপনি ক্ষয়রহিত, জরাহিত, মৃত্যুশূন্য, দেবতাদিগের প্রিয় এই স্থান প্রাপ্ত হউন"। এই প্রকার উক্তি দ্বারা আমন্ত্রিত হইলে, বিষয়সঙ্গের দোষ এইরূপ চিন্তা করিবে—"ঘোর সংসারানলে দগ্ধ হইয়া আমি জন্মমরণরূপ অন্ধকারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া বহুকষ্টে অবিদ্যাদি ক্লেশান্ধকারবিনাশক যোগ-প্রদীপ লাভ করিয়াছি; সর্ব্বদা তৃষ্ণার উৎপাদনকারী এই সকল বিষয়রূপ

বায়ু এই যোগপ্রদীপের প্রতিকূল ; আমি এই যোগালোক লাভ করিয়াও এই বিষয়মৃগতৃষ্ণা দ্বারা বঞ্চিত হইয়া কি প্রকারে পুনরায় সেই প্রজ্বলিত সংসারাগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ) স্বরূপে আপনাকে পরিণত করিব ? হে স্বপ্নোপম, কৃপণজনের প্রার্থনীয়, বিষয়সকল, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি তোমাদিগকে চাই না", এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সমাধিবিষয়ে যত্নশীল হইবে। এইরূপে দেবতাদিগের উপহার পরিত্যাগ করিয়াও আমি দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয় হইয়াছি মনে করিয়া পুনরায় গর্ব্বিত হইবে না ; কারণ, এইরূপ গর্ব্ব হইতে সাধন সুস্থিত (যথেষ্ট) হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মায়, এবং এইরূপ ধারণা যাহার জন্মিয়াছে সে জানিতে পারে না যে, মৃত্যু তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছে ; তখন ছিদ্রানুসন্ধানে রত নিত্য সেবাদ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত প্রমাদ অবকাশ লাভ করিয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ-সকলকে পুনরায় উত্থিত করে ; তখন পুনরায় সংসারে পতন সংঘটিত হয় ; অতএব যোগী ব্যক্তি উক্ত সঙ্গ ও স্ময় (অহঙ্কার) হইতে আপনাকে রক্ষা করিলে, লব্ধভূমি দৃঢ় হয় এবং যাহা অলব্ধ থাকে, তাহাও সমীপে উপস্থিত হয়।

৫২শ সূত্র। **ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্।**

ক্ষণ এবং ক্ষণসকলের উত্তরোত্তরভাবে অবস্থিতিরূপ প্রবাহে সংযম করিলে বিবেকজজ্ঞান উপজাত হয়।

ভাষ্য।— যথাঽপকর্ষপর্য্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুঃ ; এবং পরমাপ-কর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ ; যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ব্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ তৎপ্রবাহা-বিচ্ছেদস্তু ক্রমঃ ; ক্ষণতৎক্রময়োর্নাস্তি বস্তুসমাহারঃ, ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্ত্তাহোরাত্রাদয়ঃ ; স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো

বুদ্ধিনির্ম্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবভাসতে; ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ ক্রমাবলম্বী, ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ সহভবতঃ, ক্রমশ্চ ন দ্বয়োঃ সহভুবোরসম্ভবাৎ; পূর্ব্বস্মাদুত্তরভাবিনো যদানন্তর্য্যং ক্ষণস্য, স ক্রমঃ; তস্মাৎ বর্ত্তমান এবৈকঃ ক্ষণো, ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণাঃ সন্তীতি; তস্মান্নাস্তি তৎসমাহারঃ। যে তু ভূতভাবিনঃ ক্ষণাঃ তে পরিণামান্বিতা ব্যাখ্যেয়াঃ; তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎস্নোলোকঃ পরিণামমনু-ভবতি; তৎক্ষণোপারূঢ়াঃ খল্বমী ধর্ম্মাঃ, তয়োঃ ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাৎ তয়োঃ সাক্ষাৎকরণম্, ততশ্চ বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুর্ভবতি।

অস্যার্থ ঃ—যেমন যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র হয় না এমতাবস্থাপন্ন দ্রব্যকে পরমাণু বলে, তদ্রূপ যাহা হইতে আর অল্প হয় না এমত কালকে ক্ষণ বলে; পরমাণু যাবৎ কালে চলিত হইয়া পূর্ব্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদেশ লাভ করে তাবন্মাত্র কালকে ক্ষণ বলে; এই ক্ষণপ্রবাহের অবিচ্ছেদকে ক্রম বলে; ক্ষণ ও তাহার ক্রমের বস্তুতঃ সমাহার (মিলন) নাই, (অনেকগুলি ক্ষণ একত্র পরমাণুর ন্যায় মিলিত হইয়া, কাল বলিয়া পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল কোন বস্তুবিশেষ নাই); মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি ইত্যাদি বুদ্ধিসমাহারমাত্র (বস্তু নহে, কেবল বুদ্ধি দ্বারা একীভূতরূপে কল্পিত মাত্র); কাল বস্তু নহে, বুদ্ধির দ্বারা গঠিত; ইহা কেবল শব্দজ্ঞানানুপাতী অর্থাৎ কেবল শব্দ দ্বারাই ইহার অনুভব জন্মে; (তদনুরূপ বস্তু নাই), যে সকল লোক স্থূলদর্শী তাহাদিগের নিকটেই ইহা বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক্ষণ বাহ্যবস্তুনিষ্ঠ, ইহা বস্তুসকলের ক্রমপারম্পর্য্যকে

অবলম্বন করিয়া স্বরূপপ্রাপ্ত হয়; বাহ্যবস্তুর ক্রমপারম্পর্য্যই ক্ষণ-পারম্পর্য্যের স্বরূপ; এবং ইহাকেই কাল বলিয়া কালবেত্তা যোগিগণ বর্ণনা করেন। দুই ক্ষণ কখনও একসঙ্গে উপজাত হইতে পারে না, এবং যাহাকে পূর্ব্বে ক্ষণের ক্রম বলা হইয়াছে, তাহা দুইটি সহচরক্ষণের পারম্পর্য্য নহে; কারণ দুই সহচরক্ষণ হইতে পারে না, পূর্ব্বক্ষণটির উত্তর-ক্ষণের সহিত যে পারম্পর্য্য তাহাই ক্ষণের ক্রম; অতএব বর্ত্তমানক্ষণই এক ক্ষণ, পূর্ব্ব অথবা উত্তর ক্ষণ বলিয়া অবস্থিত কোন ক্ষণ নাই; অতএব তাহার সমাহারও হইতে পারে না। ভূত এবং ভাবী ক্ষণ বলিয়া যাহা উক্ত হয়, তাহা বস্তুর পরিণাম দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়; অতএব একটি বর্ত্তমান ক্ষণ দ্বারাই সমস্ত লোক বস্তুর পরিণাম অনুভব করিয়া থাকে; বস্তুর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ধর্ম্মসকল এক বর্ত্তমান ক্ষণকে অবলম্বন করিয়াই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম দ্বারা উভয়ের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইতেই বিবেকজজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় (অতীতানাগতাদি ধর্ম্মাতীত বস্তুস্বরূপ জ্ঞাত হয়)।

ভাষ্য।—তস্য বিষয়বিশেষ উপক্ষিপ্যতে।

বিবেকজজ্ঞানের বিষয়সকল এক্ষণে সূত্রকার বিশেষরূপে বলিতেছেন।

৫৩ সূত্র। **জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতাঽনবচ্ছেদাৎ তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ।**

জাতি, লক্ষণ ও দেশের তুল্যতা হেতু যে স্থলে এক বস্তু অপর বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায় না, তৎস্থলেও তাহাদের স্বরূপোপলব্ধি উক্ত বিবেকজজ্ঞান হইতে হয়।

ভাষ্য।—তুল্যয়োর্দেশলক্ষণসারূপ্যে, জাতিভেদোঽন্যতায়া হেতুঃ, গৌরিয়ং বড়বেয়মিতি। তুল্যদেশজাতীয়ত্বে লক্ষণমন্যত্ব-

করং, কালাক্ষী গৌঃ, স্বস্তিমতী গৌরিতি। দ্বয়োরামলকয়ো-র্জাতিলক্ষণসারূপ্যাৎ দেশভেদোঽন্যত্বকরঃ, ইদম্পূর্ব্বমিদমুত্তর-মিতি। যদা তু পূর্ব্বমামলকমন্যব্যগ্রস্য জ্ঞাতুরুত্তরদেশ উপাবর্ত্ত্যতে, তদা তুল্যদেশত্বে পূর্ব্বমেতদুত্তরমেতদিতি প্রবি-ভাগানুপপত্তিঃ, অসন্দিগ্ধেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যম্; ইত্যত ইদমুক্তং "ততঃ প্রতিপত্তিঃ" বিবেকজজ্ঞানাদিতি। কথং পূর্ব্বামলকসহক্ষণো দেশ উত্তরামলকসহক্ষণদেশাৎ ভিন্নঃ; তে চামলকে স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে, অন্যদেশক্ষণানুভবস্তু তয়োরন্যত্বে হেতুরিতি। এতেন দৃষ্টান্তেন পরমাণোস্তুল্যজাতিলক্ষণদেশস্য পূর্ব্বপরমাণুদেশসহক্ষণসাক্ষাৎকরণাদুত্তরস্য পরমাণোস্তদ্দেশানুপ-পত্তাবুত্তরস্য তদ্দেশানুভবো ভিন্নঃ, সহক্ষণভেদাৎ তয়োরীশ্বরস্য যোগিনোঽন্যত্বপ্রত্যয়ো ভবতীতি। অপরে তু বর্ণয়ন্তি, যেঽন্ত্যা বিশেষাস্তেঽন্যতাপ্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তীতি, তত্রাপি দেশলক্ষণভেদো মূর্ত্তিব্যবধিজাতিভেদশ্চান্যত্বহেতুঃ। ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি, অত উক্তং "মূর্ত্তিব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূল-পৃথক্ত্বম্" ইতি বার্ষগণ্যঃ।

অস্যার্থঃ—দুটি বস্তুর দেশ ও লক্ষণ সমান হইলে, জাতিদ্বারা তাহাদের ভেদ নির্ণীত হয়, যেমন এইটি গাভী, এইটি ঘোটকী; যেস্থলে দেশ ও জাতি এই উভয়ের তুল্যতা আছে, সে স্থলে লক্ষণদ্বারা বস্তুর ভেদ-জ্ঞান হয়, যেমন কালচক্ষুবিশিষ্ট গাভী, শান্তস্বভাব গাভী; জাতি ও লক্ষণ তুল্য হইলে, যেমন আমলকদ্বয় দেখিতে ঠিক একাকার হইলে তাহাদের প্রভেদ দেশভেদদ্বারাই জানা যায়; যেমন এইটি পূর্ব্বদিকে, এইটি উত্তর-

দিকে আছে কিন্তু দ্রষ্টা অন্যমনস্ক থাকিলে, যদি পূর্ব্বদিকস্থ আমলকটি উত্তর দিকে এবং উত্তরদিকস্থ আমলকটি পূর্ব্বদিকে রাখা হয়, তবে দেশের তুল্যতা হওয়াতে, কোন্‌টি পূর্ব্বদিক্‌স্থ, কোন্‌টি উত্তরদিক্‌স্থ আমলক ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না; কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতে পারে। অতএব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিবেকজজ্ঞান হইতে এই বস্তুস্বরূপের জ্ঞানলাভ হয়। কারণ পূর্ব্বক্ষণসমন্বিত পূর্ব্বদিক্‌স্থ আমলকের সহকারী দেশ তৎক্ষণসমন্বিত উত্তরদিক্‌স্থ আমলকের সহকারী দেশ হইতে ভিন্ন, আমলক দুইটি স্বীয় স্বীয় বিভিন্ন দেশ ও ক্ষণরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট থাকায় প্রথমে বিভিন্ন বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল; পরে স্থানান্তরিত হইলে পূর্ব্বদেশ ও ক্ষণ হইতে বিভিন্ন দেশ ও ক্ষণধর্ম্মের অনুভবই তাহাদের বিভিন্নত্বের হেতু। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, তুল্য জাতি, লক্ষণ ও দেশবিশিষ্ট পরমাণু সকলের প্রভেদবোধও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যোগী এইরূপেই করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব-পরমাণুর যে দেশে ও ক্ষণে প্রথম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তৎসহচর এক বিশেষ ক্ষণও ছিল; উত্তরপরমাণু সেই ক্ষণে, সেই দেশে ছিল না; উত্তরপরমাণুটি স্থানান্তরিত হইয়া পূর্ব্বপরমাণুর স্থান অধিকার করিলে, বিভিন্ন ক্ষণের সহিত যুক্ত হইয়া উত্তরপরমাণু শেষোক্ত দেশে দৃষ্ট হয়। যোগিগণ সহকারীক্ষণের তারতম্য দ্বারা ঐ পরমাণুর ভিন্নত্ব বুঝিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন যে, সূক্ষ্মতম পরমাণু দেশ, লক্ষণ, জাতি-নিরপেক্ষভাবে স্বরূপতঃই পরস্পরের সহিত বিভিন্নরূপে অবস্থিত "বিশেষ" পদার্থ; এই বিশেষ স্বরূপই পরমাণুসকলের ভেদপ্রতীতি জন্মায়; কিন্তু এই মতেও স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত দেশ ও লক্ষণভেদ এবং মূর্ত্তি (সংস্থান) ব্যবধান ও জাতিরূপ ধর্ম্মই পরমাণু-সকলের ভিন্নত্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে, (অতএব পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ

ভেদকের অতিরিক্ত বিশেষের অস্তিত্ব কল্পনা অপ্রয়োজন)। ক্ষণেব ভেদ কেবল যোগিগণেরই বোধগম্য হয়। অতএব ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে মূর্ত্তি, ব্যবধি (দেশব্যবধান) ও জাতির পার্থক্য না থাকায় মূলকারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মক প্রকৃতিব কোন ভেদ নাই।

৫৪শ সূত্র। **তারকং, সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥**

পূর্ব্বোক্ত বিবেকজজ্ঞান সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধাব করে, সমস্ত জগৎকেই ইহা বিষয় করে, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তু সর্ব্ব-প্রকারে ইহার বিষয়ীভূত হয়; এবং অতীতাদিক্রম-নিবপেক্ষভাবেও সকল সময়েই সকল বস্তু প্রকাশ করিতে পারে।

ভাষ্য। তারকমিতি স্বপ্রতিভোত্থমনৌপদেশিকমিত্যর্থঃ, সর্ব্ববিষয়ং, নাস্য কিঞ্চিদবিষয়ীভূতমিত্যর্থঃ, সর্ব্বথাবিষয়ম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নং সর্ব্বং পর্য্যায়ৈঃ সর্ব্বথা জানাতীত্যর্থঃ; অক্রমমিতি একক্ষণোপারূঢ়ং সর্ব্বং সর্ব্বথা গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। এতদ্বিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণম্, অস্যৈবাংশো যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদস্য পরিসমাপ্তিরিতি।

অস্যার্থ:—"তারক" শব্দে উপদেশ ব্যতিরেকে স্বীয় প্রতিভা হইতে উপজাত জ্ঞান বুঝায়; "সর্ব্ববিষয়" শব্দে কোন বস্তুই এই জ্ঞানের বহির্ভূত না থাকা বুঝায়; "সর্ব্বথাবিষয়" শব্দে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তু পর্য্যায়ভেদে সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞাত হওয়া বুঝায়; "অক্রম" শব্দে অতীত, অনাগত সমস্ত বিষয় সর্ব্বপ্রকারে যুগপৎ গ্রহণ করা বুঝায়। এই বিবেকজ-

জ্ঞান পরিপূর্ণস্বরূপ, যোগপ্রদীপও এই বিবেকজজ্ঞানালোকের অংশ মাত্র। এই পাদের ৫১ সূত্রে যে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাবিশিষ্ট মধুমতীভূমির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই মধুমতীভূমিকে লাভ করিয়া প্রজ্ঞার লয় পর্য্যন্ত ইহার সীমা।

ভাষ্য।—প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্যাপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্য বা।

৫৫শ সূত্র। সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥

অন্বয়ার্থ:—পূর্ব্বোক্ত বিবেকজজ্ঞানপ্রাপ্তিহেতুকই হউক অথবা অন্য উপায়েই (পরাভক্তিযোগ হইতেই) হউক পুরুষের ন্যায় শুদ্ধি চিত্তসত্ত্বেরও সম্পাদিত হইলে কৈবল্য উপজাত হয়।

ভাষ্য।—যদা নির্দ্ধূতরজস্তমোমলং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্যান্যতা-প্রত্যয়মাত্রাধিকারং দগ্ধক্লেশবীজং ভবতি, তদা পুরুষস্য শুদ্ধি-সারূপ্যমিবাপন্নং ভবতি, তদা পুরুষস্যোপচরিতভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ। এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্যানীশ্বরস্য বা বিবেকজজ্ঞানভাগিন ইতরস্য বা। ন হি দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে পুনরপেক্ষা কাচিদস্তি, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণৈতৎ সমাধিজমৈশ্বর্য্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চোপক্রান্তম্। পরমার্থতস্তু জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে; তস্মি-ন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ; ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ; চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনো-পতিষ্ঠন্তে; তৎপুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতি রমলঃ কেবলীভবতি।

অন্বয়ার্থ:—রজঃ ও তমোরূপ মলা বিদূরিত হইয়া বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মল হইলে, তাহা পুরুষ হইতে বিভিন্ন এইমাত্র জ্ঞানাকারে পরিণত হয়

তৎপর তাহা হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশবীজ দগ্ধ হয়, তখন ইহার পুরুষের শুদ্ধির ন্যায়, শুদ্ধি লাভ হয়; কল্পিত ভোগাভাবকেই পুরুষের শুদ্ধি বলে (বস্তুতঃ পুরুষ নিত্যই শুদ্ধ)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কৈবল্য উপস্থিত হয়, যোগী সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত পুরুষই হউন, অথবা ঐশ্বর্য্যবিরহিতই হউন, তিনি বিবেকজজ্ঞান সমন্বিতই হউন, অথবা তদ্বিরহিতই হউন, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই কৈবল্যের উদয় হয়। ক্লেশবীজসকল দগ্ধ হইলে, কৈবল্য-জ্ঞানোদয়-বিষয়ে অপর কোন বিষয়ের অপেক্ষা থাকে না। কারণ সমাধি হইতে যে ঐশ্বয্য ও জ্ঞান উপজাত হয়, তাহারও কারণ সত্ত্বশুদ্ধি। (পূর্ব্বোক্ত বিবেকসমাধি ভিন্নও ভক্তিমার্গাবলম্বী পুরুষের ভগবৎকৃপায় এই সত্ত্বশুদ্ধি সংঘটিত হইতে পারে, তাহা সমাধিপাদের ২৩ সংখ্যক সূত্র ও অপরাপর স্থানে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে)। নিশ্চিত কথা এই যে, পুরুষজ্ঞান হইতেই অদর্শনরূপ বন্ধ নিবর্ত্তিত হয়; বন্ধ নিবৃত্ত হইলে আর পরে অবিদ্যাদি ক্লেশ থাকে না; অবিদ্যাদি ক্লেশের অভাব হওয়াতে আর জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের উৎপাদক ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মবিপাকও থাকে না, এই অবস্থায় গুণসকল সমাপ্তাধিকার হওয়াতে আর পুরুষের দৃশ্যরূপে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে না। ইহাই পুরুষের কৈবল্য, তখন পুরুষ স্বপ্রকাশ নির্ম্মল (গুণবর্জ্জিত) কেবল-অবস্থায় অবস্থিতি করেন।

ইতি বিভূতিপাদঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ হরিঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

——(০*॥*॥*০)——

পাতঞ্জল-দর্শন।

কৈবল্যপাদ।

১ম সূত্র। জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ॥

জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে সিদ্ধিসকল উপজাত হয়। সিদ্ধিসকল এই পঞ্চবিধ।

ভাষ্য।—দেহান্তরিতা জন্মনা সিদ্ধিঃ; ঔষধিভিঃ অসুর-ভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ; তপসা সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ; কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি; সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ।

অস্যার্থ:—বর্ত্তমান জন্মেই অন্যবিধ দেবাদিদেহ-প্রাপ্তি, অথবা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মনিবন্ধন এই জন্মে জন্মাবধি অলৌকিক শক্তিলাভকে জন্মজ-সিদ্ধি বলে। ঔষধিজ-সিদ্ধি, যথা:—অসুরদিগের ভবন প্রাপ্ত হইয়া (অসুরকন্যাগণপ্রদত্ত) রসায়ন সেবন করিয়া নানাবিধ ভোগ-সামর্থ্য এবং শারীরিক দৃঢ়তা লাভ করিতে পারা যায়; তদ্রূপ এবং অপরাপর ঔষধি-প্রভাবে জাত দৈহিকসিদ্ধিকে ঔষধিজ-সিদ্ধি বলে। মন্ত্রজ-সিদ্ধি, যথা:—আকাশগমন, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ। তপস্যাজনিত-সিদ্ধি, যথা:—সঙ্কল্প-

সিদ্ধি (যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়), কামরূপী হওয়া, অর্থাৎ যেখানে সেখানে ইচ্ছামাত্র গমন করিবার শক্তি লাভ করা। সমাধিজ-সিদ্ধিসকল পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভাষ্য।—তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়পরিণতানাম্।

২য় সূত্র। জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।

তন্মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অন্যজাতি-প্রাপ্তিরূপ যে জাত্যন্তর পরিণাম অর্থাৎ দেবত্বাদি লাভ, তাহা প্রকৃতির অনুপ্রবেশবশতঃ হইয়া থাকে।

ভাষ্য।—পূর্ব্বপরিণামাপায়ে উত্তরপরিণামোপজনস্তেষাম-পূর্ব্বাবয়বানুপ্রবেশাদ্ভবতি; কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকার-মনুগৃহ্নন্ত্যাপূরেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি।

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বপরিণামের (পূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়ের) অপগম হইয়া যে উত্তরপরিণামের (দেবতাদির দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রাপ্তিরূপ পরিণামের) প্রাপ্তি হয়, তাহা পরে উপজাত অবয়বে কায় ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির (কায়ের প্রকৃতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অস্মিতা, ইহাদিগের) অনুপ্রবেশহেতু হয়। কায় ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতিসকল ধর্ম্মাদিনিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় বিকারসকলের রূপ সংঘটন করিয়া তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয়।

৩য় সূত্র। নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।

ধর্ম্মাদি নিমিত্তসকল উক্ত পৃথিব্যাদি প্রকৃতিসকলের পরিণামের প্রবর্ত্তক নহে; তাহাদিগের দ্বারা কেবল প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিমাত্র হয়; জল যেমন স্বতঃই নিম্নদিকে গমনের নিমিত্ত উন্মুখ, কিন্তু চারিদিকে বাঁধের

দ্বারা বেষ্টিত হইলে, কোনদিকে প্রবাহিত হইতে পারে না, কৃষক কোনদিকের বাঁধ কাটিয়া দিলে, আপনা হইতেই সেইদিকে প্রবাহিত হয়, বাঁধের কর্ত্তন জলের প্রবাহের প্রবর্ত্তক নহে, কেবল প্রতিবন্ধনিবারক মাত্র, তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত প্রকৃতিসকলের পরিচালক নহে, প্রকৃতিসকল স্বভাবতঃই বিকারোন্মুখ। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম প্রকৃতিসকলে বিশেষ বিশেষ দিকে চলনের প্রতিবন্ধক দূর করে মাত্র; তাহারা প্রকৃতির তত্তৎপরিণামের প্রয়োজক নহে।

ভাষ্য।—ন হি ধর্ম্মাদিনিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি, ন কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ত্যতে ইতি; কথন্তর্হি? বরণভেদস্তু ততঃ, ক্ষেত্রিকবৎ, যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাম্পূরণাৎ কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িষুঃ সমং নিম্নং নিম্নতরং বা নাপঃ পাণিনাঽপকর্ষতি, আবরণং তু আসাং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাপঃ কেদারান্তরমাপ্লাবয়ন্তি; তথা ধর্ম্মঃ প্রকৃতীনামাবরণমধর্ম্মং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারমাপ্লাবয়ন্তি। যথা বা স এব ক্ষেত্রিকস্তস্মিন্নেব কেদারে ন প্রভবত্যৌদকান্ ভৌমান্ বা রসান্ ধান্যমূলান্যনুপ্রবেশয়িতুং কিন্তর্হি মুদ্গ-গবেধুকশ্যামাকাদীন্ ততোঽপকর্ষতি, অপকৃষ্টেষু তেষু স্বয়মেব রসা ধান্যমূলান্যনুপ্রবিশন্তি; তথা ধর্ম্মো নিবৃত্তিমাত্রে কারণমধর্ম্মস্য, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোরত্যন্তবিরোধাৎ, নতু প্রকৃতিপ্রবৃত্তৌ ধর্ম্মো হেতুর্ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্য্যাঃ বিপর্য্যয়েণাপ্যধর্ম্মো ধর্ম্মং বাধতে, ততশ্চাশুদ্ধিপরিণাম ইতি; তত্রাপি নহুষাজগরাদয় উদাহার্য্যাঃ।

অস্যার্থঃ—ধর্ম্মাদি নিমিত্তসকল প্রকৃতির পরিণামের প্রবর্ত্তক নহে; কার্য্যের দ্বারা কারণ প্রবর্ত্তিত (প্রেরিত হইতে) পারে না; তবে কিজন্য প্রকৃতির পরিণামকে ধর্ম্মাদিনিমিত্তক বলা হয়? উত্তর, ধর্ম্মাদি দ্বারা স্বভাবতঃ পরিণামশীল প্রকৃতির গতিরোধক প্রতিবন্ধক দূর হয় বলিয়া। তাহা কৃষকের কার্য্যের ন্যায়; কৃষক যেমন এক ক্ষেত্র হইতে সমতল অথবা নিম্ন ক্ষেত্রান্তরে জল লইবার অভিপ্রায়ে হস্তদ্বারা জলকে আকর্ষণ করিয়া লয় না, শেষোক্ত ক্ষেত্রে জল যাইবাব প্রতিবন্ধক কর্ত্তন করিয়া দেয় মাত্র, প্রতিবন্ধক কর্ত্তন করিয়া দিলে আপনা হইতেই জল শেষোক্ত ক্ষেত্রকে আপ্লাবিত করে; তদ্রূপ ধর্ম্ম সকলও প্রকৃতির আবরক অধর্ম্মকে ভেদ করিয়া দেয়, তাহা ভিন্ন হইলে, স্বয়ংই প্রকৃতিসকল স্বীয় স্বীয় অনুরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। অথবা কৃষক যেমন ক্ষেত্রস্থ ধান্যমূলে জল অথবা ভূমিরস প্রবেশ করাইতে সমর্থ হয না, কিন্তু মুদ্গ, গবেধুক, শ্যামা প্রভৃতি উৎপাটন করিয়া দেয়, এই সকল উৎপাটিত হইলে, স্বয়ংই ঐ সকল রস ধান্যমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়; তদ্রূপ ধর্ম্মও অধর্ম্মের নিবৃত্তি-মাত্রের কারণ; কারণ শুদ্ধিরূপ ধর্ম্ম, এবং অশুদ্ধিরূপ অধর্ম্ম উভয়ে পরস্পব অত্যন্তবিরোধী (একটি উপজাত হইলে অপরটি বিনষ্ট হয়)। এইরূপেই প্রকৃতি সকলের পরিণামবিষয়ে ধর্ম্ম হেতুস্বরূপ হয়। নন্দীশ্বরাদি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আবার বিপর্য্যয়ক্রমে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বিনাশ করে, তাহাতে অধর্ম্মপরিণাম ঘটিয়া থাকে। তদ্বিষয়ে নহুষের অজগরত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি উদাহরণ স্থল।

ভাষ্য।—যদা তু যোগী বহূন্ কায়ান্ নির্ম্মিমীতে তদা কি-মেকমনস্কাস্তে ভবন্ত্যথানেকমনস্কা ইতি।

যোগিগণ এক সঙ্গে বহু শরীব ধারণ করিলে, তৎসমস্ত দেহ কি একই

চিত্তের অধীন হয়, অথবা প্রত্যেক শরীরে এক একটি পৃথক্ পৃথক্ চিত্ত থাকে, এই জিজ্ঞাসায় সূত্রকার বলিতেছেন :—

৪র্থ সূত্র। **নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥**

ভাষ্য। অস্মিতামাত্রং চিত্তকারণমুপাদায় নির্ম্মাণচিত্তানি করোতি, ততঃ সচিত্তানি ভবন্তি।

অস্যার্থ :—অস্মিতামাত্র উপাদান গ্রহণ করিয়া যোগিগণ অপর চিত্ত-সকল নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহাতে নির্ম্মিতশরীরসকল প্রত্যেকে চিত্ত-বিশিষ্ট হয়।

৫ম সূত্র। **প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্।**

নির্ম্মিতচিত্তসকলের প্রবৃত্তি বিভিন্ন হইলেও, সকল বিভিন্ন চিত্তের প্রেরক একই চিত্ত থাকে।

ভাষ্য। বহূনাং চিত্তানাং কথমেকচিত্তাভিপ্রায়পুরঃসরা প্রবৃত্তিরিতি সর্ব্বচিত্তানাং প্রয়োজকং চিত্তমেকং নির্ম্মিমীতে; ততঃ প্রবৃত্তিভেদঃ।

অস্যার্থ :—যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের একচিত্তের অভিপ্রায়ানুসারে প্রবৃত্তি (কর্ম্মচেষ্টা) হইতে পারে ? উত্তর, বিভিন্ন সমস্ত চিত্তের প্রয়োজক একটি চিত্ত নির্ম্মিত হয়, তদধীনভাবে ঐ ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি হয়। (অর্থাৎ সকল নির্ম্মিতচিত্তের প্রেরক পূর্ব্বসিদ্ধ চিত্তই হইয়া থাকে)।

[এইস্থলে মূল গ্রন্থে যোগবিভূতি প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া ভাষ্যকার যোগীদিগেরই এই যোগৈশ্বর্য্য ভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু সর্ব্বচিত্ত-নির্ম্মাতা পুরুষও সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রেরকস্বরূপে একচিত্তাব-লম্বনে অবস্থান করিতেছেন, ইহাও ভাবতঃ বুঝিতে হইবে]।

৬ষ্ঠ সূত্র। **তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্॥**

প্রথম সূত্রোক্ত পঞ্চবিধ সিদ্ধির মধ্যে ধ্যানজ (সমাধিজ) সিদ্ধি বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্বিশিষ্টচিত্ত অনাশয় (বাসনা বর্জ্জিত)।

ভাষ্য। পঞ্চবিধং নির্ম্মাণচিত্তং জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয় ইতি; তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশয়ং, তস্যৈব নাস্ত্যাশয়ঃ রাগাদিপ্রবৃত্তির্নাতঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ, ক্ষীণক্লেশত্বাৎ যোগিন ইতি। ইতরেষান্তু বিদ্যতে কর্ম্মাশয়ঃ।

অস্যার্থ ঃ—জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধিজ-সিদ্ধিযুক্ত নির্ম্মাণচিত্তও পঞ্চবিধ; তন্মধ্যে ধ্যানজচিত্তই অনাশয়, আশয়রহিত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি প্রবৃত্তিবিহীন; অতএব পুণ্যপাপাদি সম্বন্ধ তাহার হয় না; কারণ অবিদ্যাদি ক্লেশসকল যোগীদিগের ক্ষয় হয়; অপর সকল চিত্তে কিন্তু বাসনারূপ কর্ম্মাশয় থাকে।

ভাষ্য।—যতঃ

৭ম সূত্র। **কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্॥**

কারণ যোগীদিগের শুক্ল অথবা কৃষ্ণ কোন প্রকার কর্ম্ম নাই, অপর সকলের কর্ম্ম শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্লকৃষ্ণ এই ত্রিবিধ।

ভাষ্য।—চতুষ্পাৎ খল্বিয়ং কর্ম্মজাতিঃ, কৃষ্ণা, শুক্লকৃষ্ণা, শুক্লা, অশুক্লাঽকৃষ্ণা চেতি। তত্র কৃষ্ণা দুরাত্মনাম্; শুক্লকৃষ্ণা বহিঃসাধনসাধ্যা, তত্র পরপীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কর্ম্মাশয়প্রচয়ঃ। শুক্লা তপঃস্বাধ্যায়ধ্যানবতাম্; সা হি কেবলে মনস্যায়তত্বাদবহিঃ-সাধনাধীনা, ন পরান্ পীড়য়িত্বা ভবতি। অশুক্লাঽকৃষ্ণা সংন্যাসিনাং ক্ষীণক্লেশানাং চরমদেহানামিতি। তত্রাঽশুক্লং যোগিন এবং ফল-

সংন্যাসাং অকৃষ্ণং চানুপাদানাৎ। ইতরেষাং তু ভূতানাং পূর্ব্বমেব ত্রিবিধমিতি।

অস্যার্থঃ—কর্ম্ম চারি প্রকার জাতিতে বিভক্ত; যথা ঃ—কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল, অশুক্লঅকৃষ্ণ; দুরাত্মাদিগের কর্ম্ম কৃষ্ণ (দুঃখজনক পাপ কর্ম্ম)। যাহা বাহ্যবস্তু (যব, ধান্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি উপায়) সহকারে সিদ্ধ হয় (যেমন অশ্বমেধাদিযজ্ঞ) তাহা শুক্লকৃষ্ণ (সুখ ও দুঃখ উভয়প্রদ পুণ্য-পাপাত্মক)। তাহাতে পরের প্রতি পীড়া (পশুবধাদি পীড়া) ও পরের প্রতি অনুগ্রহ (ব্রাহ্মণাদিকে দক্ষিণা প্রদান) হইতে কর্ম্মাশয় (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) সঞ্চিত হয়। তপস্যা, স্বাধ্যায ও ধ্যানবিশিষ্ট পুরুষদিগের কর্ম্ম শুক্ল (সুখপ্রদ ধর্ম্মাত্মক); এই কর্ম্ম কেবল মানসিক ব্যাপার দ্বারা হইয়া থাকে, অতএব তাহা বাহ্যবস্তুর সাহায্য অপেক্ষা করে না, অপরকে পীড়া দিয়া তাহা উৎপন্ন হয় না। যাঁহারা কর্ম্ম-সংন্যাস করিয়াছেন, যাঁহারা অবিদ্যাদি ক্লেশশূন্য চরমদেহ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্ম অশুক্লা-কৃষ্ণ; কর্ম্মফল ত্যাগ করাতে তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্ল নহে, তাহা কৃষ্ণও নহে, কারণ তাঁহারা সর্ব্ববিধ কর্ম্মের প্রতি অহংবুদ্ধিবিরহিত। অপর জীবের কর্ম্ম কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকার।

৮ম সূত্র।—**ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্॥**

পূর্ব্বোক্ত শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে তত্তদ্‌বিপাকানুগামী বাসনা (সংস্কার) উপজাত হয়।

ভাষ্য।—তত ইতি ত্রিবিধাৎ, কর্ম্মণঃ; তদ্বিপাকানুগুণানামেবেতি যজ্জাতীয়স্য কর্ম্মণো যো বিপাকস্তস্যানুগুণা যা বাসনাঃ কর্ম্মবিপাকমনুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ; ন হি দৈবং কর্ম্ম বিপচ্যমানং নারকতির্য্যঙ্‌মনুষ্যবাসনাঽভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি,

কিন্তু দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে। নারকতির্য্যঙ্মনুষ্যেষু চৈবং সমানশ্চর্চ্চঃ।

অস্যার্থঃ—"ততঃ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে। "তদ্বিপাকানুগুণানামেব অভিব্যক্তি" পদের অর্থ যে জাতীয় কর্ম্মের যেরূপ বিপাক অবধারিত আছে, সেই বিপাককে অনুসরণ করে, যেরূপ বাসনা তাহার অভিব্যক্তি (উদয়) হয়, এমন কখনও হইতে পারে না যে দৈবকর্ম্ম (অর্থাৎ দেবশরীরোৎপাদক পুণ্যকর্ম্ম) বিপাকপ্রাপ্ত হইয়া নরক, তির্য্যক, অথবা মনুষ্যদেহ উৎপাদনকারিবাসনার অভিব্যক্তি করিবে। পরন্তু দৈবকর্ম্ম দেবদেহ প্রাপণকারী বাসনারই উদয় করায়। এইরূপ নরকোৎপাদক কর্ম্ম এবং তির্য্যক্, মনুষ্যাদি দেহোৎপাদক কর্ম্ম তত্তদুপযোগী বাসনারই উদ্বোধন করে জানিবে।

৯ম সূত্র। জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥

কর্ম্ম, বিপাক ও তদনুরূপ বাসনার আনন্তর্য্য (অর্থাৎ যে জাতীয় কর্ম্ম তদনুরূপ জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ ও তদনুরূপ বাসনা (সংস্কার) হওয়ারূপ যে নিয়ম, তাহা) অসংখ্য জন্ম, দেশ ও কালদ্বারা ব্যবহিত হইলেও ভঙ্গ হয় না; কারণ স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ, অর্থাৎ যদ্রূপ সংস্কার তদ্রূপই স্মৃতি, বিভিন্ন হইতে পারে না; সংস্কার, যাহা প্রচ্ছন্নভাবে চিত্তে অবস্থিতি করে, তাহাই উদ্দীপক বস্তুযোগে স্মৃতিরূপে প্রকাশিত হয়।

ভাষ্য।—বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ, স যদি জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন বা ব্যবহিতঃ পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াৎ দ্রাগিত্যেব পূর্ব্বানুভূতবৃষদংশবিপাকাভি-সংস্কৃতা বাসনা উপাদায় ব্যজ্যেত। কস্মাৎ? যতো ব্যবহিতা-

নামপ্যাসাং সদৃশং কর্ম্মাঽভিব্যঞ্জকং নিমিত্তীভূতমিত্যানন্তর্য্যমেব ;. কুতশ্চ ? স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ; যথানুভবাস্তথা সংস্কারাঃ, তে চ কর্ম্মবাসনানুরূপাঃ, যথা চ বাসনাস্তথা স্মৃতিঃ, ইতি জাতি দেশ-কাল-ব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ স্মৃতিঃ, স্মৃতেশ্চ পুনঃ সংস্কারাঃ, ইত্যেতে স্মৃতিসংস্কারাঃ কর্ম্মাশয়বৃত্তিলাভবশাদ্ ব্যজ্যন্তে। অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-ভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্য্যমেব সিদ্ধমিতি।

অস্যার্থ :—বৃষদংশ (মার্জ্জার) জন্মরূপ বিপাক, তাহার ব্যঞ্জক কারণ উপস্থিত হইলেই উদয় হয় ; শত জন্মান্তরে অথবা বহু দূরদেশে অথবা শতকল্পকাল পরেও স্বীয় উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই তাহা উদয় হয়,. পূর্ব্বানুভূত মার্জ্জারজন্মপ্রাপক সংস্কারবিশিষ্ট বাসনাকে ঝটিতি উদ্বোধন করিয়া প্রকাশিত হয় ; কারণ (জন্মাদি দ্বারা) ব্যবহিত হইলেও অনুরূপ কর্ম্মই তৎপ্রকাশের নিমিত্ত হয়, (তদনুকূল অবস্থাই কর্ম্মের বিপাককে প্রাপ্তি করায়) ; অতএব কর্ম্ম, সংস্কার ও বিপাকের অবশ্যম্ভাবী আনন্তর্য্য আছে। আরও কারণ এই যে, স্মৃতি ও সংস্কারের তুল্যরূপত্ব আছে ; যেরূপ অনুভব হয় তদ্রূপই সংস্কার জন্মে, কর্ম্মবাসনা সংস্কারের অনুরূপ হয়, স্মৃতি পুনরায় ঐ বাসনাব অনুরূপ হয় ; অতএব জন্ম, দেশ ও কাল দ্বারা ব্যবহিত হইলেও সংস্কার হইতে তদনুরূপ স্মৃতি হয়, স্মৃতি হইতে পুনরায় অনুরূপ সংস্কার হয় ; পুনরায় ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় ব্যাপারবিশিষ্ট হইলে এই স্মৃতি ও সংস্কার প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যখন সুযোগ পাইয়া কর্ম্মাশয় বৃত্তিশীল হয় (প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয়), তখনই ইহারা প্রকাশ পায়। অতএব ব্যবহিত হইলেও ইহাদের নিমিত্ত-নৈমিত্তিক, (কার্য্য-কারণ) ভাবের উচ্ছেদ হয় না বলিয়া, ইহাদের আনন্তর্য্যও সিদ্ধ আছে।

১০ম সূত্র। তাসামনাদি আশিষো নিত্যত্বাৎ ॥

চিরকালই যেন থাকি, এইরূপ আপনার সম্বন্ধে মঙ্গলেচ্ছা নিত্যই থাকাতে, বাসনাসকল অনাদি বলিয়া জানা যায়।

ভাষ্য।—তাসাং বাসনানাম্ আশিষো নিত্যত্বাদনাদিত্বম্; যেয়মাত্মাশীর্মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি সর্ব্বস্য দৃশ্যতে, সা ন স্বাভাবিকী; কস্মাৎ? জাতমাত্রস্য জন্তোরননুভূতমরণধর্ম্মকস্য দ্বেষদুঃখানুস্মৃতিনিমিত্তো মরণত্রাসঃ কথং ভবেৎ? ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে। তস্মাদনাদিবাসনাঽনুবিদ্ধমিদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায়োপাবর্ত্তত ইতি। ঘটপ্রাসাদপ্রদীপকল্পং সঙ্কোচবিকাশি চিত্তং শরীরপরিমাণাকারমাত্রমিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা চান্তরাভাবঃ, সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ সঙ্কোচবিকাশিনীত্যাচার্য্যঃ। তচ্চ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষম্। নিমিত্তঞ্চ দ্বিবিধং, বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ; শরীরাদিসাধনাপেক্ষং বাহ্যং স্তুতিদানাভিবাদনাদি, চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাদ্যাধ্যাত্মিকম্। তথাচোক্তং "যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং বিহারাস্তে বাহ্যসাধন-নিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্ম্মমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি"। তয়োর্মানসং বলীয়ঃ; কথং? জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতিশয্যেতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ কঃ শারীরেণ কর্ম্মণা শূন্যং কর্ত্তুমুৎসহেত, সমুদ্রমগস্ত্যবদ্বা পিবেৎ?

অস্যার্থ:—চিরকালই যেন থাকি, এইরূপ আত্মাশীর্ব্বাদ সমস্ত প্রাণীরই নিত্য বর্ত্তমান থাকাতে, উক্ত বাসনাসকলও অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু চিরকালই থাকিব, আমার না থাকা যেন কখনও হয় না, এইরূপ আত্মাশীর্ব্বাদ যাহা সকল প্রাণীরই দৃষ্ট হয়, তাহা তাহাদিগের স্বাভাবিক (স্বরূপগত) ধর্ম্ম নহে। স্বাভাবিক নহে, কেন বলা হইল? (স্বাভাবিক না হইলে) মৃত্যুর প্রতি দ্বেষ ও মরণদুঃখের জ্ঞানবিশিষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের যেমন মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইলে, ঐ দ্বেষ ও দুঃখসংস্কারমূলক স্মৃতির উদয় হইয়া তাহার মরণত্রাস উপস্থিত করে, জাতমাত্র জীব যে কখন মরণ ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারও কেন এই মরণত্রাস দৃষ্ট হয়?

উত্তরঃ—যদি মরণত্রাস স্বাভাবিক হইত, তবে তাহা কোন নিমিত্তের অপেক্ষা করিত না, যাহা স্বাভাবিক তাহা কোন নিমিত্তের অপেক্ষা করে না। (বালকের মরণত্রাস দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তাহা মাতৃবক্ষঃ হইতে পতন-সম্ভাবনা ইত্যাদি নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়াই প্রকাশিত হয়; স্বভাব-সিদ্ধ হইলে তাহা এইরূপ কোন নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদাই প্রকাশিত থাকিত)। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে চিত্ত অনাদিকাল হইতে সংস্কারযুক্ত আছে, কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া চিত্তের কোন কোন সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, এবং পুরুষেব ভোগ সম্পাদন করে। কেহ কেহ বলেন যে যেমন ঘটমধ্যস্থ হইয়া প্রদীপ ঘটাভ্যন্তর স্থানকেই মাত্র প্রকাশ করে, বৃহৎ প্রাসাদাভ্যন্তরে রক্ষিত হইলে, সেই একই প্রদীপ বৃহৎ প্রাসাদকেই প্রকাশিত করে, তদ্রূপ চিত্ত ও তদাশ্রিত দেহের পরি-মাণানুসারে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। মৃত্যুকালে সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া গমন করে, অতএব চিত্ত তৎকালে সূক্ষ্ম হয়, পুনরায় দেহ অবলম্বন কবিয়া চিত্ত তদাকারবিশিষ্ট হইয়া সংসারী হয়। (চিত্তের দেহানুসারে পরিমাণপ্রাপ্তিহেতু অপর আতিবাহিক দেহকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে, দেহনিরবচ্ছিন্নভাবে চিত্ত থাকে না, এবং জীবের সংসারপ্রাপ্তিও এই রূপেই অপর দেহসংযোগে হইয়া থাকে)।

পরন্তু এতৎ সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের উপদেশ এই যে, চিত্ত বিভুস্বভাব ও সর্ব্বব্যাপী, ইহার বৃত্তিই সঙ্কোচ ও বিকাশশীল, এই বৃত্তিসকলই উদ্বোধক কারণযোগে সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হয়, (ইহাই আচার্য্য পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত)। এই বৃত্তিসকল ধর্ম্মাদি নিমিত্তের অধীন। উক্ত নিমিত্ত সকল দুই প্রকার, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। শরীরাদি দ্বারা সাধ্য—স্তুতি-দান, অভিবাদন প্রভৃতি, বাহ্য। চিত্তমাত্রে স্থিত যে শ্রদ্ধাদি তাহাকে আধ্যাত্মিক বলে। তৎসম্বন্ধে এইরূপ আচার্য্য-উক্তি আছে যে, "ধ্যানশীলদিগের যে মৈত্র্যাদি ব্যবহার, তাহা বাহ্যবস্তুর সাহায্য অপেক্ষা করে না, পরন্তু তদ্ব্যতীতই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম উৎপন্ন করে"। অতএব উক্ত নিমিত্তদ্বয়ের মধ্যে যেটি মানসিক তাহাই শ্রেষ্ঠ; কারণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কিছু নাই। চিত্তবল ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি কেবল শারীরিক চেষ্টা দ্বারা দণ্ডকারণ্য শূন্য করিতে উৎসাহ করিতে পারে? কেইবা অগস্ত্য ঋষির ন্যায় সমুদ্র পান করিতে প্রয়াস করিতে পারে? (অতএব চিত্ত-বিভুস্বভাব, চিত্ত শরীরপরিমাণমাত্র হইলে এইরূপ কার্য্য কখন সম্ভব হইত না)।

মন্তব্য ঃ—বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যের "কস্মাৎ" পদের পরে "জাতমাত্রস্য" হইতে আরম্ভ করিয়া "ভবেৎ" পর্য্যন্ত বাক্যকে আপত্তিস্বরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া ভাষ্যকারের উত্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বহু কষ্ট কল্পনা করিতে হয়; সুতরাং এইস্থলে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন-ভাবে ভাষ্য ব্যাখ্যাত হইল। পরন্তু উভয় ব্যাখ্যানুসারেই ভাষ্যকারের উত্তর একই প্রকার; যাহা স্বাভাবিক তাহা কোন নিমিত্তের অপেক্ষা করে না এই মাত্রই উভয়ের সার।

১১ সূত্র। হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥

হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন করিয়াই বাসনা সকল সঞ্চিত হয়, অতএব এই সকলের অভাব হইলে বাসনাও বিনষ্ট হয়।

ভাষ্য।—হেতুঃ—ধর্ম্মাৎ সুখং, অধর্ম্মাৎ দুঃখং, সুখাৎ রাগঃ, দুঃখাৎ দ্বেষঃ, ততশ্চ প্রযত্নঃ, তেন মনসা বাচা কায়েন বা পরিস্পন্দমানঃ পরমনুগৃহ্ণাত্যুপহন্তি বা, ততঃ পুনর্ধর্ম্মাধর্মৌ সুখদুঃখে রাগদ্বেষৌ ইতি প্রবৃত্তমিদং ষড়রং সংসারচক্রম্; অস্য চ প্রতিক্ষণমাবর্ত্তমানস্যাবিদ্যা নেত্রী, মূলং সর্ব্বক্লেশানাম্; ইত্যেষ হেতুঃ। ফলন্তু যমাশ্রিত্য যস্য প্রত্যুৎপন্নতা ধর্ম্মাদেঃ, নহ্যপূর্ব্বোপজনঃ। মনস্তু সাধিকারমাশ্রয়োবাসনানাং, নহ্যবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনা স্থাতুমুৎসহন্তে। যদভিমুখীভূতং বস্তু যাং বাসনাং ব্যনক্তি তস্যাস্তদালম্বনম্। এবং হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ সর্ব্বা বাসনাঃ। এষামভাবে তৎসংশ্রয়াণামপি বাসনানামভাবঃ।

অস্যার্থ :—"হেতু" যথা ;—ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম্ম হইতে দুঃখ, সুখ হইতে তৎপ্রতি অনুরাগ, দুঃখ হইতে তৎপ্রতি দ্বেষ, রাগ ও দ্বেষ হইতে পুনরায় প্রযত্ন (কর্ম্মচেষ্টা), এই প্রযত্ন হইতে পুনরায় মনঃ, বাক্য ও শরীরের সহিত চালিত হইয়া মনুষ্য অপরের উপকার অথবা অপকার করে ; তাহা হইতে পুনরায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, রাগদ্বেষ উৎপন্ন হয় ; এই ছয় অরা (রথচক্রের শলাকা) যুক্ত হইয়া সংসারচক্র চলিতেছে ; প্রতিক্ষণে ঘূর্ণায়মান এই সংসারচক্রের অবিদ্যাই নেত্রস্থানীয় (যাহাকে অবলম্বন করিয়া গাড়ীর চাকা ঘূর্ণিত হয়) ; সর্ব্ববিধ ক্লেশের মূল এই অবিদ্যা, ইহাই সূত্রোক্ত "হেতু" শব্দের বাচ্য। "ফল" যথা,—যাহাকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাদি উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ ভোগরূপ পুরুষার্থ) তাহা বাস-

নার ফল। বিনা কারণে কিছু উৎপন্ন হয় না, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মও অকারণ উপজাত হয় না জানিবে। সাধিকারে স্থিত চিত্তই বাসনার আশ্রয়, চিত্তের অধিকার লুপ্ত হইলে (বহির্ম্মুখী বৃত্তি রুদ্ধ হইলে), বাসনাসকল আশ্রয়-বিহীন হইয়া আর থাকিতে পারে না। যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যে বাসনাকে উদ্বোধিত করে, সেই বস্তুর সেই বাসনার আলম্বন। এই প্রকারে হেতু,ফল ও আলম্বন হইতে সমস্ত বাসনা উপচিত হয়,ইহাদিগের অভাবে ইহাদিগের আশ্রিত বাসনাসকলেরও অভাব হয়।

ভাষ্য।—নাস্ত্যসতঃ সম্ভবঃ, ন চাস্তি সতো বিনাশ ইতি দ্রব্যত্বেন সম্ভবন্ত্যঃ কথং নিবর্ত্তিষ্যন্তে বাসনা ইতি।

অস্যার্থ :—অসদ্বস্তুর উৎপত্তি নাই, এবং সদ্বস্তুরও বিনাশ নাই, অতএব বাসনা যখন সদ্বস্তু,দ্রব্যরূপে অবস্থিত, তখন কিরূপে ইহার অত্যন্ত বিনাশ সম্ভব হইতে পারে ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১২শ সূত্র।—অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥

অতীত ও অনাগত যে একেবারে স্বরূপতঃ নাই এইরূপ নহে , ধর্ম্মসকল অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ অধ্বাবিশিষ্ট, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতীতভাবপ্রাপ্তিকেই বিনাশ বলে।

ভাষ্য।—ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকমনাগতম্ ; অনুভূতব্যক্তিকমতীতম্ স্বব্যাপরোপারূঢ়ং বর্ত্তমানম্ ; ত্রয়ং চৈতদ্বস্তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ম্। যদি চৈতৎ স্বরূপতো নাভবিষ্যন্নেদং নির্ব্বিষয়ং জ্ঞানমুদপৎস্যত, তস্মাদতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্য বাঽপবর্গভাগীয়স্য বা কর্ম্মণঃ ফলমুৎপিৎসু যদি নিরুপাখ্যমিতি, তদুদ্দেশেন তেন নিমিত্তেন কুশলানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ

ফলস্য নিমিত্তং বর্ত্তমানীকরণে সমর্থং, নাপূর্ব্বোপজননে; সিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণং কুরুতে, নাপূর্ব্বমুৎপাদয়তি। ধর্ম্মী চানেকধর্ম্মস্বভাবঃ, তস্য চাধ্বভেদেন ধর্ম্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ, ন চ যথা বর্ত্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং দ্রব্যতোঽস্ত্যেবমতীতমনাগতং বা; কথং তর্হি, স্বেনৈব ব্যঙ্গ্যেন স্বরূপেণানাগতমস্তি, স্বেন চানুভূতব্যক্তিকেন স্বরূপেণাতীতমিতি, বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বনঃ স্বরূপব্যক্তিরিতি, ন সা ভবতি অতীতানাগতয়োরধ্বনোঃ; একস্য চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবধ্বানৌ ধর্ম্মিসমন্বাগতৌ ভবত এবেতি, নাঽভূত্বাভাবস্ত্রয়াণামধ্বনামিতি।

অস্যার্থঃ—যাহা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হয়, তাহাকে অনাগত বলে; যাহার প্রকাশ অনুভূত হইয়াছে তাহা অতীত, যাহা নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত (প্রকাশ্যরূপে ক্রিয়াশীল) তাহাকে বর্ত্তমান বলে; এই ত্রিবিধ প্রকারে স্থিত বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়। বস্তু স্বরূপতঃ ত্রিবিধরূপে অস্তিত্বশীল না হইলে, নির্ব্বিষয়কজ্ঞান কখন হইতে পারে না। অতএব অনাগত এবং অতীত স্বরূপতঃ বর্ত্তমান থাকে (অব্যক্তাবস্থায় থাকে, একদা নাই হয় না)। আরও দেখ ভোগজনকই হউক, অথবা মুক্তিজনকই হউক, ফলোৎপাদনের নিমিত্তই কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে। কর্ম্ম কৃত হইলেই যদি তাহা একদা নাই হয়, তবে ফলোদ্দেশে সেই কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া কোন মঙ্গলানুষ্ঠানের বিধান হইতে পারে না; (যাহাকে ফলের নিমিত্ত বলা যায়), তাহা কেবল সৎ (অস্তিত্বশীল) ফলের বর্ত্তমানভাব উৎপাদনে সমর্থ, অস্তিত্ববিহীন বস্তু উৎপাদন করিতে কোনও নিমিত্ত সমর্থ নহে (কৃত কর্ম্মের ফল অসৎ নহে, তাহা সদ্বস্তু, অপ্রকাশ থাকে মাত্র, পরে উপযুক্ত নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তাহা উদিত হয়)। যাহাকে কোন কার্য্যের

নির্দ্দিষ্ট (সিদ্ধ) নিমিত্ত বলা যায়, তাহা ঐ কার্য্যকে ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত করায়,—ব্যক্ত-বিশেষরূপে অনুভবযোগ্যাবস্থা প্রাপ্তি করায় মাত্র; কিন্তু অসদ্বস্তুকে উৎপন্ন করে না। ধর্ম্মী বস্তু (যেমন মৃত্তিকা) অনেক ধর্ম্ম (ঘটকপালাদি) বিশিষ্ট, অধ্বাভেদে ঐ ধর্ম্ম সকল অবস্থান করে; কিন্তু বর্ত্তমানটি যেমন বিশেষরূপে ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দ্রব্যরূপে পরিচিত হয়, তদ্রূপ অতীত ও অনাগত নহে। তবে কিরূপে থাকে? বলিতেছি :—অনাগতটি ব্যঙ্গস্বরূপে (প্রকাশিত হইবে, এইভাবে) অবস্থিতি করে; অতীতটি অনুভূত-ব্যক্তিস্বরূপে (বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, এই ভাবে) অবস্থিতি করে; বর্ত্তমান অধ্বারই স্বরূপ-ব্যক্তি হয় (স্বীয় বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হয়); ইহা অতীত ও অনাগতের হয় না। একটি অধ্বার উদয়কালে অপর দুইটি ধর্ম্মীর (সামান্যের) সহিত মিলিত হইয়া থাকে (যেমন ঘটাদিবিশেষ তৎসামান্য মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া থাকে) না থাকিয়া হওয়া, ইহা তিনটি অধ্বার মধ্যে কোনটিরই নাই।

১৩শ সূত্র। **তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥**

এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম কোনটি ব্যক্ত, কোনটি সূক্ষ্ম, এইমাত্র প্রভেদ; সকলই গুণাত্মক।

ভাষ্য।—তে খল্বমী ত্র্যধ্বানো ধর্ম্মা বর্ত্তমানা ব্যক্তাত্মানঃ, অতীতাঽনাগতাঃ সূক্ষ্মাত্মানঃ ষড়বিশেষরূপাঃ, সর্ব্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশবিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্মানঃ। তথাচ শাস্ত্রানুশাসনম্ "গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্" ইতি।

অস্যার্থ :—এই অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানরূপ অধ্বাবিশিষ্ট ধর্ম্মমধ্যে

বর্ত্তমানটি ব্যক্তাত্মক; অতীত ও অনাগত দুইটি সূক্ষ্মাত্মক; ইহারা ষড়্বিধ অবিশেষরূপ অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতাস্বরূপ; সাধনপাদের ১৯ সংখ্যক সূত্রে ভাষ্য দ্রষ্টব্য; (ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম, এই পঞ্চ-বিশেষের অবিশেষ অর্থাৎ সামান্য পঞ্চতন্মাত্র; এবং একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ বিশেষের অবিশেষ অস্মিতা অহংতত্ত্ব, অতএব তন্মাত্র ও অস্মিতা এই ছয়টি অবিশেষ প্রকাশিত জাগতিক সর্ব্ববস্তুর সামান্য উপাদান; সকল বস্তুর অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম এই সর্ব্বোপাদান ষড়্বিধ অবিশেষের সহিত একীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকে)। পবন্তু এই বিশেষ ও অবিশেষাত্মক জাগতিক সমস্ত বস্তুই গুণত্রয়ের সংযোগ বিশেষমাত্র; অতএব বস্তুতঃ সকলই গুণাত্মক। অতএব শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে "গুণসকলেব পরমরূপ তাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূভ হয় না; যাহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা মায়াসদৃশ অতিশয় তুচ্ছ অর্থাৎ অনিত্য"।

ভাষ্য।—যদা তু সর্ব্বে গুণাঃ কথমেকঃ শব্দঃ একমিন্দ্রিয়-মিতি?

সমস্তই যদি গুণাত্মক হইল, তবে এইটি এক, অপরটি আর এক, যেমন এইটি ইন্দ্রিয়, এইরূপ প্রভেদ করিবার প্রয়োজন কি? তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১৪শ সূত্র। **পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্॥**

গুণের পরিণামে এক একটি করিয়া বিশেষ বস্ত প্রকাশিত হয়, (পরিণাম বিভিন্ন বিশেষরূপে হয়); ইহাই এইটি এই বস্ত, অপরটি অন্যবস্ত, এইরূপে বস্তকে পৃথক বলিয়া বোধ করিবাব হেতু।

ভাষ্য।—প্রখ্যা-ক্রিয়া-স্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্, গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দ-

ভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শব্দো বিষয় ইতি। শব্দাদীনাং মূর্ত্তি-সমানজাতীয়ানামেকঃ পরিণামঃ পৃথিবীপরমাণুস্তন্মাত্রাবয়বঃ, তেষাং চৈকঃ পরিণামঃ পৃথিবী, গৌঃ বৃক্ষঃ পর্ব্বতঃ ইত্যেবমাদিঃ। ভূতান্তরেষ্বপি স্নেহৌষ্ণ্যপ্রণামিত্বাঽবকাশদানান্যুপাদায় সামান্য-মেকবিকারারম্ভঃ সমাধেয়ঃ। নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞানবিসহচরঃ, অস্তি তু জ্ঞানমর্থবিসহচরং, স্বপ্নাদৌ কল্পিতমিত্যনয়া দিশা যে বস্তু-স্বরূপমপহ্নুবতে, জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রং বস্তু স্বপ্নবিষয়োপমং, ন পরমার্থতঃ অস্তীতি যে আহুঃ তে তথেতি প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাত্ম্যেন বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্তু-স্বরূপমুৎসৃজ্য তদেবাপপলন্তঃ শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুঃ।

অস্যার্থ ঃ—প্রখ্যা (জ্ঞান), ক্রিয়া ও স্থিতিশীল গুণত্রয় যখন গ্রহণাত্মক-ভাবে অবস্থিতি করে (অর্থাৎ যখন জ্ঞানাংশ প্রধানভাবে থাকিয়া বিষয়-গ্রহণের নিমিত্ত উন্মুখতাযুক্তভাবে অবস্থিতি করে), তখন তাহাদের "করণ" রূপে (ঐ জ্ঞানের বিষয়প্রাপ্ত হইবার উপায়রূপে) একটি বিশেষ প্রকার পরিণাম শ্রোত্রেন্দ্রিয়; তদ্রূপ গ্রাহ্যাত্মকরূপে (জ্ঞান যাহাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিবে তদ্রূপে) গুণত্রয়ের শব্দতন্মাত্ররূপে তমঃপ্রধান আর একটি বিশেষ পরিণাম হয়, ইহা "শব্দ" এই বিশেষনামে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অর্থাৎ বিষয়রূপে পরিচিত হয়। এইরূপ শব্দাদিতন্মাত্রের মূর্ত্তি (কাঠিন্য) জাতীয় একটি বিশেষ পরিণাম পৃথিবী-পরমাণু, তন্মাত্রসকলই ঐ পৃথিবীপরমাণুর অবয়ব। এই পরমাণুসকলের পুনরায় এক একটি বিশেষ পরিণাম পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্ব্বত ইত্যাদি। পৃথিবীপরমাণু ও পার্থিব গবাদি বস্তুসম্বন্ধে যেরূপ বলা হইল, তদ্রূপ অপরাপর ভূতপরমাণু ও ভৌতিক দ্রব্যসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ তন্মাত্রসকলের স্নেহজাতীয়

একটি বিশেষ পরিণাম অপ্‌পরমাণু; আবার ইহাদিগের বিশেষ পরিণাম বিশেষ বিশেষ জলীয় বস্তু; তদ্রূপ উষ্ণতার একটি বিশেষ পরিণাম তেজঃ-পরমাণু; প্রণামিত্ব (চলনশীলত্ব) জাতীয় বিশেষ পরিণাম বায়ুপরমাণু, অবকাশদান জাতীয় বিশেষ পবিণাম আকাশপরমাণু; এবং ঐ সকল বিশেষ বিশেষ পবমাণুর বিশেষ বিশেষ পরিণাম জলীয় প্রভৃতি বস্তু। বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থ থাকে না; কিন্তু অর্থরহিত হইয়াও বিজ্ঞান থাকে; যেমন স্বপ্নাদিতে কেবল বিজ্ঞানমাত্রই থাকে; এইরূপ মুক্তি দ্বারা যাহারা বস্তুর অস্তিত্ব লোপ করেন, যাঁহারা বলেন বস্তু কেবল কল্পনামাত্র, বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন স্বরূপ, স্বপ্নবৎ, বাস্তবিক বস্তুর সত্তা কিছু নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া স্বীয় মাহাত্ম্যে জ্ঞানের বিষয়রূপে উপস্থিত এই বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহারা কেবল কতকগুলি প্রমাণশূন্য বিকল্পের দ্বারা (অর্থশূন্য শব্দচাতুরী দ্বারা) নিবস্ত করিয়া যখন তাহার অপলাপ করিতেছেন, তখন তাঁহারা কি প্রকারে বিশ্বাসভাজন হইতে পাবেন?

ভাষ্য।—কুতশ্চৈতৎ ন্যায্যম্।

এই কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন ঃ—

১৫শ সূত্র। **বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ তয়োর্ব্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥**

বস্তু এক হইলেও বিভিন্ন পুরুষের তদ্বিষয়ক প্রত্যয় বিভিন্নরূপ হয়, অতএব বস্তু ও বিজ্ঞান বিভিন্ন, এক নহে।

ভাষ্য।—বহুচিত্তালম্বনীভূতমেকং বস্তু সাধারণং, তৎ খলু নৈকচিত্তপরিকল্পিতং, নাপ্যনেকচিত্তপরিকল্পিতম্; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠম্। কথম্? বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ। ধর্ম্মাপেক্ষং চিত্তস্য বস্তুসাম্যেঽপি সুখজ্ঞানং ভবতি, অধর্ম্মাপেক্ষং তত এব দুঃখজ্ঞানম্, অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মূঢ়জ্ঞানং সম্যগ্‌দর্শনাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি।

কস্য তচ্চিত্তেন পরিকল্পিতম্ ? ন চান্যচিত্তপরিকল্পিতেনার্থেনান্যস্য চিত্তোপরাগো যুক্তঃ। তস্মাৎ বস্তুজ্ঞানয়োর্গ্রাহ্যগ্রহণভেদভিন্নয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ, নানয়োঃ সঙ্করগন্ধোঽপ্যস্তীতি। সাংখ্যপক্ষে পুনঃ বস্তু ত্রিগুণং,চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং চিত্তৈরভিসম্বধ্যতে, নিমিত্তানুরূপস্য চ প্রত্যয়স্যোৎপদ্যমানস্য তেন তেনাত্মনা হেতুর্ভবতি।

অস্যার্থ :—একটি বস্তু বহুচিত্তের সাধারণ বিষয় হইতে দেখা যায়, তাহা তন্মধ্যে কোন একটি চিত্তের দ্বারা পরিকল্পিত বলা যাইতে পারে না, ঐ বস্তু বহু চিত্তের দ্বারাও পরিকল্পিত হইতে পারে না; কিন্তু ইহা স্বপ্রতিষ্ঠ; কারণ বস্তু এক হইলেও, যেমন একই স্ত্রীরূপ বস্তু উপস্থিত হইলে, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন চিত্তে বিভিন্নরূপ জ্ঞান হয়, বস্তু এক হইলেও তৎসম্বন্ধে চিত্তের বিভিন্নতা হয়; যে চিত্তে ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, তাহাতে সুখানুভব হয়, যাহাতে অধর্ম্মবুদ্ধি আছে, তাহাতে দুঃখজ্ঞান হয; যাহাতে অবিদ্যা আছে, তাহাতে মোহ উপস্থিত হয়, যাহাতে সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান আছে, তাহাতে সুখ দুঃখ মোহ কিছুই জন্মে না, ঐ বস্তু কাহার চিত্তের দ্বারা পরিকল্পিত বলিতে হইবে ? এক চিত্তদ্বারা পরিকল্পিত বস্তুতে অন্য চিত্তের উপরাগ হইতে পারে না। অতএব বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে একটি গ্রাহ্যাত্মক, অপরটি গ্রহণাত্মকরূপে পরস্পর হইতে বিভিন্নরূপে অবস্থিত; ইহাদিগের অভেদের আশঙ্কাও হইতে পারে না। অতএব বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, বস্তু ত্রিগুণাত্মক; গুণসকলের বৃত্তি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল; অতএব বস্তুসকল ধর্ম্মাদিনিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া চিত্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়; এবং ঐ নিমিত্তসকল অবলম্বন করিয়া ঐ সকল নিমিত্তের অনুরূপ প্রত্যয়সকল উৎপাদন করে।

ভাষ্য।—কেচিদাহুঃ, জ্ঞানসহভূরেবার্থো, ভোগ্যত্বাৎ, সুখাদিবৎ ইতি, ত এতয়া দ্বারা সাধারণত্বং বাধমানাঃ পূর্ব্বোত্তরেষু ক্ষণেষু বস্তুস্বরূপমেবাপহ্নুবতে।

অস্যার্থঃ—অপর কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান হইতে পদার্থ পৃথক্ হইলেও, তাহা জ্ঞানেরই সমকালস্থায়ী; কারণ ভোগ্যমাত্ররূপেই পদার্থের অস্তিত্ব; যেমন সুখদুঃখাদির ভোগের জ্ঞানকালেই অস্তিত্ব থাকে, পূর্ব্বে অথবা পরে থাকে না, তদ্রূপ বাহ্যপদার্থেরও জ্ঞানকালেই অস্তিত্ব, তৎপূর্ব্বে অথবা পরে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপ যুক্তিদ্বারা ইহারা বস্তুর সর্ব্বপুরুষসাধারণত্ব অস্বীকার করিয়া জ্ঞানের পূর্ব্বে ও উত্তরক্ষণে বস্তুর স্বরূপ অপহ্নব করেন (বস্তু নাই বলিয়া বলেন); তৎসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন ঃ—

১৬শ সূত্র। **ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু, তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ॥**

বস্তু একটিমাত্র চিত্তের বিষয়রূপে স্থিত নহে, তাহা একচিত্তাধীন নহে, কারণ তাহা হইলে তাহা কোন চিত্তের প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইতে পারে। যদি কোন জ্ঞানের বিষয় না হয়, তবে তাহাকে তখন কি বলিতে হইবে? আছে, না নাই?

ভাষ্য।—একচিত্ততন্ত্রং চেদ্বস্তু স্যাৎ, তদা চিত্তে ব্যগ্রে নিরুদ্ধে বা স্বরূপমেব তেনাপরামৃষ্টমন্যস্যাবিষয়ীভূতমপ্রমাণকমগৃহীত-স্বভাবকং কেনচিৎ তদানীং, কিং তৎ স্যাৎ, সম্বধ্যমানং চ পুনশ্চিত্তেন কুত উৎপদ্যেত; যে চাস্যাঽনুপস্থিতা ভাগাস্তে চাস্য ন স্যুঃ? এবং নাস্তি পৃষ্ঠমিত্যুদরমপি ন গৃহ্যেত; তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সর্ব্বপুরুষসাধারণঃ, স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্ত্তন্তে, তয়োঃ সম্বন্ধাদুপলব্ধিঃ পুরুষস্য ভোগ ইতি।

অস্যার্থ :—বস্তু যদি একটিমাত্র চিত্তেরই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় (এক চিত্তের অধীন হয়), তবে সেই চিত্ত অপর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে অথবা নিরুদ্ধ হইলে, সেই বস্তুস্বরূপ আর সেই চিত্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে না, এবং তাহা (আপত্তিকারীদিগের মতে) অপর চিত্তেরও বিষয়ীভূত হইতে পারে না ; অতএব তখন তাহার অস্তিত্বের প্রমাণও (জ্ঞানও) কিছু থাকে না ; সুতরাং তখন তাহা কাহারও সম্বন্ধে বিষয়-রূপে অবস্থিত নহে ; তখন সেই বস্তু আছে বলিয়া কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? যদি না থাকে, তবে তাহা পুনরায় চিত্তের সহিত সম্বন্ধ-প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে ? অতএব চিত্তে যাহা অনু পস্থিত তাহা নাইই বলিতে হয়। এইরূপ তর্কদ্বারা ইহাও সাব্যস্থ করা যায় যে, পৃষ্ঠদেশ প্রত্যক্ষের অগোচর ; সুতরাং নাই, অতএব অনস্তিত্বশীল পৃষ্ঠের আশ্রিত উদরও নাই। অতএব (এইরূপ তর্ক একান্ত হাস্যাস্পদ, এবং) সিদ্ধান্ত এই যে পদার্থসকল স্বতন্ত্র, তাহা সর্ব্বপুরুষের সাধারণ বস্তু, চিত্ত সকলও বস্তু হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেক পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রবর্ত্তিত হয় ; ইহাদিগের সম্বন্ধের উপলব্ধিই পুরুষের ভোগ।

১৭শ সূত্র। তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥

যখন চিত্ত কোন বস্তুর রূপে উপরঞ্জিত হয়, তখন ঐ বস্তু জ্ঞাত হয় ; যে বস্তুর দ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত না হয়, তাহা অজ্ঞাত থাকে।

ভাষ্য।—অয়স্কান্তমণিকল্পা বিষয়া অয়ঃ-সধর্ম্মকং চিত্তমভি সংবধ্যোপরঞ্জয়ন্তি, যেন চ বিষয়েণোপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতস্ততোঽন্যঃ পুনরজ্ঞাতঃ, বস্তুনো জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ পরি-ণামি চিত্তম্।

অস্যার্থ :—চুম্বকসদৃশ বিষয়সকল লৌহ-সদৃশ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ

বিশিষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় স্বরূপে উপরঞ্জিত করে। যে বিষয়ের দ্বারা চিত্ত এইরূপ উপরঞ্জিত হয়, সেই বিষয়টিই তাহার জ্ঞাত হয়, অপর সকল তাহার অজ্ঞাত থাকে। বস্তুসকলের এইরূপ জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বরূপ হওযাতে চিত্তের পরিণাম জন্মে।

ভাষ্য।—যস্য তু তদেব চিত্তং বিষয়স্তস্য।

১৮শ সূত্র। **সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরি-ণামিত্বাৎ।**

চিত্তই যাঁহার বিষয় চিত্তের বৃত্তি সমস্তই তাঁহার জ্ঞাত; কারণ সেই প্রভু পুরুষের কোন পরিণাম নাই, তিনি চিত্তের জ্ঞাতারূপেই নিযত অবস্থিত আছেন।

ভাষ্য।—যদি চিত্তবৎ প্রভুরপি পুরুষঃ পরিণমেত, তত-স্তদ্বিষয়াশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ শব্দাদিবিষয়বৎ জ্ঞাতাঽজ্ঞাতাঃ স্যুঃ, সদা জ্ঞাতত্বন্তু মনসস্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বমনুমাপয়তি।

অস্যার্থঃ—চিত্তের ন্যায প্রভু পুরুষও যদি পরিণামী হইতেন, তবে শব্দাদি বিষয়সকল যেমন কখনও চিত্তের জ্ঞাত, কখনও অজ্ঞাত থাকে, তদ্রূপ পুরুষের দৃশ্যবিষযরূপে অবস্থিত চিত্তবৃত্তিসকলও কখন তাহার জ্ঞাত, কখন অজ্ঞাত থাকিত। পরন্তু চিত্ত সর্ব্বাবস্থাযই পুরুষের সর্ব্বদা জ্ঞাত হওযাতে, তৎপ্রভু পুরুষের অপরিণামিত্ব প্রতিপন্ন হয।

ভাষ্য।—স্যাদাশঙ্কা, চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসঞ্চ ভবিষ্যতি, অগ্নিবৎ।

আর একটি জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, অগ্নির ন্যায় চিত্তকেই কেন আপনার ও বিষয়সকলের প্রকাশক বলা যায় না? পুরুষ চিত্তের

প্রকাশকরূপে আছেন, এইরূপ বলিবাব প্রয়োজন কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন।—

১৯শ সূত্র। **ন তৎ স্বাভাসং, দৃশ্যত্বাৎ ॥**

চিত্ত স্বপ্রকাশক নহে, কারণ দৃশ্যত্বই তাহার স্বরূপ।

ভাষ্য।—যথেতরাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি, তথা মনোঽপি প্রত্যেতব্যম্। ন চাগ্নিরত্র দৃষ্টান্তঃ; নহ্যগ্নিরাত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্যপ্রকাশকসংযোগে দৃষ্টঃ, ন চ স্বরূপমাত্রেঽস্তি সংযোগঃ। কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহ্যমেব কস্যচিদিতি শব্দার্থঃ, তদ্‌যথা স্বাত্মপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ, স্ববুদ্ধিপ্রচারপ্রতিসংবেদনাৎ সত্ত্বানাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে, ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহং, অমুত্র মে রাগঃ, অমুত্র মে ক্রোধঃ ইতি এতৎ স্ববুদ্ধেরগ্রহণে ন যুক্তমিতি।

অস্যার্থঃ—যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং শব্দাদিবিষয় দৃশ্যাত্মক বলিয়া স্বপ্রকাশ স্বভাব নহে, তদ্রূপ চিত্তও পুরুষের দৃশ্যরূপে অবস্থিত; সুতরাং স্বপ্রকাশ নহে। অগ্নির দৃষ্টান্ত এই স্থলে খাটে না; অগ্নি অপ্রকাশিত আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করে না, অগ্নির দ্বারা প্রকাশ্য (ঘটাদিবস্তু) ও প্রকাশকের (দীপাদির) সংযোগ হইলেই, অগ্নির এই প্রকাশধর্ম্ম দৃষ্ট হয়; এই সংযোগ অগ্নির স্বরূপমাত্রে অবস্থিত নহে। আরও বলিতেছি, চিত্ত "স্বাভাস" (স্বপ্রকাশ) বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, ইহা কাহার গ্রাহ্যমাত্র (বিষয়মাত্র) রূপে স্থিত নহে। ইহাই স্বাভাস শব্দের অর্থ। যেমন আকাশ স্বপ্রতিষ্ঠ বলিলে,পর প্রতিষ্ঠ নহে,ইহাই বুঝা যায়। চিত্তের দৃশ্যত্ব অস্বীকার করা যায় না; কারণ চিত্তসকলের যে বৃত্তি দৃষ্ট হয়,

তৎ সমস্তেই "স্ব" ইত্যাকার জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট থাকা অনুভূত হয়। যেমন আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি, আমি ভীত হইয়াছি, এই বিষয়ে আমার অনুরাগ হইয়াছে, এই বিষয়ে আমার ক্রোধ হইয়াছে ইত্যাদি। এই সকল স্থলে "স্ব" (আমার) বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহা অনুভূত না হইয়া চিত্তের প্রবৃত্তি হয় না। তদ্দ্বারাই জানা যায় যে, চিত্ত তদতিরিক্ত (স্ব শব্দ বাচ্য) জ্ঞেয়।

২০শ সূত্র। **একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥**

আরও ব্যক্তব্য এই যে বিজ্ঞানবাদী মতে সকল বস্তুই বিজ্ঞানমাত্র, একক্ষণমাত্র স্থায়ী; এই বিজ্ঞানরূপ চিত্ত যেক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেই একই ক্ষণে আপনাকে স্ব ও বিষয়াকারে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করে, ইহা হইতে পারে না, (একই ক্ষণস্থায়ী চিত্ত যে আপনাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়রূপে বোধ করিবে, ইহা কোন প্রকার বুদ্ধিগম্য নহে, পরন্তু দ্রষ্টা ও দৃশ্য এইরূপ পৃথক্ ভাব প্রত্যেক প্রত্যয়ে থাকে, দৃশ্য পৃথক না হইলে একই চিত্ত কিরূপে আপনাকে নিজ ও পর, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়রূপে জ্ঞান করিবে?)

ভাষ্য।—**ন চৈকস্মিন্ ক্ষণে স্ব-পর-রূপাবধারণং যুক্তং, ক্ষণিক-বাদিনো যদ্ভবনং সৈব ক্রিয়া তদেব চ কারকমিত্যভ্যুপগমঃ।**

অস্যার্থঃ—একইক্ষণে স্বীয় (নিজ) বলিয়া ও পর (বাহ্য) বলিয়া চিত্ত আপনাকে অবধারণ করে, ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ক্ষণিকবাদীদিগের মতে যাহা বস্তু তাহাই ক্রিয়া, এবং তাহাই কারক, ইহা স্থির আছে; দৃষ্টবস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য স্বীকার নাই। চিত্ত ও বাহ্যবস্তু এক এবং ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণিক-বাদিগণের এই মত সত্য হইলে, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, একই চিত্ত

একক্ষণে উৎপন্ন হইয়া আপনাকে নিজ (দ্রষ্টা) বলিয়াও বোধ করে, এবং পর (দৃশ্য) বলিয়াও বোধ করে, কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। আমাদের মতে চিত্ত স্থায়ী বস্তু, ক্ষণিকবিজ্ঞান নহে, সুতরাং যে ক্ষণে যে বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাকে জ্ঞাত হইতে পারে।

ভাষ্য। —স্যান্মতিঃ, স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তান্তরেণ সমনন্তরেণ গৃহ্যতে ইতি।

অস্যার্থঃ—যদি বল, নিজ অবিরুদ্ধস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত এক (ক্ষণিক) চিত্ত (তৎক্ষণে উপজাত) অপর এক চিত্তের দ্বারা বিষয়রূপে গৃহীত হয়, এই বলিলেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি (একই চিত্ত আপনাকে একইক্ষণে নিজ ও পব এই বিরুদ্ধ দুইরূপে দর্শনের আপত্তি) খাটে না, তবে তদুত্তরে বলিতেছি :—

২১শ সূত্র। চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥

যদি চিত্তের এইরূপ ভেদ স্বীকার করা যায়, একক্ষণে উপজাত একটি চিত্ত যদি ঠিক তৎক্ষণে উপজাত অন্যচিত্তের দৃশ্য হয বলিয়া বলা যায, তবে সেই অপর চিত্তেরও যে জ্ঞান আছে, তন্নিমিত্ত পুনরায অপর চিত্তের কল্পনা কবিতে হয়, এইরূপ করিয়া অনবস্থা হইয়া পড়ে, এবং তাহাব স্মৃতিরও এইরূপে অনন্ত সঙ্কর উপস্থিত হয়।

ভাষ্য। —অথ চিত্তং চেচ্চিত্তান্তরেণ গৃহ্যেত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন গৃহ্যতে? সাপ্যন্যয়া সাপ্যন্যয়েত্যতিপ্রসঙ্গঃ। স্মৃতিসঙ্করশ্চ, যাবন্তো বুদ্ধিবুদ্ধীনামনুভবাস্তাবত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি; তৎসঙ্করাচ্চৈক-স্মৃত্যনবধারণং চ স্যাৎ। ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষ-মপলপদ্ভির্বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বমেবাকুলীকৃতম্; তে তু ভোক্তৃস্বরূপং

যত্র ক্বচন কল্পয়ন্তো ন ন্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিৎ সত্ত্বমাত্রমপি পরিকল্প্যাস্তি স সত্ত্বো য এতান্ পঞ্চস্কন্ধান্ নিঃক্ষিপ্যান্যাংশ্চ প্রতিসন্দধাতীত্যুক্ত্বা তত এব পুনস্ত্রস্যন্তি, তথা স্কন্ধানাং মহানির্বেদায় বিরাগায়ানুৎপাদায় প্রশান্তয়ে গুরোরন্তিকে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামীত্যুক্ত্বা সত্ত্বস্য পুনঃ সত্ত্বমেবাপহ্নুবতে। সাংখ্যযোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ স্বশব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং চিত্তস্য ভোক্তারমুপয়ন্তি, ইতি।

অস্যার্থঃ—যদি এক চিত্ত এইরূপ অন্য চিত্ত দ্বারা বিষয়রূপে গৃহীত হইয়া সঙ্করজ্ঞান হয় বল, তবে বুদ্ধিবিষয়ক যে জ্ঞান তৎসহ বর্ত্তমান থাকে, তাহা পুনরায় কাহার দ্বারা গৃহীত হইবে? তাহার সংস্থানের নিমিত্ত বলিতে হইবে যে, বুদ্ধিজ্ঞান অপর একটির দ্বারা গৃহীত হয়, পুনরায় তাহাও অন্য একটির দ্বারা, এইরূপে অনবস্থা হইযা পড়ে। স্মৃতিসঙ্করও উপস্থিত হয়, বুদ্ধিবিষয়ক বুদ্ধির যতগুলি অনুভব, ততগুলিই স্মৃতিও স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ স্মৃতিসঙ্কর হওয়াতে স্মৃতিরও একত্বাবধারণ আর থাকে না। এইরূপে বুদ্ধির প্রতিদ্রষ্টা পুরুষের অপলাপ করিয়া নাস্তিকেরা কেবল সকলকে আকুলিত করে; ভোক্তা বলিয়া তাহারা যে কোন পদার্থকে কল্পনা করে, তাহাই ন্যায়সঙ্গত হয় না। কেহ কেহ বিজ্ঞানরূপ এক চিত্তসত্ত্বমাত্রকে ভোক্তা বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া বলে যে, এইরূপ এক সত্ত্ব আছে, যাহা বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, রূপ ও সংস্কার * নামক সাংসারিক পঞ্চস্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ (মুক্তিভাগী) পঞ্চস্কন্ধ ধারণ

---

* অহং অহং ইত্যাকার বিজ্ঞানপ্রবাহকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলে, সুখাদির অনুভবকে বেদনাস্কন্ধ বলে; বিশেষ বিশেষ নাম দ্বারা বস্তুর জ্ঞানকে সংজ্ঞাস্কন্ধ বলে, ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়কে রূপস্কন্ধ বলে; রাগদ্বেষাদি সংস্কারকে সংস্কারস্কন্ধ বলে।

করে ; এইরূপ বলিয়া আবার ঐ সত্তাকেও ক্ষণিক বলিয়া পুনরায় সেই উক্তি হইতেও ভীত হয় ; (কারণ একই চিত্ত সাংসারিকস্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অপরবিধ স্কন্ধ গ্রহণ করিলে ক্ষণিকবাদ আর থাকে না ; চিত্তের স্থিরত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়ে)। অপর শূন্যবাদিগণ উক্ত সাংসারিকপঞ্চস্কন্ধ-বিষয়ে মহানির্ব্বেদনামক বৈরাগ্যের ও পুনর্জ্জন্মাভাবরূপ প্রশান্তি-লাভের নিমিত্ত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিব বলিয়া গমন করে ; পরন্তু শূন্যবাদ স্বীকার করিয়া পুনরায় স্বীয় চিত্তেরই অপহ্নব করিয়া থাকে। সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি উত্তম মতসকল "স্ব" শব্দকে চিত্তের ভোক্তা স্বামী পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ভাষ্য।—কথম্ ?

তাহা কিরূপ হইতে পারে ?

২২শ সূত্র। **চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি-সংবেদনম্ ॥**

চিতিশক্তি (পুরুষ) গুণপ্রবিষ্ট না হইলেও, পরিণামী না হইলেও, চিত্তবৃত্তির সারূপ্য ধারণ করেন, এইরূপে স্ব ইত্যাকারজ্ঞানের উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য।—অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্‌বৃত্তিমনুপততি, তস্যাশ্চ প্রাপ্ত-চৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারিমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরাখ্যায়তে। তথাচোক্তম্ "ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্। গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে" ইতি।

অস্যার্থ :—ভোক্তৃশক্তির পরিণাম নাই, তাহা কোন প্রকারে

রূপান্তরিত হয় না, এবং তাহার কোন প্রকার প্রতিসংক্রম নাই—গুণে প্রবেশরূপ গতি নাই; তথাপি পরিণামবিশিষ্ট চিত্তে প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়া ভোক্তৃশক্তি (পুরুষ) ঐ চিত্তের বৃত্তির অনুসরণ করেন, তখন ঐ ভোক্তৃশক্তি পুরুষ চৈতন্যপ্রতিবিম্বপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অনুকরণ করাতে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। অতএব শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, শাশ্বত ব্রহ্ম "গুহার" মধ্যে নিহিত আছেন বলিয়া যে শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুহা, পাতাল, কিংবা গিরিগহ্বর, কিংবা অন্ধকারাবৃত স্থান, অথবা সমুদ্রগর্ভ নহে; পরন্তু সেই ব্রহ্ম বুদ্ধিবৃত্তিরই সহিত অভিন্নভাবে মিলিত বলিয়া উক্ত বাক্যের অর্থ পণ্ডিতগণ জ্ঞাপন করেন। (অর্থাৎ বুদ্ধিই সেই গুহাশব্দের বাচ্য)।

ভাষ্য।—অতশ্চৈতদভ্যুপগম্যতে।

অতএব ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে—

২৩শ সূত্র। **দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥**

দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ভাবে অনুরঞ্জিত চিত্ত সর্ব্ববিষয়ের প্রকাশক।

ভাষ্য।—মনো হি মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং, তৎ স্বয়ঞ্চ বিষয়ত্বাৎ, বিষয়িণা পুরুষেণাত্মীয়য়া বৃত্ত্যাঽভিসম্বদ্ধম্; তদেতচ্চিত্তমেব দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং বিষয়-বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নং বিষয়াত্মকমপ্যবিষয়াত্মকমিবাচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্ব্বার্থমিত্যুচ্যতে। তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেব চেতনমিত্যাহুঃ, অপরে চিত্তমাত্রমেবেদং সর্ব্বং, নাস্তি খল্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি। অনুকম্পনীয়াস্তে; কস্মাৎ? অস্তি হি তেষাং ভ্রান্তিবীজং সর্ব্বরূপাকারনির্ভাসং চিত্ত-

সুখার্থং, ন জ্ঞানং জ্ঞানার্থং, উভয়মপ্যেতৎ পরার্থম্। যশ্চ ভোগেনাপবর্গেণ চার্থেনার্থবান্ পুরুষঃ স এব পরঃ; ন পরঃ সামান্যমাত্রং, যত্তু কিঞ্চিৎ পরং সামান্যমাত্রং স্বরূপেণোদাহরে-দ্বৈনাশিকস্তৎ সর্ব্বং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থমেব স্যাৎ, যস্ত্বসৌ পরো বিশেষঃ স ন সংহত্যকারী পুরুষ ইতি।

অস্যার্থ:—এই চিত্ত অসংখ্য বাসনা দ্বারা রঞ্জিত হইলেও, তাহা পরাথ, পরেব (চিত্ত ভিন্ন অপর কাহার) ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থসাধক, ইহা স্বার্থসাধক নহে; কারণ ইহা সর্ব্বদাই সংহতকারী, অপর কাহারও উদ্দেশ্যে সমস্ত সংগ্রহ করিতেছে দেখা যায়; যেমন গৃহ প্রস্তুত হইতে দেখিলে, ঐ গৃহ কাহারও বাসের নিমিত্ত বলিয়া স্বভাবসিদ্ধ অনুমান হয়, তদ্রূপ চিত্তেরও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া কাহারও প্রয়োজনসাধনার্থ চিত্ত নিয়ত নিযুক্ত আছে বলিয়া জ্ঞান হয়। এইরূপ কার্য্যসংগ্রহ চিত্তেব নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত নহে; কারণ সুখরূপচিত্ত কখনও সুখেব প্রয়োজনসাধক হইতে পারে না; জ্ঞান জ্ঞানেব প্রয়োজনসাধক নহে, এতদুভয় সুখ ও জ্ঞান, তদিতর কাহারও নিমিত্ত। পুরুষ, যাঁহার ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থ আছে, তিনি সেই পর। এই পর "সামান্য" মাত্র নহে। বৈনাশিকেরা "সামান্য" সংজ্ঞা দ্বারা যে কিছু পদার্থকে পর বলিয়া পরি-গণিত করেন, তৎসমস্তই সংহতকারিত্ব হেতু পরার্থসাধক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; যাঁহাকে পর বলিয়া বলা হইয়াছে তিনি "বিশেষ" অপর সকলের "সামান্য" নহেন, তিনি সংহত্যকারী নহেন, তিনিই পুরুষ।

২৫শ সূত্র। বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ॥

চিত্ত হইতে আত্মাকে যিনি পৃথক্‌রূপে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আব আত্মভাবনা কিছু থাকে না।

ভাষ্য।—যথা প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তাঽনুমীয়তে, তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যস্য রোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গভাগীয়ং কর্ম্মাভিনির্বর্ত্তিতমিত্যনুমীয়তে; তস্যাত্মভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ত্ততে, যস্যাঽভাবাদিদমুক্তং "স্বভাবং মুক্ত্বা দোষাদ্ যেষাং পূর্ব্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি"। তত্রাত্মভাবভাবনা কোঽহমাসং, কথমহমাসং, কিং স্বিদ্ ইদং, কথং স্বিদ্ ইদং, কে ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যাম ইতি; সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ত্ততে; কুতঃ, চিত্তস্যৈষ বিচিত্রঃ পরিণামঃ; পুরুষস্ত্বসত্যামবিদ্যায়াং শুদ্ধশ্চিত্তধর্ম্মৈরপরামৃষ্ট ইতি, ততোঽস্যাত্মভাবভাবনা কুশলস্য নিবর্ত্তত ইতি।

অস্যার্থ:—যেমন বর্ষাকালে তৃণাঙ্কুরের উদ্গম দেখিয়া তাহার বীজ মৃত্তিকায় থাকার অনুমান হয়, তদ্রূপ মুক্তিমার্গের বিবরণ শ্রবণে যে ব্যক্তির শরীরের রোমাঞ্চিত হইতে ও অশ্রুপতন হইতে দেখা যায়,তাঁহাতে আত্ম-সাক্ষাৎকারের বীজ বর্ত্তমান আছে,এবং তাঁহার মোক্ষোৎপাদক কর্ম্ম সকল ফলোন্মুখ হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায়; আত্মবিষয়ে ভাবনা তাঁহার স্বভাবতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। এই আত্মচিন্তা যাহার নাই তাহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে যে "তিনি পাপবুদ্ধিবশতঃই আত্মচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কুতর্কে রুচিযুক্ত হয়েন এবং শাস্ত্রমীমাংসিত বাক্যের অবধারণে পরাঙ্মুখ হয়েন।" আত্মচিন্তা এইরূপ যথা—"আমি কি ছিলাম, কিরূপে ছিলাম, আমার স্বরূপ কি, কি প্রকারে এইরূপ হইলাম, ভবিষ্যতে কি হইব, কি প্রকারেই বা হইব, ইত্যাদি"। আত্মাকে যিনি চিত্ত হইতে ভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার এই ভাবনা দূর হয়; কারণ. এই বিচিত্র জগৎ চিত্তেরই পরিণাম বলিয়া তিনি জানিতে পারেন; তাঁহার

অবিদ্যা দূরীভূত হয়; অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়াতে সেই পুরুষ শুদ্ধ ও চিত্তধর্ম্মের দ্বারা অসংযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন; সুতরাং সেই কুশল ব্যক্তির আত্মচিন্তা আর থাকে না।

২৬শ সূত্র। তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্॥

আত্মচিন্তায় নিমগ্ন যোগীর চিত্ত বিবেকপথে কৈবল্যের দিকে প্রবাহিত হয়।

ভাষ্য।—তদানীং যদস্য চিত্তং বিষয়প্রাগ্‌ভারম্ অজ্ঞাননিম্নমাসীত্ত-দস্যাঽন্যথা ভবতি, কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং বিবেকজজ্ঞাননিম্নমিতি।

অস্যার্থ ঃ—আত্মচিন্তায় নিরত হওয়ার সময় তাঁহাব যে চিত্ত পূর্ব্বে অজ্ঞানপথে বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছিল, তাহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া জ্ঞানপথে কৈবল্যাভিমুখে প্রবাহিত হয়।

২৭শ সূত্র। তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ॥

তৎকালেও ছিদ্র পাইলে পূর্ব্বের ব্যুত্থানকালের অনুভবজনিত সংস্কার সকল উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্যুত্থানোচিত প্রত্যয়সকল জন্মাইতে পারে।

ভাষ্য।—প্রত্যয়বিবেকনিম্নস্য সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রপ্রবা-হিণশ্চিত্তস্য তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি—অস্মীতি বা, মমেতি বা, জানামীতি বা, ন জানামীতি বা। কুতঃ? ক্ষীয়মাণবীজেভ্যঃ পূর্ব্বসংস্কারেভ্যঃ ইতি।

অস্যার্থ ঃ—পুরুষ চিত্তসত্ত্ব হইতে পৃথক্, এইরূপ জ্ঞানাত্মকপ্রত্যয়-বিশিষ্ট বিবেকপথে প্রবাহিত চিত্তের ছিদ্র পাইলে আমি, আমার, আমি জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী ইত্যাকার ব্যুত্থানপ্রত্যয়সকল উপজাত হয়। কোথা হইতে উপজাত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, পূর্ব্বের ব্যুত্থানসংস্কারসকল, যাহা ক্ষীয়মাণ হইয়া বীজভাবে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতে।

২৮শ সূত্র। **হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥**

অপরাপর ক্লেশ যে উপায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই সকল সংস্কারবীজও তদ্রূপ উপায় দ্বারা বিনষ্ট হয়।

ভাষ্য।—**যথা ক্লেশা দগ্ধবীজভাবা ন প্ররোহসমর্থা ভবন্তি, তথা জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারো ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি। জ্ঞানসংস্কারাস্তু চিত্তাধিকারসমাপ্তিমনুশেরতে ইতি ন চিন্ত্যন্তে।**

অস্যার্থ ঃ—অবিদ্যাদি ক্লেশসকল দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হইলে যেমন আর অঙ্কুরজননে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পূর্ব্বসংস্কারসকলও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হইলে আর ব্যুত্থানপ্রত্যয় প্রসব করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু চিত্তের অধিকার সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানসংস্কার-সকল অবস্থিতি করে, চিত্তাধিকার-বিনাশের সহিত তাহারা বিলুপ্ত হয়। অতএব এই জ্ঞানসংস্কার-সকলের জন্য বিশেষ চিন্তাব কারণ নাই, ইহারা নিরোধসমাধির বিঘ্নোৎপাদক নহে।

২৯শ সূত্র। **প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে-র্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥**

প্রসংখ্যানেও (সত্ত্বপুরুষান্যতাজ্ঞানেও) যিনি অনাসক্ত, সুতরাং যাঁহার বিবেকজ্ঞান সর্ব্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে, তাঁহার "ধর্ম্মমেঘ" নামক সমাধি উপজাত হয়।

ভাষ্য।—**যদাঽয়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদঃ ততোঽপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, তত্রাপি বিরক্তস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতীতি, সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরাণ্যুৎপদ্যন্তে, তদাঽস্য ধর্ম্মমেঘো নাম সমাধির্ভবতি।**

অস্যার্থ :—এই ব্রাহ্মণ যখন প্রসংখ্যাননামক আত্মানাত্মবিবেক-সম্পন্ন হইয়াও তাহাতে অনুরাগবিহীন হন—তাহা হইতেও কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যাদি কামনা করেন না, তদবস্থার প্রতিও বিরক্ত হয়েন, তখন তাঁহার বিবেকজ্ঞান সর্ব্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার সংস্কারবীজসকলও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব প্রত্যয়ান্তর আর উপজাত হয না, তৎকালে তাঁহার "ধর্ম্মমেঘ" নামক সমাধি আবির্ভূত হয়।

৩০শ সূত্র। ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥

উক্ত ধর্ম্মমেঘসমাধি হইতে তাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশ এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিবৃত্ত হয়।

ভাষ্য।—তল্লাভাদবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি, কুশলাঽকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি, ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি; কস্মাৎ? যস্মাদ্ বিপর্য্যয়ো ভবস্য কারণম্, ন হি ক্ষীণবিপর্য্যয়ঃ কশ্চিৎ কেনচিৎ ক্বচিজ্জাতো দৃশ্যত ইতি।

অস্যার্থ :—ধর্ম্মমেঘসমাধি লাভ হইলে, অবিদ্যাদি ক্লেশসকল মূলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, কুশল এবং অকুশল উভয়বিধ কর্ম্মাশয় মূলে আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়; ক্লেশ ও কর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে, বিদ্বান্ যোগী জীবিত থাকিয়াই বিমুক্ত হয়েন; কারণ, বিপর্য্যয়জ্ঞানই (অবিদ্যাই) সংসারের কারণ; যাঁহার এই অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে ঈদৃশ ব্যক্তির কোনপ্রকারে কোনকালে পুনর্জ্জন্ম হইতে দেখা যায় না।

৩১শ সূত্র। তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্-জ্ঞেয়মল্পম্ ॥

ক্লেশ ও কর্ম্মসকল নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্ববিধ আবরক (রজঃ ও তমোরূপ)

মলা দূরীভূত হইলে, জ্ঞান সর্ব্ববিষয়ব্যাপী হয়; সুতরাং জ্ঞেয় বলিয়া তাহার তখন অত্যল্পই অবশিষ্ট থাকে।

ভাষ্য।—সর্ব্বৈঃ ক্লেশকর্ম্মাবরণৈর্ব্বিমুক্তস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যং ভবতি। আবরকেণ তমসাঽভিভূতমাবৃতজ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্ত্তিতমুদ্‌ঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি; তত্র যদা সর্ব্বৈরাবরণ-মলৈরপগতমলং ভবতি, তদা ভবত্যস্যানন্ত্যং, জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌-জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে, যথা আকাশে খদ্যোতঃ, যত্রেদমুক্তম্ "অন্ধো মণিমবিধ্যৎ, তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ। অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ, তমজিহ্বো-ঽভ্যপূজয়ৎ" ইতি।

অস্যার্থ:—অবিদ্যাদি সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্মরূপ বাধা দূরীভূত হইলে জ্ঞান অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়। আবরক তমোগুণদ্বারা জ্ঞানসত্ত্ব অভিভূত হইযা আবৃত থাকে, কখনও রজোগুণ দ্বারা সেই আবরণ কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত হইলে বৃত্তিযুক্ত হইয়া বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়; যখন সর্ব্বাবরণরূপ মলা অপগত হইয়া চিত্তসত্ত্ব নির্ম্মল হয়, তখন ইহা সর্ব্ববিষয়গ্রাহী হয় (ইহার অনন্তত্ব জন্মে)। জ্ঞানের অনন্তত্ব জন্মিলে অজ্ঞাত (জ্ঞেয়) অতি অল্পই থাকে, যেমন আকাশ মধ্যে জোনাকীপোকা অতি ক্ষুদ্র, আছে বলিযাই বোধ হয় না, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন যোগীর জ্ঞেয় অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে, কিছু থাকে না বলিলেই হয়। তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে যে "অন্ধ মণি ছেদ করিয়াছে, অঙ্গুলিবিহীন ব্যক্তি তাহা মালাকারে গাঁথিয়াছে, গ্রীবাবিহীন ব্যক্তি তাহা গলে ধারণ করিয়াছে, জিহ্বাহীন ব্যক্তি তাহার স্তুতি করিয়াছে", অর্থাৎ এই সকল যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ এইরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম ও অজ্ঞান অসম্ভব।

৩২শ সূত্র। **ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্॥**

ধর্ম্মমেঘ-সমাধি হেতু গুণত্রয়ের পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদনরূপ অর্থ সাধিত হয়, তখন তাহাদের পরিণামপ্রাপ্তি শেষ হইয়া যায়।

ভাষ্য।—তস্য ধর্ম্মমেঘস্যোদয়াৎ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ পরিসমাপ্যতে, নহি কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্ত-ক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থাতুমুৎসহন্তে।

অস্যার্থ :—ধর্ম্মমেঘ-সমাধির উদয় হইলে গুণসকল কৃতার্থ হয়, তাহাদের পরিণাম-প্রাপ্তি শেষ হয়; ভোগ এবং অপবর্গরূপ অর্থসিদ্ধ হওয়াতে, গুণসকলের "ক্রম" সমাপ্ত হয়; তখন তাহারা আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

ভাষ্য।—অথ কোঽয়ং ক্রমো নামেতি।

অস্যার্থ :—ক্রম কাহাকে বলে?

৩৩শ সূত্র। **ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ॥**

যাহা ক্ষণের প্রতিযোগী—এক‌ক্ষণের অভাব ও অপরক্ষণের উদয়, এবং পুনরায় শেষোক্তক্ষণের অভাব ও ক্ষণান্তরের উদয়বোধক—যাহা এক একটি পরিণামের অবসানদ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে ক্রম বলে।

ভাষ্য।—ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা পরিণামস্যাপরান্তেন অবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ, ন হ্যননুভূতক্রমক্ষণা নবস্য পুরাণতা বস্ত্রস্যান্তে ভবতি। নিত্যেষু চ ক্রমো দৃষ্টঃ। দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা কূটস্থ-নিত্যতা পরিণামি-নিত্যতা চ; তত্র কূটস্থ-নিত্যতা পুরুষস্য, পরিণামি-নিত্যতা গুণানাং, যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যম্; উভয়স্য চ তত্ত্বাঽনভিঘাতান্নিত্যত্বম্। তত্র গুণধর্ম্মেষু বুদ্ধ্যাদিষু পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমো লব্ধপর্য্যবসানঃ, নিত্যেষু

ধর্ম্মিষু গুণেষু অলব্ধপর্য্যবসানঃ, কূটস্থ-নিত্যেষু স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষু মুক্তপুরুষেষু স্বরূপাঽস্তিতা ক্রমেণৈবাঽনুভূয়ত ইতি তত্রাপ্যলব্ধ-পর্য্যবসানঃ, শব্দপৃষ্ঠেনাঽস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় কল্পিত ইতি। অথাস্য সংসারস্য স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্ত্তমানস্যাস্তি ক্রমসমাপ্তির্ন বেতি? অবচনীয়মেতৎ ; কথম্? অস্তি প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ, সর্ব্বো জাতো মরিষ্যতি, ওঁ ভো ইতি। অথ সর্ব্বো মৃত্বা জনিষ্যতে ইতি, বিভজ্য বচনীয়মেতৎ, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে, ইতরস্তু জনিষ্যতে। তথা মনুষ্যজাতিঃ শ্রেয়সী ন বা শ্রেয়সীত্যেবং পরিপৃষ্টে, বিভজ্য বচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, পশূনুদ্দিশ্য শ্রেয়সী, দেবান্ ঋষীংশ্চাধিকৃত্য নেতি! অয়ন্ত্ববচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, সংসারোঽয়মন্তবান্ অথানন্ত ইতি? কুশলস্যাস্তি সংসারক্রমসমাপ্তির্নেতরস্যেতি, অন্যতরাবধারণেঽদোষঃ তস্মাদ্ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি।

অস্যার্থ :—ক্ষণ অর্থাৎ কালের সূক্ষ্মতম অংশের যে আনন্তর্য্য, যাহা একধর্ম্ম পরিত্যাগ ও অপর ধর্ম্মগ্রহণরূপ পরিণামের অবসান দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহাকেই ক্রম বলে। নূতন বস্ত্র যে পরে পুরাতন হয়, তাহা ঐ বস্ত্রের প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তন না হইয়া হইতে পারে না। নিত্য-বস্তুতেও এই ক্রম লক্ষিত হয়। নিত্যতা দুই প্রকার ; যথা, কূটস্থ-নিত্যতা ও পরিণামি-নিত্যতা ; পুরুষের যে নিত্যতা, তাহা কূটস্থ-নিত্যতা ; গুণসকলের যে নিত্যতা তাহা পরিণামি-নিত্যতা, কারণ ইহাদের পরিণাম হইলেও স্বরূপতত্ত্বের হানি হয় না ; পুরুষ ও গুণ এই উভয়ে-রই স্বরূপের হানি হয় না ; অতএব পুরুষ ও গুণ ইহাদের কাহার তাত্ত্বিকপরিবর্ত্তন না হওয়াতে উভয়ই নিত্য। তন্মধ্যে বুদ্ধিপ্রভৃতি গুণধর্ম্মের পরিণামের উত্তরোত্তর ব্যতিক্রমরূপ যে ক্রম তাহা অন্তবিশিষ্ট

(অর্থাৎ ইহার পরিসমাপ্তি আছে) ; কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি ধর্ম্মেরধর্ম্মী নিত্য-গুণত্রয়ে ক্রম অন্তবিশিষ্ট নহে (অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরিণাম কখনও সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ হয় না) ; কূটস্থনিত্য স্বরূপপ্রতিষ্ঠ মুক্তপুরুষে স্বরূপে বর্ত্তমানতা-রূপেই ক্রম অনুভূত হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ক্রম অন্তবিশিষ্ট নহে (অর্থাৎ স্বরূপে বর্ত্তমানতারূপ ক্রম তাঁহাদের কখনও শেষ হয় না, তাঁহারা নিত্যই স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া অবস্থিতি করেন ; সুতরাং স্বরূপপ্রতিষ্ঠভাবে থাকা-রূপ ক্রমের অবসান হয় না) ; "অস্তি" (থাকা) এইমাত্র ক্রিয়াকে ঐ অস্তি-শব্দ দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে ক্রম আমাদের বোধগম্য হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, গুণত্রয়ে বর্ত্তমান সংসারের যে এই স্থিতি ও গতি (উৎপত্তি ও তিরোভাব) রূপ ক্রম বর্ণিত হইল, তাহার কি সমাপ্তি আছে, না নাই ? এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় (হাঁ কি না এইরূপে) প্রকাশ করা যায় না ; কারণ, এমন প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়, যেমন জাতবস্তুমাত্রেই মরিবে কি না ? উত্তর, হাঁ। কিন্তু যদি প্রশ্ন এইরূপ হয় যে,সকলেই মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মিবে কি না, তবে তাহার উত্তর বিভাগ করিয়া এইরূপে দিতে হয় যে, যাঁহার বিবেকখ্যাতি উদয় হওয়াতে বাসনা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি কুশল হইয়াছেন, তাঁহার জন্ম হইবে না, অপর সকলে পুনর্ব্বার জন্মিবে। এইরূপ যদি প্রশ্ন হয় যে, মনুষ্যজাতি শ্রেয়স্কর কিনা তবে এই প্রশ্নের উত্তর বিভাগ করিয়া দিতে হয়, যেমন পশুর সহিত তুলনায় শ্রেয়ঃ, দেবতা ও ঋষির সহিত তুলনায় অশ্রেয়ঃ। সংসারের ক্রমের সমাপ্তি আছে কি না ? এই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নও এইরূপ এক কথায় উত্তরযোগ্য নহে ; ইহার উত্তর এই যে, এই সংসার অন্তবিশিষ্ট অথচ অন্তহীনও বটে ; কুশলব্যক্তির সম্বন্ধে সংসারক্রমের সমাপ্তি আছে, তদিতর পুরুষের পক্ষে নাই, এইভাবে সংসার অন্তবিশিষ্ট ও অন্তহীন উভয়রূপ বলিয়া উত্তর দিলে দোষ হয় না ; অতএব বিভাগ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

ভাষ্য।—**গুণাধিকারক্রমসমাপ্তৌ কৈবল্যমুক্তম্, তৎস্বরূপমবধার্য্যতে।**

অস্যার্থঃ—গুণের অধিকার শেষ হইলেই কৈবল্য হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে কৈবল্যের স্বরূপ অবধারণ করিতেছেন।

৩৪শ সূত্র। **পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥**

যখন গুণসকল পুরুষার্থশূন্য হওয়াতে, তাহাদিগের গুণরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হয়; (যখন তাহাদের পুরুষার্থসম্পাদনের নিমিত্ত কার্য্যোন্মুখতা দূরীভূত হয়), তখন সেই অবস্থাকেই কৈবল্য বলে; অথবা কৈবল্য শব্দে চিতিশক্তির (চৈতন্যের) স্বরূপে অবস্থিতি বুঝায়।

ভাষ্য।—**কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশূন্যানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ কার্য্যকারণাত্মনাং গুণানাং তৎ কৈবল্যং, স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধিসত্ত্বাঽনভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্য চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা তথৈবাঽবস্থানং কৈবল্যমিতি।**

অস্যার্থঃ—কার্য্যকারণাত্মক গুণসকল, ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া পুরুষার্থশূন্য হইলে তাহাদের যে প্রতিপ্রসব (দৃশ্যরূপে স্থিতির অভাব), তাহাকে কৈবল্য বলে। বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া কেবল চিতিশক্তিরূপে পুরুষের অবস্থানকেই স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বলে; তদবস্থায় নিত্য অবস্থানই "কৈবল্য"।

ইতি কৈবল্যপাদঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ হরিঃ

উপসংহার

পরিশিষ্টের সহিত সাংখ্যবিদ্যা বিবৃত হইল। মূলগ্রন্থে ("ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থে) ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে প্রত্যগাত্মা-জীবচৈতন্য এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অস্তিত্বশীল—দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই; সুতরাং সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়। অতএব বর্জ্জনীয় কিংবা গ্রহণীয় বলিয়া—হেয় উপাদেয় বলিয়া, বস্তুবিভাগ হইতে পারে না। কোন বস্তু হেয়, কোন বস্তু উপাদেয় বলিয়া যে আমাদের বোধ, তাহা অপূর্ণজ্ঞান—অজ্ঞান-মূলক। পরন্তু যিনি দৃশ্যমান সংসাব অতিশয় দুঃখময় বলিয়া বোধ করিয়াছেন, সুতরাং সংসারের প্রতি যাঁহার অতিশয় বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সংসারকে ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া শ্রদ্ধা করা সম্ভবপর নহে। তিনি মোক্ষলাভার্থ সদ্‌গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে, যদি গুরুদেব তাঁহাকে উপদেশ করেন যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সমস্ত জগৎকেই তুমি ব্রহ্মময় দর্শন কর, তবে সেই উপদেশ শিষ্যের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করা সুকঠিন। তাঁহার পক্ষে সংসার দুঃখময় অব্রহ্ম। সুতরাং বিচক্ষণ আচার্য্য শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার একদেশ মাত্র উপদেশ করিয়া থাকেন; যথা—প্রত্যগাত্মা জীব ব্রহ্মস্বরূপ; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, ইহার সংসর্গেই জীবের দুঃখভোগ হইয়া থাকে; ইহাতে জীবের যে আত্মবুদ্ধি আছে, তাহাই জীবের সংসারবন্ধন। এই অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধির নাম অবিদ্যা; সুতরাং অবিদ্যাই জীবের ক্লেশহেতু ও ক্লেশস্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ আত্মস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ, মুক্তস্বভাব; অবিদ্যাহেতুই জীবের ক্লেশ

সুতরাং এই অবিদ্যা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়—হেয়। অতএব বিষয়সকলকে অনাত্মা জানিয়া, তৎপ্রতি তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অপর-দিকে আপনাকে নিত্যশুদ্ধ, মুক্তস্বভাব ও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হইযা অহর্নিশ আপনার সেই নিষ্কলঙ্ক পরমাত্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া তাহাতে সমাধিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহারই নাম বিবেক। অতএব তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য ও বিবেক এই দুইটি মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। দেহাদি অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবুদ্ধিই সংসারক্লেশের হেতু; সুতরাং এই অনাত্ম-বস্তুর স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার রূপভেদ সম্যক্ অবগত হওয়া প্রয়োজন, কাবণ স্থূলদেহেতে আত্মবুদ্ধিবিরহিত হইলেও তদ্দ্বারা মোক্ষসাধন হয় না। দৃশ্য বহির্জগতের—অনাত্মার বহুবিধ সূক্ষ্ম অবয়ব আছে, তাহাতেও আত্মবুদ্ধিবিবর্জ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই স্থূলদেহের সহিত অতিসূক্ষ্ম অপর একটি দেহ সংযোজিত আছে; জীব মৃত্যুকালে সেই দেহ অবলম্বন করিয়া পরলোকগত হয়; স্থূলদেহের দ্বারা কৃত কর্ম্মসকলের সংস্কাব সেই সূক্ষ্মদেহে নিবিষ্ট হয়, এই সকল সংস্কাববিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ পরলোকগত হইলে, সেই সংস্কারানুগামী হইয়া, প্রথমে তাহার স্বর্গনরকাদি ভোগ উপজাত হয়; যদি তাহার স্বর্গ অথবা নরকভোগোপযোগী সংস্কাব না থাকে, এবং কেবল পার্থিবভোগোপযোগী সংস্কারই তাহাব সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহার স্বর্গনরকাদির ভোগ হয় না। অতিমহৎ সুকৃতি অথবা অতিতীব্র দুষ্কৃতি থাকিলে, স্বর্গনরকাদিব ভোগ হয়; সেই ভোগ অতীত হইলে, পার্থিব ভোগোপযোগী সংস্কারসকল প্রবল হইয়া,সেই পুরুষকে পুনরায় পৃথিবীতলে আবর্ত্তিত করে এবং সেই সংস্কাবের উপযোগী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ইত্যাদি কোন প্রকার স্থূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় জীব পুণ্য পাপ ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে থাকে। এইরূপে জীবের দুঃখময় সংসারগতি পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হয়। অতএব

সেই সূক্ষ্মশরীরেরও স্বরূপ অবগত হইয়া, তীব্র বৈরাগ্যদ্বারা তৎপ্রতি আত্মবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত না হইলে, সংসারবন্ধন ঘুচিবে না এবং মোক্ষ উপজাত হইবে না। এবঞ্চ এই সূক্ষ্মদেহেরও বীজরূপে অবস্থিত "কারণদেহ"-নামক দৃশ্যসংসারের এক অতি সূক্ষ্মতম অবস্থা আছে, তাহারও স্বরূপ অবগত হইয়া,তাহাতেও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, তৎসহ সঙ্গবিবর্জ্জিত হইলেই, জীব স্বীয় নিষ্কলঙ্ক আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ-দেহসঙ্গজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। যাহার সঙ্গ জীবের দুঃখের মূল, সেই দৃশ্যজগতের অবয়ব চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল অবয়ব পঞ্চবিধ ; যথা,—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম। ইহাদিগের বিমিশ্রণেই জীবের এই স্থূলদেহ গঠিত। পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্),মনঃ, অস্মিতা অথবা অহং-বৃত্তি এবং বুদ্ধি এই অষ্টাদশবিধ সূক্ষ্ম অবয়বদ্বারা জীবের সূক্ষ্মদেহ গঠিত। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম তেইশটি অবয়ববিশিষ্ট দেহসকল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-নামক তিনটি সর্ব্বদা পরস্পরের সহচর পদার্থের বিভিন্নরূপ বিমিশ্রণের দ্বারা প্রকাশিত। এই তিনটি পদার্থের নিরবয়ব অপ্রকট সাম্যাবস্থাই জীবের তৃতীয় কারণদেহ ; ইহারই নাম "প্রকৃতি"অথবা "প্রধান"। পরি-দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ, যাহা জীবের সম্বন্ধে "হেয়", তাহা এই চতুর্ব্বিংশতি অবস্থাত্মক। "হেয়" জগতের এই চতুর্ব্বিংশতি অবস্থাকে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বলে এবং এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সহিত সঙ্গযুক্ত পুরুষকেই জীব বলে। জীব এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সঙ্গবিমুক্ত হইলে, তিনি স্বীয় স্বরূপ অবগত হইয়া, পরমাত্মা পরমপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ইহাই মোক্ষের স্বরূপ। পরন্তু একবার শুনিবামাত্র এই উপদেশের সম্যক্ ধারণা হয় না। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণদেহের সম্যক্ স্বরূপ অবগত হইলে, জীব তৎসঙ্গ-

বিবর্জ্জিত হইতে পারেন। অতএব তন্নিমিত্ত সাধনের প্রয়োজন। সদ্‌গুরু হইতে বিদ্যালাভ করিয়া, ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহা সাধন করিবে। সমস্ত জগৎ প্রকৃতিরই বিকারজাত; ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, সুখদুঃখ, কিছুই আত্মার স্বরূপস্থ নহে, সকলই ত্রিগুণাত্মক; অতএব তৎসমস্তের প্রতি সমবুদ্ধি ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, চিত্তকে প্রথমে শান্ত করিতে অভ্যাস করিবে; নির্জ্জনপ্রদেশে আসন স্থাপন করিয়া, দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে তদুপরি অবস্থান করিতে অভ্যাস করিবে; এইরূপ অভ্যাসদ্বারা শরীর ক্রমশঃ নিশ্চল হইবে; ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া হৃৎপুণ্ডরীকে অথবা অন্য সূক্ষ্মপদার্থে মনঃ-সংযম করিবে; শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে; অতএব স্তম্ভনবৃত্তিদ্বারা ক্রমশঃ অভ্যাস করিয়া তাহা রুদ্ধ করিবে। এইরূপে ধ্যেয় স্থূল অথবা সূক্ষ্ম পদার্থে মনঃ-সংযম করিয়া, তাহা দীর্ঘকাল ধ্যান করিবে, এই ধ্যান গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, সমাধি উপজাত হয় অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর সহিত অভিন্নরূপে চিত্ত মিলিত হয়, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনেব ভেদ থাকে না, কেবল ধ্যাতব্য বস্তুর আকাররূপেই চিত্ত প্রতিভাসিত হয়, ইহাকেই সমাধি বলে। সমাধি উপজাত হইলে, ধ্যেয়বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয়। এইরূপে নিরন্তর সাধন অবলম্বন করিয়া, সমাধিদ্বারা চতুর্ব্বিংশতি "হেয়" বস্তুতত্ত্ব অবগত হইয়া, তৎসহ সঙ্গ হইতে সম্যক্ আপনাকে মুক্ত করিবে।

ইহাই সাংখ্য-বিদ্যা। সংসারে অত্যন্ত বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যের পক্ষে শ্রীভগবান্ কপিল এবং অপর সাংখ্যাচার্য্যগণ এই বিদ্যার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অচেতন গুণবর্গ কিরূপে এই বিচিত্র সংসাররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শিষ্যের কুতূহল-নিবারণার্থ মহর্ষি সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন যে, চুম্বক এবং লৌহ যেমন পরস্পর হইতে বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, চুম্বকসান্নিধ্যে লৌহ চুম্বকধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, পরন্তু তজ্জন্য চুম্বকের

কোন প্রকার স্বরূপের হানি হয় না; কিন্তু লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া চুম্বকের ন্যায় কার্য্য করিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ দৃশ্য গুণবর্গ অচেতন হইলেও আত্মার সান্নিধ্যহেতু চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া, সৃষ্টিরচনা-বিষয়ে সামর্থ্য লাভ করে। আত্মা নিত্য, অবিকারী ও চৈতন্যস্বরূপ; গুণসকলই বিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অতএব পঙ্গু ও অন্ধ যেমন মিলিত হইয়া উভয়ে গমন করিতে সক্ষম হয়,—চক্ষুষ্মান্ পঙ্গুব্যক্তি চরণবিশিষ্ট অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ প্রদর্শন করে, চরণবিশিষ্ট অন্ধ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া তাহার নিয়োগানুসারে সঞ্চরণ করে; সুতরাং পরস্পরের সাহায্যে উভয়েই একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ অচেতন কিন্তু বিকারযোগ্য গুণসকল নিত্য অবিকারী আত্মার সহিত একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া জগৎ রচনা করে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাংখ্যাচার্য্য আত্মানাত্মবিচার-সম্পন্ন শিষ্যের জগৎরচনাবিষয়ক কুতূহলও নিবারণ করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। মূলগ্রন্থে ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে যে, সাংখ্যযোগেরই অপর নাম জ্ঞানযোগ। বাস্তবিক এই আত্মানাত্মবিচার ও তীব্র বিষয়-বৈরাগ্যই জ্ঞানযোগের সার।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই আত্মানাত্মবিবেক ও জ্ঞানযোগেরই একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। জীবকে স্বরূপতঃ মুক্তস্বভাব জানিয়া, পরমাত্মার সহিত জীবের একত্বচিন্তন এবং জীবের সংসারবন্ধন অবিদ্যাকল্পিত জানিয়া, তৎপ্রতি সম্যক্ বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্দ্দশ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর স্বীয় মত যেরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

"যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়ফল-লক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে, বিকারানেব

ত্বহংমমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাদুপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্ন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ। ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ।...তস্মাদন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিত আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীনভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ নানেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাবকাশোঽস্তি।..."স এষ নেতি নেত্যাত্মা অস্থূলমণণু" ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্। স্থিতিগতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্যেতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিত্যবোচাম।...সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে, সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।...এবমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপ-কৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ; ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে

আত্মনীশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে। ··এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ। ব্যবহারাবস্থায়াস্তূক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ।”

অস্যার্থঃ—“যৎকাল পর্য্যন্ত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একাত্মতাজ্ঞান না জন্মে, তৎকালপর্য্যন্ত প্রমাণ প্রমেয় ও ফল (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ দেহ, ইন্দ্রিয়, স্ত্রীপুত্রাদি ও সুখদুঃখাদি) ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির মিথ্যাবুদ্ধি জন্মে না। অবিদ্যাহেতু অহং, মম (আত্মা, আত্মীয) ইত্যাকার জ্ঞানবিশিষ্ট হইযা, সমুদায জীব স্বীয স্বরূপগত ব্রহ্মাত্মতাবোধবিবর্জ্জিত হইযা, (দেহাদি) বিকারসকলকে আত্মা ও আত্মীয় বলিযা বোধ করে। সুতরাং ব্রহ্মাত্মতাবোধের পূর্ব্বে সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হয। যেমন নিদ্রিত প্রাকৃত জীব প্রবোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বপ্নে নানাপ্রকার বিচিত্র বস্তু দর্শন করে, তাহা প্রত্যক্ষবৎ সত্য বলিয়া তাহার জ্ঞান হয, তাহা যে প্রত্যক্ষের আভাস অর্থাৎ কল্পনামাত্র, তাহা তৎকালে তাহার বোধ হয না: সংসারব্যবহারও তদ্রূপ। অতএব অবশেষে যখন প্রমাণের দ্বারা তাহার ব্রহ্মাত্মকতাজ্ঞান জন্মে, তখন পূর্ব্বের অবিদ্যাজনিত ভেদব্যবহার মিথ্যা বলিয়া সে অবগত হয়; এবং তখন ব্রহ্মের ভেদকল্পনাও তাহার থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন “সেই পরমাত্মা ইহা নয়, ইহা নয়, ইহা নয়, ইত্যাকারে জ্ঞাত হয়েন; তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মে সর্ব্বপ্রকার বিকারের প্রতিষেধ হইয়াছে, এবং তাঁহার কূটস্থ নিত্য অবিকারিত্ব স্থাপিত হইয়াছে। একই ব্রহ্মের পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এই উভয়ধর্ম্মতা প্রতিপাদন করিতে কেহ পারে না। যদি বল (একই ব্যক্তির একই কালে স্থিতি ও গতি যেমন সম্ভব হয়, যেমন যানারোহী ব্যক্তি যানের গতি দ্বারা গতিশীল হয়,

কিন্তু স্বয়ং গমনক্রিয়াবিষয়ে প্রযত্ন না করিয়া যানোপরি অবস্থিতি করে মাত্র, অতএব তাহার স্থিতি ও গতি উভয়ই সম্ভব ; তদ্রূপ) আত্মাও বিরুদ্ধ উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারেন। তদুত্তরে আমরা বলি আত্মার এইরূপ দ্বিরূপত্ব নাই ; কারণ শ্রুতি কূটস্থ বিশেষণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কূটস্থ ব্রহ্ম স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারেন না ; ব্রহ্মের সম্বন্ধে শ্রুতি সর্ব্বপ্রকার বিকার প্রতিষেধ করিয়াছেন, অতএব আমরা বলি যে, তিনি এক কূটস্থ নিত্যরূপেই অবস্থিত।...... নাম ও রূপ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশিত জগৎ অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত, এই জগৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মসদৃশ, ইহাকে সত্য অথবা মিথ্যা (অস্তি অথবা নাস্তি,—ব্রহ্মস্বরূপ কিংবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই নামরূপভেদই সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত—এই অবিদ্যা কল্পিতভেদের দ্বারাই জীবের সংসারবন্ধ ঘটিযা থাকে, ইহাই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি ও প্রকৃতি বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। এই উভয় হইতে (অর্থাৎ নাম ও রূপাত্মক জগৎ হইতে) সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন।......আকাশ যেমন ঘটকমণ্ডলুপ্রভৃতি উপাধিযোগে নানা বলিয়া অবভাত হয়, ঈশ্বরও তদ্রূপ অবিদ্যাকৃত নাম এবং রূপাত্মক উপাধিযোগে নানাকারে অবভাত হয়েন। ঘটাকাশসদৃশ জীবসকল (অর্থাৎ অনাবৃত আকাশের সম্বন্ধে যেমন ঘটাকাশ, তদ্রূপ ঈশ্বরের সম্বন্ধেও জীবসকল) ঈশ্বরের আত্মভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন, অবিদ্যা-প্রসূত নামরূপদ্বারা পৃথক্কৃত কার্য্য, করণ ও সঙ্ঘাত (বিভিন্নপ্রকার দেহসংযোগ) এই জীবই অনুসরণ করিয়া থাকে ; বিজ্ঞানাত্মক এই জীবকে ঈশ্বরই ব্যবহারবিষয়ে পরিচালিত ও নিয়োজিত করেন। অতএব এই অবিদ্যাকৃত উপাধিভেদের প্রতি অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বরের সম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব বলা যায় ; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানহেতু উপাধি-

বিবর্জ্জিত যে আত্মস্বরূপ, তাহাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে (পরমার্থতঃ) ঈশিতৃত্ব (নিয়ামকতা), ঈশিতব্যত্ব (নিয়ম্যত্ব), সর্ব্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি কিছুরই ব্যবহার প্রতিপন্ন হইতে পারে না।...এই প্রকারে পরমার্থাবস্থায় সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অভাব থাকা বেদান্ত বর্ণনা করিয়াছেন...ব্যবহারাবস্থায় কিন্তু শ্রুতিতে ঈশ্বরাদি পদের ব্যবহার উক্ত হইয়াছে।"

কাপিল দর্শনেও ষষ্ঠাধ্যায়ের ৫৯ সূত্রে এই আকাশের দৃষ্টান্তদ্বারা জীবব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এবং আত্মার সম্পূর্ণ নির্গুণস্বভাব কাপিলসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১৫ সূত্র এবং অপরাপর সূত্রে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; কেবল কর্ম্মের দ্বারা যে মুক্তি লাভ হয় না, তাহা কাপিলসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিবেকই বন্ধকারণ বলিয়া কপিলদেব প্রথম অধ্যায়ের ৫৫ সূত্র ও অপরাপর সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন, এবং ঐ অধ্যায়ের ৫৬।৫৭ সূত্র ও অপরাপর সূত্রে সম্যক্ বিবেকই মোক্ষহেতু বলিয়া কপিলদেব বর্ণনা করিয়াছেন। কপিলদেব যাহাকে অবিবেক বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহাকেই অবিদ্যা বলিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং উভয়ের সাধনপ্রণালীবিষয়ক উপদেশের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তবে শঙ্করস্বামী জগদুৎপাদিকা শক্তিকে মায়ানামে আখ্যাত করিয়াছেন; কপিলদেব সেই শক্তিকেই প্রকৃতিনামে আখ্যাত করিয়াছেন; কিন্তু মায়া ও প্রকৃতি একই বলিয়া শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত স্বপ্রণীত ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় যে, শঙ্করাচার্য্য মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কপিলদেব প্রকৃতিকে আত্মা হইতে ভিন্ন ও গুণাত্মিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; পরন্তু প্রকৃতির আত্মা হইতে ভিন্নত্ব উপদেশ করিয়া পুনরায় কপিলদেব বলিয়াছেন যে, পুরুষার্থসাধনতাই প্রকৃতির

স্বরূপগত ধর্ম্ম, পুরুষসান্নিধ্য-বিরহিত হইয়া এবং পুরুষার্থসাধন না করিয়া প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না; তিনি সর্ব্বদা আত্মার "গর্ভদাসবৎ" পুরুষার্থসাধনস্বভাবা। (কাপিলসূত্র তৃতীয় অধ্যায় ৫১ সূত্র ও অপরাপর সূত্র দ্রষ্টব্য)। যোগসূত্রেও ঠিক এইরূপেই সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখিলে, আত্মার শক্তি বলা, আর আত্মার সহিত উক্ত প্রকার সম্বন্ধে স্থিত বলা, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছুই দৃষ্ট হয় না। আত্মার নির্গুণত্ব যখন শঙ্কর ও মহর্ষি কপিল উভয়েরই সম্মত, এবং আত্মার দ্বিরূপত্ব যখন শঙ্করের মতে একান্ত অসিদ্ধ, তখন মায়া অথবা প্রকৃতিকে ঈশ্বরশক্তি বলিয়া যে শঙ্কর উক্তি করিয়াছেন, তাহা একান্ত নিষ্ফল, স্বমতবিরুদ্ধ বলিয়াই বলিতে হয়; আত্মার সগুণত্ব এবং নির্গুণত্ব এই উভয়রূপত্ব অস্বীকার করিয়া কেবল নির্গুণত্ব স্বীকার করিলে, মায়াকে আত্মার শক্তি বলার অর্থ কি হইতে পারে? আত্মার কোন প্রকার শক্তি আছে বলিলেই, তাহাকে সগুণ বলা হইল, এই সগুণত্ব যখন শঙ্করের স্বীকার্য্য নহে, তখন "মায়া তাঁহার শক্তি" এই বাক্যের কোন অর্থই হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের পারমার্থিক নির্গুণ অবস্থা হইতে বিভিন্ন যে এক ব্যবহারিক দশার কল্পনা শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, এই ব্যবহারিক দশা কল্পনা করিয়াই তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ দশায় প্রপঞ্চজগৎ ব্যবহারতঃ সত্য। সুতরাং কার্য্যতঃ সাংখ্যের জগতের প্রকৃতত্বস্বীকার, ও শঙ্করের ব্যবহারিক জগতের ব্যবহারিক-প্রকৃতত্ব-স্বীকারের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ের মধ্যে কেবল ভাষারই বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। শাঙ্কর মতের সমালোচনা বেদান্তদর্শনব্যাখ্যানে বিশেষরূপে করা হইবে। এইক্ষণে এইমাত্রই বক্তব্য যে, মোক্ষসাধনপ্রণালীর উপদেশবিষয়ে উভয়েরই এক মত; পারমার্থিকরূপে সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক, উভয় মতেই প্রপঞ্চজগৎ ভ্রমাত্মক, উভয় মতেই জীবাত্মা

স্বরূপতঃ মুক্তস্বভাব, অবিবেক অথবা অবিদ্যাই বন্ধহেতু, সম্যক্ আত্ম-স্বরূপবিবেকই মোক্ষসাধনের উপায়, শমদমাদিসাধনের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া নিয়ত আত্মস্বরূপচিন্তাদ্বারাই অবিদ্যা দূরীভূত হয়, এবং মোক্ষ স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়।

মূলগ্রন্থে ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে যে, এই সাংখ্যবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার একাংশমাত্র। সাংখ্যকার যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তাহা কেবল শিষ্যের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকৃতিনিবন্ধন। এই বিষয় মূলগ্রন্থে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক দৃশ্য জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অচেতনস্বভাব সত্ত্বাদি গুণত্রয়, যাহা পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া সাংখ্যকার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে এবং হইতে পারে না। যদি অচেতন গুণত্রয় আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তুই হয়, তবে চুম্বক লৌহ, পঙ্গু অন্ধ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকৃতি হইতে জগৎরচনা কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হয় না। আত্মা নির্গুণ, সর্ব্বপ্রকার গুণাতীত, কোন প্রকার শক্তির স্ফুরণ তাঁহাতে নাই, তিনি চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং চুম্বকের সহিত তাঁহার তুলনা কি প্রকারে হইতে পারে? চুম্বক ও লৌহ উভয়ের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। চুম্বক আকর্ষণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট, ঐ আকর্ষণশক্তির প্রেরণাদ্বারা লৌহের সহিত চুম্বক সম্বন্ধযুক্ত হয়, এবং সম্বন্ধযুক্ত হইলে চুম্বকের শক্তি লৌহে কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু আত্মা কখনও গুণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়েন না, তিনি সর্ব্বদা গুণসম্বন্ধাতীত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবর্জ্জিত, সুতরাং তিনি কি প্রকারে গুণের প্রতি শক্তিচালন করিবেন? তাঁহাকে শক্তিশালী বলিলেই ধর্ম্মবিশিষ্ট অথবা গুণবিশিষ্ট বলা হইল, এবং গুণের উপর কার্য্য করেন বলিলেও তাঁহাকে সশক্তিক এবং গুণসংযুক্ত বলা হইল, তিনি গুণসঙ্গাতীত নির্গুণ হইলেন না। বিশেষতঃ সাংখ্যশাস্ত্রের

উপদেশানুসারে গুণ এবং আত্মার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবহিততা নাই, উভয়ই সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য। অপরদিকে গুণাত্মিকা প্রকৃতিও স্বরূপতঃ অচেতন হওয়ায়, তিনি সচেতন হইতে পারেন না, কারণ সচেতন হইলে তাঁহার স্বরূপ আর থাকিতে পারে না; সুতরাং অচেতন প্রকৃতিকে যে পুরুষার্থসাধিকা বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে, তাহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ অচেতন পদার্থ কৌশল অবলম্বন করিয়া অপরের ভোগার্থে বিচিত্র জগৎ রচনা করিতে অসমর্থ। এই আপত্তির খণ্ডনার্থই সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি পুরুষপ্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষার্থ সাধন করিতে সমর্থা হয়েন। কিন্তু সাংখ্যমতে আত্মা যখন রূপাদি সর্ব্ববিধ গুণবর্জ্জিত, তখন আত্মার "প্রতিবিম্ব" কথা নিরর্থক হইয়া পড়ে, এবং আত্মা যখন সাংখ্যমতেও সর্ব্বব্যাপী, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার "প্রতিবিম্ব" কোথায় যাইবে? স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্যত্র যাইবার অবকাশ না থাকে, যদি স্বরূপের দ্বারাই সমস্ত পরিব্যাপ্ত, তবে প্রকৃতিতে পতিত "প্রতিবিম্ব" পদের অর্থ কি হইতে পারে? প্রকৃতিও সর্ব্বব্যাপী, আত্মাও সর্ব্বব্যাপী, বলিয়া সাংখ্যের উপদেশ, অতএব উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই; সুতরাং আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার প্রতিবিম্ব প্রকৃতিতে আসিয়া "পতিত" হইবার কোন স্থলই হইতে পারে না। অতএব সম্যক্ জগৎতত্ত্বদর্শী সাংখ্যকার ইহাই সম্যক্ ব্রহ্ম-মীমাংসা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধগম্য করা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ সংসারে তীব্র বিদ্বেষবুদ্ধিযুক্ত শিষ্যের কল্যাণার্থ তাহার পক্ষে উপযোগী বলিয়াই বিবেচক আচার্য্য এইরূপ একদেশদর্শী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব যে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহার মাতাকে উপদেশ করিয়াছেন তাহা বিভিন্নপ্রকারের, এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে সাংখ্যবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যা।

অতএব শিষ্যের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে উপদেশের প্রভেদ করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সাংখ্যকার যে জীবকে বিভুস্বভাব পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাননিষ্ঠাসম্পাদনার্থ উপযোগী হইলেও, ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্পূর্ণ সত্য নহে :—জীব স্বরূপতঃ বিভুস্বভাব হইলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের আবরক কিছু হইতে পারে না, যিনি নিত্য ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানের আবরণ কোন বস্তু জন্মাইতে পারে না; জ্ঞানের কোন প্রকার আবরণ হইলেই সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হইল, সর্ব্বজ্ঞত্ব যাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহাতে বিদ্যা অবিদ্যা প্রভৃতি কোন প্রকার প্রভেদ হইতে পারে না। অতএব জীব বিভুস্বভাব নহেন, ব্রহ্মের অংশমাত্র, তাঁহা হইতে অভিন্ন, পরন্তু ব্রহ্ম তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আছেন, মুক্ত জীবও ব্রহ্মের অধীন। পুনরায় পুরুষবহুত্ব সাংখ্যের সম্মত কিন্তু সকল পুরুষই যদি বিভুস্বভাব হয়েন, তবে অন্ততঃ মুক্তাবস্থায় সকলেরই সেই বিভুত্ব প্রকাশিত হওয়া উচিত; কিন্তু মুক্তাবস্থায়ও জীবের কালক্রম আছে, সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞত্ব নাই, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মত; এবঞ্চ জীব মুক্তাবস্থায়ও বিভুস্বভাব হইলে, সৃষ্টির সর্ব্ববিধ ব্যতিক্রম ঘটন সম্ভব, কারণ তাহাদের পরস্পরের নিয়ামক কেহ নাই, অধিকন্তু সর্ব্ববিধ সৃষ্টিস্থিতিলয়সামর্থ্য কোন মুক্তপুরুষের কখনও হইয়াছিল বলিয়া সাংখ্যকারও বলেন না, এবং তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহাতে নানাপ্রকার দোষ পরিলক্ষিত হয়, এবং বিশেষতঃ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসকলের সহিত সাংখ্যশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়। বেদান্তদর্শনে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু শিষ্যের অধিকার অনুসারে, তাঁহাকে আংশিক ব্রহ্মবিদ্যা সাংখ্যশাস্ত্রদ্বারা শ্রীভগবান্ কপিলদেব উপদেশ করিয়া-

ছেন, এই যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে আর ইহাতে কোন দোষ লক্ষিত হইবে না।

পরন্তু ভগবদ্ ভক্তিই সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, ভগবদ্ ভক্তও স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগবিষয়ে আসক্তিবিহীন, কিন্তু সংসারে তাঁহার অত্যন্ত দ্বেষবুদ্ধি নাই, তিনি সাংসারিক সুখলাভেও অতিশয় উৎফুল্ল হয়েন না, এবং সাংসারিক দুঃখ যাতনায় পতিত হইয়াও তাহাতে অতিশয় ক্লিষ্ট হয়েন না, সুখদুঃখাদিভোগের প্রতি স্বভাবতঃ নিরপেক্ষ হওয়াতে, তিনি সংসারকে অতিশয় দুঃখময় ও পরিহার্য্য বলিয়াও মনে করেন না, এবং সাংসারিক সুখসমৃদ্ধিলাভের জন্য অতিশয় লালায়িতও নহেন। এবংবিধ শান্তপ্রকৃতিক মার্জ্জিতবুদ্ধি, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল বিদ্বান্ শিষ্যই সর্ব্বাঙ্গের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী। এবংবিধ শিষ্যের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তশাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্মসকল উদ্ঘাটন করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। এই পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে শিষ্যের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অপরাপর আংশিক বিদ্যার ভ্রম প্রদর্শন করিতে হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, তত্তৎ বিদ্যার উপদেষ্টা অপর ঋষিসকলের সম্বন্ধে বাস্তবিক তাঁহার কোন অশ্রদ্ধা অথবা মতভেদ ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, বনপর্ব্বে, এবং অন্যান্য পুরাণাদিতে তিনি স্বয়ং সাংখ্যদর্শনের উপদেশ সকল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সাংখ্যবিদ্যা যে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ, তাহাও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য স্বয়ং প্রণয়ন করিয়া সর্ব্ববিধ বিরোধের আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন। অতএব এইক্ষণে সেই ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ইতি পাতঞ্জল-যোগসূত্রং সমাপ্তম্।

ওঁ হরিঃ ওঁ তৎসৎ